

বয়স ছত্রিশ বর্ষে মুক্তিপদ-স্মরণে,
ধ্যানস্থ কুমারনাথ পঞ্চানন-চরণে।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

সুধাকর-গ্রন্থাবলী

(অধ্যাত্ম-ভারত ৪র্থ পর্ব্ব)

তপোবন।

চতুর্থ সংস্করণ.

শ্রীকুমারনাথ মুখোপাধ্যায়

আনন্দাশ্রম

প্যারিচাঁদ মিত্র লেন, বর্দ্ধমান।

প্রকাশক—

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটরি,

৩০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নিউ ব্রিটেনিয়া প্রেস হইতে

আবদুল গফুর দ্বারা মুদ্রিত।

২৪২।১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

অগ্রহায়ণ, ১৩৩১

মূল্য ॥০ আট আনা।

সুধাকর গ্রন্থাবলী

বা

অধ্যাত্ম ভারত

প্রথম অঞ্জলি—১৷৷০

পদ্মগীতা ৷৷৵০, মধুময়ী চণ্ডী ও মৃত্যু-বিজয় ৷৷৵০, মৃত্যু-বিজয় ২য় খণ্ড ৷৵০, তিনখানি একত্রে ভাল বাঁধা।

দ্বিতীয় অঞ্জলি—২৲

তপোবন ৷৷০, অশোক বন ৷৵০, নিত্যবৃন্দাবন ও ব্রজাঙ্গনা গীতা ৷৷০, গৌরাঙ্গ গীতা ৷৷০, একত্রে উত্তম বাঁধা।

তৃতীয় অঞ্জলি—২৲

যোগবাশিষ্ঠ ও রাণী চূড়ালা ৷৷০, অমৃত ৷৷০, প্রেম-প্রতিভা (২৫০ পৃষ্ঠা) ৷৷০, একত্রে উত্তম বাঁধা।

চতুর্থ অঞ্জলি—১৷০

মৃত্যুপারে নূতন মহাদেশ ৷৷০, সুধাকর-চরিত সুধা ৷৷০, একত্রে উত্তম বাঁধা।

প্রত্যেক পুস্তক উক্ত মূল্যে খণ্ডাকারে পাওয়া যায়।

ঠিকানা—ম্যানেজার, সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটারি।

৩০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অথবা ম্যানেজার, আনন্দাশ্রম, বর্দ্ধমান।



শ্রী

তপোবন।

প্রার্থনা।

ভারতে প্রভাত নিশীথিনী, আসিবেন সুখ-দিনমণি
জগৎ গৃহিণী উষা, পরিয়া ধবল ভূষা,
অমানিশা অবসানে পশিলা রঙ্গিণী।
ভারতের ফরসা-প্রাঙ্গণ, ভরসায় বিহঙ্গম গণ
রজনী প্রভাত দেখে, প্রভাতি গাইছে সুখে,
সুখে শিখী শাখি-শাখে করিছে নর্ত্তন!
আবার ফুটিছে ফুলকলি, আসিয়া জুটিছে যত অলি,
সুখ সবিতায় হেরে, দিগঙ্গনা রঙ্গ করে,
বঙ্গের অঙ্গনা চাহে মুখপদ্ম মেলি!
ত্রিদিব-দুহিতা শ্বেতাননে, তব দয়া নিত্য দীন জনে,
হের আমি বড় দুঃখী, সংসার মরুতে থাকি,
আশা-মৃগ তৃষ্ণিকায় স্নিগ্ধবারি জেনে!

দীনতারিণী কই গো তোমায়, যাচিয়া লয়েছি দীনতায়,
কহিব কি, দীন দেখি, সবাই দিয়াছে ফাঁকি,
তাই নিরজনে থাকি ডাকি মা তোমায়!
এ কপাল কঙ্কালের খনি, শ্বেতাঙ্গিনী চিরদিন জানি,
তরু-তলে নদী-তটে, যে দিন যেখানে ঘটে,
তব পাদপদ্ম স্মরি কাটাই যামিনী!
এস বিজ্ঞে সেই দেশে যাই, জড়ের প্রভুত্ব যথা নাই,
এ ধূলার ঘর দ্বার, ভাঙ্গি যাবে কত বার,
তুমি আমি অবিনাশী. হেরি বসি তাই!
কৃপা করি এস শ্বেতাননে, উর দেবি ডাকে দীন জনে
ও তব করুণা বিনা কেমনে বাজিবে বীণা,
জুড়াইবে মাতৃভূমি বিভু গুণ গানে?
ভ্রান্ত মন সাহস কেমন! গাইলা যা মুনি ঋষিগণ,
ওরে সেই গীতামৃত, দৈত্য করে অপহৃত,
দানব দলিবে হায় নন্দন-কানন!
কিন্তু আশা তুচ্ছ তৃণদল, সুধাস্পর্শে অমর সকল,
অপাত্রে অমৃত প'ল, আশাতরু মুঞ্জরিল,
সেই বৃক্ষে ফলে যদি অমরতা-ফল!
পিয়ে রস তৃষ্ণাপূর্ণ করি, অমর হইবে নরনারী,
তাই গো সাধনা করি, ক্ষণেক অমরপুরী,
পরিহরি কৃপাকরি এস সুরেশ্বরী।
ধ্বস্তহায় দিয়া বক্ষ পরে, এস তুমি পীন-পয়োধরে,
ত্রিলোক তারণ গান, গাইতে ছুটিছে প্রাণ,
উৎকর্ণ ভারত ওই, উর বিম্বাধরে!

সুধাকর গ্রন্থাবলী

ভারত সঙ্গীত-সুধা তপোবন-কাহিনী
গাই যারে যারে কর আশীর্ব্বাদ জননী !
মহা মূর্খ মহা কবি হ'ল যাঁর প্রসাদে,
উর পূর মনোসাধে সুখ দে মা সুখদে ;
বামনের জ্ঞান নাই, মত্ত মদে, চাঁদে চাই !
অবাধে অবোধে হেন বর দে মা, বরদে !
তপোবনে বসি গান গাই মা খু্লয়া প্রাণ,
কাব্যের স্বর্গীয় সুরে শুনাই অমর-নরে,
বশিষ্ঠ সমান কার্য্যে, রাম-নারায়ণাচার্য্যে,
আর বর্দ্ধমান-সূর্য্যে সূর্য্য-বংশ-দিবাকরে !
রণে বনে জলে স্থলে রক্ষ মা, সর্ব্ব-মঙ্গলে !
সদা-শিব রাজেন্দ্রের অশিব করুন দূর !
দেবোপম নৃপবর বর্দ্ধমান-দিবাকর
জয় শ্রী-বিজয়-চন্দ্ মহ্‌তাব্ বাহাদুর !



সূর্য্য-স্তব।

ভাসিল তপন, হাসিল জগৎ, তুলিয়া ঈষৎ আন্ধার মুখ!
লুকায়ে কোকিল, বকুল শাখায়, মুকুল মুখেতে, দিতেছে কুক।
থল থল জল, কমল কলি ঈষৎ নয়ন ঠারে,
ফুল্ ফুল্ ফুল্ ফুলের বাগান, শোভিল কুসুম-হারে!
নীরদে মাখিয়া, কণকের কুচি, গাঁথিয়া গাঁথিয়া, সোণার ঘর,
বাড়াইয়া শোভা, নাচে দিগঙ্গনা. পাপিয়া গাইল, মধুর স্বর।
উদয় অচলে, চাহিলা মিহির, তিমির ছাড়িল, নয়ন-পথ;
এস দেব এস, আর একবার, বিমানে চালাও, রজত রথ;
মম মনোরথে, বিমানের পথে, টানিছে বাসনা, মরাল-কুল,
সবেগে ছুটিছে, ফুটেছে নেহারি, নীল নভো-জলে, কমল ফুল।
উর মনোরথে, কহ অংশুমালী, বিনাশি অজ্ঞান আঁধার রাশি;
কার জ্যোতি-বলে,তুমিজ্যোতির্ম্ময়,তোমারজ্যোতিতেযেমন শশী?
এত তেজোরাশি, ভুবনে বিকাশি, করে করে ধরি, রেখেছ ধরা;
কত তেজ তার, করে ধরা যার, কোটি কোটি ধরা, এমন ধারা?
কোথায় সে জন, জান কি তপন, যার পদতলে,হইয়া রেণু
গড়ায় কেবল, তোমার মতন, কোটি কোটি কোটি, অবাক্ ভানু?
তোমার প্রসাদে, জাগিল জগৎ, নয়ন হেরিল, আঁধার পথ,
জ্যোতি দান ক'রে,অজ্ঞান কুমারে,কহ কোন পথে চিদানন্দ সৎ?
যার স্থূল দেহ, করিলে কল্পনা, পরমাণু বৎ, তোমায় দেখি!
আমিও যেমন, তুমিও তেমন, উভয়ে অবাক্, হইয়ে থাকি!
পল অনুপল, মুহূর্ত্ত যেমন, অনন্ত কালের, একটি অণু,
অনঙ্গ যেমন, ধূর্জ্জটির চক্ষে, ধ্যান ভঙ্গে যবে, চাহিলা স্থাণু;

সিন্দূরের বিন্দু, সুন্দরীর ভালে, তব পাশে যায় যেমন দেখা,
সেই রূপ যার, নাম উচ্চারণে, সমান তোমার, থাকা না-থাকা;
যার সূক্ষ্ম দেহ, করিলে ভাবনা, কালের প্রবাহ, পবন কায়া,
ধরিত্রীর ন্যায়, গুরুবোধ হয়, গিরিসম গুরু, অণুর ছায়া;
কেমন সে জন, জ্বলন্ত তপন, জগৎ-লোচন তোমায় বলে,
পার কি দেখাতে? আর্য্যঋষিগণে দেখালে যেমন গগনতলে?
কি ধনী দরিদ্রে, পাপী পুণ্যবানে, কীটাণু কীটেতে সমান দয়া,—
এমন যে জন, বুঝিনু তপন, তুমিই তাহার, দেখাও ছায়া!
জড় চক্ষু যার, চাহে অনিবার, হেরিবারে সেই,জ্যোতিরজ্যোতিঃ
তোমায় হেরিয়া, সে ধন লভিয়া, চরিতার্থ হয়, মানব মতি!
তেজঃ পুঞ্জ তুমি, মহা ভয়ঙ্কর, তথাপি অন্তর, কমল মম,
অজ্ঞান তিমির, বিনাশ মিহির বিকাশি হৃদয়, কুসুম সম।

ভাসিছে জগৎ-রাশি, অনন্ত আকাশ মাঝে,
প্রবল কাল-প্রবাহে ভাসিয়া চলিল!
কোটি রবি শশী তারা, দিগ দিগন্তরে সব,
এক সূত্রে গাঁথি কেবা সাজায়ে রাখিল!
অনল-অনিল ক্ষিতি সলিলের বাষ্পকণা,
কোথায় নিরবে মিশি, হ'ল বিন্দুপ্রায়—
তাহাতে গঠিত গাত্র, বায়ুর হিল্লোলে মাত্র
বাঁচে প্রাণ, মায়া-বদ্ধ বান্ধা দুই পায়;—
এই সে মানব দেহ আঁটিতে না পারে কেহ,
ভয়ঙ্কর অহঙ্কারে উন্মত্তের মত,
হুই-হুই থই-থই,— ধরা পৃষ্ঠে নাচে ওই,
হায়রে, কীটাণু কোটি স্বর্গ-নিপতিত!

এ জগৎ-কারাঘরে, এহেন প্রমত্ত নরে
নিরখি যাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল,
অচেতন জগতেরে, চেতনা দিবার তরে
অবিশ্রান্ত আঁখি যাঁর অশ্রু বিসর্জ্জিল,
হেন বুদ্ধদেব-কীর্ত্তি, জগৎ-মঙ্গল হেতু
জগতে মঙ্গলময় তুমি বিভাসিলে, —
আমি অন্ধ জ্ঞান নাই, জ্যোতির্ম্ময় ডাকি তাই,
সবিতৃ স্বরূপ বিভো, সবিতৃ মণ্ডলে।

বুদ্ধদেব।

হিমাচল নাম গিরি তুঙ্গ শৃঙ্গ স্কন্ধে ধরি,
দ্বারী সম ভারত উত্তরে ;
অভ্র-ভেদী মেঘ বর্ণ, দানব দুর্ব্বার যেন
করে ধরি অম্বর বিদরে।
শিখর শিখর পরে, ধায় ধরিবার তরে
হিংসা বশে মধ্যাহ্ন তপন,
চাহি দিগ্ দিগন্তরে মুহুর্মুহুঃ রোষ ভরে
দাবাগ্নি করিছে উদ্গীরণ!
প্রস্রবণ উচ্ছ্বাসিত, উৎস যত উৎসারিত,
ঘর্ম্ম যেন ছুটে সর্ব্বকায়,
তুষারে মণ্ডিত শির, দিগ্বিজয়ে মহাবীর
ধরে শুভ্র মুকুট মাথায়।

দিগঙ্গনা গণ ডরে, কাঁপিতেছে থর থরে,
বসুন্ধরা কাঁপে পদ ভরে!
শিখরে অপ্সরা কুল, উড়িছে এলায়ে চুল
দেব কন্যা যেন দৈত্য করে!
শাল তাল চারু দারু, সুদীর্ঘ সহস্র তরু
দাঁড়াইয়া মেরু পৃষ্ঠ পরে,
দীর্ঘশাখা বিস্তারিয়া বাঞ্ছা—ধরে কর দিয়া
রাজ ছত্র সবিতার শিরে!
যেন উঠি মেঘ মালা, রবি-করে ঢাকা দিলা,
বসুন্ধরা তায় অন্ধকার;
হিমাদ্রির পাদদেশে, একটী রশ্মি না পশে,
দীপ্ত যেন দ্বিতীয় ভাস্কর;
কপিল মুনির নামে গিরিতলে হ'ল ক্রমে
নগর কপিল-বস্তু নাম;
অপূর্ব্ব সে রাজধানী, ক্ষত্রিয় কুলের মণি
শুদ্ধধন ধনেশের ধাম।
রজত প্রাচীর তায়, শোভে মেখলার ন্যায়,
বেষ্টিয়া সুবর্ণ সিংহদ্বার,
অমর বৃন্দের সনে যেন স্বর্ণ সিংহাসনে
বসিয়া দেবেন্দ্র দিয়া বার!
রাজ পথ চারি ধারে তরুলতা শোভা করে,
ফল-ফুল-ভারে তুলিছে শির!
কোথাও মুঞ্জরি হেরি গুঞ্জরে গুঞ্জরি মরি,
ঝির্ ঝির্ করি বহে সমীর!

নিরন্তর চূত শাখে পরভৃত গণ ডাকে
শ্যামল পল্লব সকল ঠাঁই,
ঝুলিছে রসাল ফল, ফুটন্ত ফুলের দল,
ভ্রমর মলয়ে বিরোধ নাই!
মণি জ্বলে সৌধভালে, দেউলে চপলা খেলে
রবিকর লাগি রতন পরি!
সতত নগর মাঝে, মধুর মৃদঙ্গ বাজে,
উঠিছে সঙ্গীত লহরী মরি।
ক্রীড়য়ে নাগরী কুল, কর্ণমূলে স্বর্ণফুল,
সুকোমল করে ফুল্ল পয়োমন্ত নলিনি!
মধুর মধুর হাসি, অধীর অধরে আসি,
খেলে, যথা সৌদামিনী জন-মন মোহিনী!
লম্বিত কুন্তল বেণী, চমকিছে গাঁথা মণি,
অধো ধায় কালফণী যেন যায় বাঁকিয়া!
রত্নহার থরে থরে বক্ষপরে শোভা করে,
কুটজ কুসুম যেন হেমকুটে ফুটিয়া!
হেসে খেলে, সন্ধ্যা হলে, কুল বধূ যায় জলে—
অমানিশিতেও হাসে কুমুদিনী নেহারি,
পোহাইলে বিভাবরী, কমলিনী ফুটে হেরি
অবগুণ্ঠনেতে মুখ যায় নারী আবরি!
নিশি-পথে কামিনীর, বহে সুসমীর ধীর,
মরমরে পাতা, ফুটে যূথি যাতি মালতি,
কামিনী অঞ্চল স্পর্শে, কামিনী-কুসুম হাসে,
কদম্ব বিকাশে হেরি উরসের উন্নতি!

রূপবতী গুণ যুতা সুপ্রবুদ্ধ রাজসুতা
মায়াদেবী মহীপাল বামে,
সুখের করিলা শেষ না জানি দুঃখের লেশ,
রোগশোক পশে না সে ধামে।
সুন্দর হিমাদ্রি দেশে, ইন্দ্রপুরী সম বাসে,
শুদ্ধধন-রাজেন্দ্রের বাস,
সদানন্দে রাজা রাণী সাজাইলা রাজধানী,
হিমালয়ে দ্বিতীয় কৈলাস !
বহুদিনে গর্ভবতী, হন রাণী, ধায় দূতি
সংবাদ কহিলা ভূপতিরে,
শুনি নৃপ হর্ষ যুত বিতরে রতন কত,
পূজা দিলা শিবের মন্দিরে।
প্রিয়ম্বদা হর্ষে ভাসি কহিলা একদা আসি,
মহারাজ শুন সমাচার,
গেল দুঃখ এতদিনে, শুভদিন শুভ ক্ষণে,
ভূমিষ্ঠ হইলা সুকুমার !
সন্তান সম্ভব শুনি আনন্দে সে নৃপমণি
যত্নে রত্ন করে বিতরণ,
বেণু বীণা সপ্তস্বরে শ্রবণ বধির করে,
দান করে বধিরে শ্রবণ !
হেরিলা ভূপাল আসি কোটী শরতের শশী
অঙ্কে বসি দিক আলো করে,
শিশুর মাধুর্য্য রাশি হেরি সুখী প্রতিবেশী
মাতা পিতা সপ্ত সর্গ পরে !

সুসময়ে অন্নাশন দিলা নৃপ হৃষ্ট মন,
সন্তানের চিন্তা মাত্র সার,
ধর্ম্মেতে সুসিদ্ধ হবে, নরবর তাই ভেবে,
নাম রাখে সিদ্ধার্থ তাহার।
কুমারে শিক্ষার তরে সমর্পি শিক্ষক করে
নিশ্চিন্ত হইলা মহীপাল,
সতত সুশিক্ষা পায় সিদ্ধার্থ সন্তুষ্ট তায়
নাহি হয়, যায় কিছু কাল।
নেহারে শিক্ষক তার শিক্ষা অতি চমৎকার,
হেরি হা'র মানে গুরুজন,
না হতে টঙ্কার শ্রুত বাণ যথা বিন্ধে দ্রুত,
হেন ধায় সিদ্ধার্থের মন!
গ্রন্থের প্রথম পাতা না পালটি শেষ কথা,
একি প্রথা শিক্ষার সময়?
সাত পাঁচ ভাবি মনে ক্ষান্ত দিলা গুরুজনে
মগ্ন সদা সিদ্ধার্থ চিন্তায়!
সকল বালক আসি করতালি দিয়া হাসি
ধায় সবে খেলিবার তরে;
সিদ্ধার্থে ডাকিলে তারা শিশু যেন পথ হারা
কোথা যায় কিবা চিন্তা করে!
গাত্রে যত অলঙ্কার মণি মুকুতার হার,
না চাহিতে দেয় দীন জনে,
নিষেধ করিলে কেহ ধুলায় লুটায় দেহ,
কান্দে পড়ি না যায় ভবনে!

কিছু দিন গত করি যজ্ঞ সূত্র গলে ধরি,
সিদ্ধার্থ ধর্ম্মেতে দিলা মন ;
নানা শাস্ত্র পাঠ করে সত্য আহরণ তরে,
ফুলে ফুলে দ্বিরেফ যেমন।
ভ্রমে সদা উপবনে, কভু হেরে এক মনে
কেমনে ফুটিছে কত ফুল ;
গোলাপে কণ্টক হেরি মনে মনে হাস্য করি
কভু ধরে বিধাতার ভুল !
বিচরণে শ্রান্ত হ'লে আসিয়া বকুল তলে
দুর্ব্বাদলে করয়ে শয়ন ;
ধীর সমীরণ হেরে, মনে মনে চিন্তা করে—
কেবা করে মধুর ব্যজন !
শাখায় কোকিল গায়, কুমার ভাবিছে হায়—
কেবা গায়, কে শিখায় তারে ?
গীতসুধা বরষিয়া শীতলিতে দগ্ধ হিয়া,
কেন গায়, গায় কার তরে ?
এইরূপ চিন্তা করি ধন জন পরিহরি
কুমার বেড়ায় উপবনে,
এই ভাবে যায় দিন, মাঝে মাঝে কোন দিন
রাজপুত্র না আসে ভবনে !
নিশি শেষে নৃপ গিয়া বহির্দ্দেশে বার দিয়া,
কহিলেন সভাসৎ সবে,
পুত্রের বিরাগ যবে, পিতার কর্ত্তব্য তবে,
বয়ঃপ্রাপ্তে পরিণয় দিবে।

সুধাইয়া সবে ধীর   সুপাত্রী করিলা স্থির,
যশোধারা দণ্ডপাণি-সুতা,
রূপে কন্যা নিরুপমা   গুণে সরস্বতী সমা,
সুষমা উপমা স্বর্ণলতা।
দেখি লোকে চমৎকার   তনু রুচি তনয়ার
মায়ার তুলিতে কি সুছাঁদে
আঁকিয়াছে, হয় ভ্রান্তি   কষিত কাঞ্চন কান্তি,
শান্তির চন্দ্রিকা মুখচাঁদে!
উজ্জ্বল করেছে ধরা   অঙ্গ-লাবণ্যের ভরা
বঙ্গাঙ্গনা নীলোৎপল-আঁখি,
মণিমুক্তা রত্ন পাতি   বরাঙ্গে খদ্যোত ভাতি,
কৌমুদী ছড়ায় চন্দ্রমুখী।
যেন উচ্চ নভঃস্থলে,   নিষ্কলঙ্ক চাঁদ দোলে,
চতুর্দ্দোলে তুলি তনয়ারে
সুবর্ণ প্রদীপ-তারা   দ্বিগুণিল শোভা তারা,
নিলা সবে পুরীর মাঝারে।
মহানন্দে হুলুধ্বনি,   চৌদিকে ধ্বনিল শুনি,
সবে বলে কুমারের এবে,
ফুরাল বৈরাগ্য যত,   দেখেছি ওরূপ কত,
দিন দিন সব দূরে যাবে!
উর্দ্ধবাহু রুক্ষ ভাতি,   বনবৃক্ষ-কুলপতি
আভরণ দলে পদতলে;
অবার কোকিল বধূ,   দূর বনে বসি শুধু
ডাকে যদি কুহু কুহু ব'লে,

পরে তরু অলঙ্কার, হেমলতা-স্বর্ণহার
মুকুল-মুকুট চারি ধারে,
ভ্রমরার প্রেম-গান, শুনি করে মধু দান,
ডাকে পক্ষী মধু-মক্ষিকারে!
সুখসরে পুরবাসী ভাসিতেছে দিবানিশি,
রাজ-পুত্রবধূ যশোধারা,
সখী সহ অন্তঃপুরে মহাসুখে কাল হরে
নৃপতির নয়নের তারা!
হ'ল সুখ পরিণয়, ক্রমে দিন গত হয়,
সিদ্ধার্থ সন্তুষ্ট নয় তাহে,
নিত্য বসি নিরজনে, কি যে চিন্তা করে মনে,
অবিরাম অশ্রুধারা বহে!
সুধাইলে কোন জন কহে এই বিবরণ—
এ জীবন ইন্ধন সমান,
জলদে চপলা প্রায়, ঘর্ষণে উৎপত্তি, হায়!
করে পুনঃ চকিতে প্রস্থান!
জলবিম্বে ছায়া প্রায়, জগতে পদার্থ চয়
ভুলায় জীবের মন যত,
এই আছে এই নাই, এই দেখিবারে পাই,
বাদিত্রের ঝঙ্কারের মত!
কোথা হতে আসে যায় কেহ না উদ্দেশ পায়,
ধায় লোক তাহারি পশ্চাতে,
হারায়ে নয়ন তারা, হায় তারা দিক্ হারা,
অন্ধ সম দেখে দুই হাতে!

না জানি কোথা এমন, নিত্য সুখ প্রস্রবণ,
সত্য যাহা অনিত্য সংসারে ;
পড়িয়া মায়ার ফাঁদে, নিয়ত পরাণ কাঁদে,
হরি যথা আনায় মাঝারে !
ইথে যদি মুক্তি পাই, কিছু আর নাহি চাই
যাই চলি দূর তপোবনে,
প্রান্তরে পর্ব্বত পাশে তটিনীর তটে ব'সে
নিত্য সুখে স্থির করি মনে !
অন্তর স্বাধীন করি যদ্যপি ভ্রমিতে পারি
মুক্তি পদ করি আবিষ্কার ;
ভ্রান্ত জীব লক্ষ লক্ষ তা' হ'লে পাই ত মোক্ষ
মুক্ত হ'ত ত্রিদিবের দ্বার।
ক্রমে ক্রমে যায় দিন, যশোধারা দিন দিন
শুক্ল পক্ষ বিভাবরী প্রায়,
হসিত যৌবন ভাতি আমারি বিকাশে সতী,
মতি গতি পতি রাঙ্গা পায় !
সভয়ে না কয় কথা, পাছে পেয়ে মন-ব্যথা
পতির বিরাগ হয় মনে !
সাবধানে সদা রয় সাবধানে কথা কয়
পাছে যায় ভ্রমিতে উদ্যানে !
সন্তানের সম্ভাবনা দিনে দিনে গেল জানা,
সবে করে আনাগণা, ক্রমে পূর্ণ মাস ;
ম্লান আস্যে যশোধারা সতত আলস্যে ভরা
উত্থান শকতি হারা, বহে দীর্ঘ শ্বাস !

কালে পুত্র সম্ভবিল দুঃখ রবি অস্তে গেল,
রাজপুরী পূর্ণ হ'ল, আনন্দের রোলে,
চড়াৎ করিয়া বুক উঠিল—সিদ্ধার্থ মুখ
মলিনিল, বজ্র যেন পশে মহাশৈলে!
ঊর্ণনাভ ফাঁদ পাতি বাধায় পতঙ্গ জাতি
পঙ্কেতে মাতঙ্গ মরে পঙ্কজের বনে—
ভাবে তাই রাজপুত্র শিহরিয়া উঠে গাত্র
পতত্রী বাগুরা দেখে ব্যাধের ভবনে!
কুমার সোয়াস্তি-হারা, ভাবিয়া হইলা সারা,
শান্তনিলে যশোধারা কহে ধীরে তায়,
"পুত্রমুখ হেরিব না, কে যেন করিছে মানা,—
মৃগেন্দ্রের আনাগনা নিরখি আনায়!
কভু বা আদর করি প্রিয়ার বদন ধরি
রাজপুত্র কহে প্রিয় ভাষ,—
গৃহে থাক চন্দ্রাননে, আমি যাই তপোবনে,
তপোবন সুখের আবাস!
শুনিয়া কাঁদিলা ধনী, কপালে যুগল পাণি
হানি বলে—কহ কান্ত মোরে,
কেন হ'ল পরিণয়, কেন হ'ল প্রেমোদয়?
এ প্রলয় কেন অতঃপরে?
কহিলা সিদ্ধার্থ তবে শুন প্রিয়ে তাই,
জীব যত ভোগে কত শুন সেই কথা,—
সিংহদ্বার অতিক্রমি অশ্বযানে যাই,
নিরখি তাদের দশা পাই মর্ম্মব্যাথা!

সে দিন ভ্রমিতে যাই পূর্ব্ব দ্বার হ'তে,
দেখিনু স্থবির এক পড়ি আছে পথে!
শিথিল সকল চর্ম্ম জীর্ণ কলেবর,
অস্থিসার, উঠিবার শক্তি নাহি হয়,
দৃষ্টি হীন অতি দীন ক্ষীণ কণ্ঠস্বর.
থর থর কাঁপে শির ধরি জানুদ্বয়!
দুরন্ত মাঘের হিমে বস্ত্র নাহি গায়,
ছল ছল আঁখি জল জঠর জ্বালায়!
দেখ দেখি শশিমুখী সুখের ধরায়,
একি কাণ্ড? এ ব্রহ্মাণ্ড দুঃখময় কত?
দুদিনের তরে আসে যৌবন সময়,
বিলম্ব না সয়, নাম উচ্চারণে গত!
ফুরায় যৌবন সুখ বিদ্যুতের গতি!
কুসুম সুষমা ময় শুকায় যেমতি!
এই যে ক্ষণিকসুখ অনুভূত হয়,
এই যে মানব-গর্ব্ব যৌবন বিপাকে,
ভাবি দেখ চারুনেত্রে সে সুখ এ নয়,
যে সুখ অনন্ত কাল অন্তরেতে থাকে।
নিত্য সুখ তবে প্রিয়ে আছে সুনিশ্চয়,
অস্থায়ী আভাস যার যৌবন সময়!
আর এক দিন শুন. শুন বিম্বাধরে,
দক্ষিণ দুয়ার হ'তে হইয়া বাহির,
দেখিনু পড়িয়া এক পান্থ পথ পরে,
থর থর কাঁপে তার কঙ্কাল শরীর!

ছট্ ফট্ করে ভূমে ব্যাধির জ্বালায়,
জল জল করি তার বুক ফেটে যায়!
অসহায় নিরাশ্রয় ঘন বহে শ্বাস,
মূর্ত্তিমান্ মৃত্যু যেন কণ্ঠরোধ করে,
থেকে থেকে মনোভাব করিছে প্রকাশ,
নিরখিতে প্রাণাধিক পুত্র পরিবারে!
"কোথা প্রিয়ে" বলি তার কাঁদি উঠে প্রাণ,
"সংসার স্বপন মাত্র" করে সপ্রমাণ!
পশ্চিম দুয়ারে যাই আর এক দিন
সেবিতে সমীর ধীর, বয়স্যের সনে,
প্রফুল্ল সকল লোক দেখি প্রতি দিন,
সে দিন কাঁদিছে তারা ব্যথা পেয়ে মনে!
এ নগরে এত দুঃখ কভু দেখি নাই,
ভাগ্য দোষে বুঝি আসে, তেঁই ব্যথা পাই?
মৃত দেহ স্কন্ধে করি ভাই বন্ধু যত,
আশায় নিরাশ হয়ে হাহাকার করে,
কেবল নয়ন জল বহে অবিরত,
আসার সংসার তারা বুঝে অতঃপরে!
শব কাঁধে সবে কাঁদে! সকলি বিফল।
হরিধ্বনি মাত্র শুনি শেষের সম্বল!
এমন যৌবন যদি জরাগ্রস্ত হ'ল,
হেন দেহ হ'ল যদি ব্যাধির মন্দির,
দেখিতে দেখিতে যদি জীবন ফুরাল,
সংসার দুঃখের খনি জানিলাম স্থির!

চঞ্চলা চপলা হেরি   এই মনে হয়,
জ্যোতির আকর ওই   মেঘ সুনিশ্চয়!
ছাড়িয়া উত্তর দ্বার   উদ্যানেতে যাই
এক দিন, দেখি এক   দরিদ্র সুজন,
করঙ্গ করেতে করি,   অন্য কিছু নাই,
শত ছিদ্রান্বিতা কন্থা   অঙ্গের ভূষণ!
শুনিলাম আসিয়াছে   ধন জন ছাড়ি,
মুখে মাত্র হরিনাম   ফেরে বাড়ী বাড়ী!
সুধাইয়া সারথিরে,   শুনি বিবরণ,—
ভিক্ষুক তাহার নাম   ভিক্ষা মাগি খায়;
মায়া-মোহ-শোক-তাপ দিয়া বিসর্জ্জন,
করিয়াছে একমাত্র   ঈশ্বর সহায়!
জগতের সুখে তার   নাহি ধায় মন,
লভিবে অনন্ত সুখ   করিয়াছে পণ।
যে দিন দেখিনু সেই   বিরাগ মূরতি,
বলিব কি, চারু আঁখি,   করিয়াছি পণ,
সাক্ষী তুমি বিশালাক্ষি,   কহি পুনঃ সতি,
অনন্ত স্বর্গের দ্বার   করি উদ্ঘাটন,
দেখা'ব জগৎ জীবে,   দেখা'ব তোমায়,
জীবের অনন্ত সুখ   রয়েছে কোথায়!
মুক্তির প্রশস্ত পথ   আবিষ্কার করি;
পরিষ্কার করি দিব   জগতের তরে;
পাপী তাপী জরাগ্রস্তে   নিজ হস্তে ধরি,
আনিব মুক্তির পথে   কহিনু তোমারে!

দেখাব তোমায় প্রিয়ে, ছুটিয়াছে মন,
তপোবন শান্তি সুধা সুখদ কেমন!
শুনিয়া স্বামীর মুখে স্বর্গের সংবাদ,
প্রিয়ংবদা রাজবধূ পতি মুখপানে
অনিমেষে নিরখিয়া পাশরে বিষাদ;
অপূর্ব্ব প্রেমের ভাতি শোভিল আননে।
অনুপম মুখশোভা প্রফুল্লতা ভরে,
নৃত্য করে পবিত্রতা নেত্র যুগ পরে!
নীরবে রহিলা বামা, সিদ্ধার্থ তখন
প্রিয়ার বদন পানে নেহালে কেবল,
ঝটিকার পূর্ব্বে ঠিক প্রকৃতি যেমন,
অধীর স্বভাব এবে হ'ল অচঞ্চল!
কতক্ষণে দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া তখন,
কি জানি ভাবিয়া মনে, মুছিলা নয়ন!
কহিলা মধুরে, ধীর জলদ যেমতি
কহে মনোগত কথা চপলার সনে,—
পোহাল বিষাদ-নিশা, ধন্য তুমি সতি,
আমার আশার উষা কিরণিল মনে;
গৃহে থাক চন্দ্রাননে হ'য়না নিরাশ,
অচিরে মুক্তির দ্বার করিব প্রকাশ!
যাই তবে যামিনী যে অবসান প্রায়,
যাই প্রিয়ে, থাক গৃহে, এ নিশান্তে তুমি
মম কথা প্রকাশিয়া কহিও পিতায়,
একদা যে কথা তাঁয় কহিয়াছি আমি!

গৃহে থাক হেন পাছে কহেন আমায়,
সঙ্কুচিত তাই চিত লইতে বিদায়!
এখনি লইব অশ্ব অশ্বশাল হ'তে,
ছাড়িব পিতার রাজ্য থাকিতে রজনী,
সৌধ শির হ'তে ক্রমে দেখ রাজপথে,
কেমনে প্রস্থান করি, দেখ নিতম্বিনি।
এত বলি দোঁহে দিলা প্রেম আলিঙ্গন,
চলিলা কুমার দ্রুত অশ্বের কারণ!
কোমল অবলা-প্রাণে ব্যথা যদি পায়,
তেঁই বুঝি ত্যজিল না রত্ন অলঙ্কার!
বুঝিল না বুঝি সতী, বুঝিল না হায়!
কোথায় চলিল ওই প্রাণপতি তার!
নীরবে কহিয়া গেল উদাস নয়ন,—
"কেবা কার, কে তোমার, নিশার স্বপন!"

সংসার ত্যাগ।

লইয়া সুন্দর অশ্ব বিদ্যুতের গতি,
রক্ষক লইয়া সাথে সিংহ দ্বার দিয়া,
রাজ পথে বাহিরিলা কুমার সুমতি,
জ্বলিছে আলোক-মালা দিক উজলিয়া।
দেখিতেছে যশোধারা, নীরব রজনী.
ধীরে ধীরে বাহিরিল নয়নের মণি!
চারিদিক অন্ধকার নীরব সকল,
না নড়ে একটি পাতা, গাছ পালা যত

গাঁথা যেন ধরা সঙ্গে, স্থির, অচঞ্চল,
যোগী যত যেন যোগ সাধনেতে রত।
দেখিতেছে যশোধারা ওই অশ্ব যায়,
ক্রমে দূর—ঘোর ঘোর, দেখা নাহি যায়।
তখন শুনিছে মাত্র স্থির কর্ণ করি,
ব্যগ্রতা হৃদয় মাঝে হয়েছে উদয়!
চৌদিকে নীরব শুধু দড় বড় করি
ঘোটকের-পদধ্বনি দূর পথে হয়!
শির পরে শোভা করে অনন্ত গগন,
আঁধারে ফুটিছে তারা হীরক যেমন!
চৌদিকে আঁধার রাশি আবরে অবনী,
অশ্ব-পদধ্বনি আর শুনা নাহি যায়;
শ্রবণ বিবরে আর পশিছে না শুনি,
হাহাকার করি ধনী পড়িলা তথায়!
চলি গেলা রাজপুত্র দেশ দেশান্তরে,
জ্ঞানহারা যশোধারা দূর সৌধশিরে!
ধন্য রে বিধির বিধি! এ মর ধরায়
ধার্ম্মিকের এই পথ! ধন্য যশোধারা!
যে জন চলিল ওই উপেক্ষি তোমায়,
যাহারে ভাবিছ তুমি নয়নের তারা,
কেবল তোমার তরে নহে সে সুজন,
প্রাণ তার কাঁদে সর্ব্ব জীবের কারণ!
সখী সনে বহু ক্ষণে পাইয়া চেতন,
কাঁদে রাজকুল-বধূ, প্রভাত রজনী,

কাঁদে আজ রাজপুরী সিদ্ধার্থ কারণ,
উঠিল বিরাগ রাগে ধীরে দিনমণি!
যাও তুমি রাজপুত্র যথেচ্ছা এখন,
যে কাঁদে কাঁদুক, তব বিমুক্ত বন্ধন!
এখন পোহাল নিশি, জাগিল জগৎ,
উপনীত রাজপুত্র গিয়া বহু দূর;
কুশি-নগরের রম্য তপোবন-পথ
পঞ্চবিংশ ক্রোশান্তরে সে গোরক্ষপুর,
এ স্থলে ভূতলে পদ রাখিলা কুমার,
খসাইয়া ফেলে যত রত্ন-অলঙ্কার!
খুলিয়া সুবর্ণ বেশ একে একে ধরি,
দিলা সব বিলাইয়া অশ্ব রক্ষকেরে,
কহিলা বিনয়ে তায়, অশ্ব সাথে করি,
ফিরিয়া যাইতে নিয়া আপনার ঘরে।
আপনি প্রফুল্ল মুখে বেশভূষা হীন,
বাঁধিলা কটিতে আঁটি সুন্দর কৌপীন!
নিরাশ্রয়, শ্রেয়ঃ মাত্র অভীষ্ট সাধন,
নিঃসম্বল, বল মাত্র 'দুর্ব্বলের বল',
একাকী সে রাজপুত্র চলিলা তখন,
যে দিকে নয়ন দেখে বিজন জঙ্গল!
ক্রমে ক্রমে ঘোর বনে করিলা প্রবেশ,
আর কেহ সিদ্ধার্থের না পায় উদ্দেশ!
কাঁদে রাজা, কুমারের উদ্দেশ না পায়,
বিষাদে আকুল আজ হল রাজপুরী

অন্ধকার সে নগর করে হায় হায়!
কাঁদে বসি যশোধারা দিবস শর্ব্বরী।
কোথায় সিদ্ধার্থ এবে কে বলিতে পারে,
দিন দিন ডোবে বিশ্ব বিস্মৃতি-সাগরে!
ক্রমেই বৎসর চক্রে হয় আবর্ত্তন,
কত রবি শশী তারা উঠিল গগনে,
কত কথা কত জন হ'ল বিস্মরণ,
নূতন আশার বাসা মানস-কাননে;
প্রান্তরে রাখাল কহে কথায় কথায়
"সিদ্ধার্থের মত বাঘে গিলিবে তোমায়।"
হেথায় বিঘোর বনে প্রবেশিয়া পরে
মন-সুখে পূর্ব্ব মুখে, মহা যোগি-বেশ,
চলিলা সিদ্ধার্থ; মরি বরাঙ্গে না ধরে
অপূর্ব্ব তাপস সম সুষমা অশেষ!
দূরে এক তপোবন দেখে মনোরম,
শাক্যবংশ সমুদ্ভূতা ব্রাহ্মণী আশ্রম,
নিজ বংশ জানি তথা শিষ্যবেশে রন,
শাক্য মুনি নামে তিনি পরিচিত হ'ন।
অন্য তপোবনে দেখে পাতার কুটীর,
তথায় রৈবত মুনি সারা দিন রত
যাগ-যজ্ঞ অনুষ্ঠানে, বিশীর্ণ শরীর,
শাক্য মুনি গিয়া তাঁর পদে অবনত।
কঠোর তপস্যা রত রৈবতের সনে,
রহিলেন বহুকাল রম্য তপোবনে।

বৈশালীর তপোবনে আছে গুরুধাম,
সেই গুরু তিন শত শিষ্য সুবেষ্টিত,
মহাজ্ঞানী জিতেন্দ্রিয়, ভাবি পরিণাম
কঠোর তপস্যা তাঁর হয় অনুষ্ঠিত !
লভিবারে মুক্তিজ্ঞান জিতেন্দ্রিয় মন,
শিক্ষা হেতু শিষ্য বেশে ফেরে সাধুগণ।
সিদ্ধার্থ তথায় গিয়া গুরুর চরণে,
বাসনা সুসিদ্ধ হ'তে করিলা প্রকাশ ;
বিস্ময় মানিলা গুরু নেহারি নয়নে
সে বরাঙ্গে মোক্ষোচিত বৈরাগ্য আভাস।
অপূর্ব্ব বিরাগ রাগ বিমল বদনে
আবরে আবরে যেন অর্দ্ধ আবরণে !
পদতল বিদলিত শ্যাম দূর্ব্বাদল
ধূলি ধূসরিত শোভা বিকাশে যেমন,
ধূম্র মেঘে ছিন্ন করি মাঝে বক্ষঃস্থল
দেখায় যেমতি উচ্চ সুনীল গগন ;
তেমতি বৈরাগ্য সনে কি লাবণ্য শোভা,
তরঙ্গ তুলিছে অঙ্গে অতি মনোলোভা !
সিদ্ধার্থ শিক্ষার লাগি ভিক্ষা মাগি খায়,
তপোবনে করে নানা তত্ত্বের বিচার,
মনে কিন্তু কারো বাক্য ঐক্য নাহি হয়,
সিদ্ধার্থের মনোগত—সত্য আবিষ্কার।
বৈশালীর তপোবন ছাড়িয়া প্রস্থান
করিলা সিদ্ধার্থ—চেষ্টা অভীষ্ট সাধন,

পশিয়া মগধে আসে ভ্রমিয়া বেড়ান
রাজধানী রাজগৃহ করি দরশন।
যামিনী কাটান আসি ভিক্ষায় অশনে
পাণ্ডব-পাহাড়ে অন্য রম্য তপোবনে।

ভাতিছে যৌবনজ্যোতিঃ পূর্ণ কলেবরে,
তাহে উদাসীন বেশ, আসীন ধরায়,
মদমত্ত করী যথা ভ্রূক্ষেপ না ক'রে
রাজদত্ত মুক্তামালা, মাটি মাথে গায়!
রাজপুত্র, উদাসীন—বয়সে যৌবন,
ঝঞ্ঝাবাতে বনরাজি বসন্তে যেমন!

নিরখি মগধ বাসী মোহিত অন্তর;
শুনিয়া সিদ্ধার্থ-নাম সিদ্ধ হইবারে
চলে বৃদ্ধ; পরীক্ষিতে ভণ্ড যোগিবরে
যায় যুবা; যুবতীরা পতি পুত্র তরে;
সন্ন্যাসী দেখিতে শিশু; নরনারী যত
দিবস শর্ব্বরী ধরি চলে অবিরত!
অন্য তপোবনে ছিল মহর্ষি-আশ্রম,
রুদ্রক মহর্ষি নাম রামের তনয়;
শিষ্যগণে উপদেশ দেন মনোরম—
"মানসে উৎপত্তি পৃথ্বী মানসে প্রলয়!"
হেন শাস্ত্র নিয়া নিত্য করিছে বিচার,
শত শত শিষ্য তাঁর ঘেরি চারিধার!

নেত্রে হেরে মহর্ষিরে সিদ্ধার্থের মন
উতলা চপলা সম, মন করি স্থির

শিষ্য হয়ে তর্ক শাস্ত্রে হইলা মগন,
শিখিয়া অনেক শাস্ত্র দেখিলা সুধীর—
তার্কিকের তর্ক শাস্ত্র পাণ্ডিত্য প্রকাশ,
ধর্ম্মের কণিকাশূন্য গণিকা-বিলাস!

নিরখি সিদ্ধার্থে নিত্য সত্য-পরায়ণ,
পাণ্ডিত্যের অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া,
তার সনে রুদ্রকের শিষ্য পঞ্চ জন
পশ্চিম দক্ষিণ দিকে গমন করিয়া,
গয়া নামে মগধের অংশ সুবিদিত,
বিম্বিসরা-অধিকার, তাহে উপনীত।

গয়াশীর্ষ গিরি তথা, ব্রহ্মযোনি নাম
খ্যাত যার চরাচরে তাহার উপর
নিশায় ছ'জন মিলি করিলা বিশ্রাম,
কিছু দিন এই ভাবে যায়, অতঃপর
মগ্ন হ'তে তপোবনে ঘোর তপস্যায়,
ব্রহ্মযোনি ছাড়ি সবে যায় পুনরায়!

সন্নিকটে তপোবন উরুবিল্ব গ্রাম,
প্রকৃতির চারু শোভা করিছে বিকাশ,
তাহে কত যোগি-ঋষি জপে ব্রহ্মনাম,
সুবাস বহিছে বনে মৃদুল বাতাস।
যতেক তীর্থিকগণ করি প্রাণপণ
কঠোর তপ-সাধনে সঁপিয়াছে মন।
আত্মতত্ত্ব মাত্র চিন্তা সিদ্ধার্থের মনে,
বসিলেন তথা ঠিক বজ্রাহত প্রায়

দেখা যায় নাহি আর পলক নয়নে,
অতি কষ্টে উপবিষ্ট, অভীষ্ট আশায়!
দেখাতে ধৈরয কত মানবের মনে,
বসিলা সাধনে সেই রম্য তপোবনে।

কত ধরে সহ্য গুণ মানবের কায়া,
কত আছে দেব-বল, ঘৃণে যার বলে
নর-কুলে অমরেরা, বিমোহিনী মায়া
কতই কঠিন পাশে বাঁধে ধরাতলে
জীবাত্মারে, দেখিবারে ডুবে মহাজন
অনন্ত যোগ-সাগর করিতে মন্থন।

দারুণ মাঘের হিমে গত অষ্ট নিশি
হেন মতে, কষ্টে প্রাণ ওষ্ঠাগত হায়!
না বহে নিশ্বাস বায়ু, জড় বস্তুরাশি
নাহি হয় দরশন, অচেতন প্রায়,
যত শব্দ সব স্তব্ধ, শুনিছে কেবল,
অনাহত শব্দ দেখে শূন্য নিরমল!

না নড়ে একটি কেশ নচ নেত্র পাতা,
হর্ষে মৃগ ঘর্ষে আসি গাত্রে গাত্র তাঁর,
যেন সে বিশীর্ণ তনু পাথরেতে গাঁথা
কামক্রোধ-বিষনখে বিদরে না আর!
এ হেন যোগ-সাধনে ষড় বর্ষ গত,
মনের প্রবৃত্তি যত শাসনে সংযত!
এত দিনে শাক্যসিংহ যোগাসন ছাড়ি
উঠি দাঁড়াইলা পুনঃ মেদিনীর পরে,

সহসা স্তবধ বায়ু কানন আলোড়ি
ঘূর্ণ পাকে ছিঁড়ি লতা উঠিল অম্বরে!
ঘর্ষিয়াছে অঙ্গে অঙ্গ কুরঙ্গ সকল,
এবে সে উঠিল দেখি চমকে কেবল!
হয়েছে সাপের বাসা আসনের পাশে;
ঊর্দ্ধ অঙ্গে বাঁধি নীড় ছিল বিহঙ্গিনী,
স্কন্ধেতে উলুক অন্ধ লুকা'ত দিবসে,
পদতলে শিরোমণি রাখিত সাপিনী.
উঠিয়া যাইতে দেখি মানিয়া বিস্ময়,
সকলে গণিল মনে, ঘটিল প্রলয়।

কাম-কামিনী-সমর।

সিদ্ধার্থ সিদ্ধির তরে তখন উঠিয়া
এখানে না হবে সিদ্ধি, মানসে বুঝিয়া
যান অন্য তপোবনে করিতে বিশ্রাম,
হেরিলা সে স্থানে আছে বোধিমণ্ড নাম,
মনোরম নিরুপম বিরামের স্থান,
সিদ্ধার্থ করিলা দ্রুত তথায় প্রস্থান।
আগমনে সেই স্থানে হেরে মহামুনি
আছে এক মহাতরু বোধিবৃক্ষ শুনি।
প্রতি পত্র হেরি নেত্র হয় সুশীতল,
দান করে বহু দূরে শোভা নিরমল।
হেথা এবে শান্ত ভাবে তপোবনে পশি,
সিদ্ধার্থ ধ্যানস্থ হন তরুতলে বসি।

হেরি স্থান হয়ে প্রাণ! মন করি স্থির
সাধনায় পুনরায় বসিলা সুধীর।
ফুল্লমনে দুর্ব্বাসনে মহাযোগীবেশে
মহাযোগ সাধনায় মহামুনি বসে।
বসি সুখে, পূর্ব্ব মুখে দৃঢ় ব্রতে ব্রতী,
মনে মনে এ প্রতিজ্ঞা করে মহামতি,
যদি হয় অঙ্গ ক্ষয় বসিয়া হেথায়
হোক তাই ক্ষতি নাই ভয় কিবা তায়!
অস্থি চর্ম্ম মেদ মাস মেদিনীতে লয়,
ছোটে যদি প্রাণ বায়ু শ্বাস বন্ধ হয়,
দেহ যায় যাক, ঘটে প্রলয় ঘটিবে.
সিদ্ধার্থ সুসিদ্ধি বিনা কভু না উঠিবে।
উচ্চ রবে করে সবে শাক্যের কীর্ত্তন,
বোধি সত্ত্ব নাম তাঁর প্রচার তখন।
হেন মতে সাধনেতে দিন হয় গত,
নৃত্যপরা বিম্বাধরা অপ্সরারা যত.
ভাঙ্গিতে মুনির ধ্যান, হ'য়ে জ্ঞান হারা,
কল কণ্ঠে তুলি তান গান করে তারা।
রুষিয়া কন্দর্প ছাড়ি রতি অর্দ্ধাঙ্গিনী,
করিছেন রণসজ্জা. সাজে অনীকিনী।
প্রদ্যুম্নের বহ্নিরাগ বস্ত্র পরিধাণ;
করে করে সৈনিকের কুসুম-কৃপাণ।
মন্োরথে চলিলেন সে মীন-কেতন
ফুলবাণে যারে হানে করে অচেতন।

মনোহর পঞ্চশর, পুষ্পধনু গাঁথা,
মুখে মাত্র হাসি রাশি নাহি কোন কথা।
হেরি দূরে সিদ্ধার্থেরে মনোমত বাণ
বাছি যত মনমথ করিছে সন্ধান।
ধ্যানপথে নিরখিতে হেরে ঋষিবর
উপনীত আসি মার করিতে সমর।
ঝর্ঝরিছে ফুল কুল, মর্ম্মরিছে পাতা,
পুষ্পরথে চারি ভিতে দোলে স্বর্ণলতা।
দ্রুতগতি রতি পতি শাক্য পানে ধায়,
নিরখিয়া কাঁপে হিয়া মহাভয় তায়!
মার মার শব্দে মার বিঁধে ফুলশরে,
অবশাঙ্গ শাক্যসিংহ কাঁপিতেছে ডরে।
পলাইতে চায় মুনি ছট ফট প্রাণে,
সদর্পে কন্দর্প গিয়া পিছে ধরি টানে।
মহা ঋষি ভাবে বসি উপায় কি হয়?
সহসা মানসে আসি হইল উদয়,
অব্যর্থ ব্রহ্মাস্ত্র তাঁর ছিল বহু কাল,
"বৈরাগ্য-স্থিরতা-জ্ঞান" ত্রিশূল বিশাল;
মহাবলে সেই অস্ত্র পূরিলা সন্ধান,
স্মর-শরে একেবারে করে খান খান।
ভাজি প'ল ফুলধনু কন্দর্প তখন
উর্দ্ধশ্বাসে কোন দেশে করে পলায়ন!
অনঙ্গ লুকায় অঙ্গ ভঙ্গ করি রণ,

শাক্যের অন্তর সরে শান্তিবারি অতঃপরে

সমুদিত, নিবারিত   দুরন্ত পবন।
মনসিজ বুঝি নিজ   হীন বলে চলে
দ্রুতগতি যেই স্থানে   প্রিয়া বসি ফুল্ল মনে
নন্দন-আনন্দ বনে,   মন্দারের তলে।
ফুল-ময়ী কাম-প্রিয়া   মন্দারের মূলে গিয়া
অঞ্চলে প্রসূন নিয়া মালা গাঁথে বসি,
আলো করি দুই ধার   বসেছে দুজন তাঁর
'আসক্তি' 'প্রবৃত্তি' নাম   সঙ্গিনী রূপসী।
সকাতরে কাম গিয়া   মহারণে বিবরিয়া,
মন্দারের ছায়া নিয়া,   জুড়াইলা প্রাণ,
হেরি রতি পারিজাতে   গাঁথি মালা নিয়া হাতে
ব্যঙ্গ করি প্রাণনাথে   মালা দিলা দান।
দন্তে টিপি বিম্বাধরে   কহে রতি আঁখি ঠারে,
বিমোহিতে যোগীবরে কেবা পারে আর?
যেও না হে প্রাণসখা.   শঙ্করেতে গেছে দেখা!
অবলা কপালে লেখা তব অত্যাচার।
তিষ্ঠ তবে মনমথ,   জান শক্তি ভাল মত,
যে বলে বেঁধেছি নাথ,   মদন রাজায়,
নরকুলে মর্ত্ত্যবাসী,   দুদিন হয়েছে ঋষি!
নারী মাত্রে মরে হাসি,   তোমার কথায়!
চলিলাম আমি এই,   দেখিব কেমন সেই,
তোমারে জিনেছে যেই   বৈরাগ্যের বলে,
একটি ত্রিশূল, হেরি,   শঙ্কিত হে সাধকারি,
সহস্র ত্রিশূল নারী   সহে বক্ষঃস্থলে।

তল বিদলিতা লতা, থাকে পড়ি যথা তথা,
সহ্য করি ব্যথা, যেই সময় সে পায়,
অমনি প্রণয় ডোরে বাঁধি ফেলে তরু বরে,
উঠি তরু বক্ষ ধরে, শির পরে ধায়।
বৃক্ষপাশে বৃক্ষ গেলে, ঘর্ষণে আগুন জ্বলে,
না জানে সে কোন কালে পীরিতি সন্ধান,
রমণী পীরিতি-ফাঁদে পুরুষ-কুরঙ্গে বাঁধে
হৃদয় পিঞ্জরে পুরি শেষে বধে প্রাণ!
আমি রতি নাম ধরি, আছে দুই সহচরী
আসক্তি প্রবৃত্তি!—তোরা চল লো অধীরা,
দেখিব কেমন সেই প্রাণনাশে জিনে যেই?
রতি কি জীবিত নেই, ভাবে সন্ন্যাসীরা?
এত বলি কামপ্রিয়া সহচরী সঙ্গে নিয়া,
উপনীত হয় গিয়া বোধিসত্ত্ব পাশে,
বোধিবৃক্ষ ছায়াতলে, গিয়া সবে কতুহলে,
সিদ্ধার্থেরে হেরি বলে, মধুমাখা ভাষে,—
কে ও হে সাধকবর! হয়ে মর্ত্ত্যে মর নর
কেমনে হে পঞ্চশর, জিনিয়াছ রণে?
অবলা বুঝিতে নারে, আসি রণ দেহ তারে,
কন্দর্পে জিনিতে পারে, কে আছে ভুবনে?
ফিরিয়া দক্ষিণ দিকে, মলয়-পবন মুখে,
সিদ্ধার্থ রতিকে দেখে,—হেম-প্রভা জ্বলে!
যেন সে কনক লতা চমকে চপলা যথা,
কি মোহিনী শক্তি গাঁথা বদন কমলে!

নিরখিয়া মহামুনি, আবার প্রমাদ গণি
সুধাইলা, বল শুনি, বল কাম প্রিয়া,
নিষ্কাম তপস্বী জনে. কেবা আছে এ ভুবনে
ভুলাইবে প্রলোভনে মোহ প্রদানিয়া ?
আসক্তি প্রবৃত্তি সনে শুনি রতি এতক্ষণে
খুলি দিয়া মন প্রাণে, ধরিলা সঙ্গীত,
কত কণ্ঠে আহা মরি বিমান বিদীর্ণ করি
উঠে মন-মুগ্ধকরী বামা-কণ্ঠ-গীত।
নীরবিলে রামা গণ, নীরব হল গগন,
বিমোহিল শাক্যমন অঙ্গনা-সঙ্গীতে ;
তখন উতারি পাশে, কহে রতি মধুভাষে,
দোলে বেণী পৃষ্ঠদেশে আঁখি ভঙ্গিমাতে।—
রমণী হে গুণনিধি, বিরলে বসিয়া বিধি
সৃজিলেন নিরবধি, করিয়া যতন ,
কি সংসারী কি তপস্বী সকলেরে ভালবাসি,
দূরিতে দুরিত রাশি নারীর সৃজন।
গার্হস্থ্য আশ্রম হ'তে ক্রমশঃ মুক্তির পথে
ভোগ শেষ করি যেতে কামিনী সোপান,
গ্রহ তারা নভঃস্থলে, যে শক্তির বলে চলে,
সে শক্তির আজ্ঞা বলে, যৌবন বিধান।
যদি থাকে পবিত্রতা, যুবতী-যৌবনে গাঁথা,
সাক্ষী জগতের পিতা, শুদ্ধ মন যার,—
দেখুক জগৎ জনে শুদ্ধমনা নারীগণে
পারে কিনা পারে নরে, করিতে-উদ্ধার।

দেখ ওহে প্রিয়তম, স্ফটিক হৃদয় মম,
স্বর্গের দর্পণ সম, কলঙ্কের রেখা,
কেমন তা নাহি জানে বিমানে বিহঙ্গ গণে
লক্ষ বার বিচরণে, নাহি থাকে লেখা।
এ করে কদম্ব ফুল, কর্ণে দোলে কুন্দ দুল,
চুম্বিছে কবরী-চুল আলিমালিনীরে,
আমি ওহে মহা ঋষি, সাধুগণে ভালবাসি,
তেঁই এ কাননে আসি, সাধি সন্ন্যাসীরে।
ত্রিদিব-নিবাসী যারা আমায় নেহারি তারা
সমাদরে নিরধারা, করে সুযতন,
কেমন তপস্বী তুমি, বুঝিতে না পারি আমি,
ছি ছি তব ঋষিস্বামী, অপবিত্র মন!
এতেক শুনিয়া পরে, সিদ্ধার্থ গম্ভীর স্বরে,
উত্তরিলা কামিনীরে যুক্তি তর্কে হারি,—
পুরুষের যে কি ধর্ম্ম, বাঞ্ছে তারা কোন কর্ম্ম
বুঝিবে কি তার মর্ম্ম, কোমলাঙ্গী নারী?
শুন ওহে কামাঙ্গনা, মম মনে যে বাসনা,
অঙ্গনা নহে কামনা, কহিনু তোমায়,
জগতের পাপরাশি, বিনাশিতে দিবানিশি
বৃক্ষমূলে আছি বসি, মুক্তি প্রার্থনায়।
মনুষ্য-মানস-বলে জগৎ চলে না চলে,
ভাবিব বসি বিরলে, করিয়াছি পণ,
অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করি, পাপী তাপী নর নারী
চালাতে পারি না-পারি, দেখিব কেমন।

করতল ন্যস্ত এই, আমলক দেখ যেই,
মুক্তির বিধান হেন করিব সুলভ,
লক্ষ লক্ষ জীবকুল, পাথারে না পেয়ে কুল
আসিবে হয়ে আকুল, যখনেতে সব,
শিরে সিঞ্চি শান্তি-জল, প্রদানি স্বর্গীয় বল
খাওয়াইব মুক্তি-ফল জুড়াইব প্রাণ,
কেন্ তুমি ঘরে ঘরে, পশুবৃত্তি তৃপ্তি তরে
জ্বালাতন কর নরে, বিনাশি কল্যাণ ?
জগতের মুক্তি-জ্ঞান, আমিই করিব দান,
কল্যাণ চাহ ত দূরে যাও বিলাসিনি,
অথবা অভিসম্পাতে, বাঞ্ছা যদি ভস্ম হ'তে,
আমার নয়ন-পথে, চাহ রে কামিনি !
সহসা কামিনী কুল, হইল যেন আকুল,
শুকায়ে কবরী-ফুল, পড়িল ভূতলে !
যেন অনলের শিখা, চতুর্দ্দিকে যায় দেখা,
কি জানি কপালে লেখা, ভাবিল সকলে !
ঝর্ঝরিল পাতা-ফুল, শাখা ছাড়ে পাখিকুল,
কামিনী মাথার চুল এলায়ে পড়িল !
কাঁপে যেন বসুমতী, সভয়ে পলায় রতি,
যুবক-যুবতী-মনে শান্তি উপজিল।

সিদ্ধিলাভ

শান্ত মনে বোধিসত্ত্ব, ভাবে বসি মুক্তি-তত্ত্ব
চিন্তা করি পরমার্থ, শূন্য বাহ্য জ্ঞান,
গভীর যোগ-সাগরে, ধ্যান পথে ধীরে ধীরে
নিমগন একেবারে, চহি পরিত্রাণ।
রজনী প্রহর গত, অধ্যাত্ম-বিষয় যত
ঊষার আলোক মত, আভাসিল মনে,
হেরি সে অন্তর ভাতি সিদ্ধার্থ প্রবুদ্ধ অতি,
ক্রমে ক্রমে ব্রহ্ম জ্যোতি হেরিলা নয়নে।
তৃতীয় প্রহর যায়, দিনার্দ্ধ-মার্ত্তণ্ড প্রায়,
মহা জ্ঞানের উদয় হৃদয়-আকাশে,
ক্রমে যত নিশি শেষ, ঊষার সুন্দর বেশ,
ঈষৎ লোহিত লেশ, গগনে প্রকাশে!
অটল অচল যথা সিদ্ধার্থ বসিয়া তথা
"অনুভব-পদে" হৃদে কত কি দেখিল!
সেই নিমীলিত আঁখি, সহসা যেন কি দেখি,
অন্যে তার জানিবে কি! অমনি মেলিল!
আচম্বিতে সেই দৃষ্টি, যেই নিরখিল সৃষ্টি,
স্বর্গ হতে পুষ্পবৃষ্টি, হইল অমনি,
দেবকন্যা সবে মিলি, দিলা সবে হুলাহুলি,
অর্পিলা কুসুমাঞ্জলি, বনদেবী আনি!
শিরে লয়ে পাপ-ভরা, সহসা কাঁপিল ধরা,
ক্ষণ কাল জ্ঞানহারা হল সর্ব্ব জন,

ধীরে দেব দিনপতি, অনাত প্রখর জ্যোতিঃ
বিকাশি বিমান-গতি, উদিলা তখন।
স্রোতস্বিনী বহে ধীরি, মহাপাপী থর থরি
কাঁপিল যেন কি স্মরি, করি হায় হায়!
পাথরেতে ঘর্ম্ম ফুটে, দাম্ভিকের বল টুটে,
যোগী গণ যায় ছুটে, ফিরে ফিরে চায়!
আচম্বিতে যশোধারা হয় যেন জ্ঞানহারা!
সাথে সাথে সখী যারা, নেহারে তখন,
যশোধারা বাম আঁখি নৃত্য করে থাকি থাকি,
দেখি বলে যত সখী—সখি সুলক্ষণ!
ক্রমে এই সমাচার, সর্ব্বত্র হ'ল প্রচার,
হেরিবারে বাঞ্ছা যার, সেই জন ধায়,
সিদ্ধার্থ সুসিদ্ধ হ'ল, পরিত্রাণ প্রচারিল—
হৃদিসরে জ্ঞানশুক্তি, মুক্তি-মুক্তা তায়।
অমরা অপ্সরা নারী, যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধরী,
দেবতা গন্ধর্ব্ব মরি, সকলেতে আসি,
কেহ নাচে কেহ গায়, কেহ বসি অর্চ্চনায়,
ফুল জল ঢালে পায়, প্রেম-নীরে ভাসি।
প্রবুদ্ধ হইলা ভবে, তাই 'বুদ্ধ' বলে সবে,
কুলজ গৌতম নাম, শুনি শত মুখে,
সুসিদ্ধ সিদ্ধার্থ স্থলে, বোধিসত্ত্ব কেহ বলে,
শত নাম কালে কালে, সবে গায় সুখে!
বুদ্ধদেব সেই স্থানে বহু উপদেশ দানে
প্রকাশিলা মুক্তিতত্ত্ব, কহিলা তখন—

লভি লোকে জ্ঞান যুক্তি, কি রূপে পাইবে মুক্তি,
এবে সে নির্ব্বাণ তত্ত্ব শুন সর্ব্বজন !
"পূর্ব্বের সংস্কার বশে 'অবিদ্যা' জগতে আসে,
অবিদ্যাতে এ জগতে 'নাম-রূপ' হয়,
নাম-রূপ হ'তে ক্রমে পড়ে জীব মহা ভ্রমে,—
"বস্তু-বোধ, জড়জ্ঞান" আসে সমুদয়।
বস্তু-বোধ হ'তে ভবে "স্পর্শ" বোধ আসে তবে,
স্পর্শ হতে "বেদনার" হয় অনুভব,
"বেদনার" বোধ যত, "বাসনা" জনমে তত,
বাসনাই আনে "জন্ম, জরা মৃত্যু" সব।
জরা মৃত্যু ভোগে লোকে, অবিদ্যা সংস্কার থেকে
সব ঘটে, ঘট নষ্ট মৃত্তিকার দোষে,
মহাজ্ঞান সুপ্রকাশে, মানবের চিদাকাশে,
অবিদ্যা-আঁধার রাশি, বিনাশে নিমেষে !
মহাজ্ঞান যোগপথে, সাধনে পারিলে যেতে
অদ্বিতীয় এক "বিন্দু," "মহাবল" নাম,
লভি তাই হয় সুপ্তি, সাধারণে বলে "মুক্তি,"
'একাগ্রতা'-নাম ভক্তি যাহে পূর্ণ কাম।
ছাড়িয়া অজ্ঞান-পথে, 'বিন্দু' হতে 'নির্ব্বিন্দুতে'
সাধনে উতারি যেতে, সক্ষম যে জন,
হুতাশনে ঢালি জল, 'নির্ব্বাণ' পেয়েছে ফল,
পুনর্জ্জন্ম পরকাল, করেছে খণ্ডন।
আত্মবোধ যদি হয়, তখনি অবিদ্যা লয়,
জীবের সে অবিদ্যার বিলয় কঠিন,

দেহ মন প্রাণ যবে শুদ্ধ শূন্যে লয় হবে,
মানব নির্ব্বাণ মুক্তি লভিবে সে দিন।"
ভিক্ষাপাত্র আছে করে, কভু না যাচ্ঞা করে,
সিদ্ধার্থ ভ্রমিয়া বহু, গৃহেতে আইল.
কপিল-বস্তুর লোক, হেরি পাশরিল শোক,
সর্ব্বাগ্রে স্বজন কত দীক্ষিত হইল।
করে লোক যোগ শিক্ষা, বৌদ্ধ ধর্ম্মে হয় দীক্ষা,
যুবা দলে গৃহে রক্ষা করা হল ভার,
যেই পথে বুদ্ধ যায়, গৃহ ছাড়ি লোক ধায়,
পিতা মাতা ভাই বন্ধু করে হাহাকার!
ক্রমে দেশ দেশান্তরে স্বধর্ম্ম প্রচার তরে
ভ্রমিলেন বুদ্ধদেব,—শত শত লোকে
শিখিল বুদ্ধের যোগ, গেল সব দুঃখ ভোগ,
বৌদ্ধ ধর্ম্ম ব্যাপ্ত হল, ক্রমে সর্ব্ব লোকে।
শিক্ষা দিলা বুদ্ধদেব গিয়া দ্বারে দ্বারে,
সুখ দুঃখ ভুঞ্জে লোক কর্ম্ম অনুসারে।
আপন আদর্শ আর আপন আশ্রয়
আপনি যে জন, সেই চিরানন্দময়।
যাচিবে না কিছু মাত্র, অযাচিত দানে,
যাপিবে জীবন যত বৌদ্ধ যতি গণে।
সত্যেই আনন্দ মাত্র, সত্য পথে যাবে,
পিপাসা বাসনা সঙ্গে "নির্ব্বাণ" না পাবে।
না হইলে হীন-বীর্য্য নিয়ম পালনে,
অমর-আনন্দ লাভ করে প্রতি জনে।

পরিবর্ত্তনের তলে সমস্ত সংসার,
টলিবে না কিন্তু ভবে এ শিক্ষা আমার।
পার্ব্বত্য প্রদেশে বীজ নিষ্ফল যেমন,
নির্ব্বাণে পতিত দুঃখ বিলয় তেমন।
নির্ব্বাণ পথিক যেই সে বুঝে নির্ব্বাণ
নির্ব্বাণ অনন্ত শান্তি সাধন প্রধান।
শরীর-সাগর মাঝে আসে যায় বাণ,
নিশ্বাস প্রশ্বাস বায়ু প্রাণ ও অপান,
সে বাণ সুস্থির করি নির্ব্বাণ সাধন
গুরু উপদেশ যোগে করিবে যেজন,
হইয়া অবিদ্যা লয় মুক্তি হবে তার,
নির্ব্বাণ লভিবে, ভবে আসিবেনা আর!

শত শিষ্য সাথে সাথে ভ্রমে বুদ্ধ পথে পথে
বৃক্ষ মূলে দুর্ব্বাদলে সুখে করে বাস,
বুদ্ধদেব যোগকথা প্রকাশিলা সব তথা
নির্ব্বাণ মুক্তির যোগ হইল প্রকাশ!
একদিন অবশেষে বয়স অশীতি বর্ষে
বো-বৃক্ষের মূলে বসে রোধকরি প্রাণ,
প্রাণে দিয়া পূর্ণ স্ফূর্ত্তি স্থির হল বুদ্ধ মূর্ত্তি
নির্ব্বাণে মিশিয়া গেল জন্ম মৃত্যু-বাণ!



তপোবনে সাবিত্রী।

ছুটিছে সুরভি গন্ধ কনক আধারে,
আমোদিয়া অন্তঃপুরী! শোভে চারিদিকে
কমল, সাবিত্রী বসি কমলা যেমতি।
সাজায়েছে সহচরী কবরী, আহরি
মহেশ-মন্দির হতে দেবার্চ্চনা পরে,
চন্দন চর্চ্চিত চারু চম্পক চামেলি,
কামিনীকুল-কামনা! সুখে তমালিনী
করিছে অলক্তে রাঙা চরণ অঙ্গুলি!
চুম্বিয়া শ্যামল দল নীরব অরণ্যে,
সর্ সর্ স্বনে মন্দ মলয় যেমতি,
জিজ্ঞাসিলা রাজবালা সম্ভাষি সাদরে
মধুস্বরে—বিধুমুখি! রম্য তপোবনে
কহ লো আছেত ভাল, ঋষি-কুলবালা?
তরলিকা তিলোত্তমা নলিনী-নয়না
তাপস-নন্দিনী সখি কেন না সম্ভাষে
আমায়? তারা যে বলে "রাজকন্যা" আমি!
লো সখি তাপসকুলে "মুনিকন্যা" তারা!
এ কেমন কথা দেবি? ভাগ্যবতী তুমি,
রাজবালা—তমালিনী কহিলা হাসিয়া
মৃদু হাসি। সুরবালা শোভে সুরপুরি,

নন্দন-মন্দার শোভে চিকুর বন্ধন।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর কন্যা কর্ণ-মূল শোভা
কূটজ কুসুম গন্ধে নগেন্দ্রের দেখ
কি আনন্দ! চন্দ্রমুখি নিন্দ আপনায়
অকারণ; রাজগেহে রাজলক্ষ্মী তুমি,
বিধির লেখা আলেখ্য! লক্ষপতি পিতা,
যক্ষপতি যথা অলকায়! বনে সুখী
বনবাসী! কিন্তু দাসী, শশিমুখি কভু
দেখে নাই, সত্য দেবি কহ যাহা তুমি,
তাল তমালেতে পূর্ণ হেন তপোবন!
সুধাইলা সুবদনি সে দিনের কথা,
গিয়াছিনু যবে মোরা করিতে ভ্রমণ
সে বনে, নয়ন মন মোহিত নেহারি
যে মাধুরি, বরাঙ্গনে, নিবেদি চরণে।
তপোবনে গিয়া হেরি, আদিত্য উদয়
হইল উদয়াচলে, দীপ্ত বন রাজি।
সুপ্ত জীব যত জাগে, একে একে যথা
সন্ধ্যায় নক্ষত্রোদয়; ফুলডালা করে
কুসুম চয়ন করে মুনি কন্যা যত।
করে করি কমণ্ডলু করিছে গমন
ঋষিকুল, কুলকুলে সুধা ঢালি যথা
চুম্বিছে উপল-কুল নির্ঝরিণী বারি;
ডাকে পিক নাচে শিখী শাখায় শাখায়,
পাখায় বিচিত্র চিত্র, চিত্রভানু হেরি

মনোরঙ্গে। মনোরঙ্গে কুরঙ্গ নিকর
ছুটিছে শাবকসঙ্গে শ্রীফলের পাতা
মরমরি। হৃষ্ট মনে কৃষ্ণসার যত
হর্ষে আসি ঘর্ষে অঙ্গ তাল তমালেতে!
যে দিকে ফিরাই আঁখি নিরখি কেবল
পরা প্রকৃতির ছবি। ক্রীড়া করে যত
বন-বাসী শিশু-কুল তরু-মূলে বসি।
কেমন তাপস কুল, কটি তটে বাঁধা
পল্লব, বাকল, চর্ম্ম, ধর্ম্ম কর্ম্মে রত
সতত! সতত বনে নিরখি নিরখি
হরীতকী আমলকী বয়ড়া বকুল
তরু লতা গুল্ম রাজি, জ্ঞান হয় মনে
স্বর্গের সংবাদ তারা কহিছে বিনয়ে!
পরিহরি রাজপুরি—পরিপূর্ণ যায়
পাপ রাশি, প্রাণদণ্ড, প্রতারণা আর
দ্বেষ হিংসা অর্থলোভ স্বার্থ লাগি সদা,
ইচ্ছি বাস তপোবনে,—শুনি গায় পিক,
নাচে শিখী, শাখী সখা, প্রতিবাসী যত
বিহঙ্গ কুরঙ্গ মরি; সুখাসন কুশা,
অশন সুপক্ক ফল, বসন বাকল,
বাসনা কেবল সেই অমৃতের ধারা
কামধেনু পয়ঃ পান, পিপাসায় পিয়ে
প্রবাহিনী পূত পানি পাতি পাণিযুগ,
পর্ণ শয্যা, লতাগুচ্ছ দিব্য উপাধান;

নন্দন-মন্দার শোভে চিকুর বন্ধন।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর কন্যা কর্ণ-মূল শোভা
কূটজ কুসুম গন্ধে নগেন্দ্রের দেখ
কি আনন্দ! চন্দ্রমুখি নিন্দ আপনায়
অকারণ; রাজগেহে রাজলক্ষ্মী তুমি,
বিধির লেখা আলেখ্য! লক্ষপতি পিতা,
যক্ষপতি যথা অলকায়! বনে সুখী
বনবাসী! কিন্তু দাসী, শশিমুখি কভু
দেখে নাই, সত্য দেবি কহ যাহা তুমি,
তাল তমালেতে পূর্ণ হেন তপোবন!
সুধাইলা সুবদনি সে দিনের কথা,
গিয়াছিনু যবে মোরা করিতে ভ্রমণ
সে বনে, নয়ন মন মোহিত নেহারি
যে মাধুরি, বরাঙ্গনে, নিবেদি চরণে।
তপোবনে গিয়া হেরি, আদিত্য উদয়
হইল উদয়াচলে, দীপ্ত বন রাজি।
সুপ্ত জীব যত জাগে, একে একে যথা
সন্ধ্যায় নক্ষত্রোদয়; ফুলডালা করে
কুসুম চয়ন করে মুনি কন্যা যত।
করে করি কমণ্ডলু করিছে গমন
ঋষিকুল, কুলকুলে সুধা ঢালি যথা
চুম্বিছে উপল-কুল নির্ঝরিণী বারি!
ডাকে পিক নাচে শিখী শাখায় শাখায়,
পাখায় বিচিত্র চিত্র, চিত্রভানু হেরি

মনোরঙ্গে। মনোরঙ্গে কুরঙ্গ নিকর
ছুটিছে শাবকসঙ্গে শ্রীফলের পাতা
মরমরি। হৃষ্ট মনে কৃষ্ণসার যত
হর্ষে আসি ঘর্ষে অঙ্গ তাল তমালেতে!
যে দিকে ফিরাই আঁখি নিরখি কেবল
পরা প্রকৃতির ছবি। ক্রীড়া করে যত
বন-বাসী শিশু-কুল তরু-মূলে বসি।
কেমন তাপস কুল, কটি তটে বাঁধা
পল্লব, বাকল, চর্ম্ম, ধর্ম্ম কর্ম্মে রত
সতত! সতত বনে নিরখি নিরখি
হরীতকী আমলকী বয়ড়া বকুল
তরু লতা গুল্ম রাজি, জ্ঞান হয় মনে
স্বর্গের সংবাদ তারা কহিছে বিনয়ে!
পরিহরি রাজপুরি—পরিপূর্ণ যায়
পাপ রাশি, প্রাণদণ্ড, প্রতারণা আর
দ্বেষ হিংসা অর্থলোভ স্বার্থ লাগি সদা,
ইচ্ছি বাস তপোবনে,—শুনি গায় পিক,
নাচে শিখী, শাখী সখা, প্রতিবাসী যত
বিহঙ্গ কুরঙ্গ মরি; সুখাসন কুশা,
অশন সুপক্ক ফল, বসন বাকল,
বাসনা কেবল সেই অমৃতের ধারা
কামধেনু পয়ঃ পান, পিপাসায় পিয়ে
প্রবাহিনী পূত পানি পাতি পাণিযুগ,
পর্ণ শয্যা, লতাগুচ্ছ দিব্য উপাধান;

ব্যজনে চন্দন শাখা; শয়নে স্বপনে
কি আনন্দ! এ আনন্দ মন্দমতি যারা
সন্ধান না পায়, মগ্ন সংসার সাগরে!
সংসারের যত সুখ তাদের কপালে
খেলে যথা সৌদামিনী কাদম্বিনী কোলে!
সারাদিন নিরখিনু নন্দন-নিন্দিত
তপোবন। প্রায় সন্ধ্যা, হেনকালে হেরি
তরলিকা তিলোত্তমা তমালের তলে
নমিছে আদিত্য দেবে—প্রায় অস্তমিত,
আঁচল ভরা কুসুম। অদূরে নেহারি
তেজস্বী তপস্বী কত, উর্দ্ধজটা কেহ,
কেহ উর্দ্ধবাহু, শিরে জটা-জুট ভার,
উর্দ্ধরেতা যতানিল ঈশান যেমতি!
ভস্মভূষা ভালে, তারা স্রোতস্বিনী-তীরে
কমণ্ডলু করে করি করিছে গমন!
নামিল অরুণ রথ পশ্চিম সোপানে
দেখিতে দেখিতে, দেখা দিল গোধূলির
ধূসর বরণ! কত যে কুসুমদাম
ফুটে সে কাননে! গন্ধে আমোদিত বন!
হেন কালে আমাসবে সম্ভাষিলা আসি
ঋষিসুতা যত, মুখে মৃদুমন্দ হাসি,
চন্দনের রেখা ভালে মন্দ মন্দ গতি!
তাদিগে দেখিয়া বনে, মনে যে কি বলে,
ব'লে কি জানাব আর! ছার গৃহবাস

ইচ্ছা করে ত্যজি যাই, পূজি ইষ্ট দেবে,
হৃষ্ট মনে বনে বনে করি বিচরণ
তুলি ফুল, ফলমূল আহরণ করি
রক্তচন্দনের ফোঁটা পরি ললাটেতে
আনন্দে, আনন্দে করি বাকল বন্ধন
অঙ্গে, মনোরঙ্গে শুনি বন-বিহঙ্গের
সঙ্গীত; কুরঙ্গ সঙ্গে রঙ্গ করি বনে!
কিন্তু কহি চন্দ্রাননে, ইন্দ্রালয়ে যথা
ইন্দ্রাণীর সোহাগিনী সঙ্গিনী সকল,
আমরা কাটাই কাল চরণ-ছায়ায়,
সুখসিন্ধু! নাহি জানি দুঃখের বারতা।
শুন কহি সুলোচনে, শুন নাই তুমি
আর কথা! তপোবনে শুভক্ষণে মোরা
গিয়াছিনু সেই দিন! তোমার প্রসাদে
ভাগ্যবতী মোরা দেবি; অপরূপ ছবি
দেখিনু যা এ নয়নে রম্য তপোবনে,
সে কাহিনী মন দিয়া শুন সীমন্তিনি,—
সারাদিন মোরা যবে তপোবন দেখে
আইনু কাননপ্রান্তে, তুলিতে তুলিতে
কুসুম, সুষমা এক সহসা সুন্দরি
সম্মুখেতে সমুদিত; হেম-কূট-শিরে
যেমতি কনক শৃঙ্গ, কানন মাঝারে
সাধু এক নেহারিনু প্রশান্ত মূরতি!
সে আহ্লাদ, প্রিয়ম্বদে, ক'য়ে কি জানাব!

বচন-অতীত কথা! নলিনী নয়ন
নিমীলিত, জপমালা জপিতেছে করে।
পরম সুন্দর কান্তি! নীলাম্বরে যথা
কাদম্বিনী-নীলাম্বরে বালার্কের ছটা
সমাবৃত, মরে যাই, হীন বেশাবৃত
সে বরাঙ্গে বরাঙ্গনে হেন হৈম ছটা!
কি সুঠাম, আহা দেবি, কি দিব তুলনা?
দিব্যভাব বিদ্যমান! ত্রিদিব ত্যজিয়া
আইলা বা অনন্তের অর্চ্চনার আশে,
আনন্দেতে তপোবনে, নন্দন-নিন্দিত,
কন্দর্প? গন্ধর্ব্ব কিংবা বুঝিতে না পারি!
নবীন বয়স আহা, কি বিরাগে জানি
বৈরাগী! কেন বা অঙ্গে মলিন বসন,
বনবাসী তপস্বীর বেশ? সে সুজন,
নর যদি, জ্ঞান হয় নরেন্দ্র নিশ্চয়!
নিত্যজ্যোতিঃ আদিত্যের প্রসন্ন বদন
মেঘে কি লুকায়? হ'ত কি সুখের দিন,
হেন বনফুল বিধি ফুটাইলা যদি,
যদি রে ফুটিত ফুল সংসার-ললামে!
অথবা আবার ভাবি দুর সূর্য্য করে
ফুটে নাকি এ সংসারে পঙ্কে পঙ্কজিনী?
একি রঙ্গ? ব্যঙ্গ কর ছি ছি লো তরলে,
ঋষিবরে? ধীরে ধীরে কহিলা সুন্দরী
ত্রিদিব অপ্সরা কণ্ঠে। সুখ-কণ্ঠমাল্য

গাঁথে মাখ (শুনিয়াছি মুনি-কন্যামুখে)
রমণী-প্রণয়-সূত্রে সংসারী, সুন্দরি,
আনন্দে নিবাসি বনে তাপস-নন্দন
আজীবন মন্দ বলি নিন্দা করে তারে!
কহিব কি, কেহ কেহ (কহিয়াছে মোরে
তিলোত্তমা) রত্নোত্তমা রামা মনোরমা
হেলায় ঠেলিয়া পায় হয় বনবাসী,
ভস্মরাশি মাখে গায়, খায় ফল মূল,
পিয়ে রস, বাস মাত্র বল্কল কৌপিন!
থাকে কি পিঞ্জরমাঝে কুঞ্জর স্বজনি,
দিবস রজনী যার বন পানে মন?
ধন্য সে তাপস সখি দেখিয়াছ যারে
রূপবান্; এ পরাণ কাঁদে লো সতত
দেখিতে তপস্বীকুলে, দেব-আত্মা তাঁরা।
চল লো স্বজনি যাই জুড়াই জীবন
সে মুখ মঙ্গল-ছবি নিরখি নয়নে!

পৃষ্ঠে দোলে কৃষ্ণবেণী, ধায় মৃণালিনী,
গরবে করভগতি! নিতম্বেতে দোলে
প্রফুল্ল কদম্বফুল বেণীমুখে বাঁধা।
দোলে দুটি কুরুবক কর্ণমূল যুগে,
কোমল কপোল প্রান্তে—স্লান দরশন!
প্রলম্বিত সুচঞ্চল কাঞ্চন-অঞ্চল
সঞ্চালিত পৃষ্ঠদেশে, তাড়িৎ-গমনে
উড়িছে মলয় ভরে, আভায় উজলি

চারিদিক্। আচম্বিতে লাবণ্য ছটায়
চমকে সকল লোক; যায় ইন্দুমুখী,
খল খল হাসি মুখে, রাজ অন্তঃপুরে!
উতরিলা মৃণালিনী চপলা যেমতি,
রাজবালা পদ প্রান্তে। রাজার নন্দিনী
মধুরে কহিলা তবে "সুখী সেই সখি,
আশৈশব সহচরী তোমা সমা যার!
যখন তাপিত মন রাজ অন্তঃপুর
ছাড়ি যায় অবহেলি রাজার ভাণ্ডার,
অমূল্য রতনরাজি, বিধুমুখি, তব
সুখ সম্ভাষণে মাত্র জুড়াই পরাণ!
ত্বরায় চল লো এবে যাই সবে মিলি,
কর সজ্জা, হেরি গিয়া মুনি-তপোবন!"
মাতঙ্গিনী-যূথ যথা কদলী-কাননে,
সুমন্দ হেলনে, মাঝে রাজকন্যা করি,
করে যত সহচরী রথ আরোহণ।
ফুলে ফুলে অঙ্গ সজ্জা; সুকোমল করে
প্রফুল্ল কমল-খেলা! মৃগমদ সহ
সুগন্ধী কস্তুরি-গন্ধে মলয় হিল্লোলে
আমোদিত চারিদিক্। রঙ্গিণী সকল
মনোরঙ্গে করে যাত্রা! আনন্দে বিহ্বল,
খল খল হাসি রাশি মধুর অধরে!
মহানন্দে হুলুধ্বনি পড়িল চৌদিকে,
ইঙ্গিতে চলিল রথ, মনোরথ-গতি

ঘর্ঘরে ঘুরিল চক্র। দিগঙ্গনাগণ
ধরিল অপূর্ব্ব শোভা! অলকের দাম
তুলিয়া অপ্সরা যত শৃঙ্গধর শিরে,
চঞ্চল ভ্রূভঙ্গী স্থির—নেহারে কেবল
স্তব্ধ ভাবে রথগতি—আহা কি সুন্দর!
তপোবন প্রান্তে রথ চক্ষুর নিমেষে
উতরিল আসি, যেন নব সূর্য্যোদয়
হইল কানন প্রান্তে, উল্লাসে নাচিয়া
আইল হরিণ পাল তার চারি পাশে!
রতন কেতন হেরি উচ্চ চূড়া দেশে
ঝাঁকে ঝাঁকে বসে আসি ষড়জ গায়ক
ময়ূর, প্রমত্ত মন রত্ন বিভা হেরি,
বিস্তারি পুচ্ছের ছটা, চারু দরশন!
নামিলা আনন্দময়ী সখীদল সনে
ভূতলে। অমনি যত মুনি-কন্যাগণ
হুলাহুলি দিয়া আসি সম্ভাষিল সবে!
বসিয়া তপস্বী কত, হেরিলা সুন্দরী,
তরুতলে যোগে মগ্ন, কৈলাস ভূধরে
ধূর্জ্জটীর ধ্যান যথা কঠোর। কোথাও
বিরলে কেহ বা বসি দুর্গম গহ্বরে
শৈলতলে; পালে পালে হিংস্র জন্তু কত
করে পাশে বিচরণ, হর্ষে পার্শ্বদেশে
ঘর্ষে আসি অঙ্গে অঙ্গ কুরঙ্গনিকর
জড় জ্ঞানে, দীর্ঘকায়, মৃতকল্প যেন,

সহস্র বল্মিকপূর্ণ, জটারাশি মাঝে
উড়িছে পতঙ্গপাল, না বহে একটি
নিশ্বাস! বহে না বায়ু ভয়ে সে কন্দরে!
খেলিছে অরে দূকত তপস্বী-কুমার,
শৈশবমাধুরিপূর্ণ, হাসি হাসি মুখ,
শিরিষ কুসুম-সম সুকুমার বেশ,
শিরে বান্ধা পঞ্চ ঝুটি, পৃষ্ঠ দেশে বান্ধা
বল্কল; খেলার দ্রব্য, বহু মূল্য জ্ঞান,
লতাপাতা গুল্মরাজি। বিরাজে যে কত,
দেখিলা রাজনন্দিনী বন-বিহঙ্গিনী;
উড়িছে পড়িছে, কভু বসিছে আসিয়া
নর অঙ্গে মনোরঙ্গে, কহিতে না পারি।
কোথাও কোন বা তরু, হেরি জ্ঞান হয়,
প্রসারি সুদীর্ঘ শাখা ঊর্দ্ধ শিরে সদা
কঠোর সাধনে রত। শ্যামল লতিকা
কোথাও তপস্বিকুলে করে বিতরণ
অকাতরে মধুফল! ফুল রাশি রাশি
পড়িছে তলায় কত! আসিছে ললনা
যতনে গাঁথিতে মালা, সাধু শত শত
তুলিতে পূজার ফুল নাচিতে নাচিতে
খেলিতে আইল শিশু, দেখিতে দেখিতে
চলিল অঙ্গনাকুল ঋষি-কুল পাশে।
একে একে প্রণমিয়া লভি আশীর্ব্বাদ
ভ্রমিলা সকলে যত তপস্বি-কুটীর,

ঋষি-পত্নীগণে করি সুখসম্ভাষণ
বরষি অমৃত ধারা তুষিলা সকলে!
বৃক্ষচ্যুত ফল কত শ্রীফল বয়ড়া
আমলকী হরীতকী যায় গড়াগড়ী
তলায়, কুড়ায় কভু মুনিপুত্র গণ,
কভু বা চরণাঘাতে, কৃষ্ণসার যবে
করে আসি ছুটাছুটি, চূর্ণ হয়ে যায়।
ঋষি-পত্নী-যত্ন-জাত রামরম্ভা কত
চারিদিকে, শোভে তাহে কিবা স্বর্ণপ্রভা
কদলী! কুরঙ্গপাল ছুটিছে উল্লাসে
হেরি পাশে দ্রাক্ষালতা। উপাদেয় ফল
কত সে কানন মাঝে, কহিতে না পারি!
কতই ডাকিছে পাখী, কত বর্ণ তার
কে বর্ণে! জুড়ায় কর্ণ শুনি দিবানিশি
আমরি কানন ভরা কুহু কুহু ধ্বনি!
আহা মরি, লক্ষ্য করি ধরি সহচরী
রাজ নন্দিনীর করে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে
সুন্দর তাপসে ওই দেখায় সুন্দরী—
দেখ দেখ সুবদনি স্রোতস্বিনী তীরে
ধীরে ধীরে ফেরে যথা সারস সারসী
খঞ্জন বলাক-বধূ ক্রৌঞ্চ সহ সুখে,
নেহারি সুনীল বারি ছুটে ঊর্দ্ধমুখে
তরঙ্গ-তাড়িত তটে তৃষ্ণাতুর যত
কৃষ্ণসার, হৃষ্ট মনে করে আস্ফালন

মীন কত কুলে কুলে, দেখ গো নেহারি
কি মাধুরি হেন তটে রম্য তপোবনে।
পদ্মবনে হৃষ্ট মনে করি বিচরণ
সমীরণ, ধীরে ধীরে উত্তরিয়া তীরে
আন্দোলিয়া তরুরাজি, চুম্বিয়া আনন্দে
ফুলকুল, দেখদেখি দেব-অঙ্গ সম
ওই যে সাধুর অঙ্গে করিছে ব্যজন,
কেমন জুড়ায় অঙ্গ শীতল বাতাসে।
ও ললাটে স্বেদবিন্দু হেরি ইন্দু-মুখি,
কার না বিদরে হিয়া, কাঁদে না পরাণ?
চল চল চন্দ্রাননে পশি ও কাননে
জুড়াই নয়ন! আহা, নিলোৎপল নিভ
নিমীলিত ও নয়ন বারেকের তরে
হ'ত যদি উন্মীলিত, দেখ ভাগ্যবতি,
পথ ছাড়ি মৃগপাল পলাইত দূরে,
নয়ন ভ'রিয়া মোরা হেরিতাম গিয়া!
লতাকুঞ্জ অন্তরালে পিয়ালের মূলে,
সাবধানে খেদাইয়া শশকের পাল
নব-দুর্ব্বাদল লোভী, রাজার নন্দিনী
দাঁড়াইয়া সখী সনে, হেরিলা অদূরে
ভুবন-মোহনরূপ, প্রশান্ত ললাটে
মধ্যাহ্ন তপন তেজ; তমোরাশি নাশি
প্রদীপ্ত করিছে বন যৌবনের বিভা।
আলিঙ্গিয়া তরুবরে মলয়ের ভয়ে

ব্রততী বিনম্রমুখী, সম্ভাষয়ে যথা।
বল্লভেরে সুধাস্বনে, দোলাইয়া শির
আন্দোলি পল্লবকর, সানন্দ অন্তরে
মধুস্বরে বিধুমুখী সুধাইলা এবে
যোগীবরে, যোগে মগ্ন বিজন বিপিনে—

কি যোগে যোগীন্দ্র আজ বিজন জঙ্গলে
মগ্ন দেব ? কি বিরাগে বৈরাগী অকালে ?
বিজ্ঞ তুমি, দেখ দেব, যে বর বিটপী
সুখের সংসার ত্যজি নিত্য বনবাসী,
যোগীসাজে অহরহঃ, সেও মনকথা
সুস্বনে আন্দোলি শাখা বন-লতিকারে
কহে নিরজনে 'ততি শিশিরাশ্রু নীরে,
ও তব মনের কথা, কি কথা না জানি ?
কি কথা কহ তা মোরে দাসী মনে করি।

কি আর তোমায় কব—যেরূপ সংসারে
আধারানুরূপ বারি, নারীকুল দেব
তেমতি। ত্যজিয়া দেশ ত্যজি রাজ্যসুখ
সুখময়, ইচ্ছা হয়, হয় যদি তব
অনুমতি, সদাগতি ইচ্ছে তব সনে
এ দাসী; ভ্রমিতে সাধ, বড় সাধ মনে,
তব সনে বনে বনে। কাননে কাননে
দুজনে দেখিব দেব, আঁখিদ্বয় যথা
অবিরোধী নিরবধি বিধির বিধানে
মানব ললাট পটে, কাননের শোভা

মনোলোভা, পল্লবন নদী নির্ঝরিণী
ফলফুল বনরম্ভ, বনজন্তু কত,
মাতঙ্গ কুরঙ্গ-রঙ্গ বিহঙ্গ নিকর।
বল্কল বান্ধিব অঙ্গে, নিত্য নিত্য উঠি
নিশান্তে, বসন্ত বাস নিত্য এ কাননে,
ফুল সাজি করে করি তুলিব কুসুম
বনে বনে, ও চরণে দিব পুষ্পাঞ্জলি
প্রতি দিন, প্রীতি দানে তুষ' গুণমণি।
এত বলি স্থলোচনা নিরবিলা যদি,
ধরিল মধুর গান ধীরে তমালিনী।
হিমাদ্রির শিরে বসি বিদ্যাধরী বালা
গায় যথা প্রেমগান, স্বরের লহরী
বিমোহিল বনস্থলী, পূর্ণ অলিকুলে।
অমনি তাপস-কুল কুটির প্রাঙ্গণে
ফুটিল বকুল-ফুল; ফুলকুল মাঝে
গুন্ গুন্ রব ছাড়ি লুকাইল মুখ
ভৃঙ্গ বঁধু; নিরবিল বসন্ত সমীর
ক্ষণ কাল, প্রতিবিম্ব প্রতি তরু মূলে
দাঁড়াইল স্তব্ধ ভাবে শুনিতে সঙ্গীত
সুধাময়,—শুনিবারে রাজার আলয়ে
নাট্যশালে নৃত্য গীত, লোকারণ্য যথা।
দূর হ'তে করিযূথ শুনিয়া সঙ্গীত
দাঁড়াল কদলীবনে; আইল ছুটিয়া
দূরবন ছাড়ি কত ঊর্দ্ধকর্ণ করি

হরিণ, হরষে শির তুলিল অমনি
দোলাইয়া ফণিকুল, বিহ্বল সঙ্গীতে,
লকলকি জিহ্বা দ্বয়, ভস্মরাশি মাথা
যোগিকুল জটাজুট সানন্দে আন্দোলি,
ভাঙ্গিয়া বল্মীক বাসা—শম্ভুশিরে যথা
হেলে দোলে কালফণী জটার মাঝারে,
জগন্ময়ী জাহ্নবীর কুল কুল গানে।
ভাসায়ে বিপিনরাজি বহিল সঙ্গীত
কামিনী কোমল কণ্ঠে; গিরি গুহা ছাড়ি
ভুজঙ্গ মাতঙ্গ সিংহ বরাহ কুরঙ্গ
স্তব্ধভাবে কর্ণপাতি দাঁড়াইল সবে,
মরি যথা মন্দাকিনী-তরঙ্গ নিকর
দাঁড়ায় অচল ভাবে, অনঙ্গ-মোহিনী
গায় যবে প্রেমগান মোহিতে অনঙ্গে
দেবেন্দ্র মন্দার বনে। নীরব ধরণী,
মধুরে মধুর তান উঠিল বিমানে।
দাঁড়াইলা ঋষিবালা ফুলডালা করে
দাঁড়াইল দূরে পাছ; কোষাকোষী করে
নিরবিল মন্ত্রপাঠ জাহ্নবীর জলে
যোগী যত; ঘোর বনে চমকি অমনি
ভাঙ্গিল মুনির ধ্যান। কহে সত্যবান—
তপোবন দরশনে মর্ত্ত্যভূমে বুঝি
পরিহরি সুরেশ্বরী পুরন্দর পুরী,
দেব-কন্যাগণ সনে অবতীর্ণা আজ

এ কাননে? ও মাধুরি নেহারি নয়নে
বিস্ময় মানিল মন, পূর্ণ বনস্থলী
স্বর্গীয় সৌরভে যেন। আইল কি ছলে
গন্ধর্ব্ব কিন্নর কন্যা, রূপের কুহকে
টলাতে মুনির মন? এ হেন সঙ্গীত
কোথায় শুনিনু আহা? এখনো শ্রবণ
শুনিছে সে গীত-ধ্বনি চিত্ত-বিনোদিনী।
কি কুহকে কুহকিনী, না জানি বারতা,
যোগে মগ্ন যোগিকুল, কি কুহকে তুই
পশিলি নির্ভয়ে আসি ঋষি-তপোবনে
মায়াবিনি? কহ কিংবা বিদ্যাধরে তুমি,
হও যদি সুরবালা অপ্সরী কিন্নরী,
কিংবা লক্ষপতি যক্ষ-রক্ষ সহচরী?
কহ শীঘ্র কোথা ধাম? কি নামে বিদিত?
কি কারণে তপোবনে? কেন বা আইলা,
কি মানসে ষোড়শিনি ঋষিকুল পাশে?
যোগে মগ্ন যোগী যত, জানিলে তাঁহারা,
নরামর যক্ষ রক্ষ লক্ষপতি যেই,
মুহূর্ত্তে হইবে ভস্ম তপস্বীর শাপে।
নহি মোরা বিদ্যাধরী অপ্সরী কিন্নরী
যক্ষ রক্ষ লক্ষপতি, ক্ষম ক্ষমাশীল।
কর যোড়ে সহচরী কহিলা বিনয়ে
মধুস্বরে,—দেখ দেব না জানি কুহক,
সহজে সরলা মোরা নহি মায়াবিনী।

ইচ্ছ যদি, বিবরণ শুন তপোধন
দাসী মুখে, দাসী মোরা ঋষি-পদাম্বুজে।
ধূর্জটীর ধ্যান কথা শুনেছি পুরাণে
ধীরবর, শুনিয়াছি সে বৈরাগ্য কথা
জটাজুট ভস্ম ভূষা, বাঘাম্বরবদ্ধ
কটিতট, ভূতনাথ বিভব বিরাগী ;
শুনিয়াছি রূপবান এ তিন ভুবনে
পার্ব্বতী অঞ্চল নিধি শূর কার্ত্তিকেয়
মদনমোহন বেশ, নৃত্য করে পাশে
ষড়্জ গায়ক শিখী,—কিন্তু নাহি শুনি
ষড়ানন ধ্যানে মগ্ন ব্যোমকেশ বেশে !
খণ্ড শূল হাড় মালা কোথা শূলপাণি ?
কোথা শিখী কহ কিংবা ? কি বিরাগে জানি
এ বেশে বিপিন বাস, কহ ইচ্ছাময়।
শুনিয়াছি সুরবনে পর মর্ম্মভেদী
খরতর ফুল-শর রতিপতি করে ;
হে সুরথী, এ কাননে দেখা দিলা যদি,
কোথা রথ মীনধ্বজ ? কোথা ফুল-ধনু ?
কোথা পতিপ্রাণা রতি অভিন্ন হৃদয়া
কণ্ঠাশ্লেষ-প্রণয়িনী ? কহ এ দাসীরে।
নাহি জানি কোথা বাস, নিন্দ অবলায়
কি কুহকে ? ক্ষমাশীল, কি কুহকে আসি
পশিলা সাধুর বেশে গহন কাননে ?
সহজে অবলা মোরা, কহ দয়া করি।

দেখিলা সাবিত্রী তবে করি নিরীক্ষণ
বহুক্ষণ সত্যবানে। ক্রমে নিরখিলা,
সে অঙ্গে জুড়াতে অঙ্গ আতঙ্কেতে আসি
রুদ্রতেজ-ভস্মীভূত অনঙ্গ আপনি
লয়েছে আশ্রয় আহা! শুদ্ধ প্রেমময়,
প্রেমাবেশে রসরঙ্গ অপাঙ্গের কোলে।
অজীন রয়েছে পড়ি পার্শ্ব দেশে, যেন
কুরঙ্গ ত্যজিল অঙ্গ আঁখি ভঙ্গিমায়!
সর্ব্বদাই প্রেম-মন্ত্র জপে কর-মূলে!
মূর্চ্ছান্বিতা রাজবালা নিরখি সে রূপ।

কতক্ষণে মূর্চ্ছা ভাঙ্গি সান্ত্বনিল তায়
সখীকুল, ধীরে ধীরে লভিল জীবন
দেহ-লতা রম্য বনে, সুরবনে মরি
জীবে যথা স্বর্ণ-লতা, মন্দাকিনী-বারি
সিঞ্চে যবে সযতনে বিদ্যাধরী বালা।

গেল দিন এল সন্ধ্যা, বেলা অবসান,
হের গো আসিছে ওই ঋষি-কুলবালা
মুনি-পত্নীগণ সনে প্রবাহিনী-কূলে,
ঋষি-কুল সায়াহ্নের সন্ধ্যা সমাপনে,
করে করি কমণ্ডলু, কেহ কোষাকোষী,
খড়্গী খড়্গ-বিনির্ম্মিত! রাজহংস ওই
বিচ্ছিন্ন মৃণাল আঁশ ঝোলে চঞ্চুপুটে
পদ্মবন পরিহরি ফিরিছে কেমন!
চল আজ গৃহে যাই, আসিব আবার।—

এত বলি ধীরে ধীরে রথের উপরে
তুলি রাজনন্দিনীরে, আনন্দের ধ্বনি
করিল রজনী মুখে নিতম্বিনীকুল,
খল্ খল্ হাসি রাশি বিকাশি কাননে।
জাগিয়া রহিল মনে—শান্তি সুখ মাখা
পবিত্রতা আঁকা সেই রম্য তপোবন,
অমর বাঞ্ছিত স্থান, স্বর্গের সোপান,
মধুমাখা প্রতিবিম্ব পরা প্রকৃতির!
আর সে তপস্বীকুলে মুনিকন্যাগণ
দেবকন্যা সম, যারা অমৃত বরষে
কথাচ্ছলে, হাস্যছলে ছড়ায় কৌমুদী,
অন্তরে রহিল গাঁথা অন্তরঙ্গ সম।
আর সেই রাজপুত্র তপস্বী নবীন,
তরুণ অরুণ কান্তি, রহিল অঙ্কিত
সাবিত্রীর চিত্তপটে চিরদিন তরে।

তপোবন

ভারতের তপোবন, এ মর ধরায়
স্বর্গের নন্দন বনে দিয়াছ ধিক্কার।
হায় হায় আজ তুমি গিয়াছ কোথায়?
এ ভারতে বুঝি ফিরে আসিবেনা আর
দেখ আসি সর্ব্বস্বান্ত এ ভারত ভূমি,
ভারতের তপোবন, ফিরে এস তুমি।

তপোবন-যোগ-বিজ্ঞান

রাজন্! শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতায় যাহা কিছু লেখা আছে, সমস্তই যোগান্তর্গত। কিন্তু আধুনিক শিক্ষিত সমাজ তপোবনের যোগ-বিজ্ঞানের সহিত পরিচিত নহেন। অধিকন্তু অনেকে যোগের বিরুদ্ধে কতকগুলি কুসংস্কার হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকেন। এরূপ স্থলে যোগ সম্বন্ধে দুই একটি কথা প্রকাশ করা অসঙ্গত নহে।

"শ্রদ্ধয়া লভতে জ্ঞানম্"—আর্য্য ঋষিগণের উপরে যাঁহাদের অচলা ভক্তি আছে, যোগ সম্বন্ধে তাঁহারা না বুঝিয়াও নিঃসন্দেহ। কিন্তু আধুনিক শিক্ষিত লোকেরনিকট বিজ্ঞান সমাদৃত হইতেছে, এই জন্য যোগের একটু বৈজ্ঞানিক আভাস প্রকাশ করা বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে।

যোগবিজ্ঞান গুরু-পথ ধরিয়া বহুকালে ব্রহ্মদেশের একমাত্র দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে—যতই দূরে ততই ভিন্ন রূপ, ব্রহ্মদেশের যতই নিকটবর্ত্তী, ততই একমাত্র ভাবে পরিণত হইয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীর শ্রদ্ধেয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ মৃত্তিকার উপরে যথেষ্ট শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন ও মৃন্ময় রাজ্যের মঙ্গল-হেতু নানা কার্য্য কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছেন ও করিতেছেন সত্য; কিন্তু অপার্থিব রাজ্যেও যে মানবের প্রবেশাধিকার আছে, তাহা তাঁহাদের অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হওয়া আবশ্যক, কেন না,এই মলবাহী কীটাণু মানবই ত্রিলোক-বিজয়ী ব্যোমচারী অসামান্য মহাপুরুষ।

রাজন্,লৌহবর্ত্ত ও তাড়িৎবার্ত্তা অতি সামান্য বিজ্ঞান। পিপী-লিকার পাখা দোলাইয়া স্বর্গাভিযানের ন্যায় আধুনিক ব্যোমযান

হাস্যোদ্দীপক। যথার্থ ব্যোমযান কি ?—যোগ রাজ্যে তত্ত্ব লও। বিজ্ঞান-রাজ্যের মুকুট-মণি আর্য্য-যোগিগণ ব্যোমরাজ্যের ও বায়ব বিজ্ঞানের গূঢ় রহস্য বলিয়া দিবেন! ঐ দেখ ইউরোপ ও আমেরিকার অধ্যাত্ম-বিদ্যানুশীলন-কারী পণ্ডিতগণ জীবন সার্থক করিতে দলে দলে ভারত দর্শনে আসিতেছেন। তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছেন—"ভারতবর্ষের যোগি-ঋষি-গণ জ্ঞানবিজ্ঞানের চরম করিয়াছেন।"

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে লাহোরের হরিদাস যোগীর যোগ-বিজ্ঞানের অচিন্ত্য প্রভাব দর্শনে মহারাজ রণজিৎ সিংহ ও লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক, ম্যাক্‌গ্রেগর, ম্যাক্‌নাটন, ডাক্তার মরে ও জেনারল ভেঞ্চুরা প্রমুখ পাঁচ ছয় শত ইউরোপ-বাসী স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। হিমালয়ের মহাত্মগণের যোগবিজ্ঞান দর্শনে থিয়সফিষ্টগণ আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন।

বিজ্ঞানের চরম সীমাই যোগ। সেই যোগের একমাত্র সারই প্রাণায়াম। প্রাণায়ামই বায়ব বিজ্ঞান—প্রাণবায়ুর স্থিরতা দ্বারা তাহার বৃদ্ধি করার নাম প্রাণায়াম :—

> বায়ু রায়ুর্বলং বায়ু র্বায়ুর্ধাতা শরীরিণাং।
> বায়ুঃ সর্ব্বমিদং বিশ্বং বায়ুঃ প্রত্যক্ষ দেবতা॥
> যাবদ্বায়ুঃ স্থিতো দেহে তাবজ্জীবন মুচ্যতে।
> মরণং তস্য নিষ্‌ক্রান্তি স্ততো বায়ুং নিরোধয়েৎ॥
> চলে বাতে চলং চিত্তং নিশ্চলে নিশ্চলং ভবেৎ।
> যোগী স্থাণুত্বমাপ্নোতি ততো বায়ুং নিরোধয়েৎ॥

এই প্রাণায়ামের প্রভাবে মানব সর্ব্বজ্ঞ ও ব্যোমচারী হইয়া থাকে এবং ক্রমশঃ ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হয়। ষাট হাজার বৎসর

তপস্যায় যে এরূপ হয় তাহা নহে। বি, এ, পাশ করিতে যে সময়, চেষ্টা ও পরিশ্রম আবশ্যক, এই প্রাণায়ামে সিদ্ধ হইতে ততদূর আবশ্যক হয় না। ইহা গরিবেরও সুলভ।

যোগ করিলে কঠিন পীড়া হয়—এই এক ভয়ানক সংস্কার এ দেশে প্রচলিত আছে; তাহার কারণও আছে। হট্‌যোগের ভয়ঙ্কর ক্রিয়াদি ও রেচক পূরক কুম্ভকের প্রাণায়াম ভারতে কিছু দিন রাজত্ব করিয়াছে,সদ্‌গুরু অভাবে তাহাতেই দুর্ব্বল লোকের অনিষ্ট আশঙ্কার সম্ভাবনা হইয়াছিল। কিন্তু ঐ প্রাণায়ামাদি ক্রিয়া ভারতের অবনতির সময় প্রতিষ্ঠিত,—

"বালবুদ্ধিভি রঙ্গুলাঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নাসিকাছিদ্র মবরুধ্য যঃ প্রাণায়ামঃ ক্রিয়তে স খলু শিষ্টৈঃ ত্যজ্যঃ।" (ঋগ্বেদভাষ্য)

বালক বুদ্ধি লোকেরা অঙ্গুলি দ্বারা নাসিকা আটকাইয়া যে প্রাণায়াম করেন, তাহা শিষ্টগণের ত্যজ্য। উহা করা ঠিক নহে।—

রেচকং পূরকং ত্যক্ত্বা সুখং যদ্বায়ুধারণম্।
প্রাণায়ামোঽয়মিত্যুক্তঃ স কেবল ইতি স্মৃতঃ।

রেচক পূরক না করিয়া সুখের সহিত যে বায়ু ধারণ, সেই প্রাণায়ামের নাম "কেবল প্রাণায়াম।" তাহাই "কৈবল্য।" ইহা শিষ্টজন অবলম্বনীয়। সকলেরই সুসাধ্য। এই সমস্ত বিষয় বিশদরূপে বুঝিতে হইলে সদ্‌গুরুর আবশ্যক। আন্তরিক ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকিলে যথা সময়ে সদ্‌গুরু লাভ হয়, ইহা সাধুগণের অভিমত। আমেরিকার পুরুষ আর রুসিয়ার রমণী ভারতে আসিয়া একমাত্র ইচ্ছা ও চেষ্টার বলে হিমালয়ে দুর্লভ গুরু লাভ করিয়াছেন। ভারতের নর-নারীর গুরু লাভের ভাবনা কি?

আর এক কুসংস্কার এই যে, যোগ করিয়া বনে গিয়া ভারতের

সর্ব্বনাশ হইয়াছে—পুনরায় সেই যোগাভ্যাসে মহা অনিষ্ট ঘটিবে। এই ধারণা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। এক্ষণে দেখা যায় অনেকেই অজ্ঞানতাবশতঃ ধর্ম্মপথের পথিক হইয়াই সংসার-কার্য্য একেবারে পরিত্যাগ করেন। করাই সম্ভব—কেন না "ধান নাই, চা'ল নাই, আ'ন্দিরাম মহাজন" আর "শাস্ত্র নাই, গুরু নাই, পরমানন্দ পরমহংস।" তাঁহারা অবগত নহেন যে গীতা প্রভৃতি উচ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্ম হইতেছে কর্ম্মশীলতা (Activity)। নিজে এই কর্ম্ম শীলতা দেখাইয়া শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে কর্ম্ম শিক্ষা দিতেছেন। শ্রীভগবান এরূপ বলেন নাই যে "হে অর্জ্জুন বনে যাও।" তবে ধর্ম্ম বিপ্লবের সময় শাস্ত্র বুঝিতে নানারূপ গোলযোগ হওয়া অসম্ভব নহে। এক্ষণে আমরা উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে, পূর্ব্বের অবনতির চিহ্নস্বরূপ ঐসকল কুসংস্কার দূর করিয়া ভারতের ভীষণ অন্ধকারাচ্ছন্ন ধর্ম্ম খনির মধ্য হইতে যোগ মণি উদ্ধার করিয়া লইব। ইহাই যথার্থ "ভারত-উদ্ধার।" অনেকেই যোগকে কল্পনাসম্ভূত বিবেচনা করেন। কিন্তু বাহ্য বিজ্ঞানের ন্যায় এই অধ্যাত্ম বিজ্ঞানও যে স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে তাহা অনেকেই বিশ্বাস করিতে পারেন না।

"নবছিদ্রান্বিতাঃ দেহাঃ স্রবন্তে জালিকা ইব।"

আমাদের দেহের নবদ্বার দিয়া স্থিরতারূপ মহাভাব সর্ব্বদাই বাহির হইয়া যাইতেছে। সেই স্থিরতা অভ্যাস না করিলেযোগের ফল হয় না।—অর্থাৎ নিজবোধরূপ আত্মবোধের উদয় হয় না। কিরূপে স্থিরতা হয়?—"চিত্তবৃত্তি নিরোধ" দ্বারা। নিরোধ কি?—বিপথে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়পথে মন না যায়। তাহাতে কি হয়? বিপথ রোধ হওয়ায় স্বপথে অর্থাৎ আত্মার পথে (সুষুম্নার পথে) গতি

হয়। বৃত্তি নিরোধ কিরূপে হয়?—কর্ম্মের একটি "সুকৌশলের" দ্বারা। সে কৌশল কি?—প্রাণায়াম"কেবল প্রাণায়াম।" তাহার ফল হবে কি?—"জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগ।" ইহাই উৎকৃষ্ট বিজ্ঞান পথ। ভারতের হৃদয়-কঙ্কালে এই মহা বিজ্ঞান অবিনাশী-রূপে অঙ্কিত আছে, ইহা যে কত কাল পরে আবার ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিবে, তাহা অন্তর্যামী ভগবানই জানেন।

রাজন্, আমাদের মস্তিষ্ক অদ্ভুত পদার্থ। ইহার শক্তি অনির্ব্বচনীয় ও অচিন্তনীয়। আমাদের অভ্যন্তরে ইহা মলিনতাবৃত হইয়া আছে মাত্র। মস্তিষ্ক যতই পরিষ্কার সবল ও সতেজ হইবে, ততই ইহার শক্তি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আয়ত্ত করিয়া বসিবে। যোগাভ্যাসে মস্তিষ্ক পরিষ্কার সতেজ ও স্বচ্ছ হয়, স্থির জলে পূর্ণচন্দ্রের প্রতিবিম্বের ন্যায় অনন্ত বিশ্বের গূঢ় রহস্য সেই স্থির মস্তিষ্কে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে।

বালক-কালের ক্রীড়ার কথা বৃদ্ধকালে কখন কখন স্মরণ হইয়া থাকে। অনন্ত বিষয়, অনন্ত কথা, অনন্ত শিক্ষা, স্মৃতির ভাণ্ডারে আজীবন সঞ্চয় করিয়াছি; সেই রাশি রাশি স্মৃতিরবোঝা সরাইয়া সুগভীর তলদেশ হইতে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের স্মৃতি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আট বৎসর বয়ঃকালের কথা যদি আশী বৎসর বয়ঃক্রমে আপনিই বিদ্যুতের ন্যায় আসিয়া আমাদের স্মৃতি পথে উদিত হয়, তবে যাঁহারা যোগাভ্যাসে মস্তিষ্কের সর্ব্বাঙ্গীন সাধন করিয়াছেন, তাঁহাদের পূর্ব্ব জন্মের এবং সৃষ্টির আদি কারণের কথা কেন বা অনায়াসে স্মরণ হইবে না?

এই মস্তিষ্ক পরিপুষ্ট, সবল ও সতেজ রাখিবার জন্যই ব্রহ্মচর্য্য, ইন্দ্রিয়-সংযম ও ঘৃত-ভোজনাদি আবশ্যক হয়। যোগিগণের এই

সকল কার্য্য অসম্ভবকে সম্ভব করিবার সহায়তা করে। ইন্দ্রিয়-দোষেই যে মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, ইহা কে না প্রত্যক্ষ করিয়াছেন? যোগক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক সুকৌশলে ইন্দ্রিয় সংযম হইয়া থাকে। "ইন্দ্রিয় সংযম কর," "ইন্দ্রিয় সংযম কর" এইরূপ শত উপদেশেও শত-হস্তী-বলশালী ইন্দ্রিয়-বেগ অবরোধের সম্ভাবনা কোথায়?

ব্যোম বা ইথারের মধ্যে অতি অল্প দৃষ্টিতেই বহুদূর পর্য্যন্ত দর্শন হয় এবং অতি সামান্য শব্দে বহুদূর পর্য্যন্ত সে শব্দ প্রবাহিত হয়। ইথার বা ব্যোম, মস্তিষ্কের অভ্যন্তর দিয়া সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিত সুতরাং মস্তিষ্কে যে সকল চিন্তার উদয় হয় সূক্ষ্মত্ব ও অনবরোধ হেতু ইথারের মধ্যে তাহার বহু দূর বিস্তৃত প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়। এই সূত্র অবলম্বন করিয়া যোগিগণ অপর মনের চিন্তা ও সর্ব্বত্রের সংবাদ জানিতে পান।

জড় বিজ্ঞান ক্রমে সূক্ষ্ম তত্ত্বে প্রবেশ করিতে করিতে জড়াতীত মহাতত্ত্বে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ভারতগৌরব জগদীশ চন্দ্র যে সমস্ত সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিতেছেন, তাহাই চরমে জড়াতীত যোগতত্ত্বে পরিণত হইয়া যাইবে। ভারতবাসিদিগেরই এই সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করা অধিক সম্ভব। ধন্য ভারতের মস্তিষ্ক! ধন্য ভারতের বিজ্ঞান! যে আলোক বিজ্ঞানের অতুল প্রভাবে "রন্‌জেন্ রেজ্" (বা এক্‌স্ রেজ্) আবিষ্কৃত হইয়াছে, যোগিগণ মস্তিষ্কের কূটস্থ-জ্যোতিতে তাহার চরম করিয়া গিয়াছেন। এই "রন্‌জেন্ রেজ" দ্বারা নরদেহের অভ্যন্তরে দৃষ্টি চলে মাত্র, কিন্তু কূটস্থের জ্যোতিঃ হিমালয় বসুধা ও গ্রহ নক্ষত্র ভেদ করিয়াছে। এই অপূর্ব্ব কথা যে সত্য, তাহা প্রমাণিত হই-

বার সময় আসিতেছে। যাঁহারা তাহা প্রত্যক্ষ করিবেন তাঁহারা ধন্য। আর্য্য ঋষিগণ পরিভ্রমণ দ্বারা পৃথিবীর গোলত্ব দর্শন করেন নাই, তাঁহারা তাহা কূটস্থ অভ্যন্তরে দর্শন করিয়াছেন। সাধারণের ইহা জ্ঞাতব্য যে বর্ত্তমান সময়ে অনেক লোক আছেন যাঁহারা দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত এই তত্ত্বের অনুসরণ করিতেছেন।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত যেমন শূন্যস্থিত ইথারকে কম্পিত করিয়া বায়ুর মধ্য দিয়া সংবাদ প্রেরণের অলৌকিক কৌশল উদ্ভাবন করিতেছেন, জগৎগৌরব যোগিগণ অনির্ব্বচনীয় অসীম মস্তিষ্কের তেজে (যোগবলে) সেই বায়ু—শূন্য বা ব্যোম (ইথার) অভ্যন্তরে দৃষ্টি শ্রুতি প্রবিষ্ট করাইয়াছেন, তাহাতেই শত যোজন দূর হইতে তাঁহাদের দর্শন শ্রবণ হইয়া থাকে।—সর্ব্বজ্ঞতা লাভের ইহা সূত্র মাত্র। কেন না, সে অবস্থায় গিয়া পরে আরও বুঝিতে পারা যায় যে, ব্যোম হইতেও সূক্ষ্মতম যে পরব্যোম তাহা অখণ্ডিত ভাবে—অবিচ্ছেদে অবস্থিত ; তাহার মধ্যে 'দূরতা' নাই। "কাল ও ব্যবধান" সেখানে অস্বীকৃত হইয়াছে। ধন্য ভারতের যোগিগণ! তাঁহারাই ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

রাজন্, দৈহিক শক্তির আধিক্য ও রক্ত বৃদ্ধিই বাঞ্ছনীয়—এই সিদ্ধান্ত করিয়া ইউরোপীয়গণ যেমন শরীর-বিজ্ঞানসম্বন্ধে বিষমভ্রমে পতিত হইয়াছেন, মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধেও তাঁহারা "অতি চিন্তাশীল হওয়াই উত্তম"—সিদ্ধান্ত করিয়া সেইরূপ মহা ভ্রম করিয়াছেন। পাশবশক্তি ও রক্তাধিক্যে যেমন দৈহিক ও মানসিক অনিষ্ট করে, সেইরূপ অতি চিন্তায় মস্তিষ্কের ও দেহের একান্ত দুর্ব্বলতা ও সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে ; ইহাই আর্য্য ঋষিগণের অভিমত। এই হেতু নিরুদ্বেগ, শান্তিময়, পরমানন্দরূপী "স্থিরতাই" কেবল বিচলিত

দুর্ব্বল মস্তিষ্ককে সবল, সতেজ ও পূর্ণ করিতে সক্ষম। মূলধন মস্তিষ্ক ক্ষয় করিয়া ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিদ্‌গণ অনেক তত্ত্ব আবিস্কার করিতেছেন সত্য ; কিন্তু ইন্দ্রিয়-ভোগে সংযমী হইয়া, সেই অমূল্য ধন মূলধনের সঞ্চয় বৃদ্ধি রক্ষা ও তাহার অপূর্ব্ব শক্তির পূর্ণত্ব সাধনে কত দিনে তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িবে ?

বায়ুর দুইটি অবস্থা, স্থূল বা চঞ্চল, আর সূক্ষ্ম বা স্থির। স্থূল বায়ু সূক্ষ্ম বায়ুর আবরণ মাত্র। আবরণটির উপরে দৃষ্টি দিলে ক্রমে অভ্যন্তরে সার বস্তুতে দৃষ্টি পড়ে, কিন্তু স্থির দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। জীবের সর্ব্বস্ব যে আয়ু সেই আয়ুর সর্ব্বস্বই বায়ু, দেহস্থ বায়ুর সর্ব্বস্বই শ্বাস। এই শ্বাসই জীবের সর্ব্বস্ব। শ্বাসেই চৈতন্য, শুদ্ধশ্বাসই শুদ্ধচৈতন্য, এই প্রাণ-বায়ুই জীবের জীবত্ব। মহা শ্বাস আছেন তাই আমি আছি, তাই দেহ আছে, মহাশ্বাস সেই মহাচৈতন্য; তিনি আছেন তাই চেতন আছি,তিনি গেলেই আমি অচেতন। নাসিকা দ্বার এক দণ্ড রোধ করিয়া দেখি—আমার চৈতন্য কোথায়? আমার অস্তিত্ব কোথায়? শ্বাসই সর্ব্বস্ব। এই শ্বাস জলে পচে না, কর্দ্দমে মলিন হয় না, অস্ত্রে ছিন্ন হয় না, অগ্নিতেও দগ্ধ হয় না। ইনিই আত্মা ; এই শ্বাসদর্শনই আত্মদর্শন।

পঞ্চানন কন, জীবের তরে, ত্রিনয়নায় সঙ্গে নিয়ে—
'নিশ্বাস শ্বাস রূপেণ মন্ত্রোঽয়ং বর্ত্ততে প্রিয়ে।'

"হে প্রিয়ে, নিশ্বাস-শ্বাসরূপেই জীবের মধ্যে এই উদ্ধারের মন্ত্র বর্ত্তমান আছে।"

'আমি কে ?' আমি শ্বাস, শ্বাস ভিন্ন আমার দাঁড়াইবার স্থান নাই। আমি শ্বাস তুলি,শ্বাস ফেলি, কিন্তু নিদ্রাকালে শ্বাস আপন ইচ্ছায় চলে, আমার ধার ধারে না। শ্বাস যখন চলিয়া যাইবে,

দেহ সঙ্গে যাইবে না। দেহ পচিবে দেহের সঙ্গে আমি জড়িত থাকিলে, দেহ চিন্তায় মগ্ন থাকিলে, দেহেতে আমি-জ্ঞান থাকিলে দেহের সহিত মরিতে হইবে। সংসারে যেমন লোক হাহাকার করিয়া মরে সেইরূপ মরণ হইবে। একটী জলৌকার ন্যায় এই শ্বাসের এক চরণ জীব বক্ষে আবদ্ধ থাকে ; অপর চরণ নাসা-পথ দিয়া প্রসারিত হইয়া নাসিকার বাহিরে অবস্থিত। ভিতরের চরণ তুলিয়া মহাশ্বাস বাহিরের চরণ চাপিয়া দাঁড়ান, আবার বাহিরের চরণ তুলিয়া একবার ভিতরের চরণ চাপিয়া দাঁড়ান, অবিরত এই রূপ করিতেছেন। এই শ্বাসচৈতন্য একবার আসেন, একবার যান, আবার আসেন আবার যান, এইরূপ করিতে করিতে একবার যে ভিতরের পা তুলিয়া গেলেন আর ভিতরে পা দিলেন না। কাহার সঙ্গে আমরা যাব ? শ্বাসের সঙ্গে যাব। 'একা আসা একা যাওয়া' আর বলিতে হইবে না। যাহার সঙ্গে আসিয়াছি তাহারই সঙ্গে যাইব, যাহা লইয়া আসিয়াছি তাহাই লইয়া যাইব।

এই একটি শ্বাসে অর্থাৎ প্রাণসূত্রে জীবমালা গ্রথিত রহিয়াছে —'সূত্রে মণিগণা ইব।'

এই দেহ রাজ্যের অধীশ্বর মহাশ্বাস দেহ-মণিমন্দির মধ্যে বিরাজিত আছেন। নাসা-পথই তদীয় মন্দিরের স্বর্ণ-সিংহদ্বার। ঐ দ্বার দিয়া তিনি বাহির হন ও ভিতরে প্রবেশ করেন। আমার মন নাসা-সিংহদ্বারে দ্বারপাল এবং অষ্ট-প্রহরী হইয়া হুজুরেহাজির থাকে। যখন তিনি বাহিরে যান তখন সেবক-মন অভিবাদন করে, আবার যখন ভিতরে আগমন করেন, তখনও অভিবাদন করে এবং রাজ দর্শনে নিমগ্ন থাকে। পাহারার ত্রুটি নাই, মন সততই জাগরিত অবস্থায় থাকে। ইহাই "কেবল-প্রাণায়ামের" অবস্থা।

এই পরমানন্দময় সহজ অবস্থাকে লোকে ভীষণ করিয়া তুলিয়া যোগ বলিতেই জুজুর ভয় প্রদর্শন করিয়াছে। তবে যাহারা যোগাবলম্বন করিয়া ব্যাধিগ্রস্ত হন বা কষ্ট পান,সে কেবল গার্হস্থ্য-ব্রহ্মচর্য্য ও সাত্বিক আহারের প্রতি অবহেলা-জনিত মাত্র।

'দেহ আমি' এই বোধ ছাড়িয়া 'শ্বাসে আমি' এই বোধ ধরিয়া, শ্বাসের সেবায় অর্থাৎ শ্বাসে দৃষ্টি দিয়া, শ্বাসে মন দিয়া থাকিলে শ্বাসের প্রতি মমতা জন্মিবে। দেহের প্রতি দৃষ্টি রাখায় জড় দেহে যদি একান্ত মমতা হয় তবে চৈতন্য রূপ শ্বাসে মন রাখিতে রাখিতে শ্বাসের প্রতি মমতা কেন না হইবে? জড়ের সঙ্গে নশ্বর বস্তুতে মায়া হয়, ক্ষণিক ভালবাসা হয়; চৈতন্য স্বরূপ শ্বাসরূপী প্রাণের সঙ্গে, সেই চিরস্থায়ী অবিনশ্বর প্রাণের সহিত মনের মিলন করিয়া রাখিলে অপূর্ব্ব চিরানন্দময় প্রেম-প্রতিষ্ঠা কেন না হইবে? ইহাকেই মন প্রাণে এক করা কহে। আমি চেতনাযুক্ত; অচেতন দেহের সহিত ভালবাসা করিয়া ঐ দেহের সহিত কেন শ্মশানে মরিয়া থাকিব? নিত্য শুদ্ধ চেতনা স্বরূপ আমার মহাচৈতন্য যে মহাশ্বাস তাহার সঙ্গে 'আমি-আমি' বোধ রূপ আমার যে চেতনা, তাহার চির প্রেম প্রতিষ্ঠিত হইলে, সেই আত্ম ভাবে, ভগবদ্ভাবে, "অনুভব পদে" প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিব। শ্বাসই সেই সচ্চিদানন্দ নিত্য সত্যের অংশ বা স্বরূপ। তিনি জীব-শরীরে স্বয়ং দাঁড়াইয়া থাকিয়া খাটাইতেছেন, তাঁহার নিয়োগে আমি খাটি। চিরসত্য শুদ্ধচৈতন্য স্বরূপ যে শ্বাস-পুরুষ তাঁহার প্রকৃতিরূপ আমি যদি তাঁহার দিকে অষ্ট প্রহরই স্থির নয়নে চাহিয়া থাকি, তবে খাটুনি সজোরে,উৎসাহের সহিত কতই সুন্দর হয়, কতই মধুর হয়!

তপোবন-উক্তিমালা

আত্মা-নারায়ণ সাক্ষী, দেহমন প্রকৃতি-লক্ষ্মী,
ব্রহ্ম-সমুদ্রের নীরে, কারণ বারির পরে
আত্মনারায়ণ-জায়া, অর্দ্ধাঙ্গা হইয়া "কায়া"
বিষ্ণু-পদ বক্ষে নিয়া করিছেন আত্ম ক্রিয়া;
কায়-মনে আত্ম সেবা, এ তত্ত্ব বুঝবে কে বা?
প্রাণেশের পদ সেবা করিছেন ক্রিয়াবান,
অনন্ত শয্যায় শায়ী রয়েছেন ভগবান্। ১

কেবা গায় বিভূগুণগান? কার তরে দিবে প্রাণ দান?
দান-যোগ্য পাত্র কেবা ভবে? বিপদে নিকটে কেবা রবে?
কে পার করিবে ভবসিন্ধু? জগৎ, পালক, দীন, বন্ধু। ২

মোক্ষ পথের, রেলের গাড়ি, উক্তিমালা এই,
ট্রেণ ফেল্ তাদের, যাদের গুরুর টিকেট নেই। ৩

দেহ মহাযন্ত্র,—বাজে গুরু-মন্ত্র ॥
মনকে যাতে করে ত্রাণ মন্ত্র বলে তারে,
স্থিরতাই ত্রাণ, মন স্থির হতে নারে।
অন্তর্বায়ু স্থির—ত মনটি হল ধীর ॥
মন-স্থিরতা মনের ত্রাণ, তাতেই পুষ্ট মহাপ্রাণ ॥
প্রাণায়ামে সেইটি হয়. তাকেই মহামন্ত্র কয় ॥ ৪

শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ প্রাণবায়ুকে সুস্থির রাখিতে অভ্যাস করাই "প্রাণায়াম"। শ্বাস সুস্থির হইলে প্রাণ মন সুস্থির হয়, শান্তি আসে, মহাপ্রাণরূপ আত্মা তুষ্ট ও পুষ্ট হন; তাই শ্বাস-বায়ুকে সুস্থির করাই মহামন্ত্র।

যোগ ক্রিয়ায় স্থিতি হ'লে 'অনুভব পদ' তারে বলে ॥
অলৌকিক জানা যায়—কি রূপে না বলা যায় ॥ ৫

যোগ অভ্যাসে খেচরী মুদ্রা সাধন করিতে হয়। সাধক প্রথমে একটি রূপ কল্পনা করিয়া তাহাতেই দৃষ্টি স্থির ও মন স্থির করেন এবং শ্বাসকেও স্থির রাখেন; ক্রমে একটি বিন্দুতে মাত্র দৃষ্টি ও মন স্থির করেন, পরে বিন্দুটি ছাড়িয়া শূন্যে দৃষ্টি ও মন সুস্থির করিয়া রাখেন, শ্বাসও স্থির রাখেন। সেই বিনাবলম্বনে শূন্যে দৃষ্টি স্থির, মন স্থির, শ্বাস স্থির করাকে খেচরী মুদ্রা বা, গগন বিহারী ক্রিয়া বলে। স্থিরতাটির নাম 'স্থিতিপদ' বা 'অনুভবপদ'। তখন অলৌকিক বিষয়-সকল সূক্ষ্মভাবে অনুভব হইতে থাকে।

চলে যাচ্চে যা—কাল শব্দে তা ॥
কালের সঙ্গে হায়, মন যেন না যায় ॥
তারে ধরে রাখ, স্থির নয়নে দেখ ॥
মন প্রাণ যদি পড়ল ধরা, তবেই অমর, নইলে মরা ॥ ৬

কালের স্রোতে সবই চলিয়া যাইতেছে। এই "চলিয়া যাওয়াটাই" কাল। ঐ কালের বশে তোমার মনটি যেন না যায়। খেচরী-মুদ্রার দ্বারা মন-প্রাণকে ধরিয়া রাখ। শূন্যই মহাচৈতন্য, মহাচৈতন্যের থাকিবার স্থান আর নাই, মহাশূন্যে মহাচৈতন্য এক হইয়া আছে, তাহাতে যদি মন যুক্ত হইয়া সুস্থির থাকিল, তবেই অটল চৈতন্যে স্থির থাকিয়া অটল ও অমর হইল, আর তাহা না থাকিলেই কালের স্রোতে মৃত্যুর মুখে ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

একান্ত স্থিরতা হ'লে, মনকে তখন আত্মা বলে ॥
চঞ্চল বায়ু জীবের ধর্ম্ম, স্থির বায়ুই চৈতন্য ব্রহ্ম ॥
স্থিতি চ্যুত হয় মনপ্রাণ, তাতেই জীবের নানান খান ॥
অস্থির হন মহাপ্রাণী, তাতেই জীবের ছট্‌ফট্টানি ॥ ৭

হে আকাশ চৈতন্যময়, তোমারি বিশ্ব আর কারো নয় ॥
সমস্ত বিশ্ব তোমার পানে, চেয়ে আছে স্থির নয়নে।

যে তোমায় অন্তরে নিয়ে, ধরেছে স্থির দৃষ্টি দিয়ে,
সব অভাব তার গেছে ধুয়ে, স্পর্শমণি তোমায় ছুঁয়ে! ৮

মনই একান্ত সুস্থির হইলে আত্মানাম ধারণ করে। স্থির বায়ুই আকাশ, আকাশই ব্রহ্মচৈতন্য। ৭

সমস্ত আকাশ ব্রহ্মচৈতন্যে পরিপূর্ণ। জগতের যাহা কিছু তৎসমস্তই আকাশ হইতে আসিতেছে। আকাশ স্পর্শমণির ন্যায়, তাহাতে দৃষ্টি স্থির করিয়া রাখিলে অন্তর স্বর্ণময় হয়, কোনও অভাব থাকে না। ৮

ইংরাজী পণ্ডিতে কেহ বুঝবে না এ ধাঁধা,
ভুক্ত দ্রব্যের অণুর সঙ্গে ধর্ম্মের অণু বাঁধা। ৯

ইংরাজ শিক্ষিত লোক বলেন—"আহারের সঙ্গে ধর্ম্মের কি সম্বন্ধ আছে? সাত্ত্বিক আহারে সত্ত্ব গুণ জন্মে। নিকৃষ্ট আহারে নিকৃষ্ট প্রাণীর ন্যায় বুদ্ধি ও স্বভাব হয়, ঘৃত দুগ্ধ ভোজনে তাহা হয় না।

এক পাকে এক বেলা খাবে, মহাবল সে বলব কি?
আগে থাকে গব্যঘৃত শেষে যদি আমলকী। ১০

'সগুণ' সুপক্ক হ'লে 'নির্গুণ' অবস্থা পায়,
কাঁচা আম পাকা হ'লে বোঁটা সব খসে যায়। ১০

সগুণ নির্গুণ তত্ত্ব বুঝে রাখ মোটামুটি,—
কাঁচা আর পাকা মাত্র একের অবস্থা দুটি॥ ১১

বোঁটাতেই বদ্ধ থাকে, আর গুণেতেই বদ্ধ থাকে, বোঁটা খসা আর গুণমুক্ত হওয়া অর্থাৎ নির্গুণ হওয়া সমান। কাঁচাই সগুণ অবস্থা, পাকাই নির্গুণ অবস্থা।

রস-কস নাই গন্ধ ছাড়ে, কুক্কুর চিবায় শুষ্ক হাড়ে॥
মুখ কেটে পড়ে রক্তধার, সুখ লেগেছে বড়ই তার॥
মায়ায় বদ্ধ মানব সবে, ক্ষণিক সুখ সব চিবায় ভবে॥
রক্ত উঠে, কি দুর্গতি! তবু যায় না সে দুর্ম্মতি॥
তুচ্ছ সুখের হাড়খানাকে, চিবায় যাবৎ গন্ধ থাকে॥ ১২

সংসারের ক্ষণিক সুখ রসকস-শূন্য দুর্গন্ধময় হাড়খানার ন্যায়। উহা চিবাইতে চিবাইতে লোকের মুখে রক্ত উঠে যায়। কুকুরের ন্যায় সেই দুর্গন্ধময় সুখটুকু লোকে চিবায়, একটু গন্ধ থাকিতে ছাড়িবে না। কি ঘৃণিত ব্যাপার।

কাঠে কাঠে আগুন ওঠে, কথায় কথায় ওঠে কথা,
তিলের তৈল দধির ঘৃত ঘর্ষণে উৎপত্তি যথা,
যোগ-ক্রিয়ায় সেইরূপ ব্রহ্মে প্রাণ সংঘর্ষণে,
আত্মার উৎপত্তি হয়, "অনুভব-পদ" সনে॥ ১৪

শ্বাসই প্রাণ, ব্রহ্মই মহাপ্রাণ। মহাপ্রাণরূপ ব্রহ্মে প্রাণরূপ শ্বাস যুক্ত করিয়া প্রাণায়ামের ঘর্ষণকৌশলে চিরস্থির শান্তিময় অজর অমর আত্মা প্রস্তুত হন। চেতনা থাকাতে ঘর্ষণে ঘর্ষণে ব্রহ্মানুভব হইতে থাকে।

কুঞ্জবিহার করি করি, কণ্ঠে কণ্ঠ ধরাধরি,
নিশিশেষে নিদ্রা যাই, কৃষ্ণবক্ষে মেশামিশি,
"চিনি খেতে খেতে শেষে,চিনি হ'তে ভালবাসি"॥১৫।

রামপ্রসাদ বলেন—"চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি।" চিনি খেতে খেতে, খাওয়াতে তৃপ্তি হইল, তার পর কি অবস্থা হইবে? তখন দুইয়ের সুখ এক হইয়া যায়, ভগবদ্ বক্ষস্থলে জীব নিদ্রা যায়, অর্থাৎ ব্রহ্ম-চৈতন্যে সমাধি প্রাপ্ত হয়। প্রসাদের ন্যায় যদি ব্রজগোপীগণ বলেন,—

কুঞ্জে শুধু নৃত্যগীতে রজনী কাটাব,
কণ্ঠে কণ্ঠে কৃষ্ণবক্ষে নিদ্রা নাহি যাব।

তা হলে সুখের অবস্থা অসম্পূর্ণ থাকে ও দোষের কথা হয়। শেষে একীভূত সমাধি অনিবার্য্য। প্রসাদের কথা সাধারণের জন্য। "আত্মসুখ" কেমন, তাহা কেবল "সমাধিতে" প্রকাশ পায়।

কুসুম-কোরকে গন্ধ-লুকাইত আছে যথা,
শিশুতেই পুরুষত্ব, মানুষে ব্রহ্মত্ব তথা॥ ১৬

শিশুর মধ্যেই "পুরুষত্ব" রয়েছে, শেষে দেখা যায়। ঠিক সেইরূপ মানুষের মধ্যে পূর্ণব্রহ্ম রহিয়াছেন অবশেষে তাহা প্রকাশ পাইয়া থাকে।

কভু এটা, কভু সেটা, ন্যাংটা খোকা খেলচে ভবে,
মলমূত্র গায় মেখেছে—ক্রিয়া পেলেই ব্রহ্ম হবে ॥ ১৭

মলমূত্র মাখা খোকাই বড় হইয়া যখন যোগের ক্রিয়া করিবে, তখন "সোহম্" সেই আমি ব্রহ্ম, ইহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবে।

মানুষের ব্যাধি দুঃখ তাবৎ রবে বিদ্যমান,
হৃদয় হ'তে যাবৎ না যায় "আমি মানুষ" এই অভিমান।১৮

"আমি হাড়মাসের একটি মানুষ" এই কথা যতদিন ভাবিবে, ততদিন তোমার জরা মরণ দুঃখ থাকিবে। আর যেই ভাবিতে পারিবে যে "আমি হাড়মাসের দেহপিণ্ড নহে, আমি চৈতন্যময় গগনবিহারী আত্মা" তৎক্ষণেই দেখিতে পাইবে যে তোমার কোন কালেই ব্যাধি দুঃখ নাই, তুমি অজর অমর।

চিদাকাশে ধ্যানমগ্ন যথার্থ যে ক্রিয়াবান্,
আপনি দেবতা হ'য়ে দেবতা দেখিতে পান। ১৯

মনুষ্য যোগধ্যানে মগ্ন থাকিলেই দেবতা হন। দেবতা না হইলে গগনবিহারী সূক্ষ্ম দেহধারী দেবগণকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। মানুষের সম্মুখে অর্থাৎ জড়ত্ব বোধের সম্মুখে তাঁহারা উপস্থিত হন না।

কিবা দিব প্রাণেশ্বরে কিসে তুষ্টি হবে তাঁর ?
প্রাণবায়ু বিনা আর সর্ব্বোত্তম কি আমার ॥ ২০

এই প্রাণের কর্ত্তা যিনি, তাঁহাকে আমি কি দিলে তাঁহার তৃপ্তি হইবে ? শ্বাসবায়ুই প্রাণবায়ু ; ঐ প্রাণদ্বারা কুক্কুরের ন্যায় না হাঁপাইয়া, শেকরার হাঁপোরের ন্যায় দিবানিশি ভোঁস ভোঁস না করিয়া, প্রাণেশ্বরের পাদপদ্মে ঐ প্রাণবায়ু সুস্থির করিয়া রাখ, চিত্তসাগরে আর ঢেউ উঠিবেনা, সেই সুস্থির চিত্তদর্পণে হরিপাদ-পদ্মের প্রতিবিম্ব পড়িবে।

যোগক্রিয়া করি করি হেন এক দেশ পাবে,
পূর্ণ দশেন্দ্রিয় যথা স্বপ্রকাশ হয়ে যাবে;
পূর্ণ স্বপ্রকাশ সব হলেই দেখিবে তুমি,
সিন্ধুতে মিলিয়ে যাবে সেই একবিন্দু "আমি"। ২১

মানুষের ইন্দ্রিয়গুলি অতি ক্ষীণ, অসম্পূর্ণ, তাহাতেই বিষম দোষ ঘটিয়াছে। দর্শন শ্রবণ স্মরণ যদি পূর্ণমাত্রায় সবল সুস্থ হইয়া উঠে, তবে সবগুলি এক হইয়া যায়, সমস্তই জ্ঞানরূপে স্বপ্রকাশ হইয়া পড়ে। তখন ইন্দ্রিয়ের সঙ্কীর্ণতাজনিত যে এক কোঁটা আমি, তাহার অস্তিত্বও আর থাকে না। ক্রমে জ্ঞানের ন্যায় জগৎ-জোড়া বিশাল 'আমি' হইয়া পড়ে।

দেখরে ভোলা এইবেলা, জলকেলি আর ঝাঁপ খেলা।
ভব পারের উচ্চ ঘাটে মরণ সিঁড়ি বেয়ে উঠে,
ধাপে ধাপে ধপাধপ, ঝাঁপ দিয়ে পড় ঝপাঝপ॥
ভব সাগরে ডুবে যারে, কেউনা খুঁজে পাবে তোরে॥
ভুস্ ক'রে ফের ভেসে ওঠ, বার বার এই মজা লোট॥ ২২

ভব সাগরে ঝাঁপদিয়ে পড় আর উঠ। পুনঃপুনঃ জন্ম লওয়া একটা ঝাঁপাঝাঁপি খেলা মাত্র। কিছু দিন খেলেই যাই, তাতেই বা ভয় কি? ক্ষতিই বা কি হইতেছে? আমি ত সেই অজর অমর শুদ্ধ চেতন আছিই।

শুকায় নারে ফুল ফল, আনতে যায় সব নূতন বল॥
মানুষ মরে না, মরণ যোগে ভাঙ্গা মানুষ সব জোড়ালাগে॥২৩

ফুল ফল শুষ্ক হইয়া ঝরিয়া পড়ে। সেই বীজ মাটির মধ্যে প্রবেশ করিয়া নূতন বল সঞ্চয় করিয়া, আবার বৃক্ষ হয়। এক একটি বীজে আবার শত শত ফুল ফল ও শত শত বীজ উৎপন্ন হয়। মানুষের মৃত্যুও তদ্রূপ। মৃত্যুটি বিয়োগ নহে, যোগ। প্রাণটি আকাশের মধ্যে গিয়া নূতন মহাবল সংগ্রহ করে ও আবার কোমর বাঁধিয়া, এক লম্ফে আসিয়া উপস্থিত হয়। বীজ যেমন হাওয়ার গতিতে,

নিকটেও পড়ে, দূরেও পড়ে, তেমনি মানুষের আত্মাও প্রাণ-বায়ুর গতিতে ইহলোক, পরলোক, দেবলোক, শিবলোক প্রভৃতিতে গিয়া উড়িয়া পড়ে। ভাঙ্গা মানুষ অর্থাৎ ভাঙ্গা প্রাণ সকল আকাশস্থ মহাপ্রাণের অংশ লইয়া নিজ নিজ ভাঙ্গা স্থান যোড়া দিয়া, আবার কোমর বাঁধিয়া আসে।

বিনা নেশায় হাঁরে ভোলা, দুঃখজ্বালা যায় কি ভোলা ?
যোগের নেশা অতি কম, তাইতে এত গাঁজায় দম ॥ ২৪
সুচিন্তা দুশ্চিন্তা নিয়ে কোথাও কি আর শান্তি পাবে ?
চিন্তাশীলের যোগ হবে না, চিন্তাশূন্য হতে হবে ॥ ২৫

চিত্ত বৃত্তি নিরোধের নাম যোগ বা সমাধি। বাহ্য বিষয়ের ভাবনা বন্ধ করিলে তবে স্থিরতা আসে। স্থির জলে চন্দ্রের প্রতিবিম্বের ন্যায় স্থির মনে ভগবদ্ ভাব প্রকাশ পায়।

স্বাধীন হওয়া বিষম ধাঁধা, সত্যের দুয়ারে হাত-পা বাঁধা ॥ ২৬
লক্ষ্য যদি স্থির হ'ল—মোক্ষ পথে পা প'ল ॥ ২৭
চঞ্চল নয়ন দর্শন ছলে, নাচায় কামনা কামিনী-দলে ॥ ২৮

দৃষ্টির চাঞ্চল্যে নানা বাসনার উদয় হয়। ভগবানে লক্ষ্য স্থির কর।

থাকি থাকি মন-পাখীটা মায়ার ছাতু খায়,
আকাশ পানে ছেড়ে দেই ত পিঁজরে পানে চায় ॥ ২৯
সৃষ্টি কালে দৃষ্টি পথ বিধি করে বন্ধ,
বাহ্য চক্ষু দিয়া করে অন্তরেতে অন্ধ ॥ ৩০
ভোলা তাঁতি ভাল সুতো বেছে বেছে নিয়ে,
অদৃষ্টের বস্ত্র বোন্ কর্ম্ম সূত্র দিয়ে ॥ ৩১
স্ত্রী পুত্র ধনের নেশায় সোণার জীবন কাল!
ধ্যান ধারণা যোগের নেশায় জগৎ করে আলো ॥ ৩২
আত্মাই কেবল গুরু সর্ব্ব জীবে রন,
যাঁ'র আত্মা প্রস্ফুটিত তিনি গুরু হন।

যারে ইচ্ছা গুরু কর সাধনের সুরু,
সাধলেই আসবেন জগন্ময় গুরু॥ ৩৩
বাল্য কথা মনে যথা বৃদ্ধ কালে আসে,
পূর্ণ মস্তিষ্কেতে তথা পূর্ব্ব জন্ম ভাসে। ৩৪
মনের স্থিরতা "প্রাণ" স্থির প্রাণ আত্মা,
স্থির আত্মাই পরমাত্মা চরাচর-সত্ত্বা।
যেই মন সেই আত্মা—কাঁচা পাকা ফল,
যে নর কীটাত্মু সেই ব্রহ্ম নিরমল। ৩৫

মন, প্রাণ, আত্মা, পরমাত্মা একই। অবস্থা ভেদে নাম ভেদ মাত্র।

বহুত্বে একত্ব ধ্যান, মৃত্যুঞ্জয় সেই জ্ঞান॥ ৩৬
খুব সাবধান ধ্যানের সময়, মন যেন না কথা কয়॥ ৩৭
মমতার অহিফেণ খায় লোক যেখানে,
ধ'রে ধ'রে তুলি আর ঢ'লে পড়ে সেখানে॥ ৩৮

বিষ খেলে ধ'রে তুলে রাখা যায় না, সেই খানেই ঢুলে ঢুলে পড়ে। মায়া জনিষটাও ঠিক ঐ বিষের ন্যায় ক্রিয়া করে।

অল্পাগুণে অন্ন সিদ্ধ—হয় কি ?
ধপ্ ধপিয়ে ধরা চাই—নয় কি ?
গীতার আগুন ঠিক যেন—দীপকাঠী,
কাঠ ধরিয়ে দেওয়া চাই—নয় মাটি!
টীকা কত ব্যাখ্যা কত—জ্বলে না,
মাহাত্ম্যের একটি কথাও, ফলে না!
যাদের মুখে আগুন জ্বলে, তারাই আগুন ধরায় জ্বলে!

যাঁহাদের বাক্য অগ্নিময়, যাঁহাদের উপদেশে ব্রহ্মতেজ জ্বলিয়া উঠে, তাঁহারা জলবৎ ঠাণ্ডা হৃদয়েও তেজ ও উৎসাহের আগুন জ্বালিয়া দিয়া থাকেন।

জন শূন্য হ'লে তারে বলে না "নির্জ্জন",
"নির্জ্জন" আপন মনে চিন্তা-বিসর্জ্জন॥ ৪০

বাহিরে লোকের কোলাহল না থাকিলেও মনের মধ্যে সহস্র চিন্তার কোলাহল আছে। চিত্তের উপরে চিন্তার রেখাটি পর্য্যন্ত যখন না থাকে, তখনই যথার্থ নির্জ্জন-অবস্থা বলা যায়।

সাধন ভজন একি দায়? পাকা গুটি কেঁচে যায়!
স্পষ্ট হয় আত্মবোধ, যায় না তবু কাম ক্রোধ! ৪১

সাধনে পরিপক্ক হইয়া যখন আত্মজ্ঞান স্পষ্ট অনুভূত হয়, তখনও সময় সময় কাম ক্রোধের বেগ উপস্থিত হইয়া থাকে, তখনও ছাড়ে না।

এক সুধাসিন্ধু "আমি"—সুধা অংশ সব,
সুধার তরঙ্গ ভবে "আমি আমি" রব॥ ৪২

যখন "সো'হং" জ্ঞান অনুভূত হয় তখন আমিই সেই "মহাআমি, সুধার সিন্ধু ব্রহ্ম-চৈতন্য" ইহা জানা যায়। সেই "মহাআমির" ক্ষুদ্র তরঙ্গ সকল "আমি আমি" করিয়া সমস্ত জগতে উঠিতেছে ও পড়িতেছে, সর্ব্বশেষে "মহা আমিতে" মিশিতেছে।

শুভাশুভ দুই ভাই—এক ভস্ম আর ছাই। ৪৩

তোমার যেটা ভাল বা শুভ আমার সেটা মন্দ। নিজনিজ স্বার্থহিসাবেই ভাল মন্দ শুভাশুভ বলা যায়। বস্তুতঃ ওটা কিছুই নহে, কেবল ভগবানই ভাল।

গ্রন্থপাঠে হয় না জ্ঞান, জ্ঞান চাও ত শেখ ধ্যান॥
হাজার জ্ঞানে জ্ঞান হবে না, ধ্যান বিনা জ্ঞান দাঁড়াবে না ।৪৪

সাধারণে যাকে জ্ঞান বলে সেটি জ্ঞানের অনুসন্ধান মাত্র। ধ্যানই বস্তুতঃ জ্ঞান। জ্ঞান জ্ঞান—ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিয়া আর কত কাল বেড়াইবে? ধ্যান অভ্যাস কর।

ধ্যানেতে যা হয় দর্শন—রাখ্‌ল টুকে ষড় দর্শন॥ ৪৫

যোগীগণ ধ্যান যোগে যাহা দর্শন করিলেন, তাহাই পরবর্ত্তী জনগণের জন্ত একটু সারাংশ লিখিয়া রাখিয়া গেলেন। সেই টুকু ষড়্দর্শন নামে খ্যাত হইয়াছে।

তৃণ সূর্য্য নিয়ম ময়—নিয়ম ছাড়া মৃত্যু নয়॥ ৪৬

সুনিয়মেই জগৎ চলিতেছে, ঐ সুনিয়মই ঈশ্বরের দক্ষিণ হস্ত। তাই মৃত্যুও ঈশ্বরের হস্তে (সুনিয়মেই) হইবে। আমার বা তোমার হস্ত তাহাতে একবারেই নাই। ঈশ্বরের দক্ষিণ হস্ত না আসিলে শত্রু বা ব্যাধি আসিবে না, সর্পও দংশন করিবে না। তাই মৃত্যুও নিয়মাধীন।

কেবা গৃহত্যাগী কেবা গৃহ-নিবাসী?—
সন্ন্যাসেও গৃহী আছে, গৃহে সন্ন্যাসী। ৪৭

মানুষ গরু পশু পাখী—এই জাতি ভেদ উঠাও দেখি॥ ৪৮

অন্ন ভোজনের যে জাতি ভেদ সেটিত সামান্য। যোগীগণই যথার্থ জাতি ভেদ উঠাইয়াছেন।

"বিদ্যাবান্ ব্রাহ্মণেতে, নরাধম চণ্ডালেতে, গাভী করী কুক্কুরে সমান।"
এই সকলে সমান দৃষ্টি রাখিয়া জাতি ভেদ উঠাইয়া দেও।

অংশও যা, পূর্ণও তা, ঈশ্বরে ভিন্নতা নাই,
যা করে সে অগ্নিরাশি, অগ্নিকণা করে তাই। ৪৯

একটি গ্রাম দগ্ধ করিতে হইলে বিশ মণ অগ্নি লইয়া যাইতে হয় না। একটি দীপকাঠি পকেটে লইলেই যথেষ্ট। সেইরূপ ভগবানের কণিকাতেই পূর্ণতা আছে। "হরি, হরি" দু'বার বলিয়া যাত্রা করিলে যথেষ্ট; হাজার বার বলা, আর গ্রাম দগ্ধ করিতে বিশ মণ অগ্নি লইয়া যাওয়া, উভয়ই সমান হাস্যোদ্দীপক।

প্রাণের সার পর ব্রহ্ম দেহখানি তার খনি,
মরচে ঢাকা-মণি যেমন, নষ্ট দুধে ননী। ৫০

প্রাণ বায়ুর সার ভাগই ব্রহ্ম-চৈতন্য। দেহ-খনির মধ্যে সেই ব্রহ্মমণি মাটি চাপা অবস্থায় পড়িয়া আছে। অম্লরস-নষ্ট দুগ্ধের মধ্যে নবনী যেমন লুকায়িত থাকে, সেইরূপ ইন্দ্রিয়-রস-নষ্ট দেহ মনের মধ্যে ব্রহ্মচৈতন্য লুকায়িত আছেন, মন্থন করিলেই উপরে ভাসিয়া উঠিবেন। মাখন তোলা যেরূপ, যোগ-সাধনে ব্রহ্মচৈতন্য উঠানও সেইরূপ।

শুনতে এলাম তোমার কাছে, আমাতেও কি ব্রহ্ম আছে?

ব্রহ্ম কি আর গাছে ফলে? তোমাতেই ত যাদু,
পঙ্কে যেমন পঙ্কজিনী, মাছির কাছে মধু! ৫১
আমি নয়ত কায়া,—কায়া আমার ছায়া॥
কায় গেলে কি ভয়?—ছায়া বইত নয়॥ ৫২
ঘুচাও সুকর্ম্ম দিয়ে কুকর্ম্মের ফল,
কাঁটা দিয়ে কাঁটা খোলা উপায় কেবল॥ ৫৩
মায়া যবনিকা মাঝে "গ্রীণ রুমে" একা,
ত্রিদিব দুহিতা "শান্তি" ঢুলাইছে পাখা॥ ৫৪
ঈশ্বর পুরুষকার—দুইটিই এক দিক,
তোমার চেষ্টাই তাঁর চেষ্টা, চেষ্টা করাই ঠিক॥ ৫৫
মানষের কাছে চেওনা সাধু, গাছের কাছে চেও,
গাছের মত মানুষ আছে, তারই কাছে যেও॥ ৫৬
মায়ার-দংশনে হইচি বিজ্ঞ, করচি জন্মেজয়ের যজ্ঞ।
ব্রহ্মচর্য্য-অগ্নি মাঝে হতেছে নির্ম্মূল,
পুড়ি পুড়ি মায়া-মোহ কাল সর্প কুল॥ ৫৭
মন্ত্রে পূজা দশভূজা তাতেই দিচ্ছেন সাড়া,
নিবেদনই বলিদান, প্রসাদ জ্ঞান খাঁড়া। ৫৮
হিন্দুদের বিন্দু নিয়ে বিলাত বাঁধে পাগ,
আমাদের ছারপোকা বিলাতের "বাগ"। ৫৯
শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি মাত্র শুদ্ধ করে বায়ু,
না বুঝেই গীতা পাঠে বৃদ্ধি করে আয়ু;
না বুঝেই করা ভাল যোগক্রিয়া একাদশী,
"আবৃত্তিঃ ধর্ম্মশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী॥" ৬০
মোদের "সংসারাশ্রম" বলি মোরা ভ্রমে,

দেব দ্বিজ সেবা মাত্র সংসার আশ্রমে।
কেবল ইন্দ্রিয়-সেবা স্ত্রী-পুত্রের সুখ—
এ নয় সংসার-ধর্ম্ম মরণের মুখ। ৬১
ঈশ্বরকে ভয় কর—বিশ্বরূপ দেখা চাই,
আগে যদি প্রেম কর, স্বেচ্ছাচারী হবে ভাই। ৬২

যোগী হতে যাচ্ছ কোথা? ভোগের শেষে যোগের কথা॥ ৬৩
চিৎ-বিমুখ হয় যারা, পুনর্জ্জন্ম পায় তারা॥ ৬৪
রাগ চণ্ডাল ছুঁলে তোরে, স্নান ক'রে তবে আসবি ঘরে। ৬৫
জানবে জানবে জানবে তাবৎ, "কিছুই জান না" না জান যাবৎ॥

বিষ্ণুতেই চিত্ত রাখ কহে আর্য্য গুরু,
বিষ্ণু শুদ্ধ সত্বগুণ কণ্ঠ হ'তে ভুরু॥ ৬৭

ষটচক্রের বিশুদ্ধাখ্য-চক্র কণ্ঠ-স্থানে এবং আজ্ঞা-চক্র ভ্রূ-দ্বয়ের মধ্যস্থলে। এই দুইয়ের মধ্যে মনোদৃষ্টি স্থির থাকিলে সত্বগুণ জন্মায়। সত্বগুণের মধ্যস্থ চৈতন্যই বিষ্ণু। মূলাধার স্বাধিষ্ঠান মণিপুর অনাহত বিশুদ্ধাখ্য আজ্ঞাচক্র, এই ষট্‌চক্র।

চিদাকাশে দেখা দেন দেবদেবী যত,
সকলি ব্রহ্মের রূপ, শক্তি নানা মত॥ ৬৮
চিন্তা মূষিক নড়ে—প্রাণের ভিত্তি খোঁড়ে॥
কুচিন্তা সুচিন্তা—ফাঁক কত দূর?
কাল ছুঁচো আর বিলাতী ইন্দুর॥ ৬৯
চ'লে গেল ভূত কাল,—গেল কোন খানে?
যায়নি সে চির স্থির আছে এক স্থানে।
আসচে ওই ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ঢাকা,
আসে না সে মানুষের মনে শুধু আঁকা!
নাম করলেই ম'রে যায় বর্ত্তমান-বিন্দু,

জন্মই মরণ তার, কিছুই ত নাই আর,
পূরিছে কাজের মধ্যে "অতীতের" সিন্ধু !
কাল নাই—উদয়াস্ত হিসাবের ফল,
এল এল ! গেল গেল ! মনেতে কেবল !
চিরস্থির মহাভাবে চিত্ত স্থির যার,
সেই ত কালের কাল, মৃত্যু নাই তার। ৭০
শ্বাস স্থির, দৃষ্টি স্থির—তবেই হবে মন স্থির ॥ ৭১
কাল মিথ্যা, সে থাক্‌বেনা; তিলার্দ্ধও দাঁড়াবে না ॥
গতি শীলই 'মৃত"—বিপরীত "অমৃত" ॥
সকলেতেই "গতি" তদ্বিপরীত "স্থিতি" ॥
"স্থিতিই অমৃত ব্রহ্ম—কেবল "চৈতন্য ধর্ম্ম" ॥
ধরে রাখ মনের গতি, সদাই কর মনের স্থিতি ॥
মনের গতি "জীব", মনের স্থিতি "শিব" ॥
মনে মাত্র কালের গতি, "কাল মনেতে" ধরাও স্থিতি
কাল-সঙ্গে মন মরে—"স্থিতি-ব্রহ্মে" ত্রাণ করে ॥
গুরু দেবের উক্তি—এই ত জীবের মুক্তি ॥ ৭২
গগন-বিহারী আমি, জড় দেহে সব দুখ !
মৃত্যুই অপার শান্তি, গগনে অনন্ত সুখ।
এত কষ্ট দিয়ে মৃত্যু, কেন বা আমায় নেবে ?
গগন-বিহারী ক'রে অনন্তের "শান্তি" দেবে। ৭৩
ফুয়ারার জল উঠছে ঠেলে, কত লোক তায় দিচ্ছে ফেলে ॥
তোমার যে "সত্বা-প্রাণ," সেও সেইরূপ চলায়মান ॥
বিষয়-বাসনা ফুয়ারা উঠে, ইন্দ্রিয়-নালায় যাচ্ছে ছুটে ॥
যোগ-ক্রিয়ায় আটক রবে, "সত্বা"র বেগ অধিক হবে ॥

যথা তথা আজ্ঞাকারী—আটকান বেগ নিতে পারি॥
যথা তথা যায় সুকৌশলে, প্রাণ সত্ত্বা সর্ব্ব স্থলে॥
স্থির হয় না তোমার মন, "সত্ত্বা" শিথিল সে কারণ॥
"সত্ত্বা" যদি ধর্‌তে পার, যা ইচ্ছা করতে পার॥
"অনিচ্ছার ইচ্ছা" তথা—অনির্ব্বচনীয় কথা॥ ৭৪

চুম্বকেতে লোহা ঘোষে চুম্বক কোরে ব'স,
সর্ব্ব শক্তিময় ব্রহ্মে প্রাণ-বায়ুকে ঘ'স,।
তারই নাম তাই, "প্রাণায়াম" রে ভাই॥
স্থিরবায়ু-চিৎব্রহ্মে আকৃষ্ট হয় প্রাণ,
তাতেই হয় সর্ব্ব ব্যাপী সর্ব্ব শক্তিমান। ৭৫
অন্তর্বায়ু-শ্বাসক্রিয়া অচঞ্চল যার,
ক্ষুৎপিপাসা-প্রাদুর্ভাব হবে না ত তার।
যোগক্রিয়া-ব্রহ্মধ্যানে "অনুভব" যে হয়,
"অলৌকিক অনুভব"—পার্থিব সে নয়।
এই ব্রহ্মে "লীন" পুনঃ এই "অনুভব,"—
এক যায় আর আসে, এক সঙ্গে সব! ৭৭
"ক্রিয়া" শেষে আসে এক অবস্থা সুন্দর,
"পরাবস্থা" বলে তারে অতি মনোহর!
"ক্রিয়ার সে পরাবস্থা" আমি-জ্ঞান নাশে,
"অনুভব-পদ" তার মাঝে মাঝে আসে! ৭৮

যোগের ক্রিয়া করার পরে প্রাণে যে একান্ত শান্তি ও স্থিরতা আসে সেইটিকে যোগের "পরাবস্থা" বলে। তাতে অহং-বোধ থাকে না। আত্মানুভব হয়, তাকেই অনুভব-পদ বলে।

"ক্রিয়ার যে পরাবস্থা" "স্থিরা স্থিতি" তাই,

সর্ব্বদা চলায়মান্ কাল সেথা নাই।
"পরাবস্থা" নহে কাল, পরাবস্থাই কালের 'কাল'।
মানুষ মোলে, কালের জয়! কাল মোলে নর অমর হয়।
"পরাবস্থার" নিম্নে স্থিতি, সুষুম্নায় সূক্ষ্ম গতি,—
"অনুভব-পদে" লক্ষ্য সেইটি হল "জীবে মোক্ষ।" ৭৯

'পরাবস্থা' ছেড়ে গেলে অহং-বোধ আসে, তখন সুষুম্না-স্নায়ুতে সূক্ষ্মানুভব হ'তে থাকে, সেইটি জীবন্মুক্তি অবস্থা।

ব্রহ্ম হতে অনাআসে, কূটস্থ-চৈতন্য আসে॥
কূটস্থ হইতে শূন্য, তা হ'তে বায়ু উৎপন্ন॥
বায়ু হ'তে মূর্ত্তি কত, আপনা আপনি সমুদিত॥
দেবতা যদি দেখ্‌তে চাও, স্থির বায়ুর মধ্যে যাও॥ ৮০
ক্রিয়ার যে 'পরাবস্থা' হৃদে দেখ তে পাই,
'পরাবস্থাই' পরব্রহ্ম,—আর ব্রহ্ম নাই।
দেব শক্তি—সূক্ষ্মদেহ, জন্ম যাঁদের নাই,
পরাবস্থায় কূটস্থে বা শূন্যে দেখতে পাই। ৮১
যেমন বৈশাখী রৌদ্রে শীতল জলে স্নান,
ক্রিয়া-স্নানে "পরাবস্থায়" তেমনি জুড়ায় প্রাণ। ৮২
মহাভূতের স্বল্পমাত্রে মানবের ক্ষমতা এত,
মহাভূত-পূর্ণায়ত্ত মহা পুরুষেরা যত!
তাঁদের ক্ষমতা কত? তাঁরা কত শক্তি ধারী?
কিবা না সম্ভবে তাঁদের, মুক্তি যাঁদের দ্বারের দ্বারী।৮৩
সকাম নিষ্কাম ভাব, সাকার বা নিরাকার,
স্থূল দেহ, সূক্ষ্ম দেহ, সবই তাঁদের অধিকার। ৮৪
যতই সতেজে বসি, ক্রিয়া করি অবিরত,

অলৌকিক গুণ সব চিদাকাশে প্রকাশিত।
যোগ ক্রিয়া করি করি কত দেব দেবী হেরি॥
মিথ্যা নয় সত্য কায়া—আত্মাতে আত্মার ছায়া॥ ৮৫
যে জিনিষে মন দেও, তারই রঙ্ ধরে মনে,
আগুনেরও রঙ্ ধরে মিলিলে গন্ধক সনে।
বিষয়ে আসক্তি হ'লে মানসে যে রং ফলে,
পঞ্চানন বলেছেন—তাকেই 'প্রপঞ্চ' বলে। ৮৬
কুটস্থের তেজ হেরি দূরে যায় লজ্জা ভয়,
মস্তিষ্ক শুক্রের বৃদ্ধি বাসনা-বিলয় হয়। ৮৭
ক্রিয়ার যে পরাবস্থা তাতে হয় সৃষ্টি লয়
"অনুভব-পদে" সৃষ্টি অনাদি অনন্ত ময়! ৮৮
ক্রিয়ার যে পরাবস্থা—মুখে নাহি বলা যায়,
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি দুটী সমতা পেয়েছে তায়।
কিছুই দেখিনা তবু সকলি দেখিতে পাই—
ভেবে চিন্তে বুঝে-সুঝে বলার উপায় নাই।
ক্রিয়া-পরাবস্থা পেয়ে থাকে ব্রহ্ম-সহবাসে,
"পরাবস্থার পরাবস্থায়" ধীরে শেষে নেমে আসে।
"পরাবস্থার পরাবস্থায়" আসক্তি আসিতে নারে,
সৃষ্টি-স্মৃতি ব্রহ্ম-স্মৃতি জেগে থাকে একাধারে।
"পরাবস্থার পরাবস্থা" জীবন্মুক্ত ভাব সেই,
সম্পূর্ণ সমাধি ভঙ্গে সাধুদের ভাব এই। ৯০

পরাবস্থাটি ছেড়ে গেলেই যে সূক্ষ্ম নির্ম্মল অহং-বোধটি আসে, তাতে আসক্তি মায়ামোহ আসে না। তাকে বলে "পরাবস্থার পরাবস্থা' বা তৃতীয় অবস্থা।

তখন সৃষ্টি-বোধ ও ব্রহ্ম-বোধ সামঞ্জস্য হইয়া চিত্তের উপরে জাগ্রত থাকে। সমাধি ভাঙ্গিয়া গেলে সাধুরা এই অবস্থায় থাকেন। ইহাই জীবন্মুক্ত ভাব।

তুষের মাঝে মেজের চাল অবিদিত কার কাছে ?
প্রকৃতির গর্ভে তেমনি উত্তম পুরুষ আছে॥ ৯১

স্বার্থের কথা যত ক্ষণ, পাপ-পুণ্য তত ক্ষণ॥
স্বার্থ সব ঘুচে এল—পাপ-পুণ্য মুছে গেল॥ ৯২

পুলিস্ ম্যানের লাশ পাহারা—বড়ই হুঁসিয়ার,
আমার জেম্বা মৃত দেহ—এ দেহ আমার। ৯৩

মায়ার ফাঁসে ভয়, নইলেও ত নয়॥
গলায় ফাঁস দিলে দিলে, গের দিও ঢিলে ঢিলে॥ ৯৪

অনন্ত স্থিরতা উপর বিমান,
ক্রমেই নিম্নে কর্ম্মের তুফান।
দুইটি যায় য়ার পষ্ট দেখা—
কপালে নাই আর কষ্ট লেখা॥ ৯৫

মায়াতে মোহিত আছে সকলে কেমন ?
নয়নে লোহিত কাচে জগৎ যেমন॥ ৯৬

'মণিপুরের' অধোদেশে, সদাই মন যার 'অধম' সে।
উর্দ্ধতম শীর্ষে মন, উৎ-তম সে 'উত্তম' জন। ৯৭

'খ' মানে আকাশ ব্রহ্ম, সুখ দুঃখের বুঝ মর্ম্ম ;
সুন্দর খ 'সুখ' সেই, দূরেতে খ 'দুঃখ' এই। ৯৮

মণিপুর-চক্র নাভিস্থলে। মণিপুরের নিম্নে কামের স্থানে যার মন থাকে সেই অর্থ "ম"। উৎ-তম, উর্দ্ধতম মস্তকে যার ধ্যান, সেই উত্তম। সুখ অর্থে সুন্দর আকাশ। দুঃখ অর্থে দূরে আকাশ।

যাবে যদি নিত্যধাম, রেলের গাড়ি "প্রাণায়াম"।
রেলে বিপদ টাকা ঢালা ; গোগাড়ি নেও—জপের মালা। ৯৯

সকল কাজই তাঁর কাজ—মহামায়ার পূজা;
"আমার" "আমার" শুন্‌লেই খড়্গ দেখান দশভূজা। ১০০
আকাশেও জীব যাচ্ছে দেখা, আগুনে যেমন আগুনে পোকা।
করতে হলে দেশের কার্য্য—ধরতে হবে ব্রহ্মচর্য্য॥ ১০১
চন্দন পষাণে ঘষি ক্ষয় করে দেহ,
ভক্তের এ কৃষ্ণ সেবা দেখছ কি কেহ?
চন্দন তুলনা ভক্ত সঙ্গে—চন্দন উঠবে কৃষ্ণ অঙ্গে। ১০২

ভক্তগণ চন্দনের ন্যায় নিজ অঙ্গ ক্ষয় করিয়া কৃষ্ণ পাদপদ্মে গিয়া উঠেন।

সঙ্গোপনে শক্তি বাড়ে, মন্ত্র গোপন তাই,
বহু কাল সঙ্গোপনে রাখ্‌তে কিছু নাই।
গোপন হতে হতে হয় সঙ্গোপনে লয়,
এতই গুপ্ত যোগক্রিয়া—নাই বলিলেই হয়। ১০৩
আত্ম দরশনে দূরে যায় রূপ রং,
প্রাণ মাঝে বাজে শুধু সো'হং সো'হং। ১০৪
মস্তিষ্কের সনে গাঁথা শুক্র আর প্রাণ,
এক ক্ষয়ে আর ক্ষয়—সাধু সাবধান! ১০৫
মনরে সোণা, মাণিকধন, চুপ কর আজ ধ্যানে বসি,
কা'ল তোমারে ক'রবো রাজা, এনে দেব রাজ মহিষী। ১০৬
সর্ব্ব শাস্ত্রের মূলে আছে মহাজন কথা,
মনটী যেমন বুঝবে তেমন, কথার নাম লতা। ১০৭
দেখে সবে "বাসনারে" বিষয়-বাজারে,
ভুলে গেল "ধর্ম্মনিষ্ঠা"—সহধর্ম্মিণীরে। ১০৮
বাসনা-রূপসী-রূপে আলো করে ভাল,
চিন্তা নামে সুতা তার ভয়ঙ্কর কালো।১০৯

নাচেরে মায়ার কোলে কামনা-কামিনী,
কাদম্বিনী কোলে যেন, খেলে সৌদামিনী। ১১০
সুখ দুঃখ অন্তে চির আনন্দ প্রকাশ,
নিম্নে মেঘাচ্ছন্ন উর্দ্ধে নির্ম্মল আকাশ। ১১১
শোকের কারণ কিবা হয়েছে ?
মায়া মোহ তাপ তন্দ্রা, মরণের মোহ নিদ্রা,
চির দিন তরে তার এতক্ষণ ঘুচেছে! ১১২
একটু মরণ-নিদ্রা হবে আর যাবে,
সূক্ষ্মবেশে দেবদেশে চিরানন্দ পাবে।
একে একে যাবে সব আত্মীয় স্বজন,
সেই খানে মরণের নিশ্চয় মরণ! ১১৩
পুনর্জন্ম নাই ভাই—পুনর্জন্ম হবে কার ?
দারা পুত্র ধন সুখে চিরমত্ত মন যার! ১১৪
দুঃখের অন্ত আছে কিন্তু সুখের অন্ত নাই ভাই!
অনন্ত স্বরগ আছে অনন্ত নরক নাই! ১১৫
নিরোধ দ্বারা, ইন্দ্রিয় মারা, সুখটি কেমন ধারা ?
দুধটি মেরে ক্ষিরটি করা,—সুখটি বাটি ভরা! ১১৬
দেখ্ রে সেই, প্রাণের প্রাণ, সংসারের সেই সারাৎসার,
চিন্তা-সূতে তাঁত বোনা জীব, ক্ষান্ত দেরে একটি বার॥ ১১৭

প্রিয়তম দেবগণে ডাকি বিশ্বরাজ,
কহিলেন কে সাধিতে যাবে মম কাজ ?
কাটিয়াছি কূপ কোটি যোজন গভীর,
চারিদিকে মেঘবর্ণ, অপূর্ব্ব প্রাচীর!
দেখেএস প্রিয়তম সাজানু কি ক'রে,

দেখলেই ভুলে যাবে, প্রিয়তম মোরে !
না, না, বলি দুর্ব্বলেরা করে পলায়ন,
তব সাধ পুরাইব, কহে শ্রেষ্ঠগণ।
তবে কি তোমার কাছে, আসিবনা আর ?
ঈশ্বর কহেন শুন গুপ্ত কথা তার—
লোহার শিকলে এই বান্ধিনু সকলে,
মার ঝাঁপ এই কূপে, দুর্গা দুর্গা ব'লে।
ক্ষয় হ'লে ক্রমে ক্রমে শিকল লোহার,
রূপার শিকল রবে অন্তরে উহার ;
রূপার শিকল ক্ষয়, ক্রমে ক্রমে হবে,
সোণার শিকল মাঝে দেখিবারে পাবে।
সে শিকলে ক্রমে তুমি দিবে যত ঝাঁকি,
শিকল টানিব আমি ব্রহ্মলোকে থাকি।
দেখে ফিরে এস সব প্রাণাধিক ধন,
ঝপাঝপ মারে ঝাঁপ, দেবশ্রেষ্ঠ গণ,
প্রিয়তম পরব্রহ্মে ভুলে গেল তাই,
সেই দেব-শ্রেষ্ঠ এই আমরা সবাই।
ওই দোলে সত্বগুণ—সোণার বন্ধন,
টান্‌লেই টান্‌বেন ব্রহ্ম সনাতন। ১১৮
আমার শিকলে পড়চে টান, উর্দ্ধদিকেই উঠ্‌ছে প্রাণ।
উঠতে চাওত হাতটি ধর, হাত দোলায়ে চলি,
তুল্‌চে আমার দক্ষিণ হস্ত—সুধাকর গ্রন্থাবলী। ১১৯
যত কর আয় বৃদ্ধি, বৃদ্ধি হবে দুখ,
অর্থের আবশ্যকতা কমিলেই সুখ। ১২০

ঈশ্বরে বিশ্বাসী জীব, জেন এই সার—
হতেছে ভোগের ক্ষয় বৃদ্ধি নয় আর। ১২১

অজ্ঞের উপরে রোষ—বিজ্ঞের বিশেষ দোষ। ১২২

যে চিন্তা করেছি পূর্ব্বে দিবস নিশায়,
মূর্ত্তিমান সেই চিন্তা আমরা ধরায়। ১২৩

যে আসনে স্থির থাক সেই যোগাসন,
প্রাণ স্থির হবে হ'লে জপে নিমগন। ১২৪

যার যোগ, তার প্রেম, তার ব্রহ্ম জ্ঞান,
সবাই কি কত্তে পারে একাধারে ধ্যান? ১২৫

কি আর দেখিব, কি আর শুনিব?
কি আর বলিব?—যাইব বা কোথা?
কেমনে ছাড়িব স্থির-যৌবনারে?—
ছাড়ে না যে "শান্তি" বৈজয়ন্ত-সুতা! ১২৬

মনটা অজ্ঞান আঁধার-রাশি, "জুজুর" ভয় তাই দিবানিশি!
মায়ার আঁধার জঙ্গল থেকে, আস্‌চে জুজু ধ'রবে তোকে॥
ধর্ম্মের চিহ্ন ধরবে শুধু—ক্ষমা ও দীনতা, মধুরে মধু! ১২৮

জগতে ধর্ম্মের মর্ম্ম—কেবল নিষ্কাম কর্ম্ম,
ঈশ্বরের তরে কর্ম্ম—ধর্ম্ম মনোহর!
কর্ম্মের যে পরিণাম, পরব্রহ্ম তার নাম,
কর্ম্ম কর—কর্ম্মইত ব্রহ্ম-কলেবর! ১২৯

ব্রহ্মাণ্ডকে অণ্ড বলো, গোল ব'লেই কি অণ্ড হ'ল?
ও কথাটা কিছুই নয়—গোল হলেই কি অণ্ড হয়?
ব্রহ্মাণ্ডটা লাগ্‌চে হেন, ডিমের ভিতর বাচ্চা যেন!

পাখায় ঢেকে ব্রহ্মবাপ, ডিমে দিচ্ছেন ত্রিতাপ-তাপ!
ব্রহ্মবাচ্চা ফুটবে যেই, মোক্ষপথে উড়বে সেই! ১৩০
ডিমের ছানা ভেবেও পায় না, ডিম ভাঙ্গলে বাঁচবে কিনা?
ডিম ভাঙ্গলে জগৎ খোলে—ভাবলে হয় তার যম যাতনা!
তেমনি নরে, ভেবে মরে, দেহপিণ্ড অণ্ডে ব'সে—
হলে অণ্ড খণ্ড খণ্ড—না জানি কি কাণ্ড শেষে? ১৩১
ভাঙ্গলে ভয় কি করে কেহ, বালিরবাঁধ এই ক্ষণিকদেহ? ১৩২
যে দিন মন্ত্র দিলেন গুরু, সেদিন হতেই জপের সুরু।
সাধনু যখন হল খাঁটি, জপ-যজ্ঞই আঁটাআঁটি।
শেষটা স্বীর বাহ্য হীন, অজপা জপ রাত্রি দিন।
আগা গোড়া জপের কাণ্ড, সাধন অঙ্গের মেরুদণ্ড।
মেরুদণ্ড ভাঙ্গল যদি, উত্থান-শক্তি ঐ অবধি।
জপ-যজ্ঞই সাধন মূল, আর যত তার পত্র ফুল। ১৩৩
অচল বীর্য্য সাত্ত্বিক ভোজ্য, আর্য্য যোগীর নিত্য কার্য্য॥ ১৩৪
পুড়াইছে ধূ ধূ ক'রে, বিদ্যা, বুদ্ধি, অঙ্গ,
কামিনী-কাঞ্চনানলে সংসারী পতঙ্গ! ১৩৫
হোক্ না পণ্ডিত নর-পুঙ্গব কামিনী-কাঞ্চনে মজাবে সব॥
বুদ্ধেরো থাকে না দিক-বিদিক্, কামিনী-কাঞ্চন সাংঘাতিক॥ ১৩৬
জুজুর ভয়টা দেখ্‌লে কোথা?—যেখানে আঁধার দুর্ব্বলতা॥ ১৩৭
এ সংসারে সই, মরণ দেখছিস্ কই?
ত্রিতাপ তাপে ওই—ধানটা ফুটে খই! ১৩৮
চেষ্টার ধর্ম্ম শাস্ত্র খোঁটে, স্বভাব-ধর্ম্ম আপনি ছোটে॥ ১৩৯
নীরোগ হলেই বুঝি ঔষধের মর্ম্ম,
অমরত্ব অমৃতত্ব—না হ'লে কি 'ধর্ম্ম'? ১৪০

সাবধানে সদা রই—চিন্ময় জগতে ওই
অর্দ্ধেক বাহির হই, দেহ-বাড়ী ছাড়ি ;
যেমন মাটির গায় সতর্ক শামুক যায়,
ভয়ে ভয়ে ফিরে চায় পিঠে লয়ে হাঁড়ি। ১৪১

কভু দেখি আমিই ব্রহ্ম, তবে কেন হরি ভজা ?—
রাজ পুত্র ভাবেন যেমন "আমি রাজা কি বাবা রাজা।" ১৪২

ভাবছ—ম'লে "যাব পুড়ে"। আমি ভাবছি—"যাব উড়ে"।
মরণ 'তরণ'—কঠিন নয়, শীতের সিনান, ভাবলে ভয়। ১৪৩

ভক্তি-রস ব্যঞ্জনটি, ব্রহ্ম-জ্ঞানটি নুন,
প্রেমটি সাঁচি পানের খিলি, জ্ঞানটি তাতে চুন। ১৪৪

ক্রমাগত কর্ম্মসূত্রে জড়াও তোমায়,
পাকা গুটি হ'লে কেটে পোকা উড়ে যায়।
কাঁচায় কেটে, যায় যে উড়ে, পাখা হয় না ভুঁয়ে পড়ে! ১৪৫

মায়া আছে, লোভ আছে, ভোগ সুখে আশা,
না থাক ডাকাতি চুরি—ডাকাতের বাসা। ১৪৬

যদিও ডাকাত চোর পায় বা উদ্ধার,
পাবে না মায়ার দাস নরকে নিস্তার! ১৪৭

অতি উচ্চে উঠ্‌লে রথ, যে দিক যাবে সে দিক পথ॥ ১৪৮

যে খানটায় সূর্য্য ঢাকা, সেই খানটায় ছায়া,—
যে খানটায় আত্মা ঢাকা, সেই খানটায় মায়া।
যেটি ছায়া— সেইটি মায়া,
সেইটিই ত "আমি আমার" সেইটিই ত কায়া!
জড়তাই কায়া—মূর্খতাই মায়া॥
জড়তা মূর্খতা জুট্‌ল আর উঠ্‌ল শোকের হাহাকার। ১৪৯

"মূষিক বৃদ্ধ" আমরা নয়, দেখতে শূকর, "গজ ক্ষয়" ! ১৫০

দুই ব্রাহ্মণ যাইতে যাইতে মাঠে একটি শূকর দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তর্ক করিতেছেন—একজন বলিতেছেন, এটা ইঁদুর অত্যন্ত বড় হইয়াছে, অন্য জন বলিতেছেন—না, না, জাননা, হাতীটা না খেয়ে খেয়ে অত্যন্ত ছোট হইয়া গিয়াছে ! সেইরূপ ক্ষুদ্র কীট বড় হইয়া মানুষ হয় নাই। অমর দেবতাগণ নীচ বাসনায় ছোট হইয়া ক্ষুদ্র মানুষ হইয়াছেন।

ধরা ভরা পাপ তাপ, রোগ শোক ভয়—
জলধি করেছে বিধি লবণাম্বু ময় ! ১৫১
ঈশ্বরের ভয়ে থাকে কঠিন কর্ত্তব্যে রত,
কাঁচাপ্রেমে বয়ে যায় আদুরে ছেলের মত ! ১৫২
প্রণাম কর দিন রাত, মেয়ে মাত্রে মায়ের জাত। ১৫৩
গুরু মুখে শিশু বুঝে সাংখ্য বেদান্তেরে,
'ছেলে চেয়ে গিলে দড়' টীকাকারে করে। ১৫৪
নিয়তই নেত্র পাতা তোল আর ফেল,
স্থির কর, চক্ষু ছুটি ব্যথা হয়ে গেল। ১৫৫
রাত্রি দিন তোল ফেল শ্বাস অনিবার,
বিষম বিরক্তি বোধ হয় না তোমার ? ১৫৬

চক্ষুস্থির ও শ্বাসস্থির করিতে পারিলেই মনস্থির হইবে। তাহাকেই খেচরী মুদ্রা বলে। উহাতেই শূন্যে মন দাঁড়াইতে পারে। শূন্যেই শুদ্ধ-চৈতন্য স্বপ্রকাশ।

পুরুষ হতে চাও যদি, শেখ পরব্রহ্ম ধ্যান,
প্রকৃতিই কর্ম্মশীলা, নিষ্কর্ম্মা পুরুষ-জ্ঞান ! ১৫৭
মাতৃগর্ভের আগের কথা স্মরণ করা চাই,
তেমন সবল সুস্থ স্মৃতি-শক্তি নাই।

শৈশবের কথা হয় বার্দ্ধক্যে স্মরণ,
জন্মের পূর্ব্বের কথা জানে না কি মন ?
জন্ম-পূর্ব্ব মৃত্যু-পর অবস্থা সকল
স্মরণের তরে চাই মস্তিষ্কের বল।
মস্তিষ্ক সবল পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যে হয়,
সাত্ত্বিক ভোজন বিনা বীর্য্য হয় ক্ষয়।
দেবত্ব ব্রহ্মত্ব-পদ ব্রহ্মচর্য্যে মিলে,
শেষে কিন্তু হায় হায়, গোড়া ছেড়ে দিলে! ১৫৮
"বদ্ধজীবে" দেখে—সবে সেখান থেকে ॥ ১৫৯
দেশাচারে অন্ধ যারা, মাতৃগর্ভে নয় কি তারা ?
বুঝেছে কি—"ধর্ম্ম ছাড়ি, মামেকং শরণং ব্রজ" ?
দেশাচার স্মরি ডরে, কাঁপে যারা থর থরে,
অণ্ডস্থ সে জড়পিণ্ড পায় কি কৃষ্ণ-পদ-রজঃ ? ১৬
আমিই প্রকৃতি, আমিই পুরুষ, ঘুচাই ত্রিতাপ তাপ,
যুগলে দাঁড়ান বামে আমারি "বেটার হাফ্"। ১৬১
দেব দেবী মাত্রে ব্রহ্ম, যে জন না মানে,
হিন্দুধর্ম্ম-সুধাসিন্ধুর বিন্দু নাহি জানে। ১৬২
হরি একজন ব্যক্তির মতন, তবে কেমনে বিশ্বময় ?
চিন্তা সমষ্টি, আমারি সৃষ্টি, আমিও আমার সৃষ্টিময়। ১৬৩
মধু চেন না মধুব্রত ? বিষ দেখাচ্চে মধুর মত ॥ ১৬৪
মনের ঘরে বারে বারে, যেতে দিওনা যারে তারে,
আসচে যাচ্চে, যা'চ্ছে তাই!—মনের দোরে কপাট নাই ? ১৬৫
যোগ-সঙ্গীত তারাই গায়, সুরটি যাদের লাগে,
এ শরীর-তানপুরা বাঁধতে শেখ আগে। ১৬৬

গুরু দেন যোগকর্ম্ম, সেইটী গীতার ধর্ম্ম।
ব্রহ্ম কর্ম্ম, কর্ম্ম ব্রহ্ম, কিছু নাই কর্ম্ম বিনা,
"ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্ম কর্ম্ম সমাধিনা"। ১৬৭
জিজ্ঞাসি তাই 'জীবে দয়াই' কেন হয়েছে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ?
নিজের জীবটাই উদ্ধার করাই, জীবে দয়ার গূঢ় মর্ম্ম। ১৬৮
ইহ পরত্রের স্বার্থক্ষয়—'নিষ্কামের' অর্থ নয়।
"নিষ্কাম" অর্থে মুক্তির আশ—অনাবশ্যক ইচ্ছা নাশ।
এই অর্থই মুক্তির দ্বার,—অন্য অর্থ বচন সার॥ ১৬৯
কার দেহ ? কি আশ্চর্য্য, আহা মরি মরি!
দেহের কর্ত্তা মানুষ নয়—দেহধারী হরি। ১৭০
ধরা যায় না পূর্ণব্রহ্ম—"সর্ব্বব্যাপীর" সীমা নেই,
যেদিক চাই সে দিক কৃষ্ণ—"সর্ব্বব্যাপীর" সহজ এই। ১৭১
কি আশ্চর্য্য এ জীবন! কে মারে কে রাখে ?
থাক্ বল্লেই যায় আর যাক বল্লেই থাকে। ১৭২
কভূ জ্ঞান কভু কাম জোর করে মোর—
একই ঘরে বসত করে সাধু আর চোর! ১৭৩
চিত্তটি স্থির হয়ে এল, 'হোয়াইট্ ওয়াস্‌টি' হয়ে গেল॥
কেউ চিন্ময় চিত্র আঁকে, কেউ ধব্ ধব্ সাদাই রাখে॥ ১৭৪
পার্থিব মায়াই পাপ—পাপ নাই আর,
মায়া ব্যাধি—চৌর্য্য আদি উপসর্গ তার। ১৭৫
একটি খেলেই "একাহার"—একবেলা নয় মানে তার॥
দু তিন বার সত্ত্ব কিছু, খেয়ে ছাড়রে কচু ঘেচু॥
এক রকমে সত্ত্ব ফোটে, তিনটী খেলেই ত্রিগুণ ছোটে॥
হাজার খেয়ে মরচি পুড়ে, হাজার বুদ্ধির হাতে পড়ে॥ ১৭৬

শান্তি পাবে, ক্রমে যাবে ছটফটানি-বাই,
দেখতে পাবে সবি নিত্য, অনিত্য কিছুই নাই। ১৭৭

যে যাহা বুঝেছে সার তার কর্ম্ম তাই,
কর্ম্ম ব্রহ্ম কর্ম্মে সুখ কর্ম্ম কর ভাই।
সত্ত্বশালী চিত্তে হোক কর্ম্ম আন্দোলন,
প্রশান্তসাগরে যথা ধীর আবর্ত্তন। ১৭৮
শুদ্ধ সত্ত্বে "চিত্ত" বলা যায় না,
তত্ত্বজ্ঞেরা চিত্ত খুঁজে পায়না। ১৭৯
প্রবুদ্ধেরা সত্ত্বই মানেনা, বদ্ধজীব চিত্তবই জানেনা॥
সত্ত্বের বন্ধন নাই জানিও, সাধুর নিষ্কাম কর্ম্ম মানিও॥১৮০
চিত্তত্যাগ মত সুখ ইন্দ্রত্বে না পাই,
প্রভাত কমল গন্ধে সে আনন্দ নাই॥১৮১
উক্তিমালা-মহাজ্ঞান কণ্ঠহার কর—
যেইখানে ধরে মন, সেইখানে ধর॥১৮২

ইতি শ্রীতপোবনে উক্তি মুক্তা মালা ১ম ভাগ সম্পূর্ণ॥

(ভক্তিপ্রেম বিষয়ক ২য় ভাগ নিত্যবৃন্দাবন গ্রন্থে দ্রষ্টব্য)



তপোবন-কল্পলতা

শ্রীশ্রীবিজয়-চাঁদের রাজ্যাভিষেক

বিমান-চারিণী-দ্বয়ের কথোপকথন।

সখিরে—

চন্দ্রলোক হতে যবে আশুগতি গতিরে,
ত্রিদিবের পথে,
লঙ্ঘি তপোবন গিরি বিমান বিদারি রে,
মনোরথ-রথে,
চলিনু সে দিন আমি ঊর্দ্ধ হতে ঊর্দ্ধে রে,
মহীতল-মায়া ছায়া পদ তলে ফেলিয়ে,
ভব তলে ভাবী কর্ম্ম মানবে যা ভাবে রে,
মহাকাশে ছায়া ভাসে হাসি তাই হেরিয়ে।
মানব-মানস পটে কত ফুল ফোটে রে,
মধু লোটে কারা ?
দেব ভাবে ফোটে যদি, মধু লোটে তারা রে,
ব্যোম-চারী যারা !
বর্ষ পরে দেবগণ সিংহাসন দিবে রে
শ্রীমান্ বিজয় চাঁদ মহাতাব ধীমানে,—
সর্ব্ব-মঙ্গলার ঘরে পড়িতেছে ছায়া রে,
হেরি তার সূক্ষ্ম ছায়া সূক্ষ্মতম বিমানে।
দূরতার দূর দিয়া, ঊর্দ্ধতার ঊর্দ্ধে রে,
ভ্রমিতে ছিলাম,

ঘৃতাহুতি-গন্ধ সহ, দেব ধ্বনি-শিখা রে,
দেখিতে পেলাম।
সেই জ্যোতি শিখা ধরি বিদ্যুতের গতি রে,
ঊর্দ্ধ হতে অধঃ আসি হিমাচলে বসিয়ে,
বর্দ্ধমানেশ্বর-ছায়া নিরখি গাঁথিনু রে,
"চন্দ্রচূড় চূড়া" এক চন্দ্রকর ধরিয়ে!
গাঁথিতে গাঁথিতে চূড়া, চিত্তপটে হেরি রে,
ভবিতব্যতায়!
শোভিতেছে বর্দ্ধমান, শ্যাম বঙ্গাকাশে রে,
শশাঙ্ক প্রভায়!
সর্ব্বাগ্রে নিরখি সখি রাজপুরি পার্শ্বে রে
সর্ব্ব মঙ্গলায় আর মহেশ্বর ঈশানে,
লক্ষ্মী-নারায়ণ জাগে পুর যার ভাগে রে,
পবিত্রতা জাগে যথা আমাদের বিমানে!
দেখি বর্দ্ধমানে গিয়া একাকিনী আমি রে
তোমা ধনে ফেলি,
বিজয় চাঁদেরে সবে রাজ্যপাট দেয় রে
আর্য্যগণ মিলি!
সূর্য্যবংশ অবতংস নব নরবর রে
বর্দ্ধমান রাজকুলে ষোড়শ সে নৃপতি!
নব রাজ্য অভিষেক দেখিলাম গিয়ে রে,
করিয়াছে লোকারণ্য বাল বৃদ্ধ যুবতী।
রাজপথ ধারে ধারে তরুলতা শোভা করে.
যতদূর যাই,

রতন কেতনে তার চারিধার ঘেরা রে,
দেখিবারে পাই!
শ্বেত নীল পীত বর্ণ কুসুমের হার রে,
গলে গলে, দলে দলে, থরে থরে ঝুলিছে!
খচিত কাঞ্চন মণি রমণী অঞ্চল রে,
শত শত সৌধ শিরে সমীরণে উড়িছে!

তরলিকা :—সখি রে,

রাজাদের, উৎসব অনেক,—
দেখিয়াছি ধরাতলে, হয়েছে যতেক!
সে বড় হাসির কথা, কি কহিব সখি রে,
বিমান বাসীরা হাসে, হেরিলে বারেক!
ধরণীর—ধনী মানী গণ,
রূপ মান লাগি ক্ষয় করে ধন মন!
পোড়া রূপ মান লাগি হয় তারা সর্ব্বত্যাগী,
অভিমানে, বিমানে না করে নিরীক্ষণ।
মৃন্ময়,—কণ্ঠে রাখে গাঁথি,
মৃন্ময় হীরা মণি, মুকুতার পাঁতি!
রূপে মানে মত্ত হয়, মহত্ত্বের পরিচয়
গোটা কত মৃন্ময় ঘোড়া আর হাতী!
উল্লাসে,—উৎসবে সবে ধায়,
"ধনাৎ ধর্ম্ম" হেন ধন, বিফলে উড়ায়!
অনলের খেলা দিয়া গগন ছাইয়া রে,
কত স্ফূর্ত্তি! রাখে কীর্ত্তি, পাগলের প্রায়!

অম্বালিকাঃ—সখি রে,

ছিছি ছিছি ! হেন কথা, মুখাগ্রে তুল না রে, বৰ্দ্ধমানপতি !
দেবোপম নৃপবর, দেবের অন্তর রে, দেবোপম গতি !
হীরা মতি মুক্তা পাঁতি অঙ্গে অঙ্গে গাঁথি রে,
যাচে কি সে রূপ মান ধন রাশি ছড়ায়ে ?
ব্যাভিচারিণীর ন্যায় মৃদুমন্দ জ্যোছনায়
রাজ পথ ধারে আসি থাকে কি সে দাঁড়ায়ে ?
রামনারায়ণাচার্য্য আর্য্যকুলমণি রে, বীর্য্যবান্ অতি !
ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দেন, ঐশ্বর্য্যের মাঝে রে, সেই মহামতি !
গুরুর গুরুত্ব যাহা, তাঁহাতেই আছে তাহা,
মহাপুরুষের ন্যায় যোগীশ্বর যেমতি !
পরহিত ব্রতে রত প্রসন্ন বদন রে,
রাজার রক্ষক আর শিক্ষক সে সুমতি।
শোন্ সখি মন দিয়া সে পবিত্র কথা রে, দেখিলাম যত—
শ্যাম-সরোবর ধারে কি বিচিত্র লীলা রে, কহিব তা কত !
কি পবিত্র সরোবর, পবিত্র পুলিন রে !
যমুনা-পুলিনে যেন নব মেঘ-মালিকা,—
শত শত তরু লতা সারি সারি গাঁথা তথা
নাচে মূলে বাহু তুলে ফুল্ল বাল-বালিকা !
রাখাল কাঙ্গাল অন্ধ, কতযে দেখিনুরে, শত শত শত !
অঞ্জলি পূরিয়া অন্ন, পরমান্ন পুরী রে, পায় অবিরত !
নব বস্ত্র ভারে ভারে আনি লোক অকাতরে
দীন দুঃখী নারী নরে দুই করে বিতরে !

'জয় শ্রীবিজয় চাঁদ' উঠিয়াছে ধ্বনিরে—
কত শত দেব-ছায়া সেইস্থানে বিহরে!
ঈশানে ঈশানেশ্বর, মহেশ-মন্দির রে, অপূর্ব্ব দর্শন!
স্তবস্তুতি বেদ মন্ত্র, শত সাধু মিলি রে, করে উচ্চারণ!
আশ্চর্য্য কি কব সখি, কত যোগী ঋষি দেখি,
উদাসী পরম হংস বসি সেথা আসনে!
তার মাঝে সূক্ষ্ম কায়া, দেখিলাম দেব-ছায়া,
কৃতার্থ করিতে ভূপে এসেছেন গোপনে!
হেন আর দেখিনাই অন্য কোন স্থানে রে, দেব বিচরণ!
বিমানে সপ্তম স্বরে জ্যোতিঃ তার হেরি রে, ফিরিনু যখন!
করিবারে রাজেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ রে,
আসেন ঈশানেশ্বরে কত সাধু গোপনে!
কৃতার্থ হইনু সখি, ঈশানের স্থান দেখি,
রাজার অন্তর-লক্ষ্য পড়িয়াছে সেখানে!
রাজধানী-অগ্নিকোণে,দেখিলাম সখি রে, সর্ব্ব-মঙ্গলায়!
নৈঋতে রাধা-বল্লভ, অন্ন-পূর্ণা হেরি রে, কত দেবতায়!
বায়ু কোণে দৃষ্ট হয় কত শত শিবালয়!
হেরি রম্য সরোবর উপবন কাননে!
'রমণার বন' আর নন্দন-কানন রে,
অদূরে গোলাপ-বাগ, পশু-শালা যেখানে!
সিন্দূরে মাজিয়া রাখে, রাজপথ গুলি রে, ধারে ধারে তার,
সারি সারি শোভিতেছে, অশোক বকুল রে, কুসুম-আগার!
শ্যামাঙ্গিনী সন্ধ্যা সাথে সে নির্জ্জন পথে পথে,
ভ্রমিছে ভাবুক কত উপবন কাননে,

প্রেমিক প্রেমিকা মিলে প্রান্তে ঘোরে মন খুলে,
সন্ধ্যার অঞ্চল তলে আবরিয়া আননে!
কৃষ্ণ-সরোবর সখি, সেখানে হেরিনু রে, হ্রদের আকার!
চারি ধার শোভে তার, রম্য তরু লতা রে, কুসুম সম্ভার!
নির্জ্জন সে পথ গুলি নাই সেথা ধূলি বালি,
সুশ্যামল দুর্ব্বাদল দলমল দুলিছে!
দেবতা বাঞ্ছিত স্থান নিরখি জুড়ায় প্রাণ!
বিমান-চারিণী আমি, মোর প্রাণ টানিছে!
মানসে মানস-সরে, স্মরি সখি দেখরে, কৃষ্ণ সর তাই!
গিরি সম তীর ভূমে, বন উপবন রে, তুল্য তার নাই!
শত অলি, শত পাখী পথিকেরে ডাকি ডাকি
পত্র পুষ্প মাঝে থাকি, করিতেছে আরতি!
কত যোগী ধীরে ধীরে, ফিরিতেছে তীরে তীরে
মানস-সরের ধারে তপস্বীরা যেমতি।
রমণীর নিশি-পথ, তার প্রান্তে প্রান্তে রে, রমণীয় অতি,
সমীরণ সেবি করে, যামিনী যাপন রে, যুবক যুবতী।
প্রিয় সনে প্রিয়া আসি, তুলি ফুল্ল ফুল রাশি
পুষ্প তটে বাঁধা ঘাটে মালা গাঁথে দু'জনে,
অনঙ্গের সঙ্গে যেন বরাঙ্গনা রতি রে,
মন্দাকিনী-তীরে বসি মন্দারের কাননে!
কৃষ্ণ-সর হতে সখি, বায়ু কোণে দেখি রে, নভঃস্থলে আভা!
অষ্টোত্তর শত শিখা, উঠেছে গগনেরে দেব মনোলোভা!
নীরব নিশীথ কালে তেজস্বী তপস্বী রে,
অষ্টোত্তর শত মালা জপে যবে বিরলে,

পর-ব্যোমে তার ভাতি অষ্টোত্তর শত জ্যোতিঃ
পড়ে যথা, হেরি মোরা ব্যোমচারী সকলে—
কাদম্বিনী মাঝে যথা, সৌদামিনী গতি রে, সেই গতি নিয়া,
অষ্টোত্তর শত গাঁথা মহেশ-মন্দির রে, হেরি তথা গিয়া!
প্রান্তরে সে দেব রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছে রে,
দেব অংশে জন্মি কোন সূর্য্য-বংশ নৃপতি!
বৰ্দ্ধমান-রাজ বংশ ধরাতলে ধন্য রে,—
ধন্য তারা পূজে যারা দেব-দ্বিজ অতিথি!

তরলিকা:—

রাজপুরী মাঝে বল্ সখি রে কি, বিরাজে?
অভিষেক রম্যস্থান হরিল কি তোর প্রাণ,
কেমন দেখিলি সখি, মহারাজ ধীরাজে?

অম্বালিকা—

বিপিনের পথ ছাড়ি, বিপণির পথে রে, চলিনু যখন,
সম্মুখেই সহচরি, রাজপুরী হেরি রে, দেবেন্দ্র ভবন!
স্বর্গীয় সৌরভ ঢালি আমোদিয়া পুরী রে
সংগোপনে সিংহদ্বারে পশি দেখি স্বজনি,
ফিরিতেছে শান্ত্রী দল প্রহরে প্রহরে রে,
অবিরাম জন-স্রোত বহে দিবা রজনী!
রাজা মহারাজ কত, সাজিয়া এসেছে রে, মিটাইতে সখ!
অনেকেই তার মাঝে, পরিয়ে হীরক রে, হংস মধ্যে বক।
করিযূথ বাজি-রাজি পৃষ্ঠোপরি সাজি রে,
দেখাতে এসেছে তারা হীরা মণি, স্বজনি,

নব ভূপ সমাদর করেন তাদের রে,
শূন্য-গোলা তোপগুলা ছাড়ি দিবা যামিনী।
অভিষেক স্থানে গিয়া, জুড়াইল হিয়া রে, অপূর্ব্ব দর্শন!
স্বর্ণ সিংহাসনে বসি, নব নৃপবর রে, দেবেন্দ্র যেমন!
দুই পার্শ্বে বসি যত রাজ-কুল-মণি রে,
সূর্য্যবংশ চন্দ্রবংশ অবতংশ যাহারা!
অভিষেক-যজ্ঞভূমি সম্মুখেতে দেখি রে—
বল্ দেখি প্রাণ সখি, সেথা বসি কাহারা?
যাইনু যে দিন সখি, তুমি আর আমি রে, চন্দ্রলোক-পথে,
অশরীরী ঋষি এক আসিতে ছিলেন রে, মনোরথ-রথে;
তাঁর মুখে যাহাদের শুনেছিলি নাম রে,
সে সব তপস্বী ঋষি—সুপণ্ডিত সকলে
দেখিনু সেখানে সখি, বেদ মন্ত্র পড়ি রে
বাহু তুলি করিতেছে আশীর্ব্বাদ ভূপালে!
তন্ত্র মন্ত্র বেদ বিধি, বিমান বিদারি রে, শত কণ্ঠে পাঠ!
প্রবেশে তাপস শত, সুকৃতির বশে রে, রোধ করি বাট!
মধ্যে স্থিত হোমকুণ্ড, চৌদিকে স্থাপিত রে
আগ্রহে বিগ্রহ যত রাজ পুরে পূজিত,
হোম-কুণ্ডে ঘৃত ঢালে, যোগী ঋষি যতি রে,
স্বর্গীয় সৌরভ সেথা সমীরণে বাহিত!
চলেছে অপ্সরাকুল, সুরেন্দ্র আবাসে লো—খল খল হাসি,
নিম্ন ব্যোমে আছি মোরা, হেথা হ'তে চল লো, দেখিবে কে আসি
রাজার রূপের কথা যেতে যেতে বলি রে,
চিদানন্দ-বৃন্দাবনে গিয়ে গাঁথি মালিকা;

ওই দেখ্ কত শত, উড়িয়া আসিছে রে,
নৃত্যপরা বিম্বাধরা বিদ্যাধরী বালিকা।
মন্ দিয়ে শোন্ সখি, দেখিলাম যাহা রে, অপরূপ রূপ!
স্বর্ণ-সিংহাসনে বসি, সুরেন্দ্রের সম রে, বর্দ্ধমান-ভূপ।
ভূপের রূপের কথা কি কব? শশাঙ্ক কোথা!
সবিতা নিশিতে বৃথা লুকান লজ্জায় রে;
দেবতা ত্রিদিব-চ্যুত— সেও নহে মনঃপূত!
আশ্বিনে অম্বিকা-সুত যাইতে না চায় রে।
মূর্ত্তিমতী পুণ্যজ্যোতিঃ, নৃত্য করে ধরি রে, নলিনী-নয়ন;
সৃষ্টি অতিক্রমি দৃষ্টি, অনন্তের পানে রে, প্রশান্ত বদন।
দেহ, কল্প তরু যথা, তাহে নাচে পবিত্রতা,
অহমিকা-দুষ্টা লতা পদ-বিদলিতা রে,
বিজয়-শ্রী বর্দ্ধমানে, রূপে গুণে যশে মানে
মিথিলার সিংহাসনে মৈথিলীর পিতা রে!
নিরখিয়া নরবরে, দেব অংশ জানি রে, অলক্ষ্যে তখন
অন্তরীক্ষ হতে সখি, দিনু তার শিরে রে, অমূল্য রতন!
চন্দ্র-চূড়-চূড়া যথা সাজান যতনে রে
বিজয়া জয়ার সনে ত্রিনয়না আবেশে,
চন্দ্র-চূড়-চূড়া দিনু বিজয়ের শিরে রে,
সর্ব্বমঙ্গলার আর ঈশানের আদেশে।

তরলিকা:—

কেহ কি, দেখেনি তোরে, রাজ-পুরে স্বজনি?
বিমানচারিণী গণে কেহ কেহ দেখে ধ্যানে,
সহসা মানস-পটে—মেঘে যেন দামিনী!

অম্বালিকা :—

ব্রাহ্মণ-কুমার এক, ধ্যান-মগ্ন ছিল রে, হইয়া নির্ব্বাত!
সে চিত্ত-দর্পণে হল, এ চিত্ত-পটের রে, প্রতিবিম্ব পাত!
আনন্দ-আশ্রম প্রান্তে শ্যামসর-ধারে রে
মোক্ষ পথে লক্ষ্য দিয়ে বসেছিল কি ক্ষণে!
জড়-জ্ঞানী বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞাহীন হয়ে রে,
অন্তরীক্ষ বক্ষ যথা দেখে দূর-বীক্ষণে।
সে যদি না দেয় ব'লে, লোকালয় মাঝে লো, কে [illegible]
কৃষ্ণ-প্রিয়াদের গতি, কৃষ্ণ-প্রাণা বিনা লো, জানে সাধ্য কার?
বৃন্দাবনে সহচরি চল গিয়ে সেবা করি
গোবিন্দের পাদ-পদ্ম উচ্চতম বিমানে,
প্রাণেশের পদ সেবি করিব লো দীর্ঘ জীবী
শ্রীমান্ বিজয়-চাদ মহাতাব্ ধীমানে!

———

পাখী

বিজন বিপিনে বসি, বিশ্ব বিমোহিয়া, কেন গাও পাখী?
ছেড়েছি সংসার ঘর, শুনিয়া তোমার স্বর,
কি গান শুনালে পাখী, ফিরে গাও দেখি?
মানুষ কথার ছলে, বরষে গরল, আশ্চর্য্য কৌশলে!
বড় দুঃখী আমি পাখী, সংসার মরুতে থাকি,
আশা-মৃগতৃষ্ণিকার, কুহকেতে ভুলে।

কি এক প্রণয় বায়ু, সময় বুঝিয়া, বহিল প্রবল !
আগুনের শিখা প্রায়, পরশি আমার গায়,
হায় হায় দেখ দগ্ধ করেছে সকল !
মিটিল না মহা তৃষ্ণা, বিন্দু বিন্দু প্রায় সম্পদ-সলিলে !
পাখী তোর সাথে সাথে, ভ্রমিবরে পথে পথে,
পিয়ে সুধা স্নান করি নয়নের জলে !
বিধাতা সেধেছে বাদ নাহি অন্য সাধ ! হ্যাদে দেখ পাখী
জর জর কলেবর হুতাশে দহে অন্তর,
এবে মাত্র প্রাণ বায়ু বাহিরিতে বাকি !
ওই যে সম্মুখ দিয়া, উড়ে যা'স চলে, পাখা দুটি তুলি,
মন যে কেমন করে, হঠাৎ হেরিয়া তোরে,
চড়াৎ করিয়া চিত্ত উঠে যেন জলি !
সুদূর অম্বর-পথে, বিদ্যুতের গতি, পাগলের প্রায়
ঢালি সুধা ডাকি ডাকি, বল্ দেখি বল পাখী,
আমাদের দিয়া ফাঁকি, যাস্‌রে কোথায় ?
আজ এ কানন মাঝে,সেই খোজে খোজে, আসিয়াছি আমি
মনে বড় সাধ করে, সেই সুখ ভুঞ্জিবারে,
ফাঁকি দিয়া যার তরে, উড়ে এস তুমি !
আমার মাথার কিরে, দেখ পাখী ফিরে, জনমের মত
মুগ্ধ হ'য়ে তোর রবে, ছাড়িয়া এসেছি সবে,
প্রাণের অধিক মোর, ভাই বন্ধু যত !
করিতেছে প্রাণাকুল বকুল-মুকুল-কুল, ফল ফুল মাঝে,
পাখী-কুল চির আশা বাঁধিতে সুখের বাসা,
তোর মত লোক যারা, তাহাদেরি সাজে।

মলয় বহিলে পরে, শরীর শীতল করে, দুঃখ দূরে যায়
হয়ে তুমি প্রতিবেশী, ডাক যদি কাছে বসি,
ভবধামে স্বর্গ সুখ অনুভব তায়!

বুল্‌বুল্

(ভাবানুবাদ)

বুল্‌বুল্ রে কত সুখী তুই!
বসিয়া ঝোপের পরে গান গাস মধুস্বরে,
চারিধারে ফোটে কত জাতি যুথী জুঁই!
মণিমুক্তা রতন ভাণ্ডার,
কিছু তোর নাই পাখী অনন্ত সুখের সুখী,
তোরে দেখি প্রাণ মোর ছুটে বারবার!
নাই তোর হল শস্য ভূমি।
কোন কাজে হিংসা দ্বেষ নাই তোর একলেশ,
শান্তিসুখে মধুস্বরে গান কর তুমি!
মন সুখে সঙ্গিনীর সনে
না ভাবিয়া ভবিষ্যৎ অজর অমরবৎ
নিত্যসুখে সুখী পাখী মত্ত সদা গানে!
প্রতিদিন কি কর আহার?
জিজ্ঞাসিলে বল তুমি—"তাঁর যত্নে বাঁচি আমি,
নিয়ত বাঁচান যিনি নিখিল সংসার।"



শ্রীগুরবে নমঃ।

স্থধাকর গ্রন্থাবলী।

অশোক বন।

(সরমা ও মানসীর প্রতি সীতার অমূল্য উপদেশ)

চতুর্থ সংস্করণ।

শ্রীকুমারনাথ মুখোপাধ্যায়।

আনন্দাশ্রম—বর্দ্ধমান।

নিউ ব্রিটেনিয়া প্রেস্

প্রিণ্টার—শ্রীআবদুল গফুর দ্বারা মুদ্রিত,

২৭২।১ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

প্রকাশক—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

সংস্কৃত প্রেস্ ডিপজিটরি,

৩০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

 জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ [মূল্য ছয় আনা।

প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

কোথা গো রাম-রঙ্গিণি, দেখ মা বিশ্ব-জননি,
ভব-সিন্ধু পারে যাব আমি,—
অঞ্চল বাতাস দিয়ে, বিঘ্ন বাধা উড়াইয়ে,
সম্মুখেতে দাঁড়াইও তুমি!
হনুমানে মহাশক্তি, দিয়াছিলে রামভক্তি,
সিন্ধু পারে লয়ে ছিলে সুখে,
বাহু তুলে ডাকি আমি, স্নেহ-কোলে লও তুমি,
দিব ঝাঁপ মা তোমার বুকে।
আমার অশোক-বন থাকে যেন ভূতলে,
রাজর্ষি বিজয়ানন্দ স্বামী কর-কমলে।

———



অশোক-বন।



সরমা ও মানসীর প্রতি সীতার অমূল্য উপদেশ

মরণের পরে যদি নাহি হবে দরশন,
তবে কেন এত আশা, ভালবাসা কি কারণ ?



বিষাদ-বৈরাগ্য।

নীলাকাশে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুনীল সমুদ্র-বক্ষে স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী। তাহার এক প্রান্তে অশোক-বন। শোক-সন্তাপ উপস্থিত হইলে রাজরাণীগণ অশোক-বনে গিয়া মনের শান্তি বিধান করেন। সেই অশোক-বন বিবিধ বিচিত্র তরু-লতায় সুশোভিত ও বিকসিত কুসুমদামে সমাকীর্ণ। কুসুমাকর বসন্ত তথায় চির-বিরাজিত। লতাকুঞ্জ-মধ্যে রত্নরাজি-খচিত মর্ম্মর নির্ম্মিত বেদিকা। চতুর্দ্দিকে নির্ঝরের ঝর্ঝর-ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছে। সলিল-কণসমূহ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া, মুক্তাবলীর ন্যায় সর্ব্বত্র পতিত হইতেছে।

অদ্য শুক্লাষ্টমী, চন্দ্রকিরণে অশোক-বন বিধৌত হইয়াছে, নিশীথকালের সমুদ্রগর্জ্জন গিরি-প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিতেছে, জলধিতট-বাহী সমীরণে সমস্ত বনভূমি সুশীতল হইয়াছে! স্থানে স্থানে শিবালয় ও দেবীমন্দির। তৎসম্মুখে অপূর্ব্বরচনা অশোক-বীথিকা দৃষ্ট হইতেছে। মহেশ-মন্দিরের সম্মুখে অশোক-তরুর তলে জনক-নন্দিনী সীতা নীরবে উপবিষ্টা আছেন। কুসুমদামের মধ্যস্থ সেই মৃণাল-কোমল তনুখানির ধূসরিত হেমপ্রভায় সেই স্থান অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। তাঁহার মেঘজাল সদৃশ ধূসরিত কেশরাশি ফেনপুঞ্জে আবৃত সাগর-বারির ন্যায় পৃষ্ঠদেশে তরঙ্গায়িত হইতেছে। শরতের শুভ্র-মেঘ-মধ্যস্থ ইন্দুকান্তি যেমন ফুটিয়া বাহির হয়, সেইরূপ তাঁহার বল্কল-বাস-সমাবৃত অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য ফুটিয়া বাহির হইতেছে। অলিকুল-সম অলকাবলী সমীরণসম্পর্কে কম্পিত হইতে হইতে নীলোৎপল-নিভ নয়ন-যুগলের উপরে আসিয়া উড়িয়া পড়িতেছে। সাক্ষাৎ কমলালয়া লক্ষ্মী যেন জলধিতল ছাড়িয়া তরুতল আশ্রয় করিয়াছেন। অপূর্ব্ব স্বর্গীয় সৌরভে সেই স্থান আমোদিত হইতেছে। তাঁহার চন্দ্র-বিম্বানুকারী আস্যে সুন্দর দন্তপংক্তি কুন্দ-কুসুমশোভা প্রকাশ করিতেছে।

অবিরল বাষ্পপূর্ণ-নয়না একটী বিদ্যুৎবরণী যুবতী শোকাকুলা হইয়া সীতার চরণপার্শ্বে বসিয়া আছেন। ইনি রক্ষোরাজ-ভ্রাতা বিভীষণের পুত্রবধূ।

সীতা মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,--বৎসে, তোমার নাম কি? যুবতী বাষ্পাকুল-নেত্রে বলিলেন,—মা, আমার নাম মানসী। আমি এক মুনিবরের মানস-কন্যা, তাই আমাকে সকলে মানসী

বলিয়া ডাকে। আমি দানবগৃহে পালিত হইয়াছিলাম বলিয়া দানব-নন্দিনী রূপে এখানে পরিচিত। আমার স্বামী যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন. এক্ষণে আমার উপায় কি? আমি পতিসঙ্গে সহমরণে যাইতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম, কিন্তু লঙ্কাপতির নির্দ্দয় আদেশে আমি পুরীর বাহির হইতে পারি নাই। আমার পরম ধার্ম্মিক স্বামী বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমার গতি কি হইবে? এই বৃথা জীবন ধারণ করিয়া আর ফল কি? নিদারুণ শোকে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আর আমি দেহ ধারণ করিতে পারিতেছি না। আর দেহ ধারণের কি প্রয়োজন আছে? কিরূপে আমি সেই বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইব ও স্বামিসঙ্গে মিলিত হইব, আমাকে তাহার উপায় বলিয়া দিন। মা, আপনি স্বয়ং লক্ষ্মী, আপনার নিকটে একবার জিজ্ঞাসা করিবার অপেক্ষাতে আমি এখনও প্রাণ রাখিয়াছি। যদি তাহার উপায় থাকে তবে বলুন, আমি তাহা করিব। আর যদি তাহা না হয়, তবে এই পাপপূর্ণ শোক-তাপময় বৃথা সংসার হইতে বিদায় লইয়া, অতল সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিয়া তুচ্ছ জীবন বিসর্জ্জন করিব, এই স্থির সঙ্কল্প করিয়াছি।

মধুর-ভাষিণী সীতা বলিলেন,—বৎসে মানসি তরণীসেন যুদ্ধে নিহত হইয়া বৈকুণ্ঠবাসী হইয়াছেন। তুমিও যাহাতে পুনরায় স্বামিসঙ্গে মিলিত হইতে পার তাহার সদুপায় আমি বলিয়া দিব।

মানসী বলিলেন,—জননি, আবার কি স্বামিসঙ্গে মিলিত হইবার সম্ভাবনা আছে? লোকে বলে,—যে গিয়াছে তাহাকে কি আর পাওয়া যায়? কিছুতেই আর পাওয়া যাইবে না।

সীতা বলিলেন,—মানসি, যদি সে সম্ভাবনা, সে আশা না

থাকিত, তবে নির্দ্দয় বিধাতার এই মৃত্যুময় ভীষণ সংসারে সাধু-সাধ্বীগণ কখনই বৃথা জীবন ধারণ করিতেন না; পণ্ডিতেরা পিতৃলোকের প্রীতির জন্য ক্রিয়াকলাপ করিতেন না; বিষ্ণুলোক মধ্যবর্ত্তী পিতৃলোক গমনের প্রত্যাশাও কেহ রাখিতেন না। বিধাতা যদি ঐরূপ নিষ্ঠুর হইতেন এবং হৃদয়-বিদারক শোক দুঃখই যদি মানবের পরিণাম হইত,তবে যোগি-ঋষিগণ বৃথা জীবন ধারণ করিলেন কেন? তাহা হইলে যে ঈশ্বরও বৃথা হন, সৃষ্টিও বৃথা হইয়া যায়। সেরূপ অবস্থায় এই অর্থশূন্য অস্তিত্বের রেখা মুছিয়া ফেলিতে কেহই ক্ষণ-বিলম্ব করিত না। কুসুমসদৃশ সুকোমল রমণী-প্রাণ, পতি-প্রাণ বিগত হইলে, কেবল আশাবন্ধনে বদ্ধ হইয়া বাঁচিয়া থাকে। সে আশা কি, ও কিরূপ, তাহার বিশেষ কথা আমি তোমাকে বলিব। তুমি বিষ্ণুপরায়ণ স্বামি-সঙ্গে বিষ্ণুলোকে মিলিত হইয়া চিরসুখী হইতে পারিবে। তুমি সেই বিষ্ণুমূর্ত্তি রামরূপ চিন্তা কর, অচিরে তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে।

এইরূপ কথা হইতেছে, ইতোমধ্যে এক সুমধ্যমা সুন্দরী সীতার সম্মুখে আসিয়া উপবেশন করিলেন ও যুদ্ধের ভীষণতা বর্ণন করিতে লাগিলেন।

পুত্রশোক-কাতরা পতিব্রতা সরমা বলিলেন,—দেবি, "রাম জয় জয়"-শব্দকারী সাগর-তরঙ্গবৎ অসংখ্য কটকের ভীষণ আক্রমণে অগণিত রাক্ষসকুল ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। ঐ দেখুন, অসংখ্য আগ্নেয় অস্ত্র-জালের উদ্‌গীরিত ধূমরাশিতে নভোমণ্ডল এখনও সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে! প্রক্ষিপ্ত প্রদীপ্ত অঙ্গার, লৌহ, পাষাণ, শূল, মুষল প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র সম্পাতে, চিরফুল্ল বন উপবন যেন দগ্ধ হইয়া

গিয়াছে। নিপতিত বীরগণের আর্ত্তনাদে ও অস্ত্রাহত হয়-হস্তীর বিকট চীৎকারে লঙ্কাপুরী নিনাদিত হইতেছে, চতুর্দ্দিক্ হইতে বজ্রাগ্নি পতিত হইয়া রাক্ষসবংশ ধ্বংস করিতেছে। সারাদিন অসংখ্য শরধারাতে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন থাকে; অন্তরীক্ষের সমুজ্জ্বল শরজালের প্রবাহ যেন সাগর-তরঙ্গকেও ব্যঙ্গ করে! আহা! স্বর্ণ-লঙ্কার চতুর্দ্দিকে রক্তনদীর তুফান ছুটিয়াছে! একে পুত্রশোকে প্রাণ হাহাকার করিতেছে, আবার লক্ষ লক্ষ রক্ষঃসেনা ও অগণ্য রামসৈন্য সম্মুখসমরে অকাতরে আত্মবিসর্জ্জন করিতেছে,—শুনিয়া শুনিয়া আমাদের অন্তর কম্পিত হইতেছে ও শোক দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে! দেবি, আপনার অন্তরে কি ভয়ের বা দুঃখের সঞ্চার হইতেছে না?



প্রথম প্রবোধ।

জনক-নন্দিনী সীতা সস্মিত মধুর বচনে উত্তর করিলেন,—

সখি, আমি ক্ষত্রিয়-রাজকন্যা। পিতা বলিতেন, বৎসে, পৃথিবীর সুখ-দুঃখ মনের কল্পনা মাত্র। আত্মার সুখই যথার্থ সুখ। এই দেহ ঈশ্বর কর্ত্তৃক ধৃত ও সুরক্ষিত। যথেচ্ছাচারের দ্বারা কেহ ইহাকে বিনষ্ট করিতে পারে না। যাঁহার ইচ্ছায় চন্দ্র-সূর্য্য নিয়মিত হন, তাঁহার ইচ্ছাতেই জন্ম মৃত্যু হইয়া থাকে। সখি, দেহ গেলেই বা ক্ষতি কি? এই ক্ষণিক জীবনকে আমি অতি তুচ্ছ মনে করি।

আমি নিশ্চিত জানিয়াছি, আমার আত্মার স্বরূপ সেই পূর্ণব্রহ্ম-

রামরূপের আবির্ভাবে এই রক্ষঃপুরীর উদ্ধার হইবে। সখি, যুদ্ধে নিহত ঐ সমস্ত বীরগণ দিব্যলোকে গমন করিতেছেন। এই ক্ষণিক সংসার-লীলার জন্য দুঃখ কি? আমরা সকলেই চির-আকাশবাসী। সকলেই সেই বিষ্ণুলোকে গমন করিব, অগ্র পশ্চাৎ মাত্র।

রাজ্যাভিষেকের দিনে অযোধ্যাপতি যখন আমাদিগকে বন-গমনের আদেশ করিলেন, তখন আমরা সেই বাক্য পিতার আশীর্ব্বাদ বলিয়াই জানিতে পারিয়াছিলাম; তাই ঐ আদেশ মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করি। ঐ সংবাদ শুনিয়া সমস্ত অযোধ্যাবাসী রোদন করিয়াছিল, কিন্তু ভগবান্ বশিষ্ঠদেবের উৎসাহপূর্ণ উপদেশে আমরা আমাদের হৃদয় সংযত করিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। কর্ম্মলীলার এই শুভ সুযোগ জানিয়া, আমরা তৎক্ষণেই রাজপুরীর মায়া-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া রাজপথে বহির্গত হইলাম। আশু-প্রতীয়মান মহাদুঃখময় এই লীলাভিনয় সম্পাদন করিতে হইবে বলিয়াই বোধ হয় প্রকৃতিদেবী আমাকে তদুপযোগী করিয়া সৃজন ও পালন করিয়াছিলেন। এই কঠোর ব্রত সাধন করিতে হইবে বলিয়াই বোধ হয় আমি রাজর্ষি জনকের গৃহে শত শত ঋষি তপস্বিকুলের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াছিলাম। যখন আমরা ভরদ্বাজ-আশ্রমে অবস্থান করি, তখন মহর্ষি আমাদিগকে "কর্ম্মফল ত্যাগের" মহাব্রত অবলম্বন করিতে বিশেষ উপদেশ প্রদান করেন। সেই হইতে আমরা "সর্ব্বকর্ম্ম-ফলত্যাগ" করিতে অভ্যাস করিয়াছি। দেবর লক্ষ্মণ ঐ কর্ম্মফল ত্যাগ-ব্রত দৃঢ়রূপে স্মরণ রাখিবার জন্য ফলমাত্রই ত্যাগ করিয়াছেন। সেই প্রাতঃস্মরণীয় ঋষি বলিয়া-ছিলেন যে, রক্ষঃকুল-পীড়িত দেব-ঋষিগণের ঐকান্তিক প্রার্থনা

ঘনীভূত হইয়া রামরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। কমল-লোচন রাম কেবল চিদ্‌ঘনমূর্ত্তি। সখি, ইহ জগতে রামরূপের তুলনা নাই! যেই ক্ষণে রক্ষঃপতি আমাকে হরণ করিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই ভগবান্ ভরদ্বাজ ঋষির মহাবাক্যগুলি আমার স্মৃতিপথে উদিত হইল। তখনই মনে মনে বুঝিতে পারিলাম, এতদিনে রক্ষোরাজ সেই কৃপাসিন্ধু বিষ্ণুমূর্ত্তি গৃহে আনিয়া সবংশে উদ্ধার হইবার প্রকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন!

দ্বিতীয় প্রবোধ।

সীতা বলিতে লাগিলেন,—সরমে, অরণ্যে আসিয়া যাহা ঘটিবে, তাহা পূর্ব্ব হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছিলাম।

ভরদ্বাজ ঋষি আমার পতিদেবতাকে বলিয়াছিলেন,—বৎস, তুমি যখন জনক-নন্দিনীর সহিত বনবাসী হইয়াছ, তখন দেবদ্বিজ-বিদ্বেষী রাক্ষসকুলেরই উদ্ধার হইবে, সন্দেহ নাই। সখি, পিতার নিকট শুনিয়াছি, দুঃখের মধ্যে বিচরণ করিতে করিতে মনুষ্যত্বের মধ্যে দেবত্ব বিকাশ পায়। পিতা বলিতেন,—আপদ্-বিপদ্ ও দুঃখই মনুষ্যের চির-সঙ্গী। জীবন কেবল লীলাভিনয়। সাধুগণ দুঃখ-বিপদের মধ্যে বিচরণ করেন। তাঁহারা জড়ীয় মায়া-মোহের গলিত পঙ্কে পতিত হন না। জ্ঞান ও প্রেমের বিমল কিরণে তাঁহাদের হৃদয় সমুজ্জ্বল। কেবল আত্মাকে জানিয়া তাঁহারা অমরত্ব অনুভব করেন ও চির-সুখে সুখী হন। সখি, আমি রাজগৃহে পালিত হইয়াছি সত্য, কিন্তু রাজকন্যাগণের ন্যায়

পালিত হই নাই। লোকে আমাকে রাজকন্যা বলে, বস্তুতঃ আমি ঋষিকন্যা। পিতার সঙ্গে আমি নানা তীর্থ, তপোবন ও গিরি প্রান্তর ভ্রমণ করিয়াছি। মিথিলার রাজসভায় যখন অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, শরলোমা, উদ্দালক, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি শত শত ঋষিতপস্বী আসিয়া আত্মজ্ঞানের আলোচনা করিতেন, তখন আমি পিতার ক্রোড়ে উপবিষ্ট হইয়া সেই সমস্ত কথা শ্রবণ করিতাম। বশিষ্ঠ-দেব যে সকল অমূল্য উপদেশ প্রদান করিতেন, আমি তাহা মনোযোগ-পূর্ব্বক গ্রহণ করিতাম। আমার পতিদেবতার নিকট সর্ব্বদা যে অমৃতময় উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি তাহা আমি অন্তরের অন্তরে ধারণ করিয়া রাখিয়াছি। পরে ভরদ্বাজ-আশ্রমে আসিতে আমরা মহর্ষির যে সকল অগ্নিময় বাক্য শ্রবণ করি, তাহা জীবনে কখনও বিস্মৃত হইব না। শৈশবকাল হইতে এইরূপে পালিত ও শিক্ষিত হইয়াছিলাম বলিয়াই আমি ভয়াবহ অরণ্যে আসিতে সাহসী হইয়াছিলাম। দণ্ডকারণ্যের ভীষণ শার্দ্দূলাদি বন্য পশুগণের মধ্যে ও দুর্দ্দান্ত রাক্ষসগণের সন্নিকটে অবস্থিতি করিয়া আমার সকল ভয় দূর হইয়া গিয়াছে। পঞ্চবটী-বনে আসিয়া স্বামী ও দেবর সঙ্গে আমি রাক্ষসকুলমধ্যে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে পারিয়াছি। পিতা বলিতেন,—যাহারা দুঃখকেই শ্রেয়ঃ জানিয়া গ্রহণ করিয়াছে তাহারাই যথার্থ সুখী হইতে পারে,তাহাদেরই অধ্যাত্ম-জীবন অতি দৃঢ় হইয়া উঠে। এই অনিত্য দুঃখকে অগ্রাহ্য করিতে পারিলে তবে নিত্যসুখের আরম্ভ হয়। এই যে মণির ন্যায় উজ্জ্বল পৃথিবী, ইহা পৃথিবী নহে, ইহা সেই নির্ম্মল ব্রহ্মভাবের প্রভা মাত্র। ইহা আত্মারই প্রতিভা। যে শুদ্ধ চৈতন্য হইতে এই বাহ্য জগৎ প্রকাশ হইয়াছে, সখি, তুমি সেই অন্তর-চৈতন্যকে ধ্যান কর ; তবেই এই

জগৎ-সংসার সার্থক বোধ হইবে। তাহা না করিলে, ক্রমে দেখিবে, এই সংসার কেবল জরা-মৃত্যু দুঃখময় নিশার স্বপ্ন ব্যতীত আর কিছুই নহে। দিব্যজ্ঞান উদয় হইলে তখন দেখিবে, সমস্ত জগৎ সেই আনন্দময় ব্রহ্মচৈতন্যে নিত্য বিরাজিত, এবং এই সংসার সার্থক ও সুধাময় হইয়া রহিয়াছে। সখি, জীবভাগ্যে পরিণামে যে কতদূর অনির্ব্বচনীয় সুখ আছে, তাহা এক মুখে প্রকাশ করা যায় না, ক্রমে জানিতে পারিবে।

তৃতীয় প্রবোধ।

রক্ষঃকুল-রমণীর শিরোমণি বিভীষণ-পত্নী সরমা ধূলায় উপবিষ্ট হইয়া জনক-নন্দিনীর সেই প্রাণস্পর্শী মধুর বচনাবলী শ্রবণ করিতেছেন, আর সজল নয়নে দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিতেছেন।

রজনী অধিক হইয়াছে, চতুর্দ্দিকেই নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে, কেবল সাগর গর্জ্জন শ্রুত হইতেছে। মানসী বলিলেন,—মা, এই যে যামিনীর নিস্তব্ধতার মধ্যে শশীকলা-প্রবাহে নন্দন-নিন্দিত অশোকবন স্নাত হইতেছে, এখন এখানে বসিয়াও চিত্তের শান্তি-স্থাপন হইতেছে না! রক্ষঃকুলের চিরানন্দ এই অশোকবনও কি পতিশোক-কাতরার উত্তপ্ত নিশ্বাসে দগ্ধ হইয়া গেল! মা আমার বিষ্ণুপরায়ণ পতি বিষ্ণুলোকে গমন করিয়াছেন কি? কবে আমি সেই বিষ্ণুমূর্ত্তি শ্রীরামচন্দ্রের পদতলে আশ্রয় পাইব? আহা আমার কি সে ভাগ্য উদয় হইবে? আমি এমন কি পুণ্য করিয়াছি যে, তাঁহার ভুবনপাবন শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিব! কবে আমার

এই সংসারের মোহস্বপ্ন ভঙ্গ হইবে? কবে আমি সেই দেববাঞ্ছিত বৈকুণ্ঠ-সুখে সুখী হইতে পারিব? কবে আমার এই অন্তর-দাবানল নির্ব্বাপিত হইবে? কবে আমি লক্ষ্মী ও লক্ষ্মীকান্তের যুগল মূর্ত্তি দর্শন করিয়া দিব্য জ্ঞানলাভে সমর্থ হইব? অনিত্য সংসারের ক্ষণস্থায়ী সম্পদ্ কবে আমি তৃণবৎ তুচ্ছ বোধ করিতে পারিব? কবে আমি অমৃত-জীবনের আস্বাদন পাইয়া ভগবান্ রামচন্দ্রের পাদপদ্মে মগ্ন হইয়া থাকিব?

তখন চিরানন্দময়ী সীতা অলিগুঞ্জন-স্বরে বলিতে লাগিলেন—বৎসে, রক্ষঃপতি এই যে অশোকবন নির্ম্মাণ করিয়াছেন, শোক সন্তাপ উপস্থিত হইলে এখানে আসিলে শান্তি-সুখ লাভ করিবেন মনে করিয়াছেন, তাহা কেবল মুহূর্ত্তের জন্যই সম্ভব। কিন্তু আমি এই যে অন্তরস্থ অধ্যাত্ম অশোকবনের বিষয় বলিলাম, ইহাই যথার্থ অশোকবন। আমার পিতা আমাকে ঐ অন্তরস্থ অশোক-বন দেখাইয়া দিয়াছেন; আমি এখনও সেই অশোক-বনে অবস্থান করিতেছি। মায়া-মোহের তিমিরাবৃত তোমাদের অশোক-বনে শোক-সন্তাপ দূর হইবার সম্ভাবনা কোথায়? আমার পিতার প্রদর্শিত অশোক-বনে প্রবেশ কর, তবেই তোমার শোক-সন্তাপ চিরদিনের মত দূর হইবে। তুমি অমর-জীবন লাভ করিয়া চির সুখে সুখী হইতে পারিবে। এখন যত দিন সমর-নিবৃত্তি না হয় তত দিন তুমি আমার নিকট থাকিয়া দিব্য জ্ঞান লাভ কর। তোমার পতি পরম ধার্ম্মিক ছিলেন; তুমিও পরমাত্মার অমৃতময় ভাব অধগত হইয়া সেই পরম সুখকেই আশ্রয় কর। আমি যত দিন এখানে অবস্থান করিব, ততদিন আমার পিতৃগুরু মহর্ষি অষ্টাবক্রের অপূর্ব্ব উপদেশ, পিতার অমৃতময় শিক্ষা ও কুলগুরু

বশিষ্ঠ-দেবের মহাবাক্য তোমাকে শুনাইব। অবশেষে তোমাদিগকে এই পুরীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আমরা অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিব।

চতুর্থ প্রবোধ।

শোক-বিষণ্ণা মানসী কহিলেন—মা, আপনি সর্ব্ব-মঙ্গলালয়, আপনার চরণপ্রান্ত হইতে আর আমি রক্ষঃপুরে গমন করিব না। এই কাঞ্চন-পুরী এতদিন মোহমদে মত্ত থাকায়, কতই না সুখসম্ভোগের লীলাস্থলী হইয়াছিল! কেহ স্বপ্নেও জানিত না যে, ইহার এইরূপ দুর্দ্দিন উপস্থিত হইবে। সকলেই মনে করিত—আমরা সুখসম্ভোগের জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছি! ঈশ্বর যদি থাকেন, থাকুন, তাঁহার আরাধনার কি আবশ্যক আছে? কাম-ক্রোধের আকর ও জীবহিংসার এই লীলাক্ষেত্রে কেহ কখনও মনে করে নাই যে, এইরূপ দিন আর অধিক দিন থাকিবে না! ত্রিলোক-বিজয়ী বীরবর মেঘনাদ বিমানপোতে আরোহণ করিয়া ধূমরাশি নির্গত করিতেন,তাহাতেই মেঘের ন্যায় গগনতল সমাচ্ছন্ন করিয়া তাহার অন্তরাল হইতে জলধারা-সদৃশ শরজাল নিক্ষেপ করিতেন! লঙ্কেশ্বর কোনদিন স্বপ্নেও মনে করিতে পারেন নাই যে, সেই ত্রিলোক-ত্রাস ইন্দ্রজিৎ এত শীঘ্রএকটি কীটের ন্যায় নিহত হইবেন। এই প্রমত্ত পুরী কখনও বিষ্ণু-আরাধনা করে নাই। অধিকন্তু কত লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া নিজ সুখ-বাসনা চরিতার্থ করিয়াছে! হায়রে,এখন পুর-কামিনীগণের দিনযামিনী অশ্রুধারা-বর্ষণে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে! যে ললনাগণের বদনকান্তি দর্শন করিলে চন্দ্রমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে ইচ্ছা হইত না,

সেই সুর-সুন্দরী-নিন্দিত রক্ষোরমণীগণের বদন-শোভা এখন বিশুষ্ক নলিনীর ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে! কত-শত রক্ষোবীর যে সমরে নিহত হইয়াছেন তাহার সংখ্যা করা যায় না। আহা, স্বর্ণলঙ্কা পাপে পরিপূর্ণ হইয়াছে, বীরশূন্য হইয়া যেন আজ সাগরের অতল জলে ডুবিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে! আহা, কি সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে!

তখন মধুর-ভাষিণী সীতা মৃদুমধুর বাক্যে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন—বৎসে, বৃথা বিলাপে কেবল দুঃখেরই বৃদ্ধি হইবে। চিত্ত শান্ত কর। দেখ, রক্ষঃপুরেই বা কি, আর সুরপুরেই বা কি? যদি চিরসুখী হইতে চাও, তবে "চিত্তরোধ" করিতে অভ্যাস কর। আপন চিত্ত আপন বশে না রাখিতে পারিলে, ঐ চিত্তই সর্ব্বদুঃখের মূলীভূত কারণ হইয়া থাকে। দুঃখ কেবল অবশীভূত চিত্তের মধ্যেই অবস্থান করে, ত্রিজগতে দুঃখ আর কোথাও নাই।

ম্লানমুখী মানসা বহুক্ষণ সীতার মুখের দিকে চাহিয়া পরে মৃদুস্বরে বলিলেন,—'চিত্তরোধ' করিলে, শুনিয়াছি, জড়পদার্থের ন্যায় হইতে হয়। মনকে রোধ করিলে আর থাকে কি? আমি ইহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

সীতা বলিলেন—বৎসে জড়ীয় মনটি রোধ করিলে, অর্থাৎ সুস্থির করিলে তবে জড়াতীত মনকে অনুভব করা যায়। সেইটি আত্মানুভব। সমুদ্রের তরঙ্গগুলি রোধ করিলে তাহাতে সমুদ্রের কি আসে যায়? সেইরূপ চিত্ত-তরঙ্গ রোধ করিলে সেই মহা-চৈতন্য-সাগরের কি ক্ষতি হইয়া থাকে? চিত্তরোধ করিলে মন-বানরের উচ্ছৃঙ্খলতা নষ্ট হইয়া যায় মাত্র। তখন কেবল "সুধাময় আত্মানুভবই জগৎরূপে প্রকাশ পাইতেছে" এইরূপ প্রবল অনুভব

স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে। ঐরূপ অমৃতময় অনুভবে তখন সমস্ত সৃষ্টি-সংসার সার্থক বলিয়া বোধ হয়। "সংসার বৃথা, জগৎ মিথ্যা,—স্বপ্ন বা ইন্দ্রজালবৎ" এইরূপ যে বোধ প্রথম বিচারে অনুভব করা যায় ও আবশ্যকও হয়, সেই ভীষণ বোধ তখন অমৃতময় সুখবোধে পরিণত হয়। ঈশ্বরকে "চৈতন্য" বলিলে যদি মনে ধারণা না হয়, তবে "পরাবুদ্ধি" বা "জগৎপালিনী বুদ্ধি" বলিবে। সেই প্রভাময়ী, "জগৎপালিনী বুদ্ধি" আকাশে মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের ন্যায় চিরপ্রকাশ থাকিয়াই, আপনার শুধু আভাটাকে সঙ্কোচ ও প্রসারণ করিতেছেন। তাহাতেই ঐ আভাকে আচ্ছন্ন করিতেছেন। তাহাতেই তাঁহার সৃষ্টি স্থিতি ও "আত্ম-প্রকাশ"হইতেছে। তিনি ঐ আভাকে আচ্ছন্ন করেন মাত্র, কিন্তু কখনই বিচ্ছিন্ন করেন না। নিজে প্রচ্ছন্ন হন, তাহাতেই জীববুদ্ধি বিক্ষিপ্ত, কখনও বা লোভে ক্ষোভে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। তিনিই আবার এই আচ্ছন্ন আভা-বুদ্ধিকে মুক্তি দিতেছেন। সে কেবল সেই সর্ব্বশক্তি-ময়ীর ইচ্ছাশক্তি। তবে কি তিনি অতি নিষ্ঠুর? তাহা নহে। যতটুকু দুঃখ তিনি দেন, পরে তাহার শতগুণ সুখ দিয়া থাকেন। যতটুকু ভয় দেন পরে তাহার শতগুণ অভয় দিয়া থাকেন। যতটুকু বন্ধন দেন, পরে তাহার শতগুণ মুক্তি দিয়া থাকেন। শেষে নিজস্বরূপে তুলিয়া লন;—লয় করেন না। "লয়" শুনিলে ভয় হয়। সখি, চিত্তবোধই সর্ব্বসুখের আকর। চিত্তবোধ করিলে দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইবে,—বায়ু-পঙ্ক হইতে এক একটি নিশ্বাস-মৃণাল এক একটি জীব-পদ্ম শিরোদেশে লইয়া জগৎ-সরোবরে ভাসিয়া উঠিতেছে! বায়ু-পঙ্কস্থিত চৈতন্য-রসই শ্বাস-নালের মধ্য দিয়া আসিয়া জীবপদ্মে সঞ্চারিত হইতেছে। ঐ বায়ু

পঙ্কস্থিত চৈতন্যরসের কতই সৌন্দর্য্য, কতই মাধুর্য্য মানব-চক্ষুর অবং অন্তরালে প্রদীপ্ত রহিয়াছে! বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন, চিত্তরোধ করিলে মন শান্ত হয়, সেই অবস্থায় নানা-ভাবময় সংসার যে বিলুপ্ত হয় তাহা নহে, সমস্ত বৈচিত্র্য সম্পূর্ণভাবেই বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু সাধুগণের নিকট উহা ক্ষণস্থায়ী ও ভ্রমপূর্ণ বোধ হইয়া থাকে। তখন মনের যে সম্পূর্ণ অভাব হয়, তাহা নহে, তবে মনের অহং-অভিমানটি আর থাকে না, কেবল মঙ্গলময় চৈতন্য কর্ত্তৃক সমস্তই ব্যাপ্ত,—এইরূপ বোধ হয়। বৎসে! মনের বাসনা ক্ষয় হইলে চিত্তের শান্তি হয়। কিন্তু বাসনাও সম্পূর্ণ যায় না। বাসনাকে না জানা থাকিলেই মহামোহ আনয়ন করে, কিন্তু উহার তত্ত্ব জানিয়া উহাকে প্রয়োগ করিতে পারিলেই বাসনা মোক্ষদায়িনী হয়। ব্রহ্ম হইতে বাসনা আসে, পুনরায় ব্রহ্মে না যাওয়া পর্য্যন্ত সে কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না। মনের চাঞ্চল্যই বাহ্য-দৃষ্টিতে মনের সুখ বলিয়া বোধ হয়, অন্তর-দৃষ্টিতে প্রশান্ত চৈতন্য-সুখই পরম সুখ। ইহাই মনের চিরস্থায়ী যথার্থ স্বরূপ। শূন্য যেমন নীল আকাশ-রূপ ধারণ করিয়া আছে, ব্রহ্ম-চৈতন্যও সেইরূপ শস্য-শ্যামলা পৃথিবীরূপ ধারণ করিয়া আছেন। আকাশ মিথ্যা নহে, নীলিমা মিথ্যা; সেইরূপ জগৎ মিথ্যা নহে, উহার জড়ত্ববোধই মিথ্যা। উহা বাহ্যচক্ষুতেই এবং বিক্ষিপ্তমনেই জড়ের ন্যায় দেখায়, ও দুঃখময় বোধ হয়। বস্তুতঃ জগৎ চিন্ময় অর্থাৎ চৈতন্য-ময় এবং চিরদিন সুখময়।

বৎসে! লোকে যাঁহাতে দূর্ব্বাদলশ্যাম রামরূপ দর্শন করে, আমি তাঁহাতে আমার প্রাণানন্দ বিষ্ণুমূর্ত্তি ও আত্মার অনন্ত সুধা-স্ফূর্ত্তিই মূর্ত্তিমান্ দেখিতে পাইয়া থাকি। সেই রামমূর্ত্তির তুলনা নাই!

নিরখি সে মুখশশী, কবে বা জুড়াব হিয়ে,
মধুবর্ষী প্রাণস্পর্শী নয়নে নয়ন দিয়ে!

মানসী জিজ্ঞাসা করিলেন,—মা, তবে এই পার্থিব মনটি কি কোন কাজেরই নহে? মনোনাশ যে সর্ব্বনাশ বলিয়া বোধ হয়! এত কষ্ট করিয়া এই ধর্ম্ম সাধনের প্রয়োজনই বা কি? "অহং"নাশ করা বড়ই কঠিন।

সীতা মৃদুহাস্যে বলিলেন,—বৎসে, পরম তত্ত্বকে জানিতে চেষ্টা কর, অহং নাশ আপনিই হইয়া যাইবে। পার্থিব মনটি পরিষ্কৃত হইয়াই জড়াতীত মনকে দেখিতে পায়। ঐ সম্বন্ধটি আছে বলিয়া এই মনটিই ব্রহ্মদর্শনের প্রথম সূত্র। সুতরাং মনটি মহা আবশ্যকীয় পদার্থই বলিতে হইবে। তবে যেমন শৈশব কাল মরিলে যৌবন কাল আসে, সেইরূপ জড়ীয় মনটি মরিলে জড়াতীত আত্মা প্রকাশ পান। যে জন এই সংসারকে চৈতন্যময় এবং জগতের আকারকে চৈতন্যেরই আকার বলিয়া জানিতে পারিয়াছে, তাহারই ক্ষুদ্র নীচ জড়বদ্ধ "আমিত্ব" সেই মুক্ত মহা চৈতন্যে মগ্ন হইয়া গিয়াছে। তখন চিত্ত যায়, অর্থাৎ চিত্তের চিত্ত নামটি গিয়া "সত্ত্ব" নাম হয়। তত্ত্বজ্ঞেরা সত্ত্ব-বলেই সংসারকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন। তাঁহারা সর্ব্বদা মনদ্বারা কার্য্য করিয়াও, সর্ব্বদাই সেই মহাচৈতন্যে মগ্ন থাকেন। "চিত্ত" আপনাকে কেবল "জ্ঞান-চৈতন্য" রূপে দেখিতে থাকিলে, তাহার নিকটে ত্রিজগৎ আর কিরূপে "হা-হুতাশ" দেখাইবে বল? যে চিত্ত জ্ঞানচৈতন্যে উজ্জ্বল, সেই চিত্তের নামই সত্ত্ব। শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া অনন্ত-তেজোময় সূর্য্যকে দেখিতে পায়, কিন্তু সূর্য্য বলিয়া কিছুই বুঝিতে পারে না; বড় হইলে আপনি বুঝিতে পারে।

সেইরূপ মনুষ্য সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরকে সর্ব্বদা সর্ব্ববস্তুতে দেখিতেছে, তথাপি চিনিতে বা বুঝিতে পারিতেছে না। জ্ঞান পরিপক্ব হইলেই সর্ব্বদা সর্ব্ববস্তুতে সেই পরমাত্মাকে আপনিই দেখিতে পাইবে।

"সর্ব্বং প্রাণময়ং জগৎ"—জগতের সমস্তই প্রাণ-চৈতন্যময়। এই প্রাণ-চৈতন্য সর্ব্বদা জীবের নয়নে-আননে ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিতেছে। সূর্য্যের যে অনন্ত জ্যোতিঃ দেখা যায়, তাহাও ঐ নেত্রতেজের তুলনায় কিছুই নহে। সূর্য্য-জ্যোতিতে চৈতন্য-প্রভা দৃষ্ট হয় না, কিন্তু ঐ নেত্রতেজ দেখিয়াই বুঝিতে পারিবে চৈতন্য-প্রভা কি, ও কিরূপ।

বৎসে, প্রাণই চৈতন্য-সমুদ্র। মন তাহার তরঙ্গমালা। ভাসমান মনতরঙ্গ সম্পূর্ণ সুস্থির করিলেই উহা প্রাণ সমুদ্রের সহিত এক হইয়া রহিল। ইহাকেই "মন প্রাণে ঐক্য করা" বলে। কিন্তু তখনও মন তরঙ্গহীন হইয়া প্রাণ-সমুদ্রের উপরে উপরেই ভাসিবে, ডুবিতে পারিবে না। এই তরঙ্গহীন অবস্থা অধিক দিন অভ্যস্ত হইয়া সহজ হইলে মনটা ক্রমে আপনিই প্রাণ-সমুদ্রের গভীরতার মধ্যে ডুবিয়া যাইবে। প্রাণরূপ রত্নাকরের গভীর নিম্নে রত্ন আছে; উহাই দেবলোক, আত্মলোক, বা অধ্যাত্মরাজ্য। উহার নিকটস্থ হইলে "আত্মবোধ" উদয় হইতে থাকিবে। তখন সেই অধ্যাত্ম-শিশুর জ্ঞান-নেত্রের সম্মুখে অপূর্ব্ব অধ্যাত্মরাজ্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।

বৎসে, তরঙ্গের চঞ্চলতা গেলে হয় কি? মন সুস্থির হইলে ভয় কি? বালকবুদ্ধিই অস্থির। প্রবুদ্ধবুদ্ধি কেন সুস্থির হইবে না? তরঙ্গ সুস্থির হইলে সেই তরঙ্গই সমুদ্র হয়। মন সুস্থির হইলে সেই

মনই মহাচৈতন্য হয়। ইহা কতদূর সুখের কথা, ভাবিয়া দেখ। ইহাকেই মনের পূর্ণতা, বা মনের বিনাশ বলে। চিত্ত যতক্ষণ আছে, এই দুঃখময় ক্ষুদ্র জগৎটীও ততক্ষণ আছে। চৈতন্য-জ্ঞানে জানা যায় ও দেখা যায় যে, এই সংসারটী নির্ম্মল মহাচৈতন্যে পরিপূর্ণ। তুমি হস্তপদযুক্ত একটী মনুষ্য বলিয়া আপনাকে মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছ, কিন্তু তুমি চিন্ময়—চৈতন্যময় বলিয়া আপনাকে দেখিতেছ না, এই হেতুই তোমার"সংসারত্ব ও আমিত্ব' নিশীথ স্বপ্নবৎ বোধ হইতেছে। আপনাকে ও জগৎসংসারকে চিন্ময়—চৈতন্যময় ভাবে সমুজ্জ্বল দেখিলে সকলই সত্য হইয়া দাঁড়াইবে। পিতা মাতা ভাই বন্ধু স্ত্রী পুত্রে স্নেহ মমতা ও ভালবাসা প্রথমে যেমন অটল ভাবে স্থাপন করিয়াছিলে, তৎপরে নিশার স্বপ্নবৎ বোধ হইলেও এক্ষণে আবার পূর্ব্ববৎ অটল ভাবে স্থায়ী মমতা স্থাপন করিতে পারিবে। আবার সমস্তই"আমার আমার' বলিতে সক্ষম হইবে। বহু যত্ন ও ক্লেশ স্বীকার করিয়া এই ধর্ম্ম সাধন করিবার ইহাই যথেষ্ট প্রয়োজন। এইবারের "আমার আমার" বলা আর ঘুচিবে না। জগতের অস্থায়ী কামনা গিয়া আত্মার চিরস্থায়ী প্রেম প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহাকে জীবন্মুক্তির অবস্থা বলে। এইবারে তুমি সকল জীবে তোমারই চিন্ময় প্রাণ-চৈতন্য দেখিবে। এই তোমার যথার্থ স্বরূপ। ইহা স্মরণ কর, স্মরণ কর। অদ্বিতীয় চৈতন্য রূপেই সংসার চিরজীবিত আছে। তুমি তোমার আপন যথার্থ সত্তা দেখিয়া চিরজীবী ও চিরসুখী হও। উহা দেখিলেই তুমি মনে মনে বলিবে, হে চিদ্ঘনরূপ, হে অবিনাশী চৈতন্য, তুমিই জগতের অমৃতময় সার্থকতা।

পঞ্চম প্রবোধ।

শশাঙ্ক-সুষমাময়ী রজনীর স্বর্ণকান্তিপ্রবাহে অশোক-বন যেন মধুমদে মত্ত হইয়াছে! যোগিগণের আত্মানন্দলাভের ন্যায় বৃক্ষগণ যেন স্বকীয় আনন্দভরেই বিভোর! সৌরভময় পরাগপূর্ণ পুষ্প-স্তবকভরে হরিৎ-লতা বিনয়াবনতা যুবতীর ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে, ও মধ্যে মধ্যে শ্বেতোৎপল-সরোবর-বাহী মৃদুমন্দ মরুৎসংযোগে নৃত্য করিতেছে! শিরঃস্থিত নক্ষত্রপুঞ্জের ন্যায় অসংখ্য কুসুমদামে সুশোভিত সেই রম্যবন যেন বনদেবীর নৃত্যাগার বলিয়া বোধ হইতেছে। অয়স্কান্ত, নীলকান্ত ও পদ্ম-রাগমণির উদ্ভাসিত কান্তিপুঞ্জে মণিময় শত শত কুঞ্জকুটীরের অভ্যন্তরভাগ দীপ্ত হইয়াছে! সেই রম্যবনে অশোক-বীথিকার চারুশোভার মধ্যে নীরবে বহুক্ষণ সমাধিস্থ থাকিয়া, পরে মানসী বলিলেন,—

মা, চৈতন্যস্বরূপ সেই পূর্ণ ব্রহ্মকে, কিরূপে ভাবনা করিব, তাহা আমাকে আরও বিশদরূপে বুঝাইয়া দিন। সীতা বলিলেন,—মানসি, মাটীর আকার অপেক্ষা জলের আকার বড়, বায়ুর আকার তদপেক্ষা বড়, আকাশের আকার অসীম। বদ্ধ না হইলে মনের আকারও ঐরূপ অসীম। মনকে যতদূর সূক্ষ্ম ভাবিতে পারিবে, ততই তাহার আকার বড় হইবে, অবশেষে অনন্তব্যাপী হইবে। তখন তাহার নাম হইবে চৈতন্য বা ব্রহ্ম। ঐ ব্রহ্ম খণ্ডাকাশের ন্যায় খণ্ডাকারেও দৃষ্ট হইয়া থাকেন। সেই অখণ্ড ব্রহ্ম খণ্ডাকারে রাজীবলোচন রামরূপে লোকচক্ষে প্রকাশ পাইতেছেন। তুমি যদি পূর্ণ ব্রহ্মকে মনে ধারণা করিতে না পার,

তবে সেই পদ্মপলাশলোচন রামরূপ ভাবনা করিবে। তিনিই সেই।

সেই মুক্ত চৈতন্যই দেহবদ্ধ হইয়া জীবের "আমি, আমি" রূপে প্রকাশ পান, কিরূপে, তা বলি।

বশিষ্ঠদেব যখন রাজসভাতে বসিয়া মুক্তিতত্ত্ব আলোচনা করিতেন, তখন আমি মাতা কৌশল্যা-দেবীর সহিত অন্তঃপুর-প্রান্তস্থিত উচ্চ বাতায়নে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে সেই সকল অমূল্য বাক্য শ্রবণ করিতাম। এক দিন তিনি একটি হাস্যরসের আখ্যায়িকা বলিয়াছিলেন,—

একটি দরিদ্রা বৃদ্ধার কুটীর-কোণে মাচানের নিম্নে কতকগুলি হাঁড়ি কলসী, ঠোলা মালা থাকিত। একদিন প্রত্যূষে একটি সূর্য্যকিরণ ছিদ্রপথে প্রবেশ করিয়া সেই কোণের মধ্যে মাচানের তলদেশে গিয়া অবস্থিতি করিল, ও সারাদিন সেই হাঁড়ি কলসী, ঠোলামালাগুলির মুখ চুম্বন করিতে করিতে, তাহাদিগকে লইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল। বৃদ্ধার কুঁড়েখানির সহিত ঐ সূর্য্যকিরণটির একরূপ মমতা জন্মিয়া গেল। সে ঐ ঠোলামালাগুলির মুখ চুম্বন করিয়া অনির্ব্বচনীয় সুখ অনুভব করিতে লাগিল। সারা দিনের পরে সূর্য্যদেব যখন অস্তাচলে গমন করেন, তখন সেই কিরণটী বৃদ্ধার কুঁড়ের মধ্যে হা-হুতাশে কম্পিত হইতে লাগিল। ক্রমে তাহার আসন্নকাল উপস্থিত হইল। বৃদ্ধা কুঁড়ের দ্বার বন্ধ করিতে গেল। সূর্য্যকিরণটি কাঁদিয়া কাঁদিয়া অসহ্য ক্লেশে "ঠোলামালা' গুলির নিকটে চিরবিদায় গ্রহণ করিল। ঠোলামালার জন্য তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইতেছে, সে যে সূর্য্যকিরণ, সূর্য্যের সহিত অখণ্ড, সূর্য্য বই আর কিছুই নহে, তাহা সে "ঠোলামালা" গুলি পাইয়া

সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছিল। বৃদ্ধা তাহাকে দ্বার রুদ্ধ করিয়া বিনাশ করিল, "ঠোলামালার" অপূর্ব্ব সুখ হইতে চিরদিনের মত বঞ্চিত করিল—এই ভাবিয়া সেই সূর্য্যকিরণ হাহাকার করিতে লাগিল। সখি, আমাদের সংসারলীলা ঠিক সেইরূপ বুঝিবে। অখণ্ড চৈতন্যই ব্রহ্ম। সেই অখণ্ড চৈতন্যের কিরণই জীব-চৈতন্য। ঐ চৈতন্য-কিরণ দেহকুটীরের মধ্যে আসিয়া কতকগুলি ঠোলামালা লইয়া "আমার আমার" বলিয়া, তাহাতে মমতাবদ্ধ হইয়া পড়ে, শেষে অখণ্ড-চৈতন্যে যাইবার সময়ে হা-হুতাশে হাহাকার করিতে থাকে। ইহা দেখিয়া কে হাস্য সংবরণ করিতে পারে? সে যে সেই অখণ্ড চৈতন্যেরই কিরণ, মহা-চৈতন্যের সহিত অভিন্ন, তাহা সে সম্পূর্ণ-রূপে বিস্মৃত হইয়া, জড়াভিমুখী হইয়া পড়ে; শেষে বৃদ্ধা প্রকৃতি আসিয়া দ্বার বন্ধ করিলেই "মরিলাম, মরিলাম" বলিয়া হাহাকার করিতে থাকে। ইহা অপেক্ষা হাস্যকর ব্যাপার আর কি আছে? সখি, আমাদের কি আর মৃত্যু আছে?

মোদের মৃত্যু হ'বে কেমন?
কুঁড়ের ভিতর সূর্য্যের মরণ!
দেহের ভিতর আছি মোরা,
থালীর ভিতর হাতী পোরা!

বশিষ্ঠদেব পুনঃ পুনঃ আমাকে বলিয়াছেন, বৎসে, "আত্ম বিস্মৃতিই পুনর্জন্মের জননী।" আত্মার স্মৃতি জাগ্রত হইলে আর জড়জগতে আসিতে হয় না; অমরত্ব লাভ করা যায়। যত দিন তুমি আপনারই সেই মহাশক্তি ও মহাপ্রাণকে না জানিতে ও না ধরিতে পারিবে, ততদিন ভয়ের হাত এড়াইতে পারিবে না, ভয় হইবেই হইবে! ঈশ্বরকে ভাবিতে ভাবিতে যখন তিনি তোমাকে

আত্মজ্ঞান দান করিবেন, তখনই তুমি ভয়ের হাত হইতে চিরমুক্ত হইবে। সেই অবস্থাই বিষ্ণুলোক, অভয়পদ। তোমারই "মহাশক্তি মহাপ্রাণকে" দেখিবার জন্য তুমি দিবানিশি প্রার্থনা করিও। তিনি তোমারই, এবং তোমারই মধ্যে আছেন।

ষষ্ঠ প্রবোধ।

সীতা বলিতে লাগিলেন,—আমরা ভরদ্বাজ আশ্রমে আসিলে ঋষি বলিলেন, 'বৎসে, বশিষ্ঠের শিক্ষাতে তোমার পতিদেবতার আত্ম স্মৃতি সতত জাগ্রৎ আছে। তুমিও জনকদুহিতা, তোমাকেও অধিক বলা নিস্প্রয়োজন। জানকি, কি গৃহবাসে, কি বনবাসে, কখনও যেন আত্মবিস্মৃত হইও না।' সরমে, সে কথা আমার অন্তরে মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ পাইয়াছে।

ত্রিজগতে যত রস, বা সুখ সৌন্দর্য্য আছে, সর্ব্বময় মহা-চৈতন্যই সেই সর্ব্ব রসের আকর। এই জন্য মহা-চৈতন্য সর্ব্বরসাত্মক। আমি তাঁহারই অংশ, তাই আমিও সর্ব্বরসাত্মক। অগ্নির অংশ অগ্নিই। আমি অংশ হইলেও পূর্ণ, কেন না, অখণ্ড চৈতন্য হইতে বিচ্ছিন্ন নহি, একটু আচ্ছন্ন; প্রচ্ছন্নভাবে এই মানব-লীলা অভিনয় করিতেছি মাত্র। আমি এই মহাযুদ্ধটিও অভিনয়-ক্রীড়া মাত্র মনে করিতেছি। মানসি, কেবল আসক্তির সূত্রে তোমার এক বিন্দু "আমিত্ব" মহাকাশে দুলিতেছে। আসক্তি ত্যাগ করিলেই আত্মা জাগ্রত হইবেন। তুমি কখনও আত্মবিস্মৃত হইও না। শুদ্ধ চৈতন্যই আমিত্বের কায়া। অহং-বুদ্ধি সেই সত্য কায়ার ছায়া। ঐ অহং-ছায়াটি শ্বাসের বাতাসে উচ্ছৃঙ্খল বাসনা-

তরঙ্গ তুলিয়া কম্পিত হইতেছে, ও ভয়ে মরিতেছে। বৎসে, তুমি যদি তোমার আত্মাকে সর্ব্বদা স্মরণ করিতে না পার, তবে এই ঋষিবাক্যগুলি শয়নে-স্বপনে স্মরণ করিও, তাহাতেই আত্মা প্রকাশ হইবেন। সর্ব্বদা মনে করিও,

পরম সুন্দর জীব—পরম পুরুষের ছটা,
মহা-চৈতন্যের ছটা আমি, চেতনরূপের ঘটা!

বৎসে, রঘুকুলদিনমণি রাজীবলোচন রাম বিষ্ণুর অবতার। তিনি আমার আত্মার স্বরূপ! তাই আমি দিবানিশি রাম নাম জপ করিয়া হৃদয়মধ্যে পরমাত্মাকে জাগ্রৎ ভাবে ধারণ করিতে পারি। ব্রহ্ম-চৈতন্য যেন অনন্ত সমুদ্র, দেবলোক যেন সেই চৈতন্য সমুদ্রের গভীর জল। জীবগণ যেন সেই চৈতন্যসমুদ্রের ভাসমান চঞ্চল তরঙ্গ। নিজতলদেশস্থ গভীর জলরাশিই যেমন তরঙ্গের এক মাত্র আশ্রয় ও পরিণাম, সেইরূপ জীবের গভীর তলস্থ দেবভাবই জীবের এক মাত্র আশ্রয় ও পরিণাম। ব্রহ্ম চৈতন্যের ধারণা যদি না রাখিতে পার, তবে সেই সচ্চিদানন্দ রামরূপকে চিৎ-প্রতিবিম্বিত দেবতারূপে ভাবনা করিবে। তাহাতেই মহাফল প্রাপ্ত হইবে।

দানবনন্দিনী বলিলেন,—মা, সর্ব্বকার্য্য-বিবর্জ্জিত শুদ্ধ ব্রহ্ম-চৈতন্য কেমন, তাহা ভাল বুঝিতে পারি না।

সীতা বলিলেন—বৎসে, মনে কর একজন প্রধান জমিদার আছেন, তিনি তাকিয়া লইয়া কেবল আরামে বসিয়াই থাকেন, কোনও কার্য্য করেন না; শত শত কর্ম্মচারী নিয়ত কর্ম্ম করিয়া রাশি রাশি অর্থ আনিয়া জমা করিতেছে, তাহাতে জমিদারী অনায়াসেই চলিতেছে।

ঐ জমিদারের সহধর্ম্মিণী আছেন, তিনি গৃহকর্ম্ম ও সন্তান পালন করেন। শিশু সন্তান ধূলা লইয়া খেলাতে মত্ত থাকে।

ঐ নিষ্কর্ম্মা জমিদারই যেন নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম-চৈতন্য। ঐ সহধর্ম্মিণীই যেন জগৎ-পালিনী চেতনা। ঐ শিশুই যেন জীব-চেতনা।

ব্রহ্ম-চৈতন্য যেন সূর্য্য। জগৎ-পালিনী চেতনা যেন সূর্য্য-জ্যোতিঃ! জীব-চেতনা যেন উষায় অস্ফুট আলোক।

ব্রহ্ম-চৈতন্য যেন নারিকেলের জল। জগৎপালিনী চেতনা যেন নারিকেল-শস্য। জীব-চেতনা যেন নারিকেলের মালা। জড়জগৎ যেন নারিকেলের খোলা।

ব্রহ্মচৈতন্য যেন পিতৃভাব। জগৎপালিনী চেতনা যেন মাতৃভাব। জীব-চেতনা যেন শিশুভাব। ধূলা-খেলাই শিশুর নিকট সর্ব্বস্ব বোধ হয়। ভয় ও ক্ষুধার সময় মাতাই শিশুর সর্ব্বস্ব হন। একটু বড় হইলে পিতাই শিশুর সর্ব্বস্ব। যৌবনে সে নিজেই পিতা হয়। বৎসে, জীব-শিশু হইয়া তুমি ধূলাখেলায় মত্ত ছিলে। এক্ষণে জগৎপালিনী চেতনার ক্রোড়ে থাক, ভয় দুঃখ আসিবে না। জ্ঞান বুদ্ধিতে একটু বড় হইলে ধূলাখেলার "অহং-বুদ্ধি" গিয়া "বিবেক বুদ্ধি" আসিবে, তখন নিষ্ক্রিয় জমিদার পিতার সদৃশ ব্রহ্ম-চৈতন্যে থাকিবে।

অধ্যাত্ম যৌবন আসিলে তুমিই পিতা হইয়া বসিবে। পিতাই জায়ার মধ্য দিয়া যাইয়া শিশুরূপে আবির্ভূত হন। শিশু সেই তিনিই।

সেই ব্রহ্মচৈতন্য নিজে স্থিরই আছেন, তাঁহার একাংশ যেন জগৎপালিনী চেতনার মধ্য দিয়া আসিয়া জীববুদ্ধিরূপে পরিণত

হন; পরিশেষে আত্ম-স্মরণ হওয়ায় আবার সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ হইয়া বসিয়া থাকেন।

বৎসে, রঘুকুল-চূড়ামণি রামচন্দ্র সেই আত্মজ্ঞানে পূর্ণ; তাই জগতে তিনি বিষ্ণু-অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ। আত্মজ্ঞানে তিনি এখনও বৈকুণ্ঠ-বাসী। এখানে এই সমরতরঙ্গ তাঁহার ছায়া-ক্রীড়া মাত্র।

দেহ-বুদ্ধির নাম "অহং বুদ্ধি", ঐবুদ্ধি যাওয়াই ভাল। আত্ম-বুদ্ধির নাম বিবেক-বুদ্ধি, বিবেকবুদ্ধির পরেই ব্রহ্ম-চৈতন্য বিরাজিত। ঐ ব্রহ্ম-চৈতন্য পারদের ন্যায় টল্‌টল্ করিলে তাহাকে "বুদ্ধি" বলে; অটল থাকিলে "ব্রহ্ম-চৈতন্য" বলে; একই বস্তু. টলিলেই জীব, অটলেই শিব।

এই সৃষ্টিব্যাপারটি অশেষ ও বিশেষ রূপে বুঝিয়া দেখ, পরে তুমি যাহা ইচ্ছা হয়, তাহা কর; আর ভয়ের লেশও থাকিবে না। এই জ্ঞানই "অভয় পদ"।

এই আশ্চর্য্য-সৃষ্টি ব্যাপার দেখিয়া তুমি চমকিত হইও না, ইহাতে আশ্চর্য্য কি আছে? এই সমস্তই অতি সহজ ব্যাপার। একটি নারিকেলের মধ্যে কত আশ্চর্য্য ব্যাপার রহিয়াছে, দেখিয়াছ ত? কই, তাহা দেখিয়াত চমকিত হও না! জানিবে, সকলই এই রূপ সহজ ভাবেই হইতেছে! জীবের বন্ধন ও মুক্তিও এইরূপ সহজ ব্যাপার হইয়াই রহিয়াছে। মহা-চৈতন্যের কটাক্ষেই ঐ মুক্তি ও অমৃতত্ব লাভ হইয়া থাকে।

যতক্ষণ জড় বস্তুর প্রতি অনুরাগ থাকিবে, ততক্ষণ আত্মাকে ধরিতে পারিবে না; বহু জন্মের পুণ্য-সঞ্চয়ে তবে অত্মজ্ঞান লাভ হয়। যদি আত্মাকে বুঝিতে ও ধরিতে না পার, তবে বহুবিধ

সুকর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা স্বার্থভাব ত্যাগ করিতে অভ্যাস করিবে, ও পুণ্য সঞ্চয় করিবে। ঈশ্বর-উপাসনা ও দেব-আরাধনা কর, এবং আত্মবিচার করিতে থাক; দেখিবে, সেই মহাচৈতন্যই দেবতা-রূপে দৃষ্ট হইতেছেন। দেবতা স্বতন্ত্র কিছু নহেন, সেই তিনিই। এইজন্য যত দিন আসক্তি কাটিয়া না যায়, তত দিন দেবানুগ্রহ লাভের জন্য দেব উপাসনা করিবে। দেবানুগ্রহে জড়-দেহ ভুলিয়া সূক্ষ্ম চিন্ময় দেবকান্তি লাভ করিতে পারিবে। বিষ্ণুলোক-প্রাপ্ত স্বামীসহ তোমার পুনর্মিলন হইবে। পরে ক্রমে ক্রমে সকলেই সহজে অখণ্ড চৈতন্যে উপনীত হইয়া পূর্ণানন্দ ও পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিবে'।

বৎসে, এ জগতে কোন্ ব্যক্তি শোক দুঃখে না কাতর হইয়াছে? কেবল আত্ম-জ্ঞান লাভ করিলে, তবে জীব শোক দুঃখ-কাতরতা ধুইয়া মুছিয়া ফেলিতে পারে। তেজোময়, আনন্দময় চৈতন্য হইতে জীব আসে, আবার সেই নিত্য সুখময় চৈতন্যে ফিরিয়া যায়। মাঝে এই লীলা, সংসার-রঙ্গমঞ্চে অভিনয়। তাই যতদিন জড়ীয় বুদ্ধি থাকে, ততদিন এই মন্ত্র সাধন করিবে,—"আমিও কিছু নয়, আমারও কিছু নয়।" পরে যখন অন্তরস্থ চৈতন্যকেই "আমি" বলিয়া বুঝিতে পারিবে, তখন জপ করিবে "আমিই সব, আমারই সব।" বশিষ্ঠদেব পুনঃ পুনঃ রাজসভায় বলিতেন, "আমিও কিছু নয়, আমারও কিছু নয়" এই বাক্যের, অথবা "আমিই সব, আমারই সব" এই বাক্যের যেটি তুমি বুঝিতে পারিবে ও দৃঢ় ধারণা করিতে পারিবে, তাহাতেই মুক্তি লাভ করিবে।

সপ্তম প্রবোধ।

মানব-দুহিতা ধীর ভাবে সমস্ত কথা শ্রবণ করিলেন, এবং পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন,—মা, আবার আমি কি আমার পতিদেবতাকে সত্য সত্যই দেখিতে পাইব?

সীতা উত্তর করিলেন,—মানসি, মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর।

পরমাত্মাতেই আকাশ অবস্থিত। সেই আকাশে বিষ্ণুলোক অবস্থিত। সেই বিষ্ণুলোকে পিতৃলোক দীপ্যমান। পিতৃপিতামহ ও মাতৃমাতামহ-গণের আত্মা বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া যে স্থানে অবস্থান করেন, তাহাকে পিতৃলোক বলে। সেই পিতৃলোক বিষ্ণু-লোকেরই অংশমাত্র। ঐ পিতৃলোকে স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্রাদি সকলেই গমন করিবে। এই জন্য ধর্ম্মরাজ্যের রাজা ঋষিগণ তর্পণ, পার্ব্বণ শ্রাদ্ধাদির রাজপথ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বহু পুরুষ হইতে ক্রমান্বয়ে তর্পণ শ্রাদ্ধাদির দ্বারা ঐ পিতৃলোকে লক্ষ্য স্থাপন হইয়া থাকে। এবং সকল লোক ঐ পিতৃলোকে গমন করিবে বলিয়া মন-প্রাণের এক প্রবল পবিত্র বেগ ও অপূর্ব্ব আস্থা পোষণ করিয়া থাকে। সেইজন্য, সকলে যেমন পৃথিবীতে আসিয়া একত্র হয়, সেইরূপ পিতৃলোকে গিয়াও একত্র হইয়া থাকে।

একই মন-প্রাণের সম্বন্ধ থাকাতে পূর্ব্বপুরুষ ও পরবর্ত্তী পুরুষ একই প্রাণের প্রবাহ বলিয়া জানিবে।

পিতৃলোক উদ্দেশে যাহাদের দৃঢ় সংস্কাররূপ রাজপথ প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহারা ছিন্ন মেঘের ন্যায় বিমূঢ় হইয়া মোহচক্রে ঘূর্ণিত হয় না।

সন্তান যদি আত্মজ্ঞান লাভ করে, তবে তাহার ঊর্দ্ধ ও অধঃ চতুর্দ্দশ পুরুষ উদ্ধার হইয়া থাকে। একই প্রাণের প্রবাহ কি না! সকলে একই আত্মসম্বন্ধে চিরদিন সম্বদ্ধ আছে! আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া তোমরাও অচিরে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইবে। বিষ্ণুলোক, পিতৃলোক সেই আত্মজ্ঞানেরই অন্তর্গত, পরমাত্মাতেই চিরদিন সুপ্রতিষ্টিত। বৎসে, এখন বুঝিয়া দেখ, বিষ্ণুপরায়ণ পতি-দেবতা সহ তুমি বৈকুণ্ঠ-ধামে মিলিত হইতে পারিবে কি না।

যে সূর্য্য-কিরণগুলিকে পৃথিবীর গায়ে ক্রীড়া করিতে দেখা যায়, সেই কিরণগুলি বহু উর্দ্ধে উঠিলে কি আর তাহাদের পরস্পর দেখা শুনা হয় না? জীবচৈতন্য গুলিও ঠিক সেইরূপ জানিবে। জলের উপরিভাগস্থ তরঙ্গগুলি পরস্পর নিকটস্থ হইয়া রঙ্গ করিতে করিতে অঙ্গে অঙ্গে পড়িয়া ক্রীড়া করিতে থাকে, দেখিয়াছ ত? তাহারা জলমধ্যে ডুবিয়া গিয়া কি একবারে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, কি আরও গাঢ় আলিঙ্গনে পরস্পর বদ্ধ হয়, বল দেখি? বৎসে, দেবভাবাপন্ন জীবচৈতন্য গুলিও ঠিক সেইরূপ মরণান্তে উর্দ্ধে উঠিয়া আরও গাঢ় আলিঙ্গনে সম্বদ্ধ হইয়া থাকে। এই জগতেই বিয়োগ অনুভূত হয়; অমর লোকে কেহ বিয়োগ জানে না; সে দেশে কেবল যোগই বৃদ্ধি হইতে থাকে। জ্ঞানের রাজ্যে কি বিয়োগ আছে? পৃথিবীর অজ্ঞান-অন্ধকারই কেবল বিয়োগ-ভ্রান্তি দেখাইয়া থাকে।

আমরা চৈতন্যের অংশরূপেই বর্ত্তমান রহিয়াছি। এই চৈতন্যের অংশে অংশে সূক্ষ্মতত্ত্বে প্রবল মধুর টান থাকাতেই বাহ্য জগতে তরুলতার মধ্যেও পরস্পর টান রহিয়াছে; একটি আর একটিকে জড়াইয়া ধরিতেছে। কেন, বল দেখি? তাহারা

পরিণামে এক হইবে, তাই এখন হইতে চেষ্টা করিতেছে। চেতনে চেতন মিশিয়া অধিক শক্তি সৌন্দর্য্য ও মধুরতা বাড়াইয়া লইতেছে। পরিণামে পূর্ণ হইবে, এখন হইতে তাহার সূত্রপাত ও আয়োজন। নরনারী পরস্পরকে ভালবাসার টানে টানিতেছে! মাতা ও সন্তান মধুর মমতায় "মম, মম" বলিয়া পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিতেছে।

যে চৈতন্য-বিন্দুর সহিত যে চৈতন্য-বিন্দুর সূক্ষ্ম তত্ত্বে অন্তর-মিল থাকে, তাহার সহিত তাহার প্রবল ভালবাসা ও মমতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহাই সংসার-মমতার মূলীভূত কারণ। সেই জন্য তৃণ তৃণকে, দেহ দেহকে, মন মনকে, চেতনা চেতনাকে, প্রবলরূপে টানিয়া থাকে। সুতরাং জড়দেহ গেলেও সূক্ষ্ম বায়ুদেহ অন্য বায়ুদেহের সহিত মমতা করিবে, ইহা নিশ্চয়। মন-চেতনা দেবলোকে গিয়াও অন্য মন-চেতনাকে টানিবে। এই আকর্ষণে কোনও দোষ নাই। কারণ, আগে দেহের টান, পরে মনের টান, তৎপরে আত্মার টান, পরে খণ্ড "আমি" গুলি এক হইয়া সুন্দর মধুর অখণ্ড চৈতন্য বা অখণ্ড "আমি" রূপে প্রকাশ পাইবে। ইহাই পূর্ণতা।

তুমি সর্ব্বদা জপ করিবে—"আমারই মহাপ্রাণ, আমারই মহাশক্তি, অন্তরে প্রকাশ হও।" এই মন্ত্র লক্ষবার জপ করিতে করিতে মন্ত্রসিদ্ধি হইবে, তখন দেখিতে পাইবে, এই "আমি"র মধ্যে সেই প্রাণস্বরূপ পরমেশ্বর কি ভাবে গুপ্ত রহিয়াছেন। তখন বুঝিবে, এই "আমি" কত মিষ্ট, কত সুন্দর, কত মহান্! "আমি"র মত মিষ্ট জিনিষ ত্রিজগতে আর নাই! তোমার "আমি" কত মিষ্ট দেখিয়াছ ত? স্বামী পুত্র অপেক্ষাও "আমি" অধিক মিষ্ট! সেই "আমি"র সহিত ঐরূপ আর এক "আমি" অন্তরে অন্তরে যুক্ত

হইলে আরও কত মিষ্ট হয়, বল দেখি ? জীবে জীবে এই অত্যন্ত-মধুর সম্বন্ধ অন্তরে অন্তরে নিহিত রহিয়াছে। "আমি"তে "আমি"তে মিলন ! ইহা ক্রমে ক্রমে দেখিতে পাইলেই সকল "আমি" ছুটিয়া আসিয়া একত্র হইবে, পরম সুখের পূর্ণতার জন্য ! এইত সংসারের পরিণাম ও সার্থকতা !

শাস্ত্র বলেন,—শব্দ ব্রহ্ম। সে শব্দ কি ? "মম, মম" এই শব্দই ব্রহ্ম। প্রণবমধ্যস্থ "অহং" ধ্বনিই ব্রহ্ম। প্রণবের অর্থ ই এই "আমি, আমার।" "আমি"র অর্থ সেই অনাদি পুরুষ, "আমার" অর্থে সেই অনাদি মহাশক্তি, প্রাণময়ী প্রেমময়ী আদ্যাশক্তি। এই "আমি, আমার" রজ্জুতেই আব্রহ্ম স্তম্বপর্য্যন্ত জগৎ বাঁধা। কেবল গোড়াটা জানিতে না পারায় অন্ধকারে পড়িয়া এই অমৃতধ্বনি "আমি,আমার" শব্দ প্রথমে দোষাবহ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। জ্ঞানের উদয় হইলে "আমি আমারই" সর্ব্বস্ব হইবে।

"আমি আমার—সবই আমার" এই কথাতেই আমি রাজী।
তাই থাকে ত সবই থাকে, তাই গেলে সব ছায়া-বাজী ॥
চৈতন্য-সাগর অঙ্গে, উঠিছে জীব তরঙ্গে,
"আমি আমি" উচ্চ ধ্বনি সেই চেতনার ;
"মমতা সুধার সিন্ধু, ছুটিছে অমৃত-বিন্দু—
"মম মম, মম মম," লহরী সুধার !

বৎসে, সেই ব্রহ্মচৈতন্য ব্যতীত "আমার আমার" বলিবার অধিকার আর কাহার আছে ? মানসি, অখণ্ড চৈতন্যলোকে মন টানিলে অখণ্ড চৈতন্য-লোকই পাইবে ; প্রিয়তমকেও সেই টানে লইয়া যাইতে পারিবে। সূক্ষ্ম তত্ত্বে, দেবলোকে মন টানিলে দেবলোক পাইবে;প্রিয়তমকেও সেই টানে লইয়া যাইতে পারিবে

অমর-দেশের এই অমৃতের কথা দিবা-নিশি স্মরণ কর। "আমিই সব, আমারই সব" এই মহামন্ত্র শয়নে স্বপনে জপ কর। "আর তা'কে পাব না" এই বাক্য মৃত্যু অপেক্ষা ভীষণ! ঐ সর্ব্বনাশ-কারী বাক্য মুখাগ্রে আনিও না। উহা শুনিলে কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিবে। মনুষ্যগণ একই রূপে জগতে আসিয়াছে,—একই ভাবে আগমন, একই ভাবে বিচরণ, একই ভাবে প্রত্যাগমন, অগ্র পশ্চাৎ ভেদমাত্র। তাহার পরে পরলোকে গিয়াই যে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব ঘটিবে, তাহা প্রায় ঘটে না। পৃথিবীতে যেমন ধন-মানের পার্থক্যে পার্থক্য হয়, পরলোকেও সেইরূপ জ্ঞান-ভক্তির পার্থক্যে, পার্থক্য হয় মাত্র। এখানে যেমন ভিখারী ও সম্রাট্, পশু ও ঋষি একই দেশে বিচরণ করেন, পরলোকেও সেইরূপ জ্ঞান-ভক্তির তারতম্য লইয়া পুণ্যবান্ জীবাত্মা সকল একই দেশে বিচরণ করিয়া থাকেন। "আর তা'কে পা'ব না" এই মর্ম্মভেদী কথা কাহাকেও বলিতে দিবে না, এই প্রতিজ্ঞা কর। উহা কেবল অজ্ঞান-অন্ধেরই প্রলাপ বাক্য জানিবে।

প্রাণে প্রাণে যে আকর্ষণ তাহা যদি নষ্ট হইত, তবে এই সোণার পৃথিবী যথার্থই মাটি হইয়া যাইত; এই অমৃতময় সুন্দর জগৎ, উদ্দেশ্যহীন পাগলের হাস্য-রোদনেই পর্য্যবসিত হইত, সতীপতির অমৃতময় প্রেম, জননী ও সন্তানের অপূর্ব্ব পবিত্র মমতা, যুবক যুবতীর হৃদয়তন্ত্রী-বিদ্ধকারী অনির্ব্বচনীয় ভালবাসা একবারে ঘোর নাস্তিকতার অন্ধকূপে ডুবিয়া যাইত! কিন্তু তাহা নহে! তাহা নহে! "মমতার" পূর্ণতাই মহাজ্ঞান, মহামুক্তি! উহাতেই ক্ষুদ্রতায় গণ্ডী ভাঙ্গিয়া বন্ধন কাটিয়া দেয়। ঐ নির্ম্মল "পরমার্থিক মমতা" দোষের নহে। উহা মোহপ্রাপ্ত হইলেই দোষাবহ হয়।

জড়ীয় মনে জড়ীয় মোহই দোষের জানিবে। সেই জন্য সর্ব্বদা সাধননিরত থাকিবে। এই সাধন-জন্যই মনুষ্যের জন্ম গ্রহণ। সতত সাবধান থাকিবে, যেন জড়ীয় মোহ মস্তক উত্তোলন না করে। মহর্ষি অষ্টাবক্র পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, সাধন, স্মরণ, ও যোগাদি ক্রিয়া ছাড়িয়া থাকিলে তৎক্ষণেই মোহপিশাচ আসিয়া আক্রমণ করিবে। এই হেতু জপ,ধ্যান ও শাস্ত্রালোচনায় সাধুসঙ্গে পবিত্র জীবন যাপন করিবে। জীবগণের নয়নে নয়নে, আননে আননে, যে "জ্বলন্ত চেতনা" ফুটিয়া বাহির হইতেছে, তাহা কি দেখিতে পাইতেছ না? নর নারী, পশু পক্ষী ও কীট পতঙ্গের চক্ষুতেও "জ্বলন্ত চেতনা, জীবন্তভাব" দেখিতে পাইবে। উহাই বিশেষ লক্ষ্য করিবে, ঐটী চিৎবস্তু। ঐ চিৎবস্তুকে দেখিতে ও ধরিতে পারিলেই তুমি মুক্ত হইবে! ঐ "চিৎবস্তু" সর্ব্বগামী, সর্ব্বভেদী। উহাতেই বাস্তবিক দিব্যজ্ঞান প্রকাশ পায়। দীপ-শলাকার মুখাগ্রে যেমন অগ্নি লুক্কায়িত থাকে, সেইরূপ মানবের অন্তর-মুখে ঐ চিৎবস্তু লুক্কায়িত আছে, ঘর্ষণ করিলেই স্ফুরণ হয়। উহাই জীবের যথার্থ "আমি"। ঐ সূক্ষ্মতম সর্ব্বভেদী "চিৎবস্তুকে" অবরোধ করিতে পারে, ত্রিজগতে এরূপ পদার্থ কি আছে? চিৎবস্তুই "আমি"। কদলী-ত্বকের ন্যায়, শিশু আমি, বালক আমি, যুবক আমি, বৃদ্ধ আমি ও দেবতা আমি ক্রমোন্নত ভাবে পরে পরে সুসজ্জিতই আছি। স্তরে স্তরে "আমি", ক্রমোন্নত হইয়া মহাচৈতন্য পর্য্যন্ত আমিই চির বর্ত্তমান রহিয়াছি। আমি জীবচৈতন্যে আছি, দেবচৈতন্যের মধ্যদিয়া ব্রহ্ম-চৈতন্যে যা'ব, এইটী পথ। মোহ-পিশাচকে বিনষ্ট করিয়া ঐ চিৎবস্তু দেখিতে ও ধরিতে পারিলে তুমি যথার্থ বৈকুণ্ঠবাসী হইতে

পারিবে। বৎসে,তখনই তোমার "আমি আমার" সার্থক হইবে। বলিব কি, জীবের পরিণাম কতদূর সুখময় তাহা ভাবিয়া দেখ।

মানসি,"আমি আমার"যখন নিত্য সত্য হইয়া দাঁড়াইল, তখন দেখিতে পাইবে, ভ্রমণে শয়নে, পান-ভোজনে ও মমতা-বিলাসে কি অপূর্ব্ব নিত্য সত্য আনন্দরস উথলিয়া উঠিবে। সরস সুমিষ্ট দ্রব্য প্রাপ্ত হইলে সেই রস-বিলাসপূর্ণ আত্মারাম ভগবানে নিবেদন করিবে, তাঁহার সূক্ষ্ম দর্শন দ্বারা তিনি সর্ব্ববস্তুর ও সর্ব্বভাবের সার গ্রহণ করিয়া থাকেন। তরুলতা ও নরনারীর মধ্যেও যেমন, মৃণ্ময় ঠাকুর-দেবতাগুলির মধ্যেও সেইরূপ চিন্ময় পরমাত্মা রূপ-রসে পূর্ণ হইয়া ঝকমক্ করিয়া উঠিতেছেন। দিব্যজ্ঞান উদয় হইলে ইহা দেখা যায়। তখন দেখিতে পাইবে, সেই নিরাকার নির্ব্বিকার পরমাত্মা বাষ্প বারি-বরফের ন্যায় ক্রমবিকাশের দ্বারা আকাশে, বাতাসে, তরুলতা ফল ফুলে, সুর নর যক্ষ রক্ষে, এবং পাষাণ ও মৃত্তিকার পুত্তলিকায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, রূপে রূপ মিশাইয়া শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধে কি পবিত্র পরম সুখ উপভোগ করিতেছেন! তখন ত আর কিছুই ক্ষণস্থায়ী বোধ হইবে না, সবই নিত্য সত্য চিন্ময় ভাবাপন্ন হইবে। কিন্তু তরঙ্গমালার ন্যায় ঐ সংসার-সুখটি আন্দোলিত হইলেই বা ক্ষতি কি? সমুদ্র যাহা, তাহা ত ঠিকই চিরস্থায়ী থাকিবে!

বৎসে, "পরিবর্ত্তনে" কোনও দোষ নাই। উহা ভগবানের সম্ভোগ লীলার অতীব সুন্দর সুব্যবস্থা! কিন্তু "বিবর্ত্তন"ই অতি ভয়ানক দোষাবহ। ঐ "বিবর্ত্তন" দিব্য দর্শন উদয় হইলে আর থাকিবে না। বিবর্ত্তন কাহাকে বলে? যে বস্তু যেমন, তাহা ঠিক সেই রূপই আছে, কেবল ভ্রান্তিবশতঃ অন্যরূপ দেখাইতেছে,

ইহাই "বিবর্ত্তন।" অন্ধকার-গৃহে রজ্জুতে সর্পবোধই "বিবর্ত্তন-ভ্রান্তি।" মরুভূমিতে সরোবর বোধ হইলে, ঐ সরোবর মরুভূমিরই বিবর্ত্তন জানিবে, পরিবর্ত্তন নহে। সংসারের এই "বিবর্ত্তন-ভ্রান্তি" যার-পর-নাই ভয়াবহ। ইহাই জীবের মায়া-ভ্রান্তি বা অজ্ঞানতা। দিব্য জ্ঞানের উদয়ে যদি এই মায়া-ভ্রান্তি দূর হইয়া গেল, সংসারকে যদি চিৎ-চৈতন্যময় রসস্বরূপে দর্শন করিতে পারিলে, তবে "পরিবর্ত্তন" থাকিলে ভয় কি, বল দেখি? পরিবর্ত্তনইত পরব্রহ্মের ও জীবের সুখ সম্ভোগের অতি সুন্দর মধুর বিধান। প্রথম অবস্থায় এক মাত্র অপরিবর্ত্তনীয় আনন্দের উপদেশই পরমোপযোগী। কিন্তু আমার পিতার ন্যায় জীবন্মুক্ত সিদ্ধ পুরুষগণের পরিপক্ক অবস্থা আরও সুন্দর আরও মধুর। তাঁহারা আবর্ত্তন ও পরিবর্ত্তনের মধ্যে নিত্যতাই দর্শন করিয়া থাকেন। "প্রবাহত্বাৎ নিত্যং" প্রবাহরূপে নিত্য। উহাতে তাঁহারা আনন্দ দোলার সুখ অনুভব করিয়া থাকেন। পত্র পুষ্প ফলগুলি যেমন বৃক্ষের শোভা, প্রভা ও প্রভাব, সেইরূপ এই সংসারই সেই পূর্ণ ব্রহ্মের আভা, শোভা, প্রভা ও প্রতিভা। এই হইলে পূর্ণ ব্রহ্মের পূর্ণতা হইল। মণির ন্যায় উজ্জ্বল এই সংসার, বৃথা অনর্থক নহে, ইহা সর্ব্বথা সার্থক বলিয়া জানিবে। মানসি, দেহও চিন্ময়, কারণ ইহা কেবল চৈতন্যেই উপলব্ধি হয়, এবং চৈতন্যেই ইহার অস্তিত্ব; মায়া মোহের ভ্রান্তিবশতঃ জড় বলিয়া বোধ হয় মাত্র। অনন্ত প্রকাশময় চিরস্থির মহা চৈতন্যের সর্ব্বপ্রথমে যে সৃষ্টির স্ফুরণ, তাহা সেই মহা চৈতন্য হইতে ভিন্ন নহে।' সুতরাং আদৌ সৃষ্টিতে জড়ত্ব নাই। জড়ত্ব কেবল আত্মারই "বিবর্ত্তন"। পরমাত্মার পরমানন্দ হইতেই এই অপূর্ব্ব দেহের উৎপত্তি।

পরমাত্মাই এই দেহে বাস করেন; ইহা তাঁহারই বিলাস-দেহ, বড় সাধের দেহ। এহেন দেহকে তুমি পরম যত্নে রত্নসম রক্ষা না করিয়া নষ্ট করিতেছ, ইহা কতদূর অজ্ঞানতা ও পাপ, তাহা একবার ভাবিয়া দেখ। অন্তরস্থ পরমাত্মার সাধন জন্য, তাঁহার দর্শন জন্য ও তাঁহার সেবার জন্য তুমি এই অমূল্য দেহ প্রাপ্ত হইয়াছ। এই দেহ হইতেই তুমি তাঁহার দর্শন পাইবে ও বৈকুণ্ঠ লাভ করিবে, সন্দেহ নাই। জড়ত্বের মায়ামোহে অন্ধ হইয়া আত্মজ্ঞানরূপ মহামণি যেন হারাইয়া ফেলিও না! তুমি দিবানিশি এই শ্লোকটী মন্ত্রস্বরূপ জপ করিবে, তাহা হইলে আর আত্মভ্রম ও দিগ্‌ভ্রান্তি উপস্থিত হইবে না;—

এক মহা চৈতন্যের রশ্মি মোরা সবে,
ফুটাতে সংসার-পদ্ম আসিয়াছি ভবে।
বাতাস নাচায়ে যায় কুসুম-কানন,
সংসার নির্লিপ্ত সুখে নাচায়ে তেমন
গলা ধরি যাই তুলি 'মম মম" রব,
আমরা আকাশবাসী দেব দেবী সব।

জনক-নন্দিনীর অমৃতময় বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে রক্ষঃ-কুলের দীপ্তমণি মুনি-কন্যা মানসীর মানস-পদ্ম বিকসিত হইয়া উঠিল। তিনি প্রভাত-কমলের ন্যায় প্রফুল্ল বদনে ও উৎসাহপূর্ণ লোচনে, মা মা বলিয়া পুনঃ পুনঃ সীতার চরণ-ধূলি গ্রহণ করিয়া মস্তকে ও বক্ষঃস্থলে লেপন করিতে লাগিলেন, এবং বলিলেন—জননি, 'আমি যেন আপনার সহিত কোন্ মধুময় অপূর্ব্ব দেশে যাইতেছি বোধ হইতেছে। সীতা বলিলেন—বৎসে, যে দেশে গেলে "সব পাওয়া যায়, সব হওয়া যায়"সেই দেশে আমি তোমাকে

লইয়া যাইতেছি। মানসি, এখন বল, সমুদ্র-গর্ভে দেহ বিসর্জ্জন করিবে কি?

মানসী বলিলেন,—না।

অষ্টম প্রবোধ।

মিথিলা-রাজনন্দিনীর প্রাণস্পর্শী বাক্য শ্রবণ করিয়া সরমারও জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইতে লাগিল। তখন তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

আহা, লঙ্কেশ্বর বলিতেন,—"বীরভোগ্যা বসুন্ধরা!" হায়, আজ সেই বীরগর্ব্ব কোথায়? যে কাঞ্চন-পুরী দিবানিশি প্রমোদ-প্রবাহে নৃত্য করিত, গীতবাদ্যে নিনাদিত সেই উল্লাসময়ী পুরী আজ নীরব! আহা লঙ্কার বীরাঙ্গনাগণ আজ পতি-শোকে হাহাকার করিতেছে। প্রাণাধিক পুত্র হারাইয়া আমার ন্যায় যে কত জননী অর্দ্ধমৃতাবস্থায় ধূলায় পতিত রহিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। অজ্ঞানান্ধকারময় মায়ামোহ নিশার স্বপ্ন ভিন্ন আর কিছুই নহে! ইহা এক্ষণে বিলক্ষণ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি! কিন্তু আমি একটি কথা বুঝিতে পারিতেছি না।—

দেবি, লঙ্কেশ্বর সতত সেই মহাশক্তিরূপা লঙ্কাধিষ্ঠাত্রী দেবী চতুর্ভুজার আরাধনা করিয়া অসীম শক্তি লাভ করিয়াছেন, তথাপি কেন তাঁহার এরূপ সর্ব্বনাশকারী দুর্ম্মতি হইয়া থাকে? দেবি, আপনারই বা এত অমঙ্গল কেন হয়?

মৈথিলী বলিলেন,—সরমে, সেই নিগূঢ় তত্ত্ব তোমাকে বলিতেছি। শিব-রাম একই বস্তু, জানিবে। শিব অর্থে মঙ্গল।

শিব কেবল মঙ্গল ভাবের ঘনীভূত চিন্ময় মূর্ত্তি। শিব-শক্তি একত্র মিলন হইলেই শক্তিও মঙ্গলদায়িনী হন। আর যদি শিবভাব ছাড়িয়া শুধু শক্তি বৃদ্ধি পায়, তবে ত্রিলোক ধ্বংস করিতে উদ্যত হইবে। ঐ শক্তি শিব-ভাবকে পদতলে দলিত করিবে। রক্ষঃপতি সেই অশেষ শক্তি লাভ করিয়া সুরলোক কম্পিত করিয়াছেন। দশানন শিবভাবকে প্রাণে ধারণা করিতে পারেন নাই; তিনি অমৃতের আস্বাদন পান নাই। সখি, শিবহীন যজ্ঞ করিতে নাই। আমি সেই শিব-রাম এক জানিয়া আমার মনপ্রাণ সেই সর্ব্বমঙ্গলালয় রামরূপে মগ্ন করিয়া রাখিয়াছি। সুতরাং আমার আর অমঙ্গল কিরূপে ঘটিবে? আপাত দৃষ্টিতে যাহা অমঙ্গল বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহা মঙ্গল ব্যতীত আর কিছুই নহে।

সরমা বলিলেন,—দেবি, আমি আপনাকে দর্শন করা অবধি যেন শীতল সলিলে স্নান করিয়া আশান্বিত হইতেছি। আপনি কি মহালক্ষ্মী? এই ভীষণ রক্ষঃপুরের মধ্যে আসিয়াও আপনি অব্যাকুল অন্তরে, অম্লান বদনে রাম নাম জপে নিমগ্ন আছেন, দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি! আপনি কি যথার্থই বৈকুণ্ঠের অধীশ্বরী? এই ভয়াবহ রক্ষঃপুরে আপনার উদ্ধারের আশা-ভরসা কিছুই নাই, তথাপি আপনার আননে সুধাকরের শোভা প্রকাশ পাইতেছে! আপনি কি যথার্থই সুধাপান করিয়াছেন? আপনার মন যেন উদাসীন ভাবে শূন্যে শূন্যে রহিয়াছে দেখিতেছি, অথচ যেন কি অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ! আপনার অন্তর কি বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ আছে! আপনার অচঞ্চল কমল-নয়নে যেন পরমানন্দ ঘনীভূত হইয়া রহিয়াছে! আপনি এই অশোক-বনের কেহই নহেন, তথাপি যেন বসন্ত-শ্রীর ন্যায় সমস্ত বনকে উজ্জ্বলতর করিয়া

তুলিয়াছেন! সর্ব্ববিষয়ে নিবৃত্ত হইলেও যেন ঐ চন্দ্রবদন হইতে কি এক অনির্ব্বচনীয় স্নিগ্ধ তেজ ও উৎসাহ বিকীর্ণ হইতেছে! আপনি ভূতলে অবস্থিত হইলেও আপনার মন যেন কোন্ অজানিত অপূর্ব্ব দেশে নিবিষ্ট রহিয়াছে! কোন বিষয়েই আপনার চেষ্টা দেখিতেছি না, অথচ যেন আমাদিগের উদ্ধারের জন্য আপনার একান্ত বাঞ্ছা রহিয়াছে। দেবি, আপনি কখনই মানবী নহেন; আপনি কৃপা করিয়া আমাকে বুঝাইয়া দিন,—পূর্ণব্রহ্মকে ছাড়িয়া দেব-আরাধনার আবশ্যক কি? অবতারই বা কি?

সীতা বলিলেন—সখি, সূর্য্যে দুই একবার মাত্র অল্প দৃষ্টি দেওয়া যায়, কিন্তু সেই সূর্য্যেরই কিরণ-মণ্ডিত যে পূর্ণচন্দ্র তাহার অনির্ব্বচনীয় শীতল কিরণের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলে আর চক্ষু ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না। সেইরূপ "কেবল-চৈতন্যে" দুই একবার মাত্র অল্প দৃষ্টি দেওয়া যায়, কিন্তু সেই শুদ্ধ-চৈতন্যের কিরণ-মণ্ডিত যে দেবমূর্ত্তি, তাঁহার মঙ্গলময় কার্য্য ও প্রাণ জুড়ান মধুর ভাব দেখিলে আর কি দৃষ্টি ফিরান যায়? সেই চিন্ময় দেবমূর্ত্তি ভূতলে নররূপে আবির্ভূত হইলে "অবতার" নামে প্রকাশিত হন। শরতের পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় নয়ন-জুড়ান রামমূর্ত্তি সেই পূর্ণব্রহ্মের বা বিষ্ণুমূর্ত্তির অবতার। যিনি অবতার, তাঁহাকে সাধারণ লোকে অবতার বলিয়া জানিতে পারে না; জ্ঞান-ভক্তির প্রভাবে যাঁহাদের দিব্যচক্ষু বিকসিত হইয়াছে, তাঁহারাই কেবল অবতারকে দেখিয়া দেখিয়া শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া জানিতে পান। সখি, নারায়ণ-শিলাতে অপর লোকে কেবল শিলাই দেখিতে পায়, কিন্তু ভক্তিমাখা দিব্যচক্ষুতে নারায়ণে শিলা-বুদ্ধি একবারেই আসে না; সেইরূপ আমার নয়নাভিরাম রামমূর্ত্তিতে আমি মনুষ্য-

ভাব একবারেই অনুভব করিতে পারি না ; কেবল সর্ব্বশক্তিমান্ সচ্চিদানন্দমূর্ত্তিই দেখিতে পাই। যোগিগণকে সমদর্শী করিবার জন্য বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ সেই নিরাকার পরমাত্মার নির্ব্বিকার স্বরূপের উপদেশ দিয়াছেন। তদনুসারে "পরমাত্মার বিচরণ" সম্ভব হয় না। কিন্তু তাঁহারা আরও বলিয়াছেন যে, দিব্যদৃষ্টি বিকসিত হইলে, ভাগ্যবান্ যোগিগণ দেখিতে পান যে, সেই পরমাত্মাই অবতাররূপে জন-সমাজে বিচরণ করেন। তুমি দিব্যদৃষ্টি লাভ করিলে দেখিতে পাইবে,—নিরাকার নির্ব্বিকার পরমাত্মাই অপূর্ব্ব বপু ধারণ করিয়া,রাজীব-লোচন রামরূপে ধরা-পৃষ্ঠে বিচরণ করিতেছেন

"মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোঃ।"

পরমাত্মার দ্বৈতলীলা কতই সুন্দর, কতই মধুবর্ষী, তাহা অদ্বৈতজ্ঞান লাভের পরে অনুভূত হইয়া থাকে, পূর্ব্বে নহে।

দ্বৈতলীলার উচ্চ সীমাটি নিত্য সত্য, উহার বাহ্য ভাবটিই কেবল অনিত্য। চিন্ময় দ্বৈতলীলার সর্ব্বোচ্চ সীমা যে রেখাটির দ্বারা নির্ণয় করা যায়, সেই রেখার পরেই অদ্বৈত ভাবের আরম্ভ। অদ্বৈত ভাবকে স্পর্শ করিয়া থাকায় ঐ রেখাটি নিত্য সত্য হইয়া রহিয়াছে। সর্ব্বরসপূর্ণ ঐ রেখাটির উপরে দাঁড়াইলেই দ্বৈত ও অদ্বৈত ভাবের মধুবর্ষী সেই "অপূর্ব্ব মিলন" "উজ্জ্বল রসপূর্ণ" ভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে। "রসো বৈ সঃ"। সেই জন্যই পরমাত্মাকে "রস-স্বরূপ" বলা হইয়া থাকে। ঋষিগণ, যুক্তি দ্বারা নহে, দিব্য-দর্শন দ্বারা সেই "রসস্বরূপকে" প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সখি, বিষ্ণুপাদ-পদ্ম বলিলে সেই পরমাত্মারই শ্রীপাদপদ্ম বুঝিতে হইবে। সুতরাং "সেই পরমাত্মার পাদপদ্মে প্রণাম করি", ইহা বলিলে জীবলোকে অসঙ্গত কথা হয় না।

উত্তপ্ত পৃথিবীকে শীতল ও শস্য-শ্যামল করিবার জন্য আকাশের অদৃশ্য বাষ্প ঘনীভূত হইয়া যেমন নব-জলধর-মূর্ত্তি ধারণ করে, আবার বারিবর্ষণান্তে পৃথিবী শীতল করিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়, সেইরূপ সেই নিরাকার ব্রহ্ম-চৈতন্য, চিদ্‌ঘন হইয়া, উত্তপ্ত পৃথিবী সুশীতল করিবার জন্য নব-জলধর-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কৃপা বারি বর্ষণ করিয়া অদৃশ্য হইবেন। সখি, সেই নিরাকার শুদ্ধ-চৈতন্যই রামরূপে প্রকাশ পাইতেছেন।

অখণ্ড-চৈতন্য রাম, দয়ালু দীন পামরে,
আমরা তরঙ্গ সেই চৈতন্য-সুধা-সাগরে।

নবম প্রবোধ।

প্রেমাশ্রুপূর্ণ-লোচনা সরমা গদগদ ভাবে বলিলেন—দয়াময়ি, আপনার মধুময় বাক্যে আমি কৃতার্থ হইলাম। বুঝি আজ এই রক্ষোদেহের সর্ব্বপাপ মোচন হইল। আমি স্বামী সঙ্গে বহু তীর্থ, বহু গিরি-প্রান্তর ও তপোবন ভ্রমণ করিয়াছি কিন্তু কখনও প্রাণ এরূপ সুশীতল হয় নাই। অনেক দেখিয়া শুনিয়া এক্ষণে বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি যে, পক্ক নারিকেলের মধ্যে যেমন জল পৃথকভাবে নড়িতে থাকে, সেইরূপ এই দেহের মধ্যে "আমি" পৃথকভাবে নড়িতেছি। কিন্তু এই দেহ হইতে বহির্গত হইবার উপায় দেখিতেছি না।

বিড়ালের পুচ্ছে বালকেরা ভগ্ন ঝন্‌ঝনী বাঁধিয়া দিয়া করতালি দেয়। বিড়াল যত দৌড়ায়, ঐ ভগ্ন ঝন্‌ঝনী ততই বাজিতে

থাকে। বিড়াল তাহাতে ভীত ও বিরক্ত হইয়া আপন অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত করে। দৈববশে ভগ্ন ঝন্‌ঝনিটা খসিয়া গেলে, সে যেমন ঊর্দ্ধশ্বাসে নিরাপদ স্থানে ছুটিয়া যায়,—আমার মনে হয়, কবে সেইরূপ আমার এই ভগ্নদেহ আমার পুচ্ছ হইতে খসিয়া পড়িবে, যে, আমি নিষ্কৃতি পাইয়া সর্ব্বকণ্টকশূন্য বৈকুণ্ঠ মুখে ছুটিয়া যাইব? দেবি, আপনাকে অধিক আর কি জানাইব। শুনিয়াছি একটি শৃগাল গুড়ের লোভে একটি ভাণ্ডের মধ্যে মুখ দিয়াছিল। পরে সে মুখ বাহির করিতে না পারিয়া ভয়বিহ্বল-চিত্তে দিগ্-দিগন্তে ছুটাছুটি করিতে লাগিল! সেইরূপ ইন্দ্রিয়সুখের লোভে আমি এই দেহভাণ্ডে মুখ প্রবিষ্ট করাইয়াছি। ভাণ্ডটি গলদেশে বদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আমি অন্ধ হইয়া ছুটিতেছি, কোন্ দিকে যাইতেছি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না! এক্ষণে এই ভাণ্ড হইতে মুখ বহির্গত করিবার উপায় কি?

আমি স্বর্ণপিঞ্জরে দুইটি বুলবুল ধরিয়া রাখিয়া ছিলাম। তাহারা পিঞ্জর ঠোকরাইয়া ঠোকরাইয়া মুখ ক্ষত-বিক্ষত করিয়াছিল! একদা পিঞ্জর-দ্বার মুক্ত রাখিয়া পাখী দুইটিকে দুগ্ধান্ন ভোজন করাইতে ছিলাম, ও কতই আদর করিতে ছিলাম। আমি একটু অন্যমনস্ক হইবা মাত্র পাখী দুইটি মুক্তদ্বার দিয়া নিমেষ মধ্যে উড়িয়া গেল; এবং একবারে উচ্চ সৌধশিরে বসিয়া অনন্ত বিমান-পট নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। আমি কতই আদরে "আয় আয়" বলিয়া স্বর্ণপিঞ্জর ও দুগ্ধান্ন দেখাইলাম, কিন্তু তাহারা সে দিকে দৃকপাতই করিল না। দেবি, দেহ-পিঞ্জর ছাড়িয়া আত্মা-পাখী যখন বাহির হইয়া যায়, ও অনন্ত বিমানরাজ্য নিরীক্ষণ করে, তখন পিতা-মাতা স্ত্রী-পুত্র সহস্র

প্রকারে স্নেহ-মমতা দেখাইয়া "আয় আয়" বলিলে, আর সে পাখী কেনই বা ফিরিয়া আসিবে?

আহা, আমার পাখী দুইটি অনন্ত দিগ্ দিগন্ত নিরীক্ষণ করিয়া, সুনীল আকাশে উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধে উঠিয়া, আমার দৃষ্টির সীমা অতিক্রম করিয়া, কোন্ দিগন্তে উড়িয়া গেল! দেবি, আমার মনে হইতেছে,—আমিও ঐরূপে দেহ-পিঞ্জরের দুঃখায় তুচ্ছ করিয়া একবার উর্দ্ধে উঠিয়া দিগ্ দিগন্ত নিরীক্ষণ করিয়া লই, আর অনন্ত আকাশে উড়িয়া যাই। দেবি, কবে আমার সেই ভাগ্য উদয় হইবে? কবে আমার প্রাণ মুক্ত আকাশে স্বাধীন হইয়া বিচরণ করিবে?

দেবি, যখন আমার স্বামী, ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের অভয়পদে শরণ লইবার জন্য প্রস্থান করেন, তখন আমাকে আপনার শ্রীপদে সমর্পণ করিয়া যান। আপনি স্বয়ং লক্ষ্মী ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। দিন-যামিনী আপনার পাদপদ্ম-সেবাতেই আমার পরমপদ লাভ হইবে, এই স্থির জানিয়াছি। এই রক্ষঃপুরীতে আপনার পদার্পণের কোন সম্ভাবনা ছিল না। এক্ষণে জানিলাম, লঙ্কেশ্বরের অশেষ তপস্যার ফলে, তাঁহার উদ্ধারের জন্যই ভগবতি, আপনি কৃপা করিয়া তাহার নারী-হরণের পথে আসিয়া উদয় হইয়াছিলেন। দেবি, ভগবতি, মহালক্ষ্মী, রক্ষঃকুলের উদ্ধারের উপায় করুন।

আমি কিরূপে সূক্ষ্ম পবিত্রদেহ লাভ করিব, ও কিরূপে বিষ্ণু-মূর্ত্তি দর্শন করিতে পারিব, সেই প্রবোধ আমাকে প্রদান করুন।

স্থিরনয়না সীতা বলিলেন,—সখি, এই দেহের মধ্যেই পাঁচটি দেহ কদলিবৃক্ষের ন্যায় স্তরে স্তরে সজ্জিত আছে,—প্রথম জড়দেহ

তন্মধ্যে মনোদেহ, তন্মধ্যে জ্ঞান-দেহ, তন্মধ্যে বিজ্ঞান-দেহ, তন্মধ্যে আনন্দ-দেহ। সর্পের খোলস-ত্যাগের ন্যায় কালে কালে এক একটি দেহ খসিয়া যায়। সর্ব্বশেষে জীবগণ শুদ্ধ আনন্দদেহ লাভ করিয়া অমৃতস্বরূপ শুদ্ধচৈতন্য হইয়া থাকে। শ্রীরামচন্দ্রেই তুমি বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শন করিতে পারিবে। ঈশ্বর যখন কৃপা করেন, তখন তিনি নিজেই সূর্য্যপ্রকাশের ন্যায় অতি সহজ প্রকাশে ফুটিয়া উঠেন। দেখ, অমিত তেজঃশালী সূর্য্যদেব জীবভাগ্যে কত সুলভ হইয়া আছেন। সেইরূপ ঈশ্বর স্বয়ং মনুষ্যের ন্যায় রূপ ধারণ করিয়া জীবভাগ্যে অতি সুলভ কেন না হইবেন? যিনি সূর্য্যকে এতদূর সুলভ করিয়া দিয়াছেন, তিনি নিজেকেও ঐরূপ সুলভ করিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? সূর্য্যের কটাক্ষেই মানব দৃষ্টি যেমন আকাশে অনন্তের পথে সূর্য্য পর্য্যন্ত বিচরণ করে, ও সূর্য্যকে ধরিতে পারে, সেইরূপ আত্মার কটাক্ষেই মানব-মন অনন্তের পথে আত্মা পর্য্যন্ত বিচরণ করিবে, ও আত্মাকে ধরিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি আছে? এ ত সহজ কথা।

সাকারও যাহা, নিরাকারও তাহা। অন্তরও যাঁহার, বাহিরও তাঁহার। তিনি অন্তরে বাহিরে সমভাবেই প্রকাশ পাইতেছেন। তুমি যদি দেখিতে ও বুঝিতে অসমর্থ হও, তবে "বুঝিয়াছি" বলিয়া আত্মপ্রবঞ্চনা করিও না, বরং দিব্যদৃষ্টিলাভের জন্য ভগবান্ রামচন্দ্রের নিকট দিবানিশি প্রার্থনা কর; অচিরে তুমি বিষ্ণুপাদ-পদ্ম লাভ করিতে পারিবে।

দশম প্রবোধ।

মিথিলা রাজনন্দিনী বলিতে লাগিলেন—সখি,আমিও প্রথমে তোমার ন্যায় অন্ধ ও বদ্ধ ছিলাম;পরে যখন আমার চিৎ চৈতন্যকে বুঝিতে পারিলাম, তখন ঐ মহাচৈতন্যে লক্ষ্য রাখিতে রাখিতে ক্রমে চৈতন্যভাবাপন্ন হইয়া উঠিলাম। তখন আমি দেখিতে পাইলাম, উষা যেমন আপনাকে উষা বলিয়া, সূর্য্য হইতে পৃথক অন্য একজন মনে করে, বস্তুত পৃথক্ নহে, আমিও সেইরূপ আমাকে সামান্য মনুষ্য বলিয়া, মহাচৈতন্য হইতে পৃথক্ আর এক জন ভাবিয়া, কি ভয়ানক ভ্রম করিয়াছি। আমি উজ্জ্বলরূপে দেখিতে পাইলাম, উষার ন্যায় অহংয়ের পৃথক অস্তিত্ব নাই; শুদ্ধ ব্রহ্মচৈতন্যের আভাসই জীবের "আমি" রূপে বোধ হইতেছে। অবশেষে আমি দেখিলাম, আমির মূলেই সেই মহাচৈতন্য; মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় আমিই অনন্ত দিঙ মণ্ডলপূর্ণ অখণ্ডজ্ঞান স্বরূপ। অখণ্ড আমাতে একত্ব বহুত্ব, মহত্ত্ব বা অণুত্ব কিছুই নাই; অখণ্ড আমার ইয়ত্তা নাই। সখি, অখণ্ড মহাচৈতন্য স্বরূপ একই মহা বৃক্ষ আছে; জগৎপালিনী চেতনা ঐ বৃক্ষের শাখা, এবং জীব-চেতনারূপ অহং-বুদ্ধি উহার ফুল। অহং-ফুলটী ত্রিতাপ তাপে ঝরিয়া পড়িলে প্রাণ-চৈতন্যরূপ ফলটি পুষ্ট হইয়া দৃষ্ট হইতে থাকে।

সখি, ক্রমে আমি আমাকে চৈতন্য-প্রভারূপে সকল জীবের মধ্যে দেখিতে পাইলাম। সেই চৈতন্য-প্রভারূপী আমি তখন, কর্ণকীট যেমন অজ্ঞানিতভাবে কর্ণকূহরে প্রবেশ করে, সেইরূপ অজ্ঞাতসারে, বৃক্ষ লতা উদ্ভিদের মধ্যে রসরূপী হইয়া প্রবেশ

করিলাম। ফুল ফল পুষ্ট ও মিষ্ট করিয়া রসরূপে পল্লবের মধ্যে রেখা রচনা করিতে লাগিলাম। চৈতন্য-প্রভারূপী সেই আমি এখনও শিশিররূপে শস্যক্ষেত্রে পতিত হই, ও জীবদেহে প্রবেশ করিয়া বায়ু পিত্ত কফের সামঞ্জস্য ব্যবস্থা করি। কখনও বা আমার সেই চিৎস্বরূপে আচ্ছাদন দিয়া জড়ভাব ধারণ করিয়া আরও জড়ীভূত হই। আমি প্রচ্ছন্নভাবে রাজরাণীর কণ্ঠস্থ রত্নহার লইয়া তস্কর কামিনীর কণ্ঠে প্রদান করি, এবং সূক্ষ্মবিচারে তাহাদিগকে কর্ম্মফল দান করিয়া থাকি। কর্ম্মবাদিগণ চৈতন্য রূপিণী আমাকে না দেখিতে পাইয়া,কর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকে। চিৎচৈতন্যরূপে আমি চির আকাশ-বাসী। নির্ম্মল আকাশেই আমার বৈকুণ্ঠপুরী চির প্রতিষ্ঠিত। আমি আকাশ হইতে শ্বাস-প্রশ্বাসরূপে জীবের দেহাভ্যন্তরে উকি দিয়া থাকি, ও জীব বুদ্ধিতে "আমি" প্রতিফলিত হই। তাহাতেই জীবগণ "আমি, আমি" বোধে বিচরণ করিয়া থাকে। দর্শনকারীর ছায়াটি যেমন দর্পণ মধ্যে প্রকাশ পায়, সেইরূপ দর্শনকারী চৈতন্য রূপী আমারই ছায়া জীবের চিত্ত দর্পণের মধ্যে "আমি, আমি" রূপে ক্রীড়া করিয়া থাকে। ক্রীড়কেরা একখানি স্বচ্ছ কাচের পশ্চাতে নানারূপ ছবি, ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া যেরূপে নগরপল্লী,শ্যামল প্রান্তর, রাজপ্রাসাদ, যুদ্ধক্ষেত্র ও নাট্যশালা দেখাইয়া থাকে, সেইরূপে চৈতন্যরূপী আমি জীবের চিত্তরূপ কাচের পশ্চাতে যে যে প্রকার বুদ্ধির ছবি প্রবেশ করাইয়া দেই, ঐ চিত্তকাচে সেই সেই প্রকারের বুদ্ধির ছবি ক্রীড়া করিয়া থাকে। আমি চৈতন্য রূপে কমল-মধুতে প্রবেশ করিয়া মধুরতা উপভোগ করি,অবশেষে ভ্রমরকে আমার প্রসাদ দান করিয়া থাকি। আমি বাহিরে

জড়ের ন্যায় ভাণ করিয়া চেতনারূপে জড়ের মধ্যে অবস্থান করি। লোকে যেমন ভাণ্ডমধ্যে মধু রাখে, আমি সেইরূপ দেহ-ভাণ্ডে চিৎ মধু রাখিয়া থাকি। এক দিকে আমি যেমন চিৎ-চৈতন্যরূপে আত্মসুখে মগ্ন আছি, অপরদিকে সেইরূপ এই অশোকবনে ছায়া-কায়া ধারণ করিয়া সীতারূপে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছি। আমি এই অশোকবনে লীলা-ক্রীড়া করিতে আসিয়াছি মাত্র। সখি, তুমিও ছায়া-কায়া ধারণ করিয়াছ, কিন্তু আত্মবিস্মৃত হইয়াছ। ছি, ছি! পচনশীল গলিত হাড়-মাসে কেন এত মগ্ন হইতেছ? সাধন দ্বারা তোমারও আত্মস্মৃতি মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ পাইবে, সন্দেহ নাই।

দেখ, শ্বাস-বায়ুই আয়ুঃ, শ্বাস-বায়ুই প্রাণ। ঐ প্রাণবায়ু নাসিকা মধ্যে আসিয়া উঁকি দিতেছে। ঐ প্রাণবায়ু আকাশে অবস্থিত, দেহের সহিত উহার সংস্পর্শ আছে মাত্র। সর্ব্ব প্রাণ আকাশে বিরাজিত। ভূতল ত পদতলে টলমল করিতেছে! নিশ্চল অটল বজ্রসার সুদৃঢ় আকাশ কিছুতেই টলিবে না। "বস্তুতোঽস্তি খং" বস্তুতঃ আকাশই সত্য হইয়া আছে। 'খ' অর্থে আকাশ; 'সু-খ' অর্থে সুন্দর আকাশ। আহা, আকাশেই সকল সুখ পরিপূর্ণ রহিয়াছে। সকল বুদ্ধি জ্ঞান-বিবেচনাই আকাশ হইতে শ্বাস-পথে জীবের মস্তকে আসিতেছে। আকাশই মহা চৈতন্য, আকাশই ব্রহ্মলোক! আকাশে যাইতে ভয় কি? ঐ যে অভয়পদ দেখা যাইতেছে। তুমি দেখিয়াও দেখিতে পাইতেছ না! লক্ষ লক্ষ জীব প্রতিদিন দিবানিশি ধরিয়া আকাশপথে উঠিতেছে, আবার আকাশ হইতে জীবদেহে আসিতেছে! যাহাদের আসিবার প্রবল বাসনা হয় তাহারাই আবার আসে; আর যাহাদের পার্থিব বাসনা না

হয়, তাহারা আর কেন আসিবে? ঐ আকাশ-পথই স্বর্গ,বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্মলোকের রাজপথ। ঐ পথে যেখানে ইচ্ছা, সেখানে যাইতে পার। অধিক কি বলিব, "আকাশ-পথে উঠ্‌লে রথ, যেদিক্ যাবে সেদিক্ পথ।" ত্রিজগতে কাহারও এরূপ ক্ষমতা নাই যে, ঐ সকল পথ অবরোধ করে। আহা, কত লোক স্ব-ইচ্ছায় ধূলা-খেলায় মত্ত হইয়া আছে,ঐ অমৃতের দেশে যাইতে চাহিতেছে না!

তোমার প্রিয়তম প্রাণটির ন্যায় লক্ষ কোটী প্রাণতরঙ্গ চির স্বাস্থ্য ওসৌন্দর্য্য লইয়া ঐ আকাশে চির প্রতিষ্ঠিত; পরস্পরে চির ভালবাসার টান রহিয়াছে। এই কথা জানিয়া কাহার প্রাণ না আনন্দে নৃত্য করে? ঐ আকাশই সকল প্রাণের আপন বাড়ী। ঐ প্রাণপূর্ণ আকাশই অমৃতরসে পূর্ণ! সখি, সেই আকাশ-পূর্ণ চিৎ চৈতন্যই রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই দেহ-মন-প্রাণ বস্তুতঃ তিনিই। সুতরাং তিনিই আমাতে, তোমাতে ও সর্ব্ব জীবে "আমি, আমি" বলিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। সখি,এই আমাদের সূক্ষ্ম স্বরূপ! এই সত্য কথা গ্রহণ করিয়া যদি দিবানিশি রোমন্থন করিতে পার, ও পরিপাক করিতে পার, তবে বৈকুণ্ঠের দ্বার তোমার সম্মুখে খুলিয়া যাইবে। সখি ব্যস্ত হইও না, ক্রমে ক্রমে সবই হইবে,—সবই তোমার!

———

একাদশ প্রবোধ।

প্রসন্নসলিলা মন্দাকিনীর ন্যায় মৈথিলীর প্রসন্নবাক্য-প্রবাহে মানসী আত্মহারা হইয়া বসিয়া আছেন। তিনি বহুক্ষণ পরে সম্বিৎ প্রাপ্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—মা, হনুমানের আত্ম-দর্শন হইল কিরূপে? শুনিয়াছি তিনি রামরূপে পূর্ণব্রহ্ম দর্শন করিয়াছেন।

সীতা বলিলেন—মানসি, চিত্তশুদ্ধি না হইলে ভগবান্ পরমাত্মাকে উপলব্ধি করা যায় না। চিত্তশুদ্ধির অর্থ মনের মোহ দূর করা। স্বার্থান্ধতাই মোহ। স্বার্থে চিত্তকে অতি সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলে। তপস্যার দ্বারা সেই সঙ্কীর্ণতা ভাঙ্গিয়া চিত্তকে খুব বড় করিতে হয়। উহা নানারূপ সাধনের দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। পরসেবা একটি মহা সাধন। উহা একটি কর্ম্ম-যোগ। উহাতে নীচ স্বার্থের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলে। পরের সেবা করিতে গেলেই "আমিত্ব"রূপ ভেকের গর্ত্ত ছাড়িতে হয়। কোনরূপে "অহং" পুটুলি পুড়াইয়া ফেলিতে পারিলেই চিত্ত প্রশস্ত হইয়া পরমাত্মার দর্শন পাইয়া থাকে। সেই জন্য পরসেবা একটি উৎকৃষ্ট তপস্যা। পরম ভক্ত হনুমান্ ঐ সাধনে সিদ্ধ হইয়া বিশুদ্ধচিত্তে ভগবান্ পরমাত্মার দর্শন লাভ করিয়াছে!

মানসী বলিলেন—মা, পরসেবার দ্বারা আত্মদর্শন হয়, ইহা আমি জানিতাম না। মা, কিরূপ ধ্যান অভ্যাস করিলে আমার সমস্ত ভয় দূর হইয়া পরমানন্দ লাভ হইবে, তাহা আমাকে শিক্ষা দিন।

সীতা বলিলেন—মানসি, পূর্ব্বেও বলিয়াছি, আবার বলি,—

সূর্য্যের কিরণই যেমন জগতের সর্ব্বস্ব, সেইরূপ শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মার কিরণই মানব-বুদ্ধির সর্ব্বস্ব। সূর্য্য হইতে কিরণ যেমন ধরাতলে আসে, সেইরূপ পরমাত্মা পরমেশ্বর হইতে বুদ্ধি-কিরণ ত্রিজগতে আসিয়া থাকে। সূর্য্য-কিরণ আসিয়া যেমন জগৎ-মঞ্চে রঙ্গ করে, সেইরূপ পরমাত্মার চৈতন্য কিরণ আসিয়া বুদ্ধিরূপে রঙ্গ করিতেছে। সেই বুদ্ধিই আমাতে ও তোমাতে ক্রীড়া করিতেছে। পরমাত্মার কিরণরূপ আমি সীতা-বুদ্ধিতে সীতা হইয়াছি, তুমি মানসী হইয়াছ। আমরা সাজিয়া,কেশবেশ গুঁজিয়া রঙ্গ করিতেছি মাত্র! আমি তাহা জানিতেছি,বুঝিতেছি বলিয়া নির্ভয়ে চিরানন্দে জগৎ-মঞ্চে রঙ্গ করিতেছি। আর তুমি তাহা জানিতেছ না, বুঝিতেছ না বলিয়া করুণ-রসের অভিনয় করিতে গিয়া সত্য-সত্য-বোধে কাঁদিয়া অধীর হইতেছ, ও অলীক মৃত্যু-বিভীষিকা দেখিতেছ! তোমার এই ভ্রান্তি দেখিলে দেবকুলে কাহার না হাসি পায়?

মানসী বলিলেন—মা, আপনি যাহা বলিলেন, তাহা আমি উত্তমরূপে ধারণা করিয়াছি। আমি দিবানিশি ইহা ধ্যান ও জপ করিব। কিন্তু সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা-শক্তি আমাতে কখন আসিবে?

সীতা বলিলেন—বৎসে রাজপুত্র চিন্তা করেন, পিতার রাজত্ব আমি কবে পাইব? কিন্তু কিরণের সর্ব্বস্ব যেমন সূর্য্য, সূর্য্যের সর্ব্বস্ব যেমন কিরণ, সেইরূপ পিতার সর্ব্বস্ব পুত্রের এবং পুত্রের সর্ব্বস্ব পিতার,—ইহা রাজপুত্র যে দিন মনে মনে জানিতে পারিবেন সেই দিন তিনি বুঝিবেন যে, তিনি সমস্ত পিতৃরাজ্যের অধিকারী এক্ষণেই সেই রাজ্য ভোগ করিতেছেন। বৎসে, তুমি আত্মজ্ঞান

লাভ করিলে, পরমাত্মার দর্শনে তখনই বুঝিবে যে, সর্ব্বত্র চেতন-সম্বন্ধ থাকায়, অন্তর্যামিত্ব ও সর্ব্বজ্ঞতা তোমাতেই বিরাজিত রহিয়াছে। উষা যেমন ক্রমে সূর্য্য হয়, তুমিও সেইরূপ ক্রমে "সর্ব্বজ্ঞ" হইয়া উঠিবে। সূর্য্য-কিরণ কি সূর্য্য হইবার জন্য ব্যাকুল হয়? তখন নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি হওয়াতে ব্যাকুলতা আর থাকিবে না; সেই অবস্থায় পরম সুখের চরম অবস্থা লাভ করিতে পারিবে। সকল বিশ্ব যেমন সকল বিশ্বকে টানিতেছে, সেইরূপ সকল প্রাণ, সকল প্রাণকে ভালবাসার টানে টানিতেছে—ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া অমৃত-সাগরে মগ্ন হইবে।

দেখ, মনুষ্যগণ চেতন বলিয়া, আপনার হস্ত পদ, মন প্রাণকে কতকটা জানে। দেবগণ আরও অধিক চেতন বলিয়া আপন আপন প্রাণ মনকে অধিক জানেন। শুদ্ধ-চৈতন্য-ব্রহ্ম আপনার সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণই জানেন, সেইটি তাঁহার "নিজবোধ।" তাই ব্রহ্মে সমস্তই আছে, তাঁহার "নিজবোধরূপম্"। মনুষ্যতে যে পরিমাণে শুদ্ধচৈতন্য জাগ্রত হন, সেই পরিমাণে মনুষ্যের আত্মবোধ হয়। জীব-চৈতন্য যতই মহাচৈতন্যকে অনুভব করে. ততই সে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান হয়। মনুষ্য পঞ্চাশ বৎসরের কথা মুহূর্ত্তে স্মরণ করিতে পারে; দেবগণ সহস্র বৎসরের বিষয় নিমেষমধ্যেই দেখিতে পান। তাঁহারা সূক্ষ্মদেহধারী ও গগনবিহারী হইয়া ঈশ্বরকে অতি সহজেই জানিতে পাইতেছেন। তাঁহাদের চৈতন্য-দৃষ্টি সমস্ত সৃষ্টি ভেদ করিয়া রহিয়াছে। মানব-দেহ গঠনে মাটি জলই বেশী দেখা যায়। দেবদেহে তেজঃ, বায়ু, আকাশই সর্ব্বস্ব। মনুষ্য যতই সেই মহা চৈতন্যকে জানিবে, ততই ঐরূপ তেজোময় দেবলোক প্রাপ্ত হইবে ও সর্ব্বজ্ঞ হইবে।

মানসি! নিত্য সত্যকে না জানিতে পারায় সবই অনিত্য বলিয়া একটা ভয় হয়। নিত্য চৈতন্যকে বুঝিলে "অনিত্য" আর থাকে না। যেমন সমুদ্রের উপরে তরঙ্গগণ রঙ্গ করে, সেইরূপ মহাচৈতন্যের উপরে জীবচৈতন্য ভাসিয়া ভাসিয়া রঙ্গ করিতেছে। মহাসমুদ্র যেমন তরঙ্গকুলের একমাত্র মহাসম্পত্তি, মহাচৈতন্যও সেইরূপ জীবগণের নিজস্ব মহাসম্পত্তি।

অনন্ত সুখের আকর সেই মহাচৈতন্যকে না জানিতে পারায়, জীব-তরঙ্গের উত্থান-পতন দেখিয়া, অবোধ লোক ভয় ও দুঃখ পাইতেছে। রত্নাকর সমুদ্র যেমন তরঙ্গান্বিত হয়, অনন্ত সুখের ব্রহ্মচৈতন্য সেইরূপ জীব-তরঙ্গরূপে স্ফূর্ত্তি পাইতেছেন! জীব তরঙ্গ তাঁহারই "প্রতিভা"। অসীম অতলস্পর্শ সমুদ্রকে আপনার অখণ্ড দেহ বলিয়া জানিলে, তরঙ্গের সুখের সীমা থাকে না; সেইরূপ সর্ব্বসুখময় মহাচৈতন্যকে আপনারই অখণ্ড প্রাণ বলিয়া জানিলে জীবেরও সুখের সীমা থাকে না। তখন সর্ব্বজ্ঞতা আপনিই উদয় হইতে থাকে। বৎসে, এই উপস্থিত ভীষণ যুদ্ধ সেই সুখময় চৈতন্য-সমুদ্রের উপরিস্থ ভাসমান তরঙ্গ-রঙ্গ মাত্র। এই যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ প্রাণীর উত্থান পতন দেখিয়া কেনই বা ভীত ও বিষণ্ণ হইতেছ? কোথায় বা ভয় দেখিতেছ? কোথায় বা মৃত্যু দেখিতেছ? সবই সেই অনন্ত সুখময় চৈতন্য-সমুদ্রের রঙ্গময় তরঙ্গ-মালা। সকলেই সেই অভয়পদে অমৃত-ক্রীড়া করিতেছে।

ডিম্বের মধ্যস্থ পক্ষিশাবক ভাবে যে, ডিম্বটি ভাঙ্গিয়া গেলে তাহার কতই সর্ব্বনাশ হইবে! কিন্তু ডিম্ব ফুটিলেই কত বড় বিশাল জগৎ ও অসীম আকাশ শাবকের চক্ষুগোচর হয়. বল দেখি! সেইরূপ তোমরাও দেহ-ডিম্বের মধ্যে রহিয়াছ; দেহ-

ডিম্ব ভাঙ্গিলেই সর্ব্বনাশ হইবে ভাবিতেছ! কিন্তু তাহা নহে, দেহডিম্ব ফুটিলেই বিশাল দেবলোক ও অসীম ব্রহ্মলোক তোমার নেত্রগোচর হইবে। অণ্ডস্থ পক্ষিশাবকের ন্যায় দেহস্থ. তুমি তাহার কিছুই বুঝিতেছ না। শাবকের চক্ষু না ফুটিলে, অসময়ে যদি ডিম্ব ভাঙ্গিয়া যায়. তবে তাহার জগৎ দর্শন হয় না, আবার ঘুরিয়া ডিম্বের মধ্য দিয়া আসিতে হয়; সেইরূপ জ্ঞানচক্ষু না ফুটিতেই অসময়ে যদি দেহ-ডিম্ব ভগ্ন হয়, তবে সেইবার সেই মানব-শিশুর দেবলোক দর্শন ঘটে না, আবার ঘুরিয়া আসিতে হয়। তোমার জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত হইলে দেহ-ডিম্ব মধ্য হইতেই সেই দেবলোকের দিব্য আলোক তোমার জ্ঞানচক্ষুতে প্রতিফলিত হইবে সন্দেহ নাই। তখন দেখিবে, দেবলোক প্রকাশ পাইতেছে! সাকার নিরাকার একাকারই হইতেছে! নিরাকার তত্ত্বটি বুঝিয়া লইয়া, কেহ কেহ তাহারই সীমা না পাইয়া তাহাতেই মগ্ন হন। তাঁহারা আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ "রসতত্ত্বে" আর পৌঁছিতে পারেন না। কিন্তু যাঁহারা নিরাকার দর্শন হইতে নিত্য রসতত্ত্বের সন্ধান পান, তাঁহারা সেই "নিত্যরসেই' মগ্ন হন। উভয়েরই সৌভাগ্যের সীমা নাই।

বৎসে, রামরূপে ও রামনামে তোমার রুচি হউক। তিনি আত্মারাম, সকল রসস্বরূপ। সেই নিত্যরূপে ও নিত্যরসে মগ্ন হইয়া দেখিবে, "অনিত্যের" আর চিহ্ন মাত্র নাই; সমস্তই নিত্য হইয়া নিত্যানন্দে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে! সেই চিন্ময় রামরূপই ত্রিলোকে "আমি, আমার" বলিয়া স্ফুরিত হইতেছেন।

'আমার আমার'—সুধার লহরী!

উপরে সুধার ধারা

ঢালিতে ঢালিতে, মজিতে মজিতে,

সৃষ্ট বসুন্ধরা!

আমি আমি, আমি আমি—তরঙ্গ তাঁহার!

মম মম মম মম—লহরী সুধার!

বৎসে, সেই নিরাকার বিভুর বপু ধারণ কতই সুন্দর! কতই মধুর!

"মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোঃ।"

বহুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া যেন মানসীর সমাধি ভঙ্গ হইল। তিনি বলিলেন,—মা, আমি কৃতার্থ হইলাম। আমার জন্ম সফল হইল! আজ বাস্তবিকই আমার আনন্দের সীমা নাই। মা, আর একবার বলিয়া দিন, মহাচৈতন্যে আপনি কি ভাবে আছেন? আমরাই বা আপনাতে কি ভাবে থাকিব?

সীতা বলিলেন,—বৎসে "মহাচৈতন্যই" "পরম পুরুষ" রূপে প্রকাশ পাইতেছেন। জ্যোতিঃ যেমন আনন্দদায়িনী হইয়া মণির অঙ্গে স্ফূর্ত্তি পায়, সেইরূপ "মহা আহ্লাদিনী শক্তি" অত্যন্ত সুখদায়িনী হইয়া ঐ "মহাচৈতন্যের" অঙ্গে স্ফূর্ত্তি পাইতেছেন। সেই "প্রেমরূপা আহ্লাদিনী শক্তিই" আমি। আমার অত্যন্ত নিকটস্থ "তটস্থ শক্তিই" জীবগণ। তন্মধ্যে যে সকল জীব আমাকে দেখিতে পায়, তাহারা আমারই অংশ হইয়া, "পরম পুরুষ ও আমাকে" মধ্যস্থলে রাখিয়া, সখিভাবে চতুর্দ্দিক্ বেষ্ঠন করিয়া নৃত্য করে, ও মধ্যস্থিত "যুগলরূপের" সেবা ও ব্যজন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়া থাকে। জগতের অনির্ব্বচনীয় দাম্পত্য প্রেম আমাদেরই এই যুগলরূপের প্রতিবিম্ব বলিয়া জানিবে। এইরূপে যুগলরূপ বেষ্টন করিয়া আনন্দলীলা করিতে করিতে অংশরূপা সখীগণের মন প্রাণ

ঐ যুগলরূপে সম্পূর্ণ ডুবিয়া যায়। তখন, সেই জীবশক্তি, আমি ও পরম পুরুষ, তিনে এক হইয়া থাকি।

এইরূপে আমরা "একে তিন, তিনে এক" হইয়া নিত্যকাল নিত্য প্রেমে স্ফূর্ত্তি পাইতেছি। আহা জীবের ভাগ্যে কত সুখ! কত শান্তি! কত আনন্দ!

দ্বাদশ প্রবোধ।

প্রেমাশ্রুপূর্ণা প্রভাত-পদ্মপত্রাক্ষী মানসী জিজ্ঞাসা করিলেন—মা, চৈতন্য প্রভা কিরূপ, ও দেবলোকই বা কিরূপ, তাহা প্রত্যক্ষ করা যায় না কি?

সীতা উত্তর করিলেন-অবোধ বালিকে,প্রবোধ দ্বারা তোমাকে তাহা দেখাইয়া দিব। উৎকৃষ্ট অগ্নি-ক্রীড়া দেখিয়াছ ত? অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া আকাশ ছাইয়া ফেলে, ও আকাশে চিত্র-বিচিত্র অসংখ্য উজ্জ্বল তারকামালা সৃজন করে। উহাকে বলে "তারা-বাজি"। সে দৃশ্য কতই সুন্দর! ঐ অগ্নি-ক্রীড়াতে কত মানবাকৃতি, কত পশু পক্ষীর আকৃতি, ও কত পুষ্প-বীথিকা আকাশ পটে উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিতে থাকে। সেই সমুদায় দৃশ্যই অগ্নির ক্রীড়া। উহা অগ্নিরই প্রভা, শোভা, ও প্রতিভা! উহার প্রত্যেকটিই অগ্নি!

বৎসে, সেইরূপ উৎকৃষ্ট চৈতন্য-ক্রীড়া যদি দেখিতে চাও,তবে নয়ন মুদ্রিত কর, একবার মানস নেত্রে দেখ, জগতের রঙ্গমঞ্চে কি সুন্দর দৃশ্য! ঐ দেখ, মহাচৈতন্যের স্ফুলিঙ্গ সকল আকাশ-পটে লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মাণ্ডরূপে কিরূপ সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে! ঐ

দেখ, তাহার মধ্যে আবার লক্ষ লক্ষ চিৎ-অংশ, ক্ষণিক অগ্নি-ক্রীড়ার ন্যায় পশু-পক্ষিমানবাকৃতি, গিরি-প্রান্তর সাগর সরোবর, ও তরুলতার রূপ ধারণ করিয়া শূন্য-আকাশে উদয় হইতেছে! ঐ দেখ, চিৎ কণাসকল অস্থি-মাংসের সজ্জা করিয়া, প্রেমিক প্রেমিকা সাজিয়া পরস্পর কি সুন্দর আলিঙ্গন করিতেছে! উহাদের অভ্যন্তর হইতে নয়নের মধ্যদিয়া বিদ্যুতের ন্যায় কেমন জ্বলন্ত চিৎ-প্রভা ফুটিয়া বাহির হইতেছে! ঐ দেখ, লক্ষ লক্ষ চিৎ-বিন্দু মাতৃরূপে সন্তান ক্রোড়ে লইয়া, যেন স্নেহের অমৃত-সুখে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছে! ঐ দেখ, কত শত চৈতন্য-অংশ রাজা হইয়া হীরামণি-খচিত রত্ন-সিংহাসনে উপবিষ্ট; আর সম-প্রভাশালিনী কত চিৎ-প্রভা ভিখারিণী হইয়া দ্বারে দাঁড়িয়ে আছে! ঐ দেখ, বিদ্যুৎ বরণী চিৎপ্রভা-সকল কাঙ্গালিনী সাজিয়াছে, ও নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রমা-বদন রক্ত মাংসে আচ্ছাদন করিয়া কেমন কৃত্রিম রোদন করিতেছে! কত চিৎপ্রভা পতি-পুত্র-শোকের ভান করিয়া হাহাকার করিতেছে! কি অপূর্ব্ব রঙ্গই দেখাইতেছে! ঐ দেখ, একটা চৈতন্যরেখা যেন কৃষ্ণসর্প হইয়া ফণা তুলিয়া আসিতেছে; সবেগে আসিয়া ঐ রাজপুত্রকে দংশন করিল! কি অপূর্ব্ব ক্রীড়া! কি বিচিত্র তামাসা! ঐ দেখ, একটা চিৎ-বিম্ব চর্ম্ম-থলীতে প্রবিষ্ট হইয়া পশুরাজ সিংহ হইয়াছে, ও গুহামধ্যে বসিয়া কেমন কেশর আস্ফালন করিতেছে! কত শত চিৎ-বিম্ব ভীষণ অস্ত্রধারী দস্যুদল সাজিয়া কত গৃহস্থের গৃহে লুণ্ঠন করিতেছে; ঐ দেখ ধরিতেছে, মারিতেছে, ঐ শিরশ্ছেদ করিয়া ফেলিল! আবার ঐ দেখ, সাগর-তরঙ্গের ন্যায় কত শত চৈতন্য-বিম্ব চর্ম্ম-পুত্তলিকারূপে দুই দলে বিভক্ত হইয়া পরস্পর কেমন যুদ্ধাভিনয় করিতেছে! অসংখ্য

চিৎ-বিম্বরূপ দেবতা-সকল নর বানররূপে সজ্জিত হইয়া একদিকে অস্ত্রধারণ করিয়াছেন, অন্য চিৎ বিম্ব সকল অপর দিকে সশস্ত্রে দণ্ডায়মান। কি ভয়াবহ যুদ্ধ হইতেছে। ঐ দেখ, অগ্নিক্রীড়ার ন্যায় আগ্নেয় অস্ত্রে আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়াছে! অসংখ্য হয় হস্তী রথ-রথী ও সৈন্য-সামন্ত রক্তনদীতে পতিত হইয়া ভাসিয়া যাইতেছে ঐ দেখ,কত শুদ্ধ চিৎ-বিম্ব ঊর্দ্ধবাহু হইয়া হাহাকার-রবে দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ করিতেছে! ঐ দেখ,কত পতি-পুত্র হতাহত হইতেছে,দেখিয়া কত বিদ্যুৎ-বরণী চিৎ-প্রভা হাহাকাররবে সমুদ্রে জীবন-বিসর্জ্জন করিতে যাইতেছে! ঐ সমুদায় দৃশ্যই জল-তরঙ্গের ন্যায় শুদ্ধ চৈতন্য-তরঙ্গ মাত্র। চৈতন্য-তরঙ্গগণই "আমি, তুমি" সাজিয়া রঙ্গ করিতেছে। উহা আকাশের তারা-বাজির ন্যায় ক্ষণিক তামাসা মাত্র। অগ্নির ক্রীড়া যেমন অগ্নি ভিন্ন কিছুই নহে,ঐ সমস্ত চৈতন্য-ক্রীড়াও চৈতন্য ভিন্ন কিছুই নহে। সকলই অনন্ত আকাশের অনন্ত প্রাণ। ঐ দেখ, সমর-নিহত দেবভাব-প্রাপ্ত বীরগণ আকাশ-পথে কেমন বিষ্ণুলোকে গমন করিতেছেন! ঐ দেখ, বিষ্ণুলোকের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে, বীরগণ প্রবেশ করিতেছেন,—

ওই দেখ, আসছেন করিতে বরণ,
নৃত্যপরা বিম্বাধরা দেবকন্যা গণ!

মুনিকন্যা মানসী নয়ন মুদ্রিত করিয়াছিলেন, ক্রমে সমাধিস্থ হইয়াছেন। তিনি দেখিলেন আকাশের সুনীল চন্দ্রাতপখানি কে যেন টানিয়া লইয়া গেল। সেই স্থানে কি এক অসীম তেজঃপূর্ণ প্রাণময় মহাদেশ প্রকাশিত হইল। সে দেশের সমস্ত বস্তুই জড়ত্ব বিহীন। তন্মধ্যে এক জ্যোতির্ম্ময়ী অপূর্ব্ব পুরী! তাহার অনির্ব্বচনীয় অত্যুজ্জ্বল প্রভা দর্শন করিয়া সকলের মনপ্রাণ নৃত্য করিয়া

উঠিতেছে। শত শত দেব-দেবীগণ আসিয়া যেন সমর-পতিত অমরগণকে হস্ত ধারণপূর্ব্বক সেই জ্যোতির্ম্ময়ী পুরীমধ্যে লইয়া যাইতেছেন। দেব-দেবীগণের বেষ্টনমধ্যে সর্ব্বশেষে যে বীরচূড়ামণি প্রবেশ করিতেছেন, তাঁহার শিরোদেশে যেন রবিকর-নিন্দিত মুকুট-ছটা বিকীর্ণ হইতেছে! তাঁহার গলদেশে বিদ্যুৎময় বৈজয়ন্তী মাল্য, নয়ন ও আনন-শোভায় যেন চন্দ্রসুধা-নিন্দিত মধুরতা সিঞ্চন করিতেছে! তাঁহার ললাট-পটে যেন ব্রহ্মতেজঃ ফুটিয়া বাহির হইতেছে!

মানসী ঐ অমর পুরুষের বদনশোভা দিব্যচক্ষে নীরিক্ষণ করিতে করিতে নিস্পন্দ হইয়াছেন। তিনি দেখিলেন ঐ মহাপুরুষই তাঁহার প্রিয়তম পতিদেবতা তরণীসেন।

বহুক্ষণেও মানসীর সমাধি ভঙ্গ হইতেছে না, দেখিয়া জনকনন্দিনী তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিলেন; অমনি প্রভাত-কমলের ন্যায় তাঁহার প্রফুল্ল নয়ন উন্মীলিত হইল। তিনি পদ্মালয়া সীতার পাদপদ্মে প্রণতা হইয়া স্তুতি করিতে লাগিলেন,—

একি দেখিলাম দেবি, বিষ্ণুবক্ষ-বিলাসিনি!
জয় জয় সর্ব্বশক্তি, অরূপ-রূপ-ধারিণি!
সর্ব্বরূপ-ময়ী দেবী সর্ব্ব-দেবী-ময়ং জগৎ,
আতোঽহং বিশ্বরূপাং তাং নমামি পরমেশ্বরীং।

সীতার মধুমাখা কথা শুনিতে শুনিতে নির্ব্বাত-নিষ্কম্প-প্রদীপের ন্যায় সরমার মনও সমাধিস্থ হইয়া রহিয়াছে। তিনি বহুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া ক্রমে সংজ্ঞা লাভ করিলেন; তৎপরে বলিলেন, দেবি, মহারাণী মন্দোদরী আপনাকে যথার্থই জানিতে পারিয়াছেন। তিনি লঙ্কাপতিকে অনেক প্রবোধ দেওয়ার পরে লঙ্কেশ্বর বলিয়াছেন—মন্দোদরি, আমি এতদিনে বিলক্ষণ জানিলাম, রামচন্দ্র সেই পূর্ণ-

ব্রহ্মের অবতার; তথাপি আমি যুদ্ধে নিবৃত্ত হইব না। দেখ, বৃক্ষ ফলদান করে বটে,কিন্তু চাহিবামাত্রই সে ফলদান করে না। বৃক্ষকে আলোড়িত করিয়া পীড়ন করিলে তৎক্ষণেই সুপক্ক ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা ঈশ্বরেরই ইচ্ছা। মন্দোদরি,যতক্ষণ আমার এই পাপপূর্ণ রক্ষোদেহ সেই বিষ্ণুহস্তে পতিত হইয়া মুক্তিলাভ না করিবে,ততক্ষণ আমি কমলালয়া সতীকে কিছুতেই মুক্তি দিতে পারিব না।

দেবি,মহারাণী আপনাকে বিশেষ জানেন। আমি লঙ্কাধিষ্ঠাত্রী দেবীর চরণসেবিকা সেই মহারাণী মন্দোদরীকে সঙ্গে করিয়া নিশীথকালে আপনার চরণপ্রান্তে আসিব। পরম ভক্তিমতী মন্দোদরী আপনার চরণ সেবা করিয়া কৃতার্থ হইবেন।

সীতা বলিলেন—সরমে, রক্ষঃপতির কথাতেই বুঝা যাইতেছে এই যুদ্ধ অনিবার্য্য. এবার লঙ্কেশ্বরের মুক্তিলাভও অনিবার্য্য। তুমি সেই রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী মন্দোদরীকে সঙ্গে লইয়া আসিবে; আমি তোমাদিগকে বশিষ্ঠদেব ও মহর্ষি অষ্টাবক্রের মহা উপদেশ, ও রামনাম শ্রবণ করাইব,তাহাতেই শান্তিলাভ করিতে পারিবে।

সখি, এক্ষণে রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইল। ঐ দেখ চন্দ্রমাকিরণ মগ্ন হইয়াছে। আমি রামনাম-জপে নিবিষ্ট হই। তোমরা শয়নকর।

তখন সেই নিশীথকালের নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে, মহেশ-মন্দিরের সম্মুখে, অশোকতরু তলে বসিয়া ভগবতী সীতা-দেবী, মধুবর্ষী উচ্চকণ্ঠে অমৃতময় রামনাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন ও ক্রমে জপমগ্ন হইলেন।

পতিব্রতা সরমা প্রাণসমা পুত্রবধূকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া সেই মৃতসঞ্জীবনী রামনাম শ্রবণ করিতে করিতে কমলার চরণ-প্রান্তে তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন।

অষ্টাবক্রে-মধুচক্রে।

মধুদান।

শ্রীমদষ্টাবক্রে, নিত্য মধুচক্রে, প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে শুধু
অমরতা দিতে, এই অবনীতে, প্রকৃষ্ট প্রবোধ-মধু !
বর্দ্ধমান মাঝে, সাহিত্য-সরোজে, মধুপ রাজেন্দ্র জানি,
অভিষেকে তাঁরে, আস্বাদন তরে, এ মধু দিলাম আনি

অষ্টাবক্রে-মধুচক্রে।

রাজা জনক জিজ্ঞাসা করিলেন—

কহ প্রভু কৃপাময়, কি প্রকারে জ্ঞান হয়,
মুক্তিলাভ করিব কেমনে ?
বিষয়ে বৈরাগ্য পাব কেমনে কহ তা প্রভো,
গুরুদেব, মিনতি চরণে !

মহর্ষি অষ্টাবক্র কহিলেন,—

বৎস, যদি মুক্তি চাও, আসক্তি ছাড়িয়া দেও,
বিষয়-বিষের পানে চাহিও না আর,
ক্ষমা দয়া সরলতা সত্য আর সন্তুষ্টতা,
অমৃতের তুল্য জানি সেবা কর তার।

প্রকরণ ১। ১ শ্লোক

পৃথিবী সলিল আর; নহ কিছু তুমি তার,
অনল অনিল তুমি নহ কদাচন,
এ সবের সাক্ষীরূপ একমাত্র চিৎস্বরূপ
পরমাত্মাকেই জান মুক্তির কারণ। প্র ১।২ শ্লোক।
দেহকে পৃথক্ ধরি চিত্তেই বিশ্রাম করি
অবস্থান কর যদি স্থির করি মন,
এখনি ঘুচিবে শ্রান্তি, এখনি পাইবে শান্তি,
সুখী হবে, দূরে যাবে এ ভব-বন্ধন। ১।৩
জাতি বর্ণ নাহি তব, আশ্রমও অসম্ভব,
চক্ষুর গোচর তুমি কখনও নও.
তুমি যে বাসনা-হীন নিরাকার চিরদিন—
সংসারের সাক্ষী হয়ে চিরসুখী হও। ১।৪
সুখ দুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্ম,— সকলি মনের কর্ম্ম,
এ সবের কিছুমাত্র তোমাতে ত নাই,
না তুমি কর্ম্মের কর্ত্তা, না তুমি সংসার-ভোক্তা,
সকলের মাঝে মুক্ত নির্লিপ্ত সদাই। ১।৫
"আমি কর্ত্তা" এই ভ্রম মহা কাল-সর্প সম
দংশেছে তোমায়! তার মহৌষধ লও,
সংসারে সুখের বার্ত্তা,— "আমি কভু নহে কর্ত্তা"
এ বিশ্বাস-সুধা পানে চিরসুখী হও। ১।৭
"নিত্যশুদ্ধ বোধ মাত্র আমি যে ইহ পরত্র"
এ নিশ্চয়-জ্ঞানানল যত্নে জ্বালি লও,
অজ্ঞানে আগুন দিয়া জরা মৃত্যু পুড়াইয়া,
রে মানব চিরদুঃখী, চিরসুখী হও। ১।৮

"আমি মুক্ত"—অভিমানে মুক্তি জাগে জীব-প্রাণে,
'বদ্ধ' অভিমানে জীব থাকে বন্ধনেই,
যাহার যেমন মতি, তাহার তেমন গতি,—
অসার সংসার মাঝে সার সত্য এই! ১।১০

সাক্ষীরূপ আত্মা বিভু পূর্ণ—বদ্ধ নহে কভু,
এক মাত্র, চিৎস্বরূপ, সর্ব্ব ক্রিয়াতীত!
অসঙ্গ নিস্পৃহ শান্ত, হেন বিভু হয়ে ভ্রান্ত,
সংসারে সংসারী সেজে, ভ্রমে উপনীত! ১।১১

হে পুত্র, সংসারে এসে দেহ-অভিমান-পাশে,
সদা বদ্ধ!—মোহমুগ্ধ কেন আর রও?
'শুদ্ধবোধ মাত্র আমি'!—এই জ্ঞান-খড়্গে তুমি,
দেহ-অভিমান কাটি চিরসুখী হও। ১।১৩

তোমাতেই বিশ্ব ব্যাপ্ত, তোমাতেই ওতপ্রোত,
তোমাতেই সুনিহিত সমস্ত সংসার,
তুমি যে প্রশুদ্ধ নিত্য, তুমি যে প্রবুদ্ধ সত্য,
ভব-ভীত ক্ষুদ্র চিত হ'ওনারে আর! ১।১৪

নিরপেক্ষ নির্ব্বিকার হওরে নির্ভয় আর,
হও সুশীতল-প্রাণ চির শান্তিময়,
রোগ নাই শোক নাই লোভ নাই ক্ষোভ নাই,
অবাধে অগাধ বুদ্ধি চিদানন্দময়! ১।১৬

হায়রে আমি যে নিত্য— নিত্য যে ত্রিগুণাতীত,
শুদ্ধ শান্ত সত্যবোধ নিত্য নিরঞ্জন!
এত কাল বিড়ম্বিত মায়ামোহে বিমোহিত!
অমানিশা-অন্ধকারে দেখেছি স্বপন! ২।১

হায়রে শরীর সহ এই মহা বিশ্ব-মোহ
শ্রান্তি ক্লান্তি জীব-ভ্রান্তি করি পরিহার,
এবে কর্ম্ম-সুকৌশলে আত্মযোগ-বুদ্ধিবলে
দেখি মহাসত্তা—পরমাত্মা আপনার! ২।৩

তরঙ্গ বুদ্‌বুদ্‌ আর ফেনরাশি স্তূপাকার
বারি হ'তে বিনির্গত—বারি ভিন্ন নয়,
এই বিশ্ব সেই মত আত্মা হ'তে বিনির্গত,
আত্মা ছাড়ি নাই কিছু—আত্মা বিশ্বময়! ২।৪

বস্ত্র মাত্রে এ ধরায় সূত্র মাত্র আছে তায়,
বুনে মাত্র তন্তুবায় ইচ্ছা অনুসারে,
এই বিশ্ব সেই মত আত্মসূত্রে বিনির্ম্মিত,
গঠিছে বিকৃত মন প্রাকৃত আকারে! ২।৫

ইক্ষুরসে মিষ্ট অতি শর্করার অবস্থিতি,
অণুতে অণুতে ব্যাপ্ত অবিচ্ছেদে রয়,
সেরূপ হইয়া লিপ্ত এ বিশ্ব আমাতে ব্যাপ্ত,
নিখিল জগতে কিছু আমা ভিন্ন নয়। ২।৬

অজ্ঞানের কুহেলিকা এ বিশ্ব সংসারে মাখা,
অজ্ঞানে বিকৃত বিশ্ব আমাতেই ভাসে;
ঝিনুকে রজত ধ্যান, রজ্জুতে সর্পের জ্ঞান,
মরীচিকা মাঝে যেন সরোবর হাসে। ২।৭

জলেতে তরঙ্গ ভাসে, জলে যথা মেশে শেষে,
স্বর্ণ অলঙ্কার যথা স্বর্ণে পরিণত,—
আমা হ'তে বিশ্ব হয়, আমাতেই হয় লয়,
মাটিতে মিশায় যথা কুম্ভ শত শত। ২।১০

ব্রহ্মা আদি মারিলেও কোটী বিশ্ব বিনাশেও
যার বিনাশের কভু সম্ভব না হেরি,
অহো কি কহিব আর !—কভু ধ্বংস নাহি যার,
এ হেন আমাকে আমি নমস্কার করি। ২।১১
হইয়াও দেহবান্ আমি এক মহাপ্রাণ,
আত্মরূপে ব্যাপি আছি এ বিশ্ব সংসার !
কোথাও ত যাই নাই, কোথা হতে আসি নাই,—
এ হেন আমাকে আমি করি নমস্কার ! ২।১২
আমার বলিতে আর কিছুমাত্র নাই যার,
অথবা নয়ন মন বচনে যা ধরি,
যাহা কিছু এ সংসারে সবি যার অধিকারে,
এ হেন আমাকে আমি নমস্কার করি ! ২।১৪
'জানা' বা কি ? জানিব কি ? জানিবে কে বল দেখি ?
জানাজানি নাহি কিছু !—অজ্ঞান কারণ
দেখায় যে জানাজানি, সেটি আমি নাহি জানি,
বিশ্বরূপে আমি সেথা নিত্য নিরঞ্জন ! ২।১৫
এ দেহ ত আমি নয়, আমার কি দেহ হয় ?
জীব নই, শিব হই, চিন্ময় কেবল !
"জীবনে মমতা মম" এইটি বিষম ভ্রম,—
গলায় দিয়াছি আঁটি কঠিন শৃঙ্খল ! ২।২২
আমার অন্তর হায়, অনন্ত জলধি প্রায়,
চিত্তবায়ু যোগে নিত্য হিল্লোলে হিল্লোলে,
আন্দোলিত করি তারে, উঠিছে সে পারাবারে
প্রবল ঝটিকাবর্ত্ত জগৎ-কল্লোলে ! ২।২৩

জীবন-জলধি-জলে চিত্তবায়ু সুকৌশলে
ক্ষান্ত হ'লে শান্ত হয় অনন্ত-সাগর ;
জীব যে বাণিজ্য-কারী, ভাগ্যদোষে আহা মরি,
জগৎ বাণিজ্য-তরী নিতান্ত নশ্বর ! ২।২৪

আমার এ মহার্ণবে উঠিছে ভীষণ রবে
অহো, কি আশ্চর্য্য জীব-তরঙ্গ প্রবল.
স্বভাবতঃ আসি রঙ্গে পশিছে জলধি-অঙ্গে,
উঠিছে খেলিছে, ঢলি পড়িছে কেবল ; ২।২৫

অবিনাশী নিত্য আত্মা, অদ্বিতীয় পরমাত্মা,
তত্ত্বে তত্ত্বে সুধাময়—সত্য জানি শ্রুতি,
সুধীদ্র, তোমার হেন আর বা হইবে কেন
ধন জন উপার্জ্জনে বৃথা মতি গতি ! ৩।১

বিশুদ্ধ চৈতন্য সত্তা পরম সুন্দর আত্মা—
জানিয়া শুনিয়া জীব তথাপি কেমন
কামনায় ক্ষিপ্তপ্রায়, কলুষিত করে হায়
কালিমায়, নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রমা-বদন ! ৩।৪

অদ্বৈত জ্ঞানেতে মন করিয়াও সংস্থাপন
মোক্ষ অভিলাষী জীব কেমন আবার,
বিহ্বল কামের বশে, করে শেষে অনায়াসে
অদম্য সে কাম্য ক্রীড়া—আশ্চর্য্য ব্যাপার ! ৩।৬

বিশ্বব্যাপী নিজ আত্মা,—দেখিছেন যে মহাত্মা,
তাঁর কার্য্যাকার্য্যের বা কে করে বিচার ?
যে ইচ্ছা যখন আসে, করেন তা অনায়াসে,
নিষেধ করিতে তাঁরে সাধ্য আছে কার ? ৪।১

তেজঃ বায়ু ক্ষিতি জল মাঝে বস্তু যে সকল—
আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত, সর্ব্ব বিষয়েতে
ব্যোম-প্রাণ জ্ঞানিগণ করিতে সমর্থ হন
গ্রহণ বা বিসর্জ্জন ইচ্ছা অনিচ্ছাতে! ৪।৫

অহো দেখিছ না তুমি চিন্ময় পুরুষ আমি,
মায়া-ইন্দ্রজালে বিশ্ব রয়েছে ভুলিয়া,
কি আছে আমার হেয়! কি আছে বা উপাদেয়!
অন্ধেরাই দ্বন্দ্ব করে ভাল মন্দ নিয়া! ৭।৫

কেবল দুদিন কাল স্বপ্নে দেখ ইন্দ্রজাল—
প্রবঞ্চক এ সংসার মিথ্যা ভাণ করে!
স্বজন বান্ধব মিত্র ধন ধান্য কৃষিক্ষেত্র,
স্ত্রী পুত্র সম্পদ্ মাত্র মুহূর্ত্তের তরে! ১০।২

অত্যন্ত বাসনা যেই ভবের বন্ধন সেই,
বাসনা বিনাশ হ'লে মোক্ষ তার নাম!
আসক্তি ছাড়িলে সত্য অমনি ডুবিবে চিত্ত
সন্তোষ-সুধার সিন্ধু মাঝে অবিরাম! ১০।৪

বৃথা অর্থ কামনায় কি ফল ফলিবে হায়?
লোক-ধর্ম্মে পুণ্য-কর্ম্মে ঘুচিবে না ভ্রান্তি!
এ ঘোর সংসারে তাই মনের বিশ্রাম নাই!—
আত্মজ্ঞানে অনন্তের নিত্য সুখশান্তি! ১০।৭

কায়-মনো-বাক্যে আর জন্মে জন্মে কত বার
দুঃখ হাহাকারপূর্ণ কর্ম্মে রবে ভুলি!
হায়রে এখনো তাই ভুগিছ, বিশ্রাম নাই,—
অহো, নিত্য আত্মসুখে দিয়া জলাঞ্জলি! ১০।৮

"চিন্তাই" দুঃখের হেতু, "নিশ্চিন্তা" সুখের সেতু,
নিশ্চয়—অন্যথা নয়, দৃঢ় জানি লও,
তাই হ'য়ে চিন্তাহীন, ক্ষান্ত হও চিরদিন,
শান্ত হয়ে ভ্রান্ত জীব চিরসুখী হও। ১১।৫

দেহে হ'ল কত ক্লেশ বাক্যে তর্ক নাহি শেষ,
মনে চিন্তা অবশেষ—ক্লেশে তনু ক্ষয়!
পরে আত্মজ্ঞান পেয়ে, এবে দেখ আছি হয়ে,
নিশ্চিন্ত নির্ম্মল শুদ্ধ চিরানন্দ ময়! ১২।১

আশ্রম বা অনাশ্রম সকলি মনের ভ্রম;
এটি চাই, সেটি নাই, ওটি ছেড়ে বাঁচি—
এ সব কল্পনা মাত্র! পেয়ে আত্মজ্ঞান-সূত্র
চিদানন্দে চির স্থির ধীর হয়ে আছি! ১২।৫

কায়-ক্লেশে কভু ক্ষোভ, কভু বা জিহ্বার লোভ,
কভু হয় মনোদুঃখ—কহিতে সরম!
এ সকল পরিহরি পরম পুরুষে ধরি,
রয়েছি পরম সুখে সুখের চরম। ১৩।২

কার বা বিষয় ধন? কার মিত্র শত্রুগণ?
কিবা শাস্ত্র, কি বিজ্ঞান? কিছুই না চাই!
ওকি কথা কহ তুমি?— নিষ্কাম নিস্পৃহ আমি,
আমার বলিতে আর কিছুই ত নাই। ১৪।২

করিয়া ঈশ্বর ধ্যান, লভি পরমাত্ম জ্ঞান,
পরম পুরুষে জানি অশেষ বিশেষ,—
কিবা বন্ধ কিবা মোক্ষ, নৈরাশ্যেও নাহি লক্ষ্য,
মুক্তির তরেও নাই ভাবনার লেশ! ১৪।৩

অন্তরে বাসনা শূন্য, হইয়া হয়েছি ধন্য,
সচ্ছন্দে পরমানন্দে বাহিরে বিহার,—
এ ভাবে এ ভবে আসা, এ হেন বিচিত্র দশা
যার হয় সেই জানে!—অপূর্ব্ব ব্যাপার! ১৪।৪

যথা তথা অনায়াসে, যে সে এক উপদেশে
যথার্থ কৃতার্থ হন, সাত্ত্বিক সুজন;
সমস্ত পৃথিবী নিয়া, আজীবন জিজ্ঞাসিয়া,
সন্দিগ্ধ বিমুগ্ধ তবু সত্ত্বহীন মন! ১৫।১

এ দেহ কল্পান্ত থাক্, অথবা আজই যাক্,
থাক্—যাক্ ক্ষতি বৃদ্ধি তাতে কি তোমার?
অজর অমর নিত্য তুমি যে চিন্ময় সত্য!—
লাভালাভ ক্ষতি বৃদ্ধি হবে বল কার? ১৫।৮

এক মাত্র সে চৈতন্য ব্রহ্মরূপে পরিপূর্ণ—
তাই ছিল, তাই আছে, থাকিবেও তাই!
কৃতার্থ হইয়া তুমি সুখে দেখ ব্রহ্মভূমি,—
কি আনন্দ! তোমার ত বন্ধ মোক্ষ নাই!' ১৫।১০

মোক্ষ পাব বলি যার মনে অভিমান সার—
রয়েছে দেহের প্রতি মমতাও বেশ!
কোথায় বা তার জ্ঞান? কোথায় বা যোগ ধ্যান?
কেবল সে দুঃখ ভাগী,—দুর্গতির শেষ! ১৬।১০

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সাক্ষাতে দিলেও বর—
বসি বসি কহিলেও শত উপদেশ,
না গেলে বাসনা-ভ্রান্তি কভু ঘুচিবে না শ্রান্তি,
কখনো পাবে না স্বস্তি—সুখশান্তি লেশ! ১৬।১১

বিশ্ব ধ্বংস হয়ে যাক্, যা আছে বা তাই থাক্,—
বিনাশে বাসনা নাই, দ্বেষ নাই ভবে,
যা আছে তাতেই হৃষ্ট,— খেয়ে প'রে পরিতুষ্ট,
সচ্ছন্দে থাকেন সুখে, ধন্য সাধু সবে। ১৭।৭

রমণীর রূপরাশি, অথবা সাক্ষাৎ আসি
মূৰ্ত্তিমান্ মৃত্যু যদি সম্মুখে দাঁড়ায়,
বিহ্বল করিতে নারে— টলাইতে নাহি পারে
সদা স্বস্থ ব্রহ্মে যুক্ত, মোহমুক্ত তাঁয়। ১৭।১৪

সুখে দুঃখে সম সুখী, নরনারী সম দেখি,
বিপদে সম্পদে স্বস্থ ধীর সর্ব্বদাই,
যা কিছু জগৎ-সৃষ্টি, সকলে সমান দৃষ্টি,
উত্তমে অধমে তাঁর ভিন্ন ভাব নাই! ১৭।১৪

মায়া শূন্য চির দিন বিষয়ে বাসনা হীন,
দারা সুতে নাই আর স্নেহের বন্ধন!
শরীর-চিন্তাও নাই আশাশূন্য সর্ব্বদাই,—
কিবা শোভা পান সাধু বিশ্ব-বিমোহন! ১৮।৮৪

কিবা ধর্ম্ম অর্থ কাম? কিবা সে মোক্ষের নাম?
দ্বৈত ও অদ্বৈত জ্ঞান ছাড়ি নিশি দিবা,
আপন মাহাত্ম্য জানি স্বপদে আছি যে আমি,
এ হেন আমার আর দ্বৈতাদ্বৈত কিবা? ১৯।২

কি হবে ত্রিবর্গ কথা? যোগ কথা বলা বৃথা!
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ কেবা আর চায়?
আত্মায় বিশ্রাম যার এ হেন আমার আর
কি হবে রে বৃথা জ্ঞান বিজ্ঞান কথায়? ১৯।৮

মায়া বা কি ? কি সংসার ? প্রীতি বা বিরতি কার ?
লভিয়াছি চিরশান্তি—"আনন্দ কেবল"।
জীব বা কি ? ব্রহ্ম বা কি ? সকলি সমান দেখি,
দ্বন্দ্বহীন হয়ে আমি সর্ব্বদা নির্ম্মল। ২০।১১
কিবা শাস্ত্র কিবা শিক্ষা, কিবা গুরু কিবা দীক্ষা ?
কারে বলে মোক্ষ মুক্তি জীব-জগতের ?—
আমার উপাধি যত, সকলি সমাধি-গত,
পূর্ণানন্দে পূর্ণ শান্তি শিব স্বরূপের। ২০।১৩

শ্রীহস্তামলক।

শ্রীহস্তামলক যোগী ছিলেন, পরে এক পবিত্র ব্রাহ্মণের আশ্রমে জন্ম গ্রহণ করেন; কিন্তু অনেকদিন পর্য্যন্ত কথা বলিতে পারিতেন না। শঙ্করাচার্য্য ঐ আশ্রমে উপস্থিত হইয়া, শিশুর নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিলেন। শিশু যে পরিচয় কহিলেন, তাহাই এই ক্ষুদ্র পুস্তকে লিখিত আছে। আমি যখন সংসারাশ্রমে মায়া-পঙ্কে পড়িয়া হাবুডুবু খাই, ও "ত্রাহি মধুসূদন, ত্রাহি মধুসূদন" করি, তখন এক দিন শ্রীহস্তামলক হস্তে পড়িলেন। উহা পাঠ করিয়া মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ যেমন দীপ্তিপায় সেইরূপ আমার মায়া-মেঘাচ্ছন্নচিদাকাশে একটি মহাস্মৃতির বিদ্যুৎ প্রজ্বলিত হইল, তখনই দেখিলাম যে, সেই হস্তামলক শিশুই "আমি"!

থাক্ থাক্ এ বিদ্যুৎ দিবস যামিনী,
চিদাকাশে হয়ে থাক স্থির সৌদামিনী !
ঋষি-হস্তে মহাবস্তু 'হস্ত-আমলক'
কার হস্তে দিব আমি এ ক্ষুদ্র পুস্তক ?

ধর্ম্ম অর্থ কাম ফল, তার শ্রেষ্ঠ মোক্ষ-ফল,
কুড়ায় যা তপোবনে তপস্বি-বালক,
বর্দ্ধমান-দিবাকর, বরাভয়-প্রদ কর,
ধরুন এ সুধাকর 'হস্ত-আমলক।'
বিমান-চারিণী দিয়া "চন্দ্রচূড়-চূড়া" নিয়া,
অভিষেক-কবিতায় দিনু রাজ-শিরে,
শ্যাম-অঙ্গ বঙ্গ হ্রদে, বর্দ্ধমান-কোকনদে,
রাজ-সিংহাসন পাতি, বসাইনু ধীরে!
দিলাম "মোহ-মুদ্গরে" রাজদণ্ড রাজ করে,
শাসিতে, নাশিতে ভব-ত্রিতাপের জ্বালা,
কৌস্তুভ-মণির ভাতি বৈজয়ন্তী হার গাঁথি,
দোলাইনু রাজগলে "মণিরত্ন-মালা"।
কি দিবে ব্রাহ্মণ দীন রাজ্যাভিষেকের দিন
রাজাধিরাজের করে, নিবারিতে ক্ষুধা?
খুঁজি খুঁজি তপোবন, এনেছি অমূল্য ধন,
অষ্টাবক্র-মধুচক্র সুধাকর-সুধা।
কুবের ভাণ্ডারে যাই, মনোমত ধন নাই!
'তপোবনে' বনফল সম্বল আমার!
'হস্ত-আমলক'-ছলে ভবপার-সুসম্বলে
করতলে 'মোক্ষফল' দিলাম রাজার!
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ, লাভালাভে নাই লক্ষ্য,—
লক্ষপতি-পক্ষ রাখা উপলক্ষ শুধু,
নিত্যা পরা প্রকৃতিস্থির হেরি ভাসি প্রেম-নীরে,
ত্রিভুবন বৃন্দাবন—মধু মধু মধু!

শ্রীহস্তামলক।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন,—

কে তুমি কহত শিশু, কাহার সন্তান ?
কিবা নাম ? কোথা ধাম ? কোথায় প্রস্থান ?
সুস্পষ্ট উত্তরে কর সন্তুষ্ট আমায়,
বাড়িছে বড়ই প্রীতি নিরখি তোমায়। ১

হস্তামলক শিশু কহিলেন—

আমি ত মনুষ্য নহি, কহি সত্য কথা ;
যক্ষ রক্ষ নহি আমি, নহি ত দেবতা।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ত না হই,
গৃহস্থও নহি আমি, বনস্থও নই !
ভিখারী কি ব্রহ্মচারী ভাবিও না তুমি,
নিত্য সত্য অনুভব—'আত্মবোধ" আমি। ২

সংসার-কার্য্যেতে সূর্য্য কারণ যেমন,
মন-প্রবৃত্তির যিনি সেরূপ কারণ,
সমাধি পাইল যাঁতে উপাধি সকল
গগনের ন্যায়, যিনি চেতনা কেবল,
আহা সে বিশুদ্ধ বুদ্ধি নিত্য-বর্ত্তমান
জ্ঞানরূপী আত্মা আমি—পূর্ণ মহাপ্রাণ। ৩

আগুনে উষ্ণতা প্রায় জ্ঞান থাকে যাঁতে,
অদ্বিতীয় অবিচল সর্ব্ব অবস্থাতে,
যাঁর পদাশ্রয়ে জড় ইন্দ্রিয় সকল
সতত নিরত থাকে স্বকার্য্যে কেবল,

আমি সেই সত্যবুদ্ধি শুদ্ধ জ্ঞানরাশি,
"নিত্য উপলব্ধি" রূপ আত্মা অবিনাশী! ৪
দর্পণে বদন-ছায়া স্পষ্ট দৃষ্ট হয়,
বদন ও ছায়া দুটি ভিন্ন বস্তু নয়।
পড়িলে আত্মার ছায়া বুদ্ধির উপর;
সেই ছায়া জীব নামে খ্যাত চরাচর।
জীব যা তা ছায়া মাত্র—জীব আমি নয়,
আমি সেই নিত্য সত্য আত্মা জ্ঞানময়। ৫
যেমন দর্পণ গেলে মুখ ছায়া যায়,
মুখ ভিন্ন আর কিছু না থাকে তথায়,
সেই রূপ স'রে গেলে বুদ্ধির দর্পণ,
জীব-রূপী প্রতিবিম্ব করে পলায়ন!
যে জন আভাস হীন থাকেন কেবল,
আমি সে 'কেবল-জ্ঞান' আত্মা নিরমল! * ৬
মন চক্ষু আদি হ'তে বিমুক্ত যে জন,
কিন্তু যে মনের মন, নেত্রের নয়ন,

---

*যোগিগণ পরমাত্মাকে জ্যোতির্ম্ময়রূপে ধ্যান করেন, আপনাকেও জ্যোতির্ম্ময় আত্মারূপে ধ্যান করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের বিমুক্ত ভক্তগণ শ্রীশ্রীভগবানের জ্যোতির্ম্ময় পরম সুন্দর স্থিরযৌবন-মাধুর্য্য অন্তরে দর্শন করেন, এবং আপনাকেও জ্যোতির্ম্ময়ী স্থিরযৌবনা পরমাসুন্দরী ব্রজগোপীরূপে ভাবনা করেন। শ্রীরাধিকা আপনার স্থির যৌবনের সজ্জা করিয়া কৃষ্ণদর্শনে যাইতেছেন,—

"পহিরলি হার, উজর করি উরে,
চরণ হি সেরল রতন নূপুরে!
পহিলহি চলইতে বাম পদাঘাত,
নাচত রতিপতি ফুল-ধনু হাত!"

(পর পৃষ্ঠা)

চক্ষু কর্ণ নাসা চর্ম্ম মনোধর্ম্ম আর
বহু সাধনেও তত্ত্ব নাহি পায় যাঁর,
আমি সেই শুদ্ধ বুদ্ধি—অম্বুধি কেবল,
নিত্য উপলব্ধি রূপ সত্য সুবিমল! ৭
একমাত্র যে চৈতন্য শুদ্ধচিদাকাশে আসি,
উঠিছেন যথা কালে আপনা আপনি ভাসি,

শ্রীমতী উজ্জ্বল হার পরিয়া, রত্ন নূপুর পায়ে দিয়া যেমনই পূর্ণ উৎসাহে, সজোরে বামপদে চাপ দিয়া চলিয়াছেন, অমনি সঙ্গে সঙ্গে রতিপতি অনঙ্গ ফুলধনু লইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে তিনি কুঞ্জে গিয়াই সম্মুখস্থ দর্পণে মুখ দেখিতে দেখিতে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা মর্ম্ম-সখির নিকটে বলিতেছেন—

সখিরে, "মুখের শিঙ্গার, করিতে আছিনু, মুকুর লইয়া মুঠে,
টাটু কানাই, অঙ্গ নিরখয়ে, দাড়াঞা আমার পিঠে।
চিকণ কালিয়া, আধেক দেখিনু, আধ মুকুরের পাশে,
গিম মোড়া দিয়া, ফিরিয়া চাহিতে, চুম্ব দিয়া সে হাসে।"

চমকি উঠিনু জনু জাগি,—এক তনু মন ভেল, হিয়ে হিয়ে লাগি।"

সখি, দর্পণে মুখ দেখিতেছিলাম। নির্লজ্জ কানাই আমার পিঠের দিকে দাঁড়াইয়া আমার অঙ্গ দেখিতেছিল। দর্পণ-পার্শ্বে আমি তার আধখানি রূপ হঠাৎ দেখিলাম। ফিরিয়া চাহিতেই সে আমাকে বক্ষে ধরিয়া চুম্বন করিয়া হাসিয়া উঠিল। আমি যেন চমকিয়া জাগিয়া উঠিলাম। তখন দুটি প্রাণ মিশিয়া, যেন এক দেহ-মন হইয়া গেল।

অহং-বুদ্ধির দর্পণের মধ্যেই আত্মারূপী ভগবান তাঁহার নিজ মুখ একটু দেখান। "অহং" হইতে মুখ ফিরাইয়া, পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেই অমনি তিনি হাসিয়া আসিয়া, চুম্বন দিয়া বক্ষে তুলিয়া লন। তখন অহং বুদ্ধি তাঁহার সহিত এক হইয়া যায়। এই অদ্বৈত ভাব পার্থিব ভাবের মিলনে কতই সহজ-সুন্দর, কতই মিষ্ট হইয়াছে। বেদান্তের অদ্বৈতবাদ আর ব্রজলীলার অদ্বৈত ভাব পরস্পর আলিঙ্গন করিতেছে, একটি আর একটিকে ফুটাইয়া তুলিতেছে—শ্রীমদ্ভাগবতকার ইহাই দেখাইয়া দিয়াছেন। বৈষ্ণব-কবি পার্থিব রসতত্ত্বের সহিত অধ্যাত্ম-নিত্য-রসতত্ত্বের কি অপূর্ব্ব ভাব মিলাইয়া মিশাইয়া, দেখাইয়াছেন। পার্থিব প্রেমই আধ্যাত্মিক প্রেমের ছায়া, এইটি দেখিয়াই যে সেইটি বুঝা যায়, তাহা শুষ্ক-জ্ঞানিগণ বুঝিতে পারেন না।

নানা জলে সূর্য্যছায়া বিভিন্ন যেমন হয়,
নানা বুদ্ধি যোগে যিনি সেরূপ ভিন্নতা ময়,
আমি সেই মহাতত্ত্ব—নিত্য সত্য জ্ঞানরাশি,
একমাত্র মহাসত্তা—পরমাত্মা অবিনাশী ! ৮

যেমন একটি মাত্র সূর্য্য হন সমুদিত,
করেন অনেক নেত্র এক কালে প্রকাশিত,
ক্রমে নহে—সর্ব্ব নেত্র একেবারে পরকাশ,
সেরূপ হইয়া যিনি এক মাত্র স্বপ্রকাশ,
করেন অনেক বুদ্ধি প্রস্ফুটিত নিরন্তর,
আমি সে সুন্দর সত্তা পরমাত্মা পরাৎপর। ৯

আদিত্য আলোক পেয়ে আঁখির আলোক হয়,
তাইতে নয়ন জ্যোতিঃ যেমন ভূলোকময়,
সেই রূপ হৃদে পেয়ে মহা জ্যোতিঃ সদা যাঁর,
প্রকাশেন মহাসূর্য্য জগজ্জ্যোতিঃ আপনার,
আমি সে, সূর্য্যের সূর্য্য মিহির-তিমির-হারী,
নিত্য সত্য আত্মজ্ঞান—আদিত্য প্রকাশকারী। ১০

নানা জলাশয় জলে, নানারূপ অবস্থায়,
সবিতৃমণ্ডল ছায়া নানা রূপ দেখা যায়,
সেই রূপ ছায়া রূপে একরূপী যেই জন,
বিবিধ বুদ্ধিতে পড়ি বিবিধ প্রকার হন,
আমি সেই এক মাত্র প্রাণ-সূত্র বর্ত্তমান,
চির সত্য আত্মবোধ—অবিরোধ মহাপ্রাণ। ১১

ঢাকিলে জলদ-জাল জগতের দৃষ্টি-পথ,
মূঢ় সবে ভাবে ভবে আবৃত আদিত্য-রথ !

অজ্ঞ নরে জ্ঞান করে প্রভাকরে প্রভাহীন,
সেই রূপ নিত্য মুক্ত হয়ে যিনি চির দিন
দেখান বদ্ধের ন্যায়, মলিন বুদ্ধিতে আসি,
আমি সে বিশুদ্ধ বুদ্ধি—আত্মবোধ অবিনাশী। ১২

অণুতে অণুতে যিনি অনুবিদ্ধ এ সংসারে,
এক মাত্র, যাঁর গাত্র পরশিতে কেহ নারে,
সর্ব্বদাই সর্ব্বব্যাপী বিমান সমান যিনি,
প্রশুদ্ধ প্রকাশ মাত্র,—আর কেহ নহে তিনি,
আমিই সে শুদ্ধবুদ্ধি—উপলব্ধি নিরমল,
নিত্য আত্মজ্ঞান-রূপ শতদলে শত দল। ১৩

সুশুভ্র স্বভাব-স্বচ্ছ স্ফটিক-নির্ম্মল মণি
ভিন্ন-বস্তু ছায়া লাগি ভিন্ন বর্ণ ধরে জানি,
মলিন বুদ্ধির ছায়া লাগিয়া তোমার গায়,
সুশুভ্র স্ফটিক-অঙ্গ মলিন করেছে হায়।
ভূতলে চঞ্চল জলে, চন্দ্র যান গড়াগড়ি!—
গড়াগড়ি যাও, বিষ্ণু, বুদ্ধির চাঞ্চল্যে পড়ি। ১৪

শ্রীহস্তামলক সম্পূর্ণ।

মণিরত্ন-মালা।

বাঙ্গালীর বঙ্গভাষা বেশ-ভূষা হীন,
শ্রীহীনা বিলাতি বেশে নবীনা দুদিন।
বড় আশা মাতৃভাষা—ভাষাকুল দেবি,
দেব নাগরিক রত্নে পাদপদ্ম সেবি।

কি অমৃত স্তরে স্তরে সেই রত্নাকরে !
মৃতসঞ্জীবনী সুধা অক্ষরে অক্ষরে !
বঙ্গসর-ইন্দীবর বৰ্দ্ধমান-প্রভাকর
স্বধর্ম্ম সাগর-প্রাতঃস্নাত,
রাজাধিরাজের করে অকপট শ্রদ্ধাভরে
অর্পিলাম শ্রমফল যত।
ধরিত্রী-ক্ষত্রিয় কুল সুপবিত্র কারী,
অধ্যাত্ম-কমলবন পরিমল হারী,
নিরমল সুবীরত্ব সুধীরত্ব ধারী,
শ্রীল শ্রীযুক্ত সদা শ্রীঅঙ্ক-বিহারী,
শ্রীশ্রীবিজয় চাঁদ মহাতাব্ শূর
বৰ্দ্ধমান-অধীশ্বর নৃপ বাহাদুর !
অভিষেক-কালে তাঁর শুভযোগ জানি,
উপহার দিতে তাঁরে চয়নিয়া আনি,
দেবেন্দ্র-মৌলি-মন্দার বিনিন্দিত ধন,
এই মণিরত্ন-মালা করিয়া গ্রন্থন,
রাজগলে পরাইয়া দিল মালাকর,
অধ্যাত্ম-মালঞ্চে যার কুসুম-আকর।

মণিরত্ন-মালা।

ভবার্ণবে ডুবে মরি কহ গুরু কৃপা করি
কি বা করি ? আশ্রয় কোথায় ?
ধর বৎস দৃঢ় করি হরি-পাদপদ্ম-তরী,
আর নাই তরিতে উপায়। ১

বিষম বন্ধন কাহারে বলি ? অনুরাগ মাখা বাসনা গুলি ॥ ২
কহ গুরু হয় মুক্তি কিসে ? হইলে বিরক্তি বিষয়-বিষে ॥ ৩
কই সে নরক সংসার-বন্দীর ! ওই যে শরীর ব্যাধির মন্দির ॥
স্বর্গ-সুখ আর কাহাকে কয় ? বিষয় বাসনা বিষের ক্ষয় ॥ ৫
হিতকারী কিবা ? কিসে বা মোক্ষ ? শুধু আত্মবোধে সদাই লক্ষ্য।
কই ভয়ানক নরক দ্বার ? ওই নারী, কাম বিলাস যার ॥ ৭
শান্তিসুখ কিসে পাইবে সবে ? অহিংসা কেবল সুখদা ভবে॥
সুখের শয়ন হয়েছে কার ? ধ্যান ধারণায় সমাধি যার ॥ ৯
জীবন-যামিনী জাগিছে কে ? হিতাহিত-বাতি জ্বেলেছে যে।
মহাশত্রু কারা আপন গেহে ? অজিত ইন্দ্রিয় আপন দেহে ॥
মিত্র কারা ভবে করিবে ত্রাণ ? বিজিত ইন্দ্রিয় বাঁচাবে প্রাণ।
যথার্থ দরিদ্র নামটি কার ? বিশাল বিষয়-বাসনা যার ॥ ১৩
বড়ই সুন্দর সুশ্রী কে ? সদাই সন্তোষ পেয়েছে যে ॥ ১৪
জীবনে মরণ হয়েছে কার ? উৎসাহ উদ্যম গিয়াছে যার ॥
কিছুতেই নাই মরণ কার ? দুরাশা, সদাই বৃদ্ধি যার ॥ ১৬
কোন্‌টি সংসার-বন্ধন শুধু ? মম মম—এই মমতা-মধু ॥ ১৭
অন্ধ হতে অন্ধ, কে বা সে জন ? কামে বিদ্ধ যার নয়ন মন ॥
জীবন থাকিতে মরণ কার ? সবে অপযশ ঘোষিছে যার ॥
কেবা গুরু ? যিনি হিতোপদেষ্টা। কেবা শিষ্য ? যার গুরুতে নিষ্ঠা।
মহা বিজ্ঞতম কহি বা কারে ? মায়ার পিশাচী বঞ্চনা যারে ॥
কিবা মহাব্যাধি ? সংসার-রোগ। কি ঔষধ তার ? বিচার-যোগ।
ভূষণ হতেও ভূষণ কার ? বিমল চরিত্র ভূষণ যার ॥ ২৩
সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ তীর্থ কই ? শুদ্ধ শান্ত মনটি ওই ॥ ২৪
সাধুর ঘৃণিত কিবা,—কামিনী-কাঞ্চন-ভোগ ।

জীবের বন্ধন কিবা,—রমণী-রঞ্জন-যোগ ॥ ২৫
সদাই শুনিবে কিবা, মনে করি ঐক্য ?
অসার সংসার সার গুরু-বেদ-বাক্য ॥ ২৬
নরকের দ্বার কই ?—মায়াবিনী-অঙ্গ ॥
কোন সুখ হেয় মানি ?—মায়াবিনী-সঙ্গ ॥ ২৭
মদ্যপান কারে বলে ? মায়াবিনী যুক্ত ॥
বিজ্ঞতম কোন্ জন ? মায়াবিনী-মুক্ত ॥ ২৮
ব্রহ্মপদ লাভ হয় কিবা তার হেতু ?
সংসার-সাগর মাঝে সাধুসঙ্গ-সেতু,—
নিষ্কাম সাত্ত্বিক দান সন্তোষ সকল,
আর পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান বিচার কেবল ॥ ২৯
এ সংসারে কারা হন সাধু নামে উক্ত ?
বীতরাগ গতমোহ ভগবদ্ ভক্ত । ৩০
যথার্থ কার্য্য কি,—ইষ্ট দেবের ভজন ।
যথার্থ জীবন কিবা,—পবিত্র জীবন । ৩১
যথার্থ বিদ্যা কি,—যাহে পায় ব্রহ্মধন,
যথার্থ বোধ কি,—যাহা মুক্তির কারণ ! ৩২
যথার্থ লাভ কি,—যাতে আত্মজ্ঞানোদয়,
বিশ্বজয় কার,—যার মনোরাজ্য জয় । ৩৩

বিষম জ্বর কি ? চিন্তা জ্বর । কে মূর্খ ? বিচারবিহীন নর ॥
শূর হতে শূর জগতে কেবা,—কাম বশীভূত হয় না যেবা ।
ধীর শান্ত প্রাজ্ঞ কাহাকে কহে ? যে নারী-কটাক্ষে মোহিত নহে ।
বিষের বিষ কি ? বিষয়-রস । সদা দুঃখী কেবা ? বিষয়-বশ ।
ধন্য কেবা ? যার পরহিত-ধ্যান । পূজ্য কেবা ? যার আত্মতত্ত্বে জ্ঞান

জ্ঞানার কি করা উচিত নয়? যাতে পাপ তাপ মমতা হয়।
জ্ঞানীর কর্ত্তব্য কি আছে আর? সদা শাস্ত্র-পাঠ ধর্ম্মাচার।
কিবা সে অসার সংসার-মূল,—"আমার আমার" মায়ার ভুল ॥৩৯
শৃঙ্খল কোথায়? কামিনী-গাত্র। মহাব্রত কিবা,—দীনতা মাত্র॥
ঘরের মধ্যে পশুটা কই? বিদ্যা-বিহীন লোকটা ওই॥
থাকিবে না কার সঙ্গে কহ? মূর্খ পাপী খল নীচের সহ॥

মুক্তি চাই—কি কর্ত্তব্য সত্বর তখন?
সাধুসঙ্গ হরিভক্তি মায়া-বিসর্জ্জন। ৪৫
নীচতার মূল কোথা?—পরমুখ চাওয়া।
উচ্চতার মূল কোথা,—স্বাবলম্বী হওয়া। ৪৬
সত্য জন্ম কার?—নাই পুনর্জ্জন্ম যার।
সত্য মৃত্যু কার,—যার মৃত্যু নাই আর। ৪৭

বোবা কেবা? যেবা বলে না কোথা, যোগ্যকালের যোগ্যকথা॥
জগতে যথার্থ বধির কেবা? সত্য হিত কথা শুনে না যেবা॥
কাহাকে বিশ্বাস করাই ভুল? অজিত-ইন্দ্রিয়া কামিনী কুল॥
এক তত্ত্ব কিবা?—অদ্বৈত বুদ্ধি। নরে কি উত্তম,—চরিত্র শুদ্ধি॥
কোন্ কর্ম্মে কিছু শোচনা নাই? পরাৎপরের পূজাই তাই॥
অতি বড় শত্রু আছে ক'জনা? কাম ক্রোধ লোভ প্রবঞ্চনা॥
বিষয়ে পূরণ হয় না কার? কাম ক্রোধ লোভ মিথ্যাচার॥
কিবা সে নিখিল দুঃখের মূল? মম মম—এই মমতা-ভুল॥
মুখ শোভা কি বা,—শাস্ত্র-ভাষ। সত্য কিবা,—জীব অশিব-নাশ॥
কি ত্যাগ করিলে ঘুচিবে দুখ,—মায়ামোহ-খনি কামিনী-সুখ॥
দানের মধ্যে কি শ্রেষ্ঠ দান,—ভব ভয়ে চির অভয় দান॥

হৃদে করি বাস, কে করে বিনাশ,—আপন মনের মোহ।
ত্রিজগতে আর, ভয় নাই কার?—মমতা মুক্ত দেহ।
শোক-দুঃখ-কারী সুখ শান্তি-হারী, সর্ব্বোপরি শল্য কিবা?
মূর্খতা আপন, যাতে জীবগণ, দুঃখ পায় নিশি দিবা॥
কে কে মাননীয়, আর পূজনীয়, ভক্তির স্থানীয় কারা?
নিজ গুরুজন, সাধু বিপ্রগণ, আর হন বৃদ্ধ যাঁরা॥
এসেছে কৃতান্ত, হতেছে প্রাণান্ত, নিতান্ত আর কি করি?
শমন-দমন, শ্রীহরি-চরণ, ভাব প্রাণ-মন ভরি॥
দস্যু কারা খ্যাত? কুবাসনা যত; সভাতে মরণ কার?
ওই বিদ্যাহীন, ম্লান চির দিন, সভায় মরণ তার!
জননীর মত, জগতে কি খ্যাত? আত্মবিদ্যা শান্তিময়ী।
দানে বৃদ্ধি কি বা, হয় নিশি দিবা? সুবিদ্যা জগৎ-জয়ী॥

কোথায় কোথায় ভয় সতত করিতে হয়,—
লোক-অপবাদে আর সংসার-কাননে;
এ ভবে বান্ধব কেবা,— বিপদে সহায় যেবা;
পিতা কে,—পালন যিনি করেন যতনে॥ ৬৫
কি জানিলে এ সংসারে জানা শেষ একবারে?
সুপ্রশান্ত পরব্রহ্ম সুখের নিধান;
বিশেষ জানিলে কায়, সর্ব্ববিশ্ব জানা যায়,—
সর্ব্বময় পূর্ণব্রহ্ম—আমাদের প্রাণ।
সংসারে দুর্লভ কিবা,— সাধুসঙ্গ নিশি দিবা,
সদ্গুরু, আত্মবোধ, ত্যাগ, ব্রহ্মজ্ঞান;
কাহাকে পারে না কেহ, জয় করিবারে কহ,—
কামিনী-কামনা যাহা জীব-অনুধ্যান। ৬৭

পশু হ'তে পশু কেবা,— স্বধর্ম্ম করে না যেবা,
সর্ব্বশাস্ত্র পড়িয়া যে আত্মজ্ঞানহীন ;
সুধা সম বিষ কই,— কামবন্ধ নারী ওই,
যাতে চির মুগ্ধ নর দগ্ধ নিশি দিন। ৬৮

হায় রে মিত্রের ভাবে মহাশত্রু কারা ভবে ?
মায়া বঞ্চনার খনি দারা পুত্র ধন ;
কিবা বিদ্যুতের মত, নাম উচ্চারণে গত ?
জগতের ধন জন, জীবন যৌবন। ৬৯

শ্রেষ্ঠ দান কাকে বলে ? সুপাত্রে প্রদত্ত হলে ;
প্রাণান্তে কি করিবে না, ছাড়িবে না আর ?
প্রাণান্তেও কোন জনা অধর্ম্মটি করিবে না,
ছাড়িবে না প্রাণান্তেও ধর্ম্ম আপনার। ৭০

কাহারে বা বলে 'কর্ম্ম' কহ গুরু তার মর্ম্ম ?
যাতে হয় আদি নাথ ঈশ্বরের প্রীতি,
কহ গুরু সর্ব্বদাই কোথায় বিশ্বাস নাই ?
সংসার-সমুদ্রে বৎস, পদে পদে ভীতি। ৭১

সংসার-সমুদ্রে ভাসি জীবকুল দিবানিশি,
কি চিন্তা করিবে গুরু—কোন্ চিন্তা সার ?
শুদ্ধ চিত্ত স্থির করি ভাব দিবা বিভাবরী
সংসার-মিথ্যাত্ব, আত্মতত্ত্ব আপনার। ৭২

পাঠ কি শ্রবণ করি প্রশ্নোত্তর ভাবধারী,
মণি-রত্ন-মালা নাম গ্রন্থ নিরমল,
ঘুচিবে জগৎ-ভ্রম, শ্রীহরি-কীর্ত্তন সম
শুনিয়া নাচিবে হর্ষে পণ্ডিত সকল। ৭৩



মোহ-মুদ্গর।

(১)

ছাড় ছাড় ওরে মূঢ়, ধনলাভ-তৃষ্ণা,
নির্ব্বোধ, মানসে কর বিষয়-বিতৃষ্ণা।
সহজে স্বকর্ম্ম ফলে যাহা উপার্জ্জন,
তাহে কর নিত্য নিজ চিত্ত-বিনোদন।

(২)

অর্থই অনর্থ-মূল—ভাব মনে নিত্য,
নাই তাতে সুখলেশ—এই সার সত্য!
ধনীদের সন্তানেও হয় ভয়-ক্লেশ,
সর্ব্বত্রই আছে এই মহা উপদেশ।

(৩)

কেবা তব দারা আর কেবা তব পুত্র?
সংসার মায়ার চিত্র, বড়ই বিচিত্র;
কেবা তুমি? কোথা হতে এসেছ হেথায়?
ভাব নিত্য সেই তত্ত্ব অনিত্য ধরায়।

(৪)

নিত্য সত্য আত্মতত্ত্ব ভাব অনিবার,
অস্থায়ী ধনের চিন্তা বৃথা কেন আর ?
ওই দেখ সর্ব্ব জন শোক-সন্তাপিত,
জরা-মৃত্যু রোগ-ভোগ বিষে জর্জ্জরিত।

(৫)

ধন-জন-যৌবনের গর্ব্বে কিবা ফল ?
নিমেষে নিঃশেষ কাল করিবে সকল !
মানসে মায়ার বিশ্বে করিয়া নিঃশেষ,
ব্রহ্মপদ জানি শীঘ্র কররে প্রবেশ !

(৬)

কাম ক্রোধ লোভ মোহ করি পরিহার
কে আমি ?—কেবল ভবে ভাব অনিবার।
মায়া-মত্ত যত মূঢ় আত্মতত্ত্ব-হীন
ভূলোকে নরকে পড়ি পচে চির দিন।

(৭)

ছেলে বেলা ধূলা-খেলা, পরে মায়া-জাল,
যৌবনে যুবতি-সঙ্গে রঙ্গে কাটে কাল,
বৃদ্ধ কাল যায় হায় চিন্তায় চিন্তায়,
কে দেখে রে নিত্য ব্রহ্মে অনিত্য ধরায় !

(৮)

দিবা-নিশি প্রাতঃ সন্ধ্যা শিশির বসন্ত
আসে যায় পুনঃ পুনঃ, নাহি তার অন্ত,—
কালের খেলায় পড়ি পরমায়ু যায়,
তথাপি আশার নেশা ছুটিছে না হায় !

(৯)

দেহ জরা জীর্ণশেষ, শ্বেত বর্ণ পক্ক কেশ,
দন্তহীন বিকৃত বদন !
কি শোভা ! শিথিল করে, যষ্টি কাঁপে থরথরে
তবু তার দুরাশা তখন !

(১০)

উপার্জ্জনে শক্তি যার, বশে তার এ সংসার,
অর্জ্জনে অক্ষম হলে নরে,
হেরি জীর্ণ দেহ-ভার, জিজ্ঞাসা না করে আর
পরিবার আপনার ঘরে !

(১১)

পদ্মপত্রে জল যথা জীবের জীবন তথা,
টলমল দিবস রজনী,
ক্ষণকাল মনোরঙ্গে থাকি শুধু সাধুসঙ্গে,
পাই ভব তরঙ্গে তরণী !

(১২)

জন্মিলে মরণ হয় তখনো নিষ্কৃতি নয়,
যেতে হয় জননী জঠরে,—
সংসারে এ মহাদোষ, মানব তব সন্তোষ
ভবে আহা হবে কি প্রকারে ?

(১৩)

ওই শ্রেষ্ঠ অষ্টাচল সপ্ত সমুদ্রের জল
ব্রহ্মা ইন্দ্র সূর্য্য রুদ্রগণ
তুমি আমি এ সংসার মায়াময়, কি অসার !
এর জন্য দুঃখ কি কারণ ?

(১৪)

দেব গৃহে অবস্থান তরুতলে বাসস্থান
ভূমি শয্যা, চর্ম্মবাস পরে,
ভোগ বাঞ্ছা পরিহার—এহেন বৈরাগ্য আর
চিরসুখী কাহারে না করে ?

(১৫)

শত্রু মিত্র পুত্র বরে সমরে বা সন্ধি তরে
যত্নে কেন মমতা বাড়াও ?
সমজ্ঞানে সমভাবে সর্ব্বত্র থাক এ ভবে,
আহা যদি বিষ্ণু পদ চাও !

(১৬)

তোমাতে আমাতে ওই এক বিষ্ণু সর্ব্বত্রই,
নিজে নিজে ক্রোধ কেন অত ?
আপনিই অপনাতে বিশ্ব দেখ আনন্দেতে,
ছাড় ছাড় ভেদ বুদ্ধি যত !

(১৭)

ষোড়শ কবিতাছন্দে কহিনু পরমানন্দে
শিক্ষার্থীরে রত্ন-উপদেশ,
সে অমৃত জ্ঞানোদয় এতেও যদি না হয়,
আর কিসে হবে রে বিশেষ !

ইতি মোহমুদ্গর সমাপ্ত

সুধাকর গ্রন্থাবলী।

শ্রীশ্রীনিত্যবৃন্দাবন

ও

মধুবন।

"মধু! মধু! মধু!

শ্রীকুমারনাথ মুখোপাধ্যায়।

আনন্দাশ্রম।

প্যারিচাঁদ মিত্রের লেন, বর্দ্ধমান।

৩০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি
হইতে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বৈশাখ. ১৩২২।

 মূল্য।৵০ ছয় আনা।

প্রিণ্টার—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাস;
মেটকাফ্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্।
৩৪নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্,—কলিকাতা।

শ্রীশ্রীনিত্যবৃন্দাবন।

[পরাপ্রকৃতির নিত্যলীলা]

কৃষ্ণ তব নররূপী সাকার বিগ্রহ,
পূজি নাই কোন দিন করিয়া আগ্রহ !
নিরাকার ভাবিয়াছি, বুঝি নাই সব—
মানবের মাঝে এসে সেজেছ মানব !
নিত্য সত্য মূর্ত্তি তব ভাবি নাই কভু,
বেদান্তে দেখেছি মাত্র নির্ব্বিকার বিভু !
"অমূর্ত্তির মাঝে মূর্ত্তি" ভুলেছিনু আমি,
আমার সে বালকত্ব ক্ষমা কর তুমি।
অরূপের রূপরাশি তুলনা কি দিব,
"মধুরং মধুরং বপুরস্ত বিভোঃ !"
সাধক অব্যক্ত ব্রহ্মে বহু ক্লেশে পায়,
বহু কষ্টে সেই নিষ্ঠা লাভ করা যায়।" (গীতা)
কেহ ব্রহ্মভাবে র'ন নির্ব্বিকার নিরঞ্জন—
সে ভাবের পরে কোন কথা নাই আর ;
কেহ বা প্রকৃতি সনে পরব্রহ্ম সম্মিলনে
উভয়েতে থাকি করে নিষ্কাম সংসার।
আগেই অবোধ যারা "এক ব্রহ্ম" ভাবে তারা,
জানে না অদ্বৈত ব্রহ্ম অচিন্ত্য এ ভবে,
জীব যদি নাহি রয়, "এক ব্রহ্ম" তবে হয়,
কিছুতে হবার নয় কিছু যদি রবে। (অষ্টাবক্র)

উক্তি মুক্তামালা—প্রেমতত্ত্ব।

প্রেমেতে শোভিত বৃক্ষ ফলে ও ফুলে,
বেদান্ত মেরেছে তায় শিকড় তুলে! ১

জীবন্মুক্ত হয়ে জীব সূক্ষ্ম দেহ লয়,
ওই "দেবলোক" লক্ষ্য, মোক্ষ এখন নয়। ২

একটি প্রদীপ তার গৃহময় ভাতি,
একটি সূর্য্যের কিবা জগন্ময় জ্যোতিঃ!
একটু অগ্নির স্ফূর্ত্তি— বিশ্বদাহী ধর্ম্ম!
কৃষ্ণ মূর্ত্তির জ্যোতিঃ মাত্র বিশ্বব্যাপী ব্রহ্ম! ৩

অন্দরে রাজেন্দ্র ঠিক কুসুম-কোমল,
সদরে সংগার মূর্ত্তি প্রতাপ প্রবল!
দুটি সত্য, দুটি তাই ঈশ্বরের ধ্যান,—
অন্তরে মধুর কৃষ্ণ, বাইরে ব্রহ্ম জ্ঞান! ৪

তাঁর পক্ষে মূর্ত্তি ধরা অসম্ভব নয়,
যাঁর বক্ষে কোটী মূর্ত্তি মুহূর্ত্তে উদয়। ৫

জমে যায় বাষ্প হয়— উভয়ই জল,
সাকার কি নিরাকার— ব্রহ্মই কেবল। ৬

ফুল ফুটেছে ঘাসে, সেও যে দেখি হাসে!
মায়ার বাঁধ বাঁধি, আমিই শুধু কাঁদি! ৭

জড়েতে ইন্দ্রিয় ভোগ— দুধ উথ্‌লে পড়ে,
অজড়ে ইন্দ্রিয় যোগ— ক্ষীরটি নাহি নড়ে!
ইন্দ্রিয় নিধন জড়ের সনে, অম্লান যৌবন বৃন্দাবনে! ৮

আসিনি করিতে ভোগ স্ত্রী পুত্রের মধু,
গোবিন্দের পদপ্রান্তে লয়ে যেতে শুধু! ৯

চিন্ময় চৈতন্য হরি— নামটিই তাঁর দেহ,
নাম বস্তু ভিন্ন নয়, তবু বুঝে না কেহ!
আমি ধন্য আহা মরি! হরি বল্যেই ছুঁ'লাম হরি! ১০
ধন জন সুখ সবি সতত সুলভ,
বেঁচে থেকে কৃষ্ণ-সেবা, সে বড় দুর্ল্লভ! ১১
কি বা সে বন্ধন, যার মুক্তিতেই দুখ?
কৃষ্ণ প্রেমের বন্ধন সে মুক্তি চেয়ে সুখ! ১২
যত জ্বালা ঘটে শুধু কৃষ্ণ অদর্শনে,
কৃষ্ণ বিরহের "দুখ" ভেবে সুখ মনে। ১৩
বয়স হ'লে ফুরিয়ে যায় খুঁটিনাটি খেলা,
ভক্তি হ'লে যুক্তি কারণ তেমনি যায় ফেলা! ১৪
এই কি সে গোপীভাব? ভাবি নিশি দিন,
ঠিক জগতের "কাম" জড়ত্ব বিহীন!
কাম ত জড়ত্ব নয়, জড়ে মিশলেই মরণ হয়। ১৫
ভক্তির ব্যঞ্জন নিত্য, নিত্য নুনে রাঁধা,
প্রেম ভক্তি খাঁটি যা, তা ব্রহ্ম জ্ঞানে বাঁধা! ১৬
প্রেম বুঝবে কেবা? প্রেমের অর্থ সেবা!
পূজা ছেড়ে সেবা, করতে পারে কেবা? ১৭
চিন্ময় ভাবের হয় কত গাঢ় স্ফূর্ত্তি?
তান্‌সান্ দেখেছিল রাগিণীর মূর্ত্তি! ১৮
প্রাণ সহ শুক্র ক্ষয়,— দুশ্চরিত্র তাকেই কয়।
আদৌ শুক্র ক্ষয় না হয়, আদিরস সে দোষের নয়! ১৯
ভাগবত গ্রন্থ আর ভগবদ্ গীতা,
এ দুয়ের মধ্যে নাই বিন্দু বিরোধিতা। ২০

যোগে যাগে আগে হয় বাসনা বিজয়,
ভব-বন্ধ নাশে শেষে রাসের উদয়। ২১
ব্যোমে বৃন্দাবন আগে দেখ যোগে ব'সে,
মাটিতে সে বৃন্দাবন দেখ্‌তে পাবে শেষে।
চিন্ময় হ'লে আবির্ভূত, মৃন্ময় তার অন্তর্গত। ২২
বৃন্দাবনে রাধা-কৃষ্ণে সেবিবে যখন,
অসম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়ের পূর্ণতা তখন। ২৩
ইন্দ্রিয় অঙ্কুরগুলি পূর্ণতা না পেলে,
নিত্য সত্য ধন সব কোথা যাবে ফেলে? ২৪
শরীরের সুখ "কাম" চিদানন্দ "প্রেম"
গিল্টি সোণা আর যেন অবিমিশ্র হেম। ২৫
কি মিষ্ট করুণ-রস! অভিনয়ে দুখ চাই,
সংসারে দুঃখই মিষ্ট, দুঃখের মত সুখ নাই!
দুখের ছবি সবাই গড়, আমীরী চাইতে ফকিরী বড়।২৬
যেমন ময়ূর-পুচ্ছ নাচে মেঘপাশে,
সাধুর অন্তর স্বচ্ছ দুঃখ দেখে হাসে। ২৭
জ্ঞান-মুক্তি প্রেম-ভক্তি একই তার মূল,
একই গাছে শ্বেত রক্ত কৃষ্ণকেলি ফুল! ২৮
সংসারেই দেখা যায় অমৃতের নদী,
পবিত্র প্রেমের উৎস না শুকায় যদি!
অনন্ত যৌবন কৃষ্ণ প্রেম-সিন্ধু তিনি,
অনন্ত-যৌবনা মোরা প্রেম-তরঙ্গিণী!
চিরস্থির নেত্রে দেখ ভবসিন্ধু-পারে,
"স্থির-যৌবনেরে," আর "স্থির-যৌবনারে।" ২৯

কৃষ্ণের নাম মদন কেন? "শুক্রধাতুঃ ভবেৎ প্রাণঃ"
'রসো বৈ সঃ' রসই তিনি, শুক্র ধাতুই রসের খনি॥
শুক্র রক্ষাই সাক্ষাৎ মদন, শুক্রপাতই মদন-নিধন॥
'নবীন মদন' বৃন্দাবনে, ঊর্দ্ধরেতা সব সেখানে॥ ৩০
আনন্দে কামিনী-ফুল নিরখেন সাধু,
তোলে পাড়ে ছেড়ে খোঁড়ে বালবুদ্ধি শুধু।৩১
যে নব যৌবনে ব্রজে অমরতা সুপ্রকাশ,
সে নব যৌবনে এ যে জড়ে গাঁথা সর্ব্বনাশ।৩২
কৃষ্ণ-প্রেম পর্শে কাঁপি দুটি হাত জুড়ি,
ভানুর চুম্বনে যেন কমলের কুঁড়ি!৩৩
দেহ নাশে কৃষ্ণ পাশে চির শান্তি নিরমল,
যতই কাট্‌চে দিন বাড়্‌চে ভরসা বল।৩৪
যূথি জাতি বেল মালতি, কমল কুমুদ চন্দ্র তারা,
নিশায় উষায় উথ্‌লে উঠে রূপের সাগর পাগল পারা।
দুই দিকে নাই সুখের সীমা, ধন্য আমার ভবে আসা,
অন্তরে অমৃত দৃষ্টি, বাইরে জীবে ভালবাসা।৩৫
হরিভক্ত, ভক্তের হরি, একের নাশে আরের নাশ,
এদিক্ মারলে ওদিক্ মরে, বাঁশের ঝাড় আর ঝাড়ের বাঁশ!
সংসার-স্বর্গ উদ্যানে ফুলের বাহার নানা,
দেখেই জীবন সফল কর, হাত দেওয়া তায় মানা!
দেখ ভিন্ন ছুঁয়োনা ওরে অবোধ ছেলে,
সংসারের ফুল দেখাই ভাল। ছুঁলেই যাবে জেলে!৩৭
কৃষ্ণলীলায় ব্রহ্ম ঢাকা, যোগমায়ার সে আবরণ,
এ মায়া নয়, সূক্ষ্ম স্বচ্ছ রঙ্গীন কাঁচের আচ্ছাদন। ৩৮

আমার পাপের রাশি, হাজার টাকার খড়ের গাদা,
দালানের ভিতর কল্যাম বোঝাই কেউ পারেনি দিতে বাধা,
কৃষ্ণ-ভক্তির একটু বিন্দু, দেশলাইয়ের একটি কাঠি,
আমার, আকাশ পাতাল খড়ের রাশি এক মুহূর্ত্তে কল্যে মাটি!
ওই ঈশ্বরের কাছে, পিতা মাতা সবে গেছে,
আকাশে দেবতা আছে, কেন দেখা যায় না?
এ ব্রহ্মাণ্ড-অণ্ডে থেক, দু-চার দিন ধৈর্য্য রেখ,
ডিম ফুটলেই বেরিয়ে দেখ, আকাশ নয় সে আয়না! ৪০
ভেবনা যে গোয়ালিনী, জ্ঞানহীনা গোপীগণ,
জেনে রেখ, শুদ্ধ ব্রহ্ম— তেজের উপর বৃন্দাবন!
অভাগ্য জীবের অহো, হরি-বিরহ অহরহঃ!
কারে বা বিরহ কহ? মিলনের পর হয় বিরহ!
ছিল কি মিলন কোন স্থানে? নইলে কেন পড়বে মনে? ৪২
ব্রহ্ম-জ্ঞানের জ্ঞান-শক্তি, রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-ভক্তি,
মিশালেই হয় মেশা মিশি, সত্ত্ব গুণের শেষাশেষি। ৪৩
এ সব মূর্ত্তি কেবল নামে, মূর্ত্তি চিদানন্দ ধামে॥
সে সব মূর্ত্তির রূপের ছটা দেখলে মানুষ বাঁচবে কটা?
দেখলে রে সে রূপের কণা, যোগেশ্বরের জ্ঞান থাকে না॥
অরূপের রূপ ঘরে ঘরে, যেমন ঘর তার তেমন ধরে॥ ৪৪
কাম ক্রোধে মরচি পুড়ে, মায়া-ময়লার আস্তাকুড়ে॥ ৪৫
কিসে হরি করব তুষ্ট? আমার গায় যে কামকুষ্ঠ॥
ছি ছি, পারলে না পাণ্ডব-সখা নিতে ত তুমি,
এই, কুরুক্ষেত্রে চিত্ত আমার সূচাগ্র ভূমি! ৪৬
শুনচি এখন যথা তথা, কৃষ্ণ খৃষ্টের পুরাণ কথা;

বল্‌চেন অনেক আধুনিক সভ্য দেশের দার্শনিক—
নরের পূর্ণতা আর কিছু নয়, নারীর নিঃস্বার্থ প্রেমের হৃদয়!
কব কি, ভবেকি, বুঝবে কেহ কতই আনন্দে ছাড়ব দেহ!
জগতের লোক বুঝবে কটা? মরণ নয়ত বিয়ের ঘটা!
বৃন্দাবন-ধাম, রাধা-কৃষ্ণ নাম, নবযৌবন যাগ, নব অনুরাগ!-
পরা প্রকৃতির মাঠে ঘাটে, রসের চোটে দাড়িম ফাটে!
ব্রহ্মজ্ঞানে পড়লে ভাটা, প্রেম-জোয়ারে দাড়িম ফাটা! ৪৮
ধন্য রে জীবন, এ চির যৌবন, কৃষ্ণ-প্রেমরস উদ্দীপন,
বিন্দুতে অমর হয়রে পামর, সিন্ধুতে আমার সন্তরণ! ৪৯
নৃত্য গীতই কর্ম্ম মোদের, ভাবনা চিন্তা জানি না,
"নব যৌবন" ধর্ম্ম মোদের, "বৃদ্ধ হওয়া" মানি না! ৫০
পেন্সন্ না লন বাবু, যাবৎ না হয় প্রাণটা গত,
বেশ্যা হ'লে বৃদ্ধ কালে তবু হরির নামটা হ'ত! ৫১
কৃষ্ণ সেবা করবে ব'লে, উপকরণ সব নিতে এল,
মাছের শুধু কাঁটা পেয়ে, "বাঘের মাসী" ভুলে গেল! ৫২
নর নয়—সব পালে পালে সিংহ পড়েছে ব্যাধের জালে। ৫৩
অকৈতব কৃষ্ণ-প্রেমা, জীবে তা সম্ভবে না,
বৃন্দাবনে শুধু সেই ব্রজাঙ্গনা জানে;
গোপীদের যে কি ধর্ম্ম, পৃথিবী না জানে মর্ম্ম,
ফুরায়েছে কর্ম্মাকর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই সেখানে! ৫৪
নব অনুরাগ-মধু নিত্যই সমান শুধু—
তাই নহে চিন্ময় সে নিত্যধামে বিদ্যমান!
নিত্যই বাড়িছে রস সে নব-নবায়মান॥ ৫৫
প্রকৃতি পুরুষ দুটি পূর্ণ রসে উঠে ফুটি,

দুই অর্দ্ধ এক হয়ে নির্গুণ সমাধি হবে ;
নির্গুণ সমাধি শেষে আবার বিভিন্ন দুটী,
"নব দম্পতির ভাব" ভাবুক দেখিছে ভবে। ৫৬
দুঃখ নাই, এ সংসার দেবতাদের থিয়েটার,
ব'সেথাকলে দেখবে আবার, নিভৃতনিকুঞ্জ ফেয়ারি-বাওয়ার
আমার পার্টশেষ, ঢুলচি ঘুমে, যাচ্চি আমি "গ্রীণরুমে"
তোমরা কর থিয়েটার, দেব-দেবি সব নমস্কার॥ ৫৭

দ্বিতীয় জ্যোতিঃ।

'সৎ' যাহা নিত্য সত্য, 'চিৎ' সে চেতনা তত্ত্ব,
'আনন্দ' সে নিত্য সুখ—সুখের পাথার,
এই তিন একত্রেতে সৎ-চিৎ-আনন্দেতে
গঠিত শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি, নহে নিরাকার।
চিন্ময় শ্রী-অঙ্গে তাই রক্ত মাংস অস্থি নাই,
কিন্তু অবনিতে আসি যোগমায়া ধরি,
শ্রীনন্দ-নন্দন হয়ে বাহ্য রূপ দেখাইয়ে,
দর্শন দিলেন হরি, অভিনয় করি!
কিন্তু সে স্বরূপতত্ত্ব তাঁতেই দেখেন ভক্ত,
তিনিই ঈশ্বর বিশ্ব সৃষ্টির কারণ ;
চৈতন্য-রূপিণী আর "আহ্লাদিনী শক্তি" তাঁর
পরমা প্রকৃতি রাধা দিলা দরশন।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য-সার মায়া-শক্তি আছে আর,
জগৎ সংসার তাঁর ক্ষণস্থায়ী খেলা ;
আলো আচ্ছাদন করি, অন্ধকারে লুকোচুরী !
চিদানন্দ বৃন্দাবনে চিরস্থায়ী লীলা !
একটী রয়েছে আর জীব-শক্তি নাম তার,
এই জীব-প্রকৃতিই করি আরাধনা,
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যে ধরি, অমৃত সঞ্চয় করি,
রাধা-কৃষ্ণ সেবা করে হয়ে কৃষ্ণ-প্রাণা !
জীব-প্রকৃতিই ক্ষীণা, সে প্রকৃতি অসম্পূর্ণা,
কর্ম্ম-বশে অনায়াসে ভুলে কৃষ্ণ-ধন ;
কর্ম্ম-চক্রে ঘুরে ফিরে কাল পূর্ণ হ'লে পরে,
অঙ্গে লাগে কৃষ্ণপাদ-পদ্ম-সমীরণ !
জীবে আছে চিৎভাব, জড়-দেহে চিৎ-অভাব,
জীবের হইলে জড়ে মমতা উদয়,
"মায়ার বন্ধন" সেই, কাল পূর্ণ হইলেই
জড়ে তুচ্ছ করি চিৎ—জ্ঞান স্বচ্ছ হয়।
চিদানন্দ-কৃষ্ণ ধনে সহসাই পড়ে মনে,
ব্যাকুলতা গাঢ় হ'লে বলে অনুরাগ,
"প্রিয়তমে আকর্ষণ" তাঁর নাম "প্রেমধন',
চতুর্ব্বর্গ ফলাতীত "পঞ্চম বিভাগ !"
এ পঞ্চ পুরুষার্থ লভি ভক্ত চরিতার্থ,
"অজরা অমরা মুক্তি" ছায়া মাত্র তার,
"জীব" চিদানন্দ-অংশ জড়-মায়া করি ধ্বংস
নিঃশেষে প্রবেশে' প্রেম-রাজ্য আপনার !

তৃতীয় জ্যোতিঃ।

বাহিরের খোলা খানি, 'বিশ্ব' বলি তারে জানি,
বাহ্য ভাব জড় মাত্র, সতত সমল!
মহাশক্তি তার মাঝে, চিন্ময়ী প্রকৃতি সাজে,
বিশ্বের সর্ব্বস্ব আর উপাস্য কেবল!
বিশ্বের অন্তরে যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবী তিনি,
তাঁহারি অন্তরে মাত্র চিদানন্দ-স্থান;
শুধু তাঁরে সৎ জানি পরিতুষ্ট ব্রহ্মজ্ঞানী,
আমরা প্রকৃতি মানি,—জগতের প্রাণ!
সৎ স্বরূপের সনে পরমা প্রকৃতি ধনে
একাসনে হেরি করি চরণ সেবন;
ব্রহ্মেতে সুষুপ্তি পাই, ক্বচিৎ ঘুমাই তাই,
পরা প্রকৃতিতে সদা করি জাগরণ!

চতুর্থ জ্যোতিঃ।

বাহিরে রয়েছে বিশ্ব তার মাঝে অপ্রকাশ্য
অদৃশ্য অরূপ-রূপ প্রকৃতে তোমার,
ঐশ্বর্য্য যেতেছে দেখা, কোথাও ঐশ্বর্য্য ঢাকা,
কেবল মাধুর্য্য মাখা, অমিয় ভাণ্ডার!
অভিন্ন পুরুষ সনে বসি রাজ সিংহাসনে,
বিশ্ব-প্রাণে সংগোপনে ঢালিতেছ সুধা,
বাহ্য নেত্রে ধাঁধা লাগে, দেখিতে না পায় আগে,
অন্তর্চক্ষু নাশে শেষে অন্তরের ক্ষুধা!

সন্তানের চন্দ্র-মুখে, দাম্পত্য স্বর্গীয় সুখে
কি ঢেলেছ, শত মুখে কহিতে না পারি!
তব চিত্র কি বিচিত্র! হেরিলে জুড়ায় নেত্র!
আপনি অপাঙ্গে আসি বহে প্রেমবারি!
তোমায় দেখে না যারা অন্ধকূপে মরে তারা,
জরা মৃত্যু হেরি ভাসে নয়নের নীরে,
"মরি মরি" সবে করে, দিনে দশ বার মরে,
দেখে না অজরামরা পরা প্রকৃতিরে!
বয়স অধিক হ'ল, জড় নেত্রে দৃষ্টি গেল,
অন্তর্চক্ষু খুলি দেও অন্তর-বাসিনি,
বিশ্বের অন্তরে স্থিত মহাশক্তি সঞ্চারিত
করিছ যা, দেখাও তা, অমৃত-রূপিণি!
ভাই বন্ধু যত মম ছাড়ে না মায়ার ভ্রম,
মরণের উপক্রম করিছে কেবল!
চির দুঃখ যাহাদের, দেখাও গো তাহাদের
স্থির যৌবনের চির প্রেম নিরমল!

পঞ্চম জ্যোতিঃ।

অনন্তের পানে সখি নিরখিয়া দেখ রে
পরব্যোম হ'তে,
কোন শক্তি আছে বাকি আসিতে ধরায় রে,
চেতনার পথে?

যত মহা শক্তি দোলে প্রকৃতির পদ-তলে
মানবের মনোরাজ্যে কি না তার এসেছে ?
পরা প্রকৃতির কাছে অভাবে পূরণ আছে,
মানব অভাব সখি, যত কিছু রয়েছে!
ব্যাধির ঔষধ আছে, পিপাসার জল,
মরণে অমৃত আছে, দুর্ব্বলের বল !
পরা প্রকৃতিরে সখি অন্তরেতে দেখি রে
প্রাণ ছুটে যায়,
ইচ্ছা করে ছুটে গিয়ে, সবে মিলি পড়ি রে,
তাঁর রাঙ্গা পায় !
সূক্ষ্ম পথে হের হের, নয়ন সার্থক কর,
বিশ্বের অন্তরে ওই অন্তর-বাসিনী,
আমাদের প্রতি তাঁর সীমা নাই করুণার,
পরমা প্রকৃতি সেই পরব্রহ্ম-ঘরণী !
অনল অনিল আর, চন্দ্রমা তপন
সেবিতেছে তাঁর দেব দুর্ল্লভ চরণ !
জগতের জীব যত জরা মৃত্যু দেখে রে,
দুর্ব্বলতা হেতু,
দেখে না অন্তরে তার জ্ঞানে প্রেমে গাঁথা রে
অমৃতের সেতু !
অস্থি মাংসে আরম্ভিয়া ব্রহ্মজ্ঞানে সমাপিয়া
দেহ মন আত্মা দিয়া নিরমিয়া মানবে,
তাঁর যত গুণ কর্ম্ম, তৃণ হ'তে পরব্রহ্ম,
নর-করতলে দেন স্তরে স্তরে নীরবে !

যখন মানব-মন মুকুল কেবল,
কে জানে ফুটিবে পঙ্কে ব্রহ্ম-নিলোৎপল!
কত যে সয়েছি সখি, রোগ শোক তাপ রে,
কহিব কেমনে?
অস্থিগুলি পুড়ে গেছে শুষ্ক কাঠ সম রে,
বিষম আগুনে!
এ অন্তরে পশি গুরু দেখিলা সাহারা মরু!
কল্পতরু লতা-বীজ তাই আনি সুদিনে,
রোপিয়া ঢালিলা ঝারি— অপার করুণা বারি,
মরুভূমে বৃন্দাবন সাজাইলা দুদিনে!
ধন্য গুরু! যে রোপিল মরু ছিল যথা,
কৃষ্ণ-কল্পতরু আর রাধা-কল্পলতা!

ষষ্ঠ জ্যোতিঃ।

প্রকৃতিরে বক্ষে লয়ে, অচ্ছেদ্য অভেদ্য হয়ে,
পরব্যোমে পূর্ণব্রহ্ম, সর্ব্বব্যাপী হয়েছ!
যে জন দেখিতে নারে, সহজে দেখাতে তারে,
চিন্ময়ী প্রকৃতি সনে, দ্বিধা হয়ে রয়েছ!
চিদানন্দময়ী সতী বামে লয়ে বিশ্বপতি,
মানব-প্রকৃতি সনে মিলাইয়া প্রকৃতি,
ভক্তেরে দিয়াছ দেখা, দ্বিভাগ হয়েছ একা,
ত্রিগুণে ত্রিভঙ্গ-বাঁকা পূর্ণ ব্রহ্মে আকৃতি!

যে জন দেখিতে নারে, সহজে দেখাতে তারে
নর-নারায়ণরূপে ধরাধামে এসেছ,
জন্মান্ধ হয়েছি আমি দেখিনা কোথায় তুমি,
তাই আজ অন্তর্যামী বুকে চেপে বসেছ!
অমূর্ত্তির মাঝে মূর্ত্তি, নির্গুণে গুণের স্ফূর্ত্তি,
নভঃ বারি বরফ বা বাষ্প লয় যেমতি,
দ্বৈত ও অদ্বৈত বাদ, দুই ভাই নির্ব্বিবাদ,
সাকার ও নিরাকারে গলাগলি তেমতি!
ক্ষণস্থায়ী রঙ্গভূমি কিছু না জানিয়া আমি,
এ সংসার-শৈশবের রাঙ্গাকাঠী চুষেছি;
পেয়েছে যথার্থ ক্ষুধা, দাও তব প্রেম সুধা,
সংসারের চুষিকাঠি ছুড়ে ফেলে দিয়েছি!

সপ্তম জ্যোতিঃ।

তমোনিশি অবসান, পরা প্রকৃতির প্রাণ
পরম পুরুষ স্পর্শে ধীরে ধীরে জাগিল,
অংশরূপা সত্ত্বজ্যোতিঃ— বিভাবতী ঊষা সতী
প্রকৃতি-পুরুষ পাশে প্রেমভিক্ষা মাগিল!
চৈতন্য পুরুষে ধরি প্রগাঢ় চুম্বন করি,
পরা প্রকৃতির রূপ পরব্যোমে ছুটিল!
"প্রকাশ" "প্রকাশ" মাত্র! জড় জগতের গাত্র
স্বর্গীয় জ্যোতির স্পর্শে শিহরিয়া উঠিল!
ক্ষিতিতল সলিলেতে, তেজঃ ব্যোম অনিলেতে,

কৌশলে পশিল যত অচেতনে চেতনা,
অজড়ে জড়েতে খেলা সুখ দুঃখ নিত্যলীলা,
ফুটে উঠে প্রেম সুখ কভু প্রেম-যাতনা!
হাসে রবি নভঃস্থলে নলিনী নাচিছে জলে,
বিষাদে মুদিত আঁখি কুমুদিনী কাঁদিছে!
ফুটিল কুসুম কলি সৌরভে ছুটিল অলি,
পরা প্রকৃতির পদে প্রেমযোগ সাধিছে!
আদিত্য আকাশে আসি নলিনীরে কহে হাসি,
লো পদ্মিনি, মুখশশী হেরি তব হরষে,
সব দুঃখ যায় দূরে জাগি উঠে ধীরে ধীরে,
পরা প্রকৃতির মুখ সহসা এ মানসে!
শ্রীবিশ্ব চৈতন্যসনে; শ্রীবিশ্ব-প্রকৃতি ধনে,
পরব্যোম-সিংহাসনে বসাইয়ে যতনে,
বিশ্ব-প্রকৃতিরে সখি, অন্তরেতে দেখি দেখি,
আমরা যে কত সুখী প্রকাশি তা কেমনে!
চৈতন্যেরে বক্ষে ধরি পরা প্রকৃতি সুন্দরী
লক্ষ লক্ষ বিশ্ব-সৃষ্টি এক সূত্রে গাঁথিয়া,
যোগে আছে নিমগন, শুদ্ধ প্রেম বিতরণ,
তুমি আমি সেবি তাঁরে সেই প্রেমে মাতিয়া।
কমলে যাহারা বলে মহা দুঃখ ক্ষিতিতলে,
সেই অর্ব্বাচীন দলে হেরি তুমি ভুলনা!
শুনিলে সকলে হাসে— মানবেরা ভালবাসে
সুখ দুঃখ—পাপপুণ্য মরীচিকা ছলনা!
প্রকৃতি পুরুষে আহা নিত্যলীলা হয় যাহা,

জগতে কে দেখে তাহা ? তুমি যদি দেখিতে,
আমার বিরহে তবে, মুদিত না হ'তে ভবে,
পরা প্রকৃতির সুখে চিরানন্দে ভাসিতে !
পশু পক্ষী জীব কুল তরুলতা ফল ফুল,
জড় হতে জড়াতীত ধরি নানা আকৃতি,
নাচে পরস্পরে ধরি, দেখ যোগ-নেত্র ভরি,
পরম পুরুষ সনে, নাচে পরা প্রকৃতি !

অষ্টম জ্যোতিঃ ।

সদা ভাসি প্রেম নীরে, হেরি পরা প্রকৃতিরে,
নির্গুণ চৈতন্যে ধ'রে চিদানন্দে ভাসা'ল
করিল চিন্ময় সৃষ্টি, তাহে দিয়া যোগ-দৃষ্টি,
সত্বগুণা সখীদলে খল্ খল্ হাসা'ল !
প্রকৃতই ভালবাসি, প্রকৃতি সুন্দরী আসি
ব্রহ্মে দিল রূপরাশি হেরি আঁখি জুড়া'ল !
অম্লান-যৌবনা সতী স্থির যৌবনের জ্যোতিঃ,
প্রদানি সচ্চিদানন্দে পাশে তার দাঁড়াল !
এক অর্দ্ধ কেহ মানে, অন্য অর্দ্ধ নাহি জানে,
অর্দ্ধভাগ অদর্শনে পূর্ণ দেখি কেমনে !
অর্দ্ধ পাশে অর্দ্ধাঙ্গিনী, নাচেন সহধর্ম্মিণী,
অংশরূপা সত্বগুণা শত সখী বেষ্টনে !
প্রত্যেক প্রকৃতি-সখী অন্তরে চৈতন্যে দেখি,

আনন্দে অধীর হ'ল স্বরগে কি মরতে!
পরম পুরুষ সনে প্রকৃতির সম্মিলনে,
নাচে কোটী গ্রহতারা কোটী সৌর জগতে!

নবম জ্যোতিঃ।

পতিরতা সতী, প্রকৃতির গতি, পুরুষেতে থাকে মিশিয়া,
পুরুষ প্রকৃতি, এক মতি গতি, অভিন্ন হৃদয়ে বসিয়া!
বাহিরে বিরহ রহে অহরহঃ; বুঝাতে জগতে, ধরে দুই দেহ,
দুটী দিক ভাল না বুঝালে বল কে বুঝাবে আর আসিয়া?
সতী পতি মিলে, শর্করা সলিলে, অনুবিদ্ধ ভাল বাসিয়া!
কামনা-বিহীনা, নিয়ত-নবীনা, ত্রিগুণারে যদি দেখিত,
তবে কি বেদান্ত, ত্রিগুণের অন্ত, সব সর্ব্বস্বান্ত, করিত?
নিষ্কর্ম্মারা ব'সে, নিষ্কর্ম্মা পুরুষে, কতই বাখানে, ভক্তে শুনি হাসে
ভাবে যে মানসে, নির্গুণ পুরুষে, প্রকৃতিরে যদি, জানিত,
রাজরাজেশ্বরী, দরশন করি নিত্যা প্রকৃতিরে পূজিত!
সতীর সতীত্বে, পুরুষ অস্তিত্ব মিশিয়া গিয়াছে, সমূলে!
ত্রিগুণার ঋণে, বিকায় "নির্গুণে", ঋণসাক্ষী মোরা, সকলে!
ভাগ্যে সে প্রকৃতি, বক্ষ দিল ডাকি, নির্গুণে বাঁচিল, বক্ষস্থলে থাকি,
নাস্তিকেরা নাকি, কহে সবি ফাঁকি, প্রকৃতিতে থাকি অগত্যা,
নিমক হারাম, ত'ারা অবিরাম, প্রকৃতিরে কহে অনিত্যা!
অসৎ পুরুষ, তার কি পৌরুষ? অসতের খ্যাতি, রবে কি?
হয়ে নিরুপায়, প্রকৃতির পায়, বিক্রীত না হয়ে, হবে কি?
নির্গুণ পুরুষ, কোথা তার বাড়ী, থাক্ দেখি পরা প্রকৃতিরে ছাড়ি,

নিজের নির্ব্বাণে, নিজে রবে পড়ি, কেবা যাবে তারে, খুঁজিতে
নিজে গুণ হীন, ত্রিগুণার ঋণ, চির দিন যাবে, শোধিতে !
না না, থাক বঁধু সুখে, প্রকৃতির বুকে, পাদপদ্মে তার নমিও,
যা আসিল মুখে, বলিনু তোমাকে, দাসী বোলে তুমি, ক্ষমিও।
শুদ্ধ অনুরাগে, করেছি এ রোষ, ক্ষম প্রিয়তম, এ দাসীর দোষ,
পরা প্রকৃতিরে, জানিও নির্দ্দোষ, চন্দ্রমুখ তার চুমিও,
"যুগল মিলন" পূর্ণতা কেমন ! প্রাণাধিক ধন তুমিও !

দশম জ্যোতিঃ।

চুপে চুপে ভালবাসি "জগতের পতি,"
ফল্গুনদী হৃদে বহে, "একি তব লীলা !
খড়্গহস্ত ওই কত "আয়ান" দুর্ম্মতি !
স্তম্ভিত করেছে শত "জটিলা কুটিলা"!
আশী লক্ষ যোনী আমি করিনু ভ্রমণ
এখনো মলিন ঘরে হীন পরিধান,
লাজে না কহিতে পারি বোবার স্বপন,
ভাল হই আগে শেষে এস ভগবান।

চুপে চুপে ভালবাস "জগতের সতি",
তব প্রেম ফল্গুনদী, কেহ না জানিলা,
কহিতেছে কিন্তু তব "জগতের পতি"—
শুনিলে স্তম্ভিত হবে "জটিলা কুটিলা,"

আমার এ প্রেমার্ণবে ডুবিবে সংসার,
সূত্রমাত্র এই প্রেম-তটিনী তোমার।
কলঙ্কের ভয় সতি কেন কর আর ?
কেন কাঁপ জটিলা বা কুটিলার ডরে ?
সংসারের যমোপম "আয়ান" দুর্ব্বার
আসিলেও বাঁশী ত্যজে অসি নিব করে।
কি লাজ "একলি ঘরে হীন পরিধান" !
আমিই সাজাব সাজ, ধরিয়া বয়ান।
আশী লক্ষ যোনী একা ভ্রমিয়াছ তুমি,
কখনো আমাতে দৃষ্টি পড়েনি তোমার !
পশ্চাতে পশ্চাতে কিন্তু ঘুরিয়াছি আমি,
এ দেখা "মাহেন্দ্র ক্ষণে" ঘটিল আমার।
সম্ভব, তোমার প্রেম জানে বন্ধুগণ,
অসম্ভব মম প্রেম—বোবার স্বপন !
কি লাজ তোমার বল ? আমিই তোমায়
সরমে মরম কথা কহিতে যে নারি !
তোমার ত সহিষ্ণুতা বিখ্যাত ধরায় !
আমার অধীর প্রাণ, সহিছে না দেরি !
অঙ্কে নিতে আজ্ঞা দেও "জগতের সতি,"
ধন্য হোক আজ তব "জগতের পতি"।

একাদশ জ্যোতিঃ।

দেখিলাম ত্রিজগতে, জগন্ময়ী সুপ্রকৃতে
তোমারি স্বভাব মাখা জীব সমুদয়,
নিয়া তব ভালবাসা, জগতে জীবের আসা,
প্রেমাণুর যোগাযোগে সৃষ্টিস্থিতি লয়!
দুর্ব্বল জীবের কাছে, অপার্থিব প্রেম আছে,
সে প্রেমের বেগ তারা সহিবারে নারে!
দারা পুত্র পরিবারে, ঢালি দেয় অকাতরে,
তোমার স্বভাব তারা ভুলিতে কি পারে?
কিন্তু কি করিবে কহ? রক্তমাংস জড় দেহ!
সেই প্রেম সমুদ্রের তরঙ্গের ঘায়,
তটস্থ যে অস্থি মেদ, ভাঙ্গি পড়ে এই খেদ,
পড়ে মরে তবু ধরে প্রকৃতে তোমায়!
জানিয়া বা না জানিয়া, তোমারি প্রকৃতি নিয়া,
ছুটিছে তোমারি অংশ তব অংশ পানে,
লোকে বলে জীব অন্ধ, ও সকল মায়া বন্ধ,
কেহ কহে ঘোর পাপ!—মর্ম্ম নাহি জানে!
তব অংশ জীবগণ, অজ্ঞানেই দেহ মন,
তব অংশে সঁপি করে মায়া অভিনয়!
গেল গেল তুচ্ছ দেহ, কি দুঃখ তাহাতে কহ,
বারেক আস্বাদে তব প্রেম বিশ্বময়!
তব ছায়া এই কায়া,— মায়া মায়া মধু-মায়া,
আমি আমি আমি আমি—তরঙ্গ তোমার,

মমতা-সুধার সিন্ধু! ছুটিছে অমৃত-বিন্দু,
মম মম, মম মম—লহরী সুধার!
সত্য করি সুপ্রকৃতে, কহ দেখি ত্রিজগতে,
অণুতে অণুতে কেবা উচ্চারিছে "আমি"।
আমি কিন্তু শুনি ভবে, দিবানিশি উচ্চ রবে,
অংশে অংশে "আমি আমি" উচ্চারিছ তুমি!
দেহ মন প্রাণ মাঝে, দেখি যবে কি বিরাজে,
স্তরে স্তরে অমৃতের নিরখি বিভাগ!
নাহি হয় পুরাতন, নিত্য নব বৃন্দাবন,
নিত্য নব যৌবনের নব অনুরাগ।
এই বিশ্বে নিত্য স্ফূর্ত্তি, পেতেছে যুগল মূর্ত্তি,
পরম পুরুষ পাশে প্রকৃতির শোভা!
হেরি হেরি ভাবি মনে, নিরজনে তপোবনে,
আঁকি বসি প্রকৃতির চিত্র মনোলোভা!
দ্বৈপায়ন-পাদপদ্মে, দিয়া মন-কোকনদে,
"লক্ষ ইঞ্চি" করিলাম "অর্দ্ধ ইঞ্চি" স্থির,
"রাধা-কৃষ্ণ" দিয়া নাম, প্রতিচ্ছবি আঁকিলাম,
পরম পুরুষ বামে পরা প্রকৃতির!

———

দ্বাদশ জ্যোতিঃ।

ভক্ত বাঞ্ছা মনে করি, পরা প্রকৃতি সুন্দরী,
ব্রহ্ম-কল্পতরু হরি করিয়া সহায়,

বাসনা করিলা মনে, আসিবেন দুই জনে,
সচ্চিৎ-আনন্দ রূপে এ মর ধরায়।
বিশ্বরূপে অহরহঃ, কে দেখিতে পারে কহ ?
আস্বাদিতে নারে কেহ বিশ্ব-প্রেম-সুধা,
জীবের আকাঙ্ক্ষা আছে, অথচ কাহারো কাছে,
প্রকাশিতে নারে সেই অমৃতের ক্ষুধা !
বিশ্ব-প্রাণ-প্রেম-সূত্র, ধরি কেহ আঁকে চিত্র,
ঈষৎ আভাস মাত্র করিতে প্রকাশ,
নিরজনে দিবানিশি, কত যোগী মুনি ঋষি,
তপোবনে থাকি বসি, হইল হতাশ !
তপস্যার যে মহিমা, আছে সে জ্ঞানের সীমা,
অক্ষরে অক্ষরে লেখা ষড় দর্শনের,—
বাক্য মনে নাহি পারে, ধরিবারে কভু তাঁরে,
"অবাঙ্‌মানস-গোচর" মানবগণের !
তাই আসি দেখা দিলা, করিতে মানব লীলা,
ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু প্রেম-অবতার,
জীবাকাঙ্ক্ষা ভালবাসি, প্রকৃতির সঙ্গে আসি,
ঢাকিলেন মায়াযোগে অঙ্গ আপনার !
উঠি পরব্যোম হতে, সচ্চিৎ-আনন্দ-রথে,
মানব লীলার পথে পশিলা উভয়,
ধন্য করি ধরাধাম, ধন্য করি ভক্ত নাম,
বৃন্দাবন ধামে আসি হইলা উদয় !
ব্যোমের চিন্ময় লীলা, ধরাতলে দেখাইলা,
বৃন্দাবন ভূমি করি বিশ্বপ্রেম-খনি !

প্রাণাধিক ভক্তগণ, করিলরে দরশন,
রাধাকৃষ্ণ-পদে বিশ্ব প্রেম-চিত্রখানি!
জগতের নিত্য সত্য, এই "অবতার-তত্ত্ব,"
শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তগণ বুঝিল কেবল,
চিন্ময় প্রেমের গতি, বুঝাইতে রাধা সতী,
অবতীর্ণা বৃন্দাবনে নিয়া সখী দল!
জড় দেহে হলে মত্ত, কে বুঝে চিন্ময় তত্ত্ব!
জড়ে প্রেম গড়ে মাত্র "প্রাকৃতিক কাম"!
তাহে নিত্য অধোগতি, ক্ষয় নাশ নিতি নিতি,—
মিথ্যা সে জড়ীয় মায়া, গিল্‌টি তার নাম!
অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে, "অপ্রাকৃত শ্রীমদনে"
প্রেম দানে নাহি হয় বিনাশ বিরাগ,—
নাহি হয় পুরাতন, নিত্য নব বৃন্দাবন,
নিত্য নব যৌবনের নব অনুরাগ!

ত্রয়োদশ জ্যোতিঃ।

প্রার্থনা।

ব্রজেশ্বর, মম দুঃখ আর কিবা কব?
ভুলেছি তোমায় হায়, এবে দেখি স্বপ্ন প্রায়,
পড়ে কিনা পড়ে মনে মুখ চন্দ্র তব!
কত জন্ম চলি গেল, এখনো না দেখা হল,
আর কতকাল বল তোমা ভুলে রব?

কোথায় জীবিত নাথ, এস গো এখন,
দেখ গো হৃদয় স্বামী, দেখ কি হয়েছি আমি,
পড়েছে সোণার অঙ্গে কালিমা কেমন ?
ধন জন গৃহ কর্ম্ম, গেছে জাতি কুল ধর্ম্ম,
তব দরশন আশে রয়েছে জীবন !

তোমার বিরহে যদি, বাঁচি দেখা হবে !
আমার হতেছে ভয়, হয় যদি ব্রহ্মে লয়,
হা নাথ, আর কি দাসী ব্রজধামে রবে ?
শ্রীপদ সেবার মত, পেয়েছি ইন্দ্রিয় যত,
"অন্ধকূপ-হত্যা" তার অঙ্কুরেই হবে !

রাধানাথ, তা হলে যে হারাব তোমায় !
কোথা বা রবে এ দাসী, কে মুছাবে মুখশশী,
সমাধি রাক্ষসী আসি গ্রাসিলে আমায় !
পাদ পদ্ম শিরে নিয়া, কে মুছাবে কেশ দিয়া,
মালতীর মালা গাঁথি কে দিবে গলায় ?

ব্রজনাথ, শুনেছি ত ব্রজের কাহিনী !—
দোলাইয়ে ব্রহ্মজ্ঞানে, পৃষ্ঠের অঞ্চল কোণে,
নাচিত তোমার সনে ব্রজ বিলাসিনী !
কে শুনাবে যথা তথা, আর সে অমৃত কথা,
প্রাণের গৌরাঙ্গ কোথা, ডাকে কাঙ্গালিনী।

দ্বিতীয় প্রার্থনা।

লুকা'ও না ব্রজনাথ ব্রজের জীবন!
মিনতি ও রাঙ্গা পায়, তুমি লুকাইলে হায়,
আমায় করিবে লয় বেদান্ত দর্শন!
গোপীজন মনোলোভা, কোটী চন্দ্র মুখ-শোভা,
হবে না ত নিত্যধামে নিত্য দরশন!
সুখের ইন্দ্রিয় মোর শুকাবে সকল!
প্রেম পরিমল সহ, কৃষ্ণ বিলাসের দেহ,
নিরাকারে নিয়ে যাবে বেদান্ত প্রবল!
আর কি পাইব গিয়া, নিত্য ধামে নিত্য কায়া,
পৌর্ণমাসী যোগমায়া ভরসা কেবল!
আলোক সে জ্যোতিঃ মাত্র, গোলকের পতি!
ভূলোক আলোক চায়, ছাড়ি দেব সবিতায়,
জ্ঞানের আলোক লোক ভালবাসে অতি!
শ্রীপদে ঝুরিছে আলো!— বেদান্ত জানে না ভাল,
আলোকের কেন্দ্রস্থল—"যুগল পীরিতি!"

তৃতীয় প্রার্থনা।

শ্যাম-নব জলধর, দেখা দাও তুমি,
ছাড়ি সিন্ধু, যাচি বিন্দু চাতকিনী আমি!
নবঘন, চির স্থির করি রাখ সুখে,—
ভয়াকুলা চপলারে চাপি ধর বুকে!
শ্যাম-তরুবর, হায় রহিলে কোথায়!
অনাশ্রিতা শ্যামলতা ধূলায় লুটায়!

লুটাইছে মায়াপঙ্কে মৃণাল সুন্দর,
তুলি লও করে কৃষ্ণ, মত্ত করিবর!
হের কাণু-বালভানু, কাঁদে কমলিনী,
মায়ামোহ-মহাপঙ্কে পড়ি কলঙ্কিনী!
তরুণ অরুণ শ্যাম, কর তারে সুখী,
অনিমেষে চেয়ে আছে শ্যাম সূর্য্যমুখী!
প্রেম-মধু-গন্ধে ধায় মন-অন্ধ অলি,
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ- কাঁটা বন দলি!
সে পঞ্চম পুরুষার্থ পাদপদ্ম-মধু
পাবে কি এ অন্ধকূপে অন্ধা গোপবধূ?

শ্রীমধুবন।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম।

সখি রে,—

কেন যাই নবদ্বীপে, বৃন্দাবন ছাড়িরে, কহি সে কাহিনী—
ইচ্ছা করে সেথা গিয়া, তোমা লয়ে থাকিরে, দিবস যামিনী!
এ সুখ পেলাম কোথা?— কই সে নিগূঢ় কথা,
শোন্ সখি, যাহা দেখি, জুড়ায় জীবন রে,
বৃন্দাবনে মুকুলিত নবদ্বীপে প্রস্ফুটিত
প্রেমের পূর্ণতা সেই শ্রীগৌরাঙ্গ ধন রে!
শোন্ সখি মন দিয়া, সে নিগূঢ় তত্ত্বরে, নবদ্বীপ ধামে,
ভুলি গিয়া বৃন্দাবন, ভক্তগণ নিমগন, শ্রীগৌরাঙ্গ নামে!

সে যে তত্ত্ব আহামরি, কি বুঝাব সহচরি,
আগে হয় মুক্তি তাহে সর্ব্ব বন্ধ নাশ রে,
বিমুক্ত-জীবন হয়ে নিত্যসিদ্ধ দেহ লয়ে,
তবে সে হইতে পারে শ্রীগৌরাঙ্গ-দাস রে!
দাস্যভাবে আরম্ভিয়া, প্রেমশিক্ষা দিয়া রে, প্রেমিকের পাশে,
হেরি গোরা রসরাজে, রাধা-প্রেম-সিন্ধু মাঝে, ভক্তগণ ভাসে!
শ্রীরাধারে আহামরি, রাখে কৃষ্ণ বন্ধ করি,
বৃন্দাবনে জনশূন্য নিকুঞ্জ মাঝারে রে,
কে বুঝে কৃষ্ণের খেলা!— নবদ্বীপে দেখাইলা
শ্রীরাধার নিত্যলীলা দুয়ারে দুয়ারে রে!
চারিশত বর্ষ পরে, কলিকাতা ধামে রে, গোরা নাশে তমঃ!
উথলিল গৌর প্রেমে "শিশিরের" বিন্দু রে, সুধাসিন্ধু সম!
গৌরাঙ্গ-কিরণ সখি অনন্তের পথে দেখি,
অপার সমুদ্র-পারে পাতে প্রেম ফাঁদ রে,
সুদূর মার্কিণ দেশে, শ্রীরাধার প্রেমাবেশে,
জ্ঞানের গরিমা নাশে নদিয়ার চাঁদরে!
ত্রিজগতে প্রেমধর্ম্ম, বৃন্দাবনে পাতা ফাঁদ,—
পাতিছে জগৎ-গুরু অতুল্য নদিয়া-চাঁদ!

শচী মাতার প্রতি শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া।

গৌর গুণ গান, করি রাখ প্রাণ, জননি ত্রিতাপ নাশিয়া,
তুমি না রাখিলে, জাহ্নবী-জীবনে, জীবন যাইত ভাসিয়া।
তুমি মাগো যাহা, করেছ দর্শন, আমিও যে তাই দেখি গো এখন,
তারিবেন তিনি, নিখিল ভুবন, আমাকেই ভাল বাসিয়া,

আজ, গৌরপ্রিয়া বলি, দেখিবে আমারে, জগতের লোক আসিয়া!
প্রতিজ্ঞা আমার, শুনগো জননি, ঘরের বাহির যাব না;
দিনমণি মুখ, দেখিব না আর, গৌরমুখ করি ভাবনা!
কারো সাথে মাগো কহিব না কথা, নদিয়া নগরে, যাইব না কোথা,
ধূলার সংসারে, খুঁজিব না বৃথা, বাহিরে ত তাঁরে পাব না!
মাগো, গৌর মন্ত্র জপি, আনন্দে ভাসিব, ত্রিজগতে কিছু চাব না!
তণ্ডুল গণিয়া, জপিব শ্রীনাম, তাহাতেই ক্ষুধা নাশিয়া,
গৌরাঙ্গ ভজন, দেখাব কেমন, শিখিবে জগৎ আসিয়া!
কবি কহে ওই দেবী প্রকাশিত, নদিয়ায় পরা-প্রকৃতি উদিত,
ভক্তি-সরে ওই আছে প্রস্ফুটিত, ফুল-কুলেশ্বরী ভাসিয়া,
আজ, নবদ্বীপেশ্বরী, রাজরাজেশ্বরী, বেদান্তের অন্তে বসিয়া!

শ্রীনাম।

শ্রীনাম কি ধন, জানে তা ক'জন, নাম-জপে কিবা হয়?—
সেই বিবরণ শুন দিয়া মন, হবে পাপ-তাপ ক্ষয়!
যে বস্তুটি সত্য যে বস্তুটি নিত্য, অনিত্য সংসার-মাঝে,
সে বস্তুর গুণ, নিত্য সত্য বলি, মানে সবে কাজে কাজে।
সে বস্তুর নাম, নিত্য সত্য সদা, নামটি গুণ বিশেষ,
চিৎস্বরূপ বস্তু, আর তার গুণে, ভেদ নাই এক লেশ!
দ্রব্য সহ যথা, দ্রব্যগুণ তার, অভিন্ন হইয়া রয়,
নিত্য দ্রব্য সহ, নাম গুণ তার, কোন কালে ভিন্ন নয়।
নামের সহিত, ফেরেন শ্রীহরি, এ প্রবাদ সত্য তাই,
যেই নাম সেই, শ্রীহরি আপনি, বস্তু নামে ভিন্ন নাই!
হরিঅঙ্গ সেবা, করিবারে যেবা, বাঞ্ছা করে কায় মনে,

করে ও অন্তরে "হরে কৃষ্ণ হরে" জপুক সে রাত্রিদিনে!

দ্রব্য গুণ সম, বিষক্রিয়া ন্যায়, ফলিবে নামের ফল,

যে রূপেই কর, "হেলয়া শ্রদ্ধয়া"

মরিবেই, খায় যদি, না জেনে গরল!

শ্রীশ্রীফাল্গুনীপূর্ণিমা।

ওই আসে হাসি হাসি ফাল্গুনী পূর্ণিমা-নিশি

পলাশ-প্রসূনরাশি কত শোভা ধরিল!

সুন্দর মন্দার দাম আলো করে ধরাধাম,

কাঞ্চন কুসুম ফুটে দিক্ আলো করিল!

এসেছে কুসুমাকর, উল্লাসিত নারী-নর

ভ্রমরী ভ্রমর সুখে পদ্মবনে ছুটিল!

ফুলে ফুলে মনোহরা, আজ ধরা সুখে ভরা,

বসন্তের বিশ্বপ্রেম উথলিয়া উঠিল!

ফাল্গুনী পূর্ণিমা ভাই! তোদের কি মনে নাই

বিশ্বপ্রেম-প্রস্রবণ শ্রীগৌরাঙ্গ চাঁদ রে,

ভক্তপাশে শুনে থাকি, বসন্ত পূর্ণিমা নাকি

চির বসন্তের পাখী ধরিবার ফাঁদ রে!

আয় আয় বঙ্গবাসী মায়ামোহ তমো নাশি,

পরস্পরে ভালবাসি, ভাসি প্রেম-সাগরে;

চির বসন্তের তরে করজোড়ে ডাকি তাঁরে,

জগতের প্রেমগুরু নবদ্বীপ নগরে!

---

* হেলায় নাম করিলেও তাহার অব্যর্থ শক্তি কত দূর, তাহার সুন্দর বৈজ্ঞানিক সত্য মেহার-মাহাত্ম্য পুস্তকে দেখুন।

হরিনাম নিয়া নিয়া দুয়ারে দুয়ারে গিয়া,
যাচিয়া যে আচণ্ডালে হরিনাম দিল রে,
গলিত কুষ্ঠীরে ধরি গাঢ় আলিঙ্গন করি,
আমাদের মন প্রাণ হরিয়া যে নিল রে,—
শোধিতে তাঁহার ঋণ আহা আজিকার দিন,
আয় যত দীনহীন, পতিত রে পতিতা,
জন্ম দিনে ভুলি তাঁরে কেমনে ঘুমাবি ঘরে?
আয় আয় ছুটে আয় বালবৃদ্ধ-বনিতা।
যাক ও সংসার পুড়ে, ফেলে দে মমতা ছুঁড়ে,
হরি ব'লে ছুটে আয় মুক্ত বায়ু-প্রান্তরে,
চির-প্রেম ভালবাসা, চির বসন্তের আশা—
নিত্য নব বৃন্দাবন জাগাইয়া অন্তরে!
হরি ব'লে বাহু তুলে এস ভাই হেলে দুলে,
নাম-সংকীর্ত্তন ভুলে গৃহে আজ থেক না!
সংগোপনে ভেবেছিলে নাচিবেরে হরি ব'লে,
এস আজ প্রাণ খুলে মনে ক্ষোভ রেখ না।
পাপ তাপ বিনাশিতে, আজ মহা নগরীতে
কত রাজা মহা রাজা প্রজাগণ এসেছে,
দীনহীন দুঃখী যত ষষ্টি ভরে যায় কত;
ন'দিয়া চাঁদের মেলা আজ নাকি বসেছে!
নাই মান অভিমান, রাজা প্রজা এক প্রাণ!
অকাতরে প্রেম দান আজ নাকি হবে রে;
ব্রাহ্মণে যবনে মিলি করিবেরে কোলাকুলি,
নদিয়া-চাঁদের মেলা কে দেখিতে যাবে রে!

গৌরলীলা-অভিনয় মন প্রাণ বিনিময়!
মহানগরীতে আজ মহাব্রত পালিবে!
ঘুচিবে জগৎভার অসার সংসার-সার
হরিনামামৃত ধারা ধরাপৃষ্ঠে ঢালিবে!
নিতে নামামৃত ধারা আকাশে খসিবে তারা
তরুলতা মাতোয়ারা গৌর নামে নাচিবে,
গৌর-হরি ধ্বনি করি, বঙ্গবাসী নর নারী
দুয়ারে দুয়ারে ফিরি হরিনাম যাচিবে!
পদে দলি অহমিকা ভারত ও আমেরিকা,
নাচিবে লুটাবে আজ শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণে,
মাতিবেরে ম্লেচ্ছ হিন্দু, উথলিবে সুধাসিন্ধু!
ধন্যরে "শিশির-বিন্দু" গৌর-ইন্দু-কিরণে!
হবে আজ দিবারাতি নাম-যজ্ঞে পূর্ণাহুতি!
আসিবে নদিয়া-পতি নিয়া প্রেম-ফাঁদ রে!
হরি বল হরি বল, হরি বল হরি বল,—
হরিনামে বাঁধা সেই নদিয়ার চাঁদ রে!

কীর্ত্তন।

একবার শ্রীচৈতন্য শ্রীচৈতন্য চিন্তা কর না!
শ্রীচৈতন্য বিনা অন্য লোকের কথায় মন ভুল না।
আমরা, কাঙ্গাল বেশে এসেছি সবাই,
এস, শ্রীগৌরাঙ্গ ব'লে অঙ্গ, শীতল করি ভাই,
যারা বিষয় মত্ত, তাদের চিত্ত, গৌরতত্ত্ব শোনে না।
গৌর,—তোমার নামটি যখন মনে হয়,

ব'লে, জয় শ্রীহরি, নৃত্য করি, ত্যজি লজ্জা ভয়,
তোমার ঊর্দ্ধ বাহু মনে প'লে আমার বাহু স্থির থাকে না;
গৌর, মহামন্ত্র—হরিবোল বলে,
আমার, প্রাণ গৌরাঙ্গ, সোনার অঙ্গ, ভাসে নয়নজলে,
ছাড়ি, ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ রে, গৌরচরণ কর ভাবনা!
প্রাণ খুলে সব কর সংকীর্ত্তন,
ধনের কথা মানের কথা হওরে বিস্মরণ,
ও ভাই, তোমরা থাক, আপন মানে রেঃ
আমার, গৌরচাঁদের মান ছিল না।

বারোয়া, ঠুংরী।

যোগে আগে বাসনা বিজয়;
ভব বন্ধ নাশে শেষে রাসের উদয়!
শান্তভাবে যোগী ছিলাম, কোথা হতে কোথা এলাম,—
ক্রমে যে দেখা'লে ব্রজ মাধুর্য্য আমায়!
ভাগবতে ব্যাস-বাণী যোগ কথা বহু শুনি,
দশমে দেখিনু এসে লীলা মধুময়!
তরুলতা পশু পাখী, সকলি চিন্ময় দেখি,
এই বৃন্দাবন নাকি, কৃষ্ণ-লীলাময়!
কিছু না হল বিনাশ সর্ব্বেন্দ্রিয় সুপ্রকাশ,
হৃদয়ে করেন বাস কৃষ্ণ রসময়!

ললিত—আড়া।

তুমি যত ভালবাস, আমি কি তা পারিব?
সংসারের সেবা করি তবে হরি আসিব।
আসিয়াছ নিজ গুণে ভালবাস সর্ব্বক্ষণে,

আমি কিন্তু প'লে মনে তবে ভালবাসিব।
এই ভাবে ভালবাস, এস যাও, যাও এস
কখনো দুদণ্ড বস, প্রাণ কথা কব—
আবার যাইব ভুলে, তুমি কিন্তু তাই ব'লে,
যেও না যেন হে চ'লে, না দেখিলে মারা যাব।
সংসারের সেবা করি আসিব যখন ফিরি,
তব চন্দ্রানন হেরি প্রাণ জুড়াব;
অবসর মতে এসে ও চরণ পাশে ব'সে
নয়নের জলে ভেসে, মন প্রাণ ঢেলে দিব।

বাউল সুর।

সখিরে, ভাব না জেনে, প্রেমনদীতে,ঝাঁপ দিও না।
সে নদী অকূল পাথার, দিস না সাঁতার,
সাঁতার দিলে প্রাণ বাঁচে না।
নদীর তরঙ্গ ভারি ডুবেছে গোকুল পুরী,
মজেছে নর নারী গোপাঙ্গনা,
পোরে স্বার্থ বসন, কুলের ভূষণ, ছি ছি সখি, জল ছুঁও না।
অকৈতব কৃষ্ণপ্রেমা, জীবে তা সম্ভবে না,
নিষ্কামী নির্ব্বিকারী ব্রজাঙ্গনা,
সেই, সখির কর্ম্ম, পূর্ণ ধর্ম্ম, মর্ম্ম জেনে, কর সাধনা।

পুরবি—খেমটা।

আর চলতে নারি, প্রাণের হরি, চিরস্থির যৌবনের ভরে,
অমরত্ব সুধাপানে সদা প্রাণ প্রমত্ত করে।
এ চির স্থির যৌবন, কর্‌ব তোমায় সমর্পণ,
প্রেম-সমরে ভুবনমোহন, আর বিন্ধ না পুষ্পশরে।

পূর্ণরসে তনু ভাসে, প্রাণ তোমারে ভালবাসে,
তরঙ্গিণী রঙ্গে আসে, প্রাণ জুড়াতে প্রেম-সাগরে।

শ্রীশ্রীনবযৌবন।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে আছে—

নিজ ছায়া হেরি, ছায়া ধরি ধরি, ছেলেখেলা যথা বালকবেলা,
শ্রীপতি তেমনি, ছায়াস্বরূপিণী, ব্রজবালাসনে, করেন খেলা।

ব্রজবালাগণ শ্রীহরির ছায়া। বস্তুতঃ জীবাত্মা মাত্রেই পরমাত্মার ছায়া বা আভাস।

মানুষের তিনটি অবস্থা, জীবভাব, আত্মা-ভাব, আর পরমাত্মা-ভাব; বাল্য, যৌবন ও পূর্ণতা। মানুষ বাল্যভাব বা জীবভাব যতই ভুলিতে পারে, ততই আত্মভাব, যৌবনভাব বা চিরযৌবন অনুভব করে। তুমি যখন ঐ যৌবনভাব অনুভব করিতে পারিবে তখন ঐ ক্ষুদ্র ক্ষীণ অহংকে বা শিশু-ভাবকে একবারে নষ্ট করিতে পার, তাহাতে কোন দোষ ঘটিবে না। মানুষ আত্মাকে জানিয়া শেষে পূর্ণতা পাইলে পরমাত্মায় মিশিয়া যায়। মিথ্যা ছায়ারূপ মানুষ যখন ভবনদীর তরঙ্গে পড়িয়া ক্ষণকাল কাঁপিতে থাকে, তখন অবোধ বালকের ন্যায় তাহার রঙ্গ দেখিয়া দেবতারা হাস্য করেন।

"ভূতলে চঞ্চল জলে চন্দ্র যান গড়াগড়ি,—
গড়াগড়ি যান বিষ্ণু বুদ্ধির চাঞ্চল্যে পড়ি।" (হস্তামলক)

আত্মার নবযৌবন বুঝিতে ও ধরিতে পারিলেই পার্থিব অহং "শিশুর" অস্তিত্ব লোপ হইবে, ইহাই পরম সুখ। ঊর্দ্ধতম শুদ্ধ

চৈতন্যই চিরস্থির আকাশ। তাঁহার অধোদেশে প্রাণ-চৈতন্য আছেন, তিনি যেন সূর্য্য। তাঁহার অধোদেশে মন-চেতনা আছে, সে যেন উষা। তাহার অধোদেশে দেহ আছে, সে যেন ক্ষণস্থায়ী পদ্মফুল। উষা জানে, সে পদ্ম ফুটায়, ভ্রমর জুঠায়, লোকজন উঠায়। সূর্য্যকে ভুলিয়া সে পদ্মে ভ্রমরে ও লোকজনে আসক্ত হইয়া, তাহার জগৎটিকেই সর্ব্বস্ব মনে করে। তাই সে অহংসর্ব্বস্ব হয়।

মন-চেতনাও ঐ উষার ন্যায় জগৎ-সর্ব্বস্ব হইয়া, সংসারে আসক্ত ও অহং সর্ব্বস্ব হয়, প্রাণ-চৈতন্যকে ভুলিয়া যায়। কিন্তু অবশেষে উষা দেখিতে পায় যে, সূর্য্যই পদ্ম ফুটান, অলি জুঠান, উষা নিজে কিছুই নহে। সে সূর্য্যেরই ঈষৎ আভাস মাত্র।

মনও সেইরূপ অবশেষে স্পষ্টই দেখিতে পায় যে, প্রাণ-চৈতন্যই সব করেন, মলিন মন নিজে কিছুই নহে, প্রাণ-চৈতন্যের ঈষৎ আভাস মাত্র!

"সব প্রাণ এক শ্বাসে,—সব বাড়ী চিদাকাশে।" সূর্য্যের কিরণ যেমন অখণ্ড অব্যয়, তেমনি পরমাত্মার কিরণরূপ আমিও অখণ্ড অব্যয়। জীবাত্মা ও পরমাত্মাতে অখণ্ড সম্বন্ধ। সবই পরমাত্মার, ভাবনা শুধু আমার! সবই তিনি, দেখতে পাই, আমি বল্‌তে কিছুই নাই! বুঝ্‌তে দেন না আগে, যদি কাঁচা ঘুমে জাগে, পাছে ছেলে ভাগে!

সূর্য্য প্রতি অণুকে তেজ দান করেন। রাত্রিতে অন্ধকারেও তেজ দান করেন, তেজ না থাকিলে কিছুই থাকে না। সেইরূপ সেই "পরাবুদ্ধি" ঐ সূর্য্যের অন্তরে থাকিয়াই, জগতের প্রতি জীবে বুদ্ধি-কিরণ প্রেরণ করেন (গায়ত্রী)। জলমধ্যস্থ বা গৃহকোণস্থ অস্ফুট আলোকও সূর্য্যের কিরণাভাস। সেইরূপ দেহবদ্ধ যে বুদ্ধি

বা মন, সেটী পরাবুদ্ধির কিরণাভাস। দেহবদ্ধবুদ্ধি ঈশ্বর-বিমুখী হইয়া থাকে, আপনাকে আপনি দেখে না, জানে না, তাই তাহার এত দুর্দ্দশা ও দুঃখ বোধ হয়। নতুবা সূর্য্যকিরণ জলের মধ্যে গিয়া কম্পিত হইবে কেন? পরাবুদ্ধিই বা দেহ মধ্যে গিয়া ভীত হইবে, কেন? তখন তাহার কেবল বহির্দ্দৃষ্টি, কোথায় কাহার ধান শুকাইবে কোথায় ফুল ফুটাইবে, কাহার মুখ-সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া স্নেহ-চক্ষে বসিয়া নিরীক্ষণ করিবে, কেবল এই ভাবিয়া ভাবিয়া সারা হয়।

অতএব হে কিরণ সকল, তোমারা ধানে, ফুলবাগানে, মুখ-পদ্মে মজিয়া না থাকিয়া, সূর্য্যমুখী ফুলের ন্যায় সূর্য্যাভিমুখী হইয়া থাক। জীবগণ, তোমরাও আগে অন্তরে সূর্য্যকে দেখ, তাহার অন্তরে পরাবুদ্ধিকে দেখ, তাহার অন্তরে পরমাত্মা। "বুদ্ধের্যঃ পরতস্তু সঃ" বুদ্ধির পরে থাকিয়া যিনি বুদ্ধি প্রেরণ করেন, তিনিই পরমাত্মা।

এই জন্য সূর্য্যের ধ্যানই ব্রহ্মধ্যান। ইহাই গায়ত্রী। গায়ত্রীতে আছে, "যিনি বুদ্ধি সকল প্রেরণ করিতেছেন" কোন বুদ্ধি? "যেন মামুপযান্তি তে" (গীতা) যে বুদ্ধির দ্বারা তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হইবে।

যেমন সূক্ষ্ম গোলাপ গন্ধকে জলের সহিত মিশাইয়া রাখিতে হয়, সেইরূপ সমস্ত সূক্ষ্ম পাদার্থকেই এই জগতে জড়ের গায়ে জড়াইয়া রাখা হইয়াছে। সেইরূপ সেই সূক্ষ্ম মহাচৈতন্যকে ধরিয়া রাখিতে হইলে, জগৎকারণ সেই সূর্য্য মণ্ডলের গায়ে জড়াইয়া রাখিতে হয়; নতুবা সেই সূক্ষ্ম মহাচৈতন্য আকাশে অদৃশ্য হইয়া যান। তিলরাশির উপরে চামেলিফুল চাপিয়া রাখিলে, সেই তিল-তৈলে চামেলীগন্ধ আটকান যায়; সেইরূপ সেই মহাচৈতন্যকে জীবদেহে মিশাইয়া দেহটাকে চৈতন্য-ভাবাপন্ন করা হইয়াছে। সূক্ষ্মতম জিনিষটা

জড়দ্রব্যের সহিত আটকাইলে, তবে আমরা সহজে তাহাকে ধরিতে পারি। গোলাপ জলে গোলাপগন্ধ আটকাইয়া রাখা যেমন সকলেরই সুবিধাজনক, সেইরূপ সেই বিশ্ববীজ মহাসূর্য্যের মধ্যে ব্রহ্মচৈতন্যকে আটকাইয়া রাখা ও দর্শন করা সকলেরই সুবিধাজনক। বস্তুতঃই সূর্য্যের প্রতিঅণুতে মহাচৈতন্য বর্ত্তমান আছেন।

সূর্য্যদেব হইতে কিরণ বহির্গত হয়, সেই কিরণের গোড়াটা সূর্য্যে সম্পূর্ণ এক হইয়াই আছে। কিরণের ডগাগুলি যতই দূরে আসিয়া পড়িতেছে, ততই সূর্য্যের কথা ভুলিতেছে। তাহারা যে সূর্য্য বই আর কিছুই নহে, তাহা ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়া, কোথায় কাহার ধান শুকাইতে হইবে, তাহাই খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, পদ্মফুল ফুটাইয়া, বনফুলে মধু দিয়া তাহার মুখ চুম্বনে কৃতার্থ হইতেছে। সূর্য্য যদি পদ্মিনীকে ছাড়িতে কাঁদে, তবে তাহা যেমন হাস্যজনক, মানুষও সেইরূপ স্ত্রীপুত্র ছাড়িতে কাঁদিয়া উঠিলে, তাহাও সেইরূপ সাধুগণের ও দেবতাগণের হাস্যোদ্দীপক হয়।

সূর্য্যের নিকটতম কিরণ-সকল অখণ্ডভাবে সূর্য্যমুখী হইয়া থাকে। তাহারা যে সূর্য্য, তাহাই দিবারাত্রি ধ্যান ও জ্ঞান করিয়া থাকে। তাহারা নিয়তই আপনাদের অংশ অধোগামী করিয়া ছড়াইতেছে, কিন্তু সমস্ত অংশ-কিরণই অখণ্ডভাবে রহিয়াছে। ঐ সকল অধোগামী কিরণ যদি একটিবার যোগে-যাগে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিবার শক্তি পায়, তবেই দেখিয়া ফেলিবে যে তাহারাই মহাসূর্য্য। তাই পদ্মিনী এরূপ রূপ দেখায় যে, নিকটস্থ সূর্য্যকিরণ-গুলিকে ধরিয়া একবারে মেষের ন্যায় করিয়া ফেলে। সূর্য্য-কিরণগুলি মানুষের বহির্দৃষ্টিতে শত সহস্র কিরণরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

মানুষের অসম্পূর্ণ অতি ক্ষীণ দৃষ্টির জন্যই ঐরূপ দেখা যায়। বস্তুতঃ সূর্য্যের সহিত কিরণ, রৌদ্র ও গৃহকোণের অস্ফুট আলো, সমুদায়ই এক অখণ্ডভাবে চির-অবস্থিত। সেইরূপ মহাচৈতন্য, পরাবুদ্ধি, জীববুদ্ধি সমস্তই এক অখণ্ডভাবে চির-অবস্থিত। জীবের কাছে ক্রমে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ক্রমে ক্রমে শত সহস্র, পরে তেত্রিশ কোটী রূপে দৃষ্ট হন। সেই জন্য দেবতা ও মানুষের বিন্দুবিসর্গও মিথ্যা নহে। সবই ব্রহ্মসম্বন্ধ বা ব্রহ্ম।

সেই মূল চৈতন্য হইতে অনন্ত জীব-চৈতন্য বহির্গত! সেই মহা চৈতন্যের পরিচয় জীবের চোখে মুখেই ফুটিয়া উঠিতেছে! তাহারা যে চৈতন্য ভিন্ন কিছুই নহে, তাহা তাহাদের চক্ষুর জ্যোতিঃ দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যায়। চক্ষে চক্ষে চেতনভাব ঝক্‌মক্ করিতেছে।

জীব-চৈতন্যগুলি মহাচৈতন্য হইতে দূরে আসিয়া কামিনী-কাঞ্চনের আঠায় জড়াইয়া যাইতেছে! কিন্তু মহাচৈতন্যের নিকটতম কিরণরূপ মুক্তাত্মা-সকল অখণ্ডভাবে মহাচৈতন্যেই অবস্থিতি করেন। তাঁহারা আপন অংশ অধোগামী করিয়া ছড়াইতেছেন, কিন্তু সমস্তই অখণ্ডভাবে আছে।

সূর্য্য হইতে বহুদূরে আসিয়া উষা জগদভিমুখী হয়, তাই পদ্ম ফুটানো, ভ্রমর উড়ানো, লোক জাগানো এই সকল কাজের শেষ হয় না। দেখিতে দেখিতে পশ্চাৎ হইতে সূর্য্যালোক আসিয়া পড়ে, তখন উষা যায় যায় হয়, ভয়ে কাঁপিতে থাকে! কালপূর্ণ হইলেই উষা দেখে, একখানা থালার ন্যায় উজ্জ্বল ছবি পূর্ব্বাকাশে রক্তরাগ ছড়াইতেছে! তখন সূর্য্যের কথা আভাসরূপে উষার মনে পড়িতে লাগিল! সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল—সূর্য্য কোথায়?

প্রাণস্বরূপ কোথায়? প্রাণ যে যায়! কি করিয়া আমি এখন এই সব ফুলকুল ননীর পুতুল ফেলিয়া যাই! আমি এত যত্নে জগৎ সাজাইতেছি, এখন কার উপর ফেলিয়া যাই!

অহো, দেখিতে দেখিতে মধ্যাহ্ন-সূর্য্য আসিয়া ঊষাকে বক্ষে টানিয়া লইলেন। ঊষা তাহার প্রাণস্বরূপ, সূর্য্যের বক্ষে গিয়া বলিতে লাগিল—সোঽহং! সোঽহং!

ঊষার বৃথা মৃত্যু-ভয়ের ন্যায় মানুষেরও বৃথা মৃত্যু-ভয় হইয়া থাকে। মানুষও ভগবান্‌কে পুতুলের ন্যায়, ছবির ন্যায়, থালা থানার ন্যায় ক্রমে দেখে, পরে তিনি আসিয়া যখন আপন বক্ষে ধারণ করেন, তখন জীব আনন্দে সোঽহং! সোঽহং! বলিয়া উঠে। ঊষা ও সূর্য্য অভিন্ন, তেমনি জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। এক ভাবিলেই এক, দুই ভাবিলেই দুই। "যেটি আমি সেইটিই ত তুই! এক আর এক, লোকে বলে দুই!"

সূর্য্যের মধ্যে ঊষা মিশিয়া গেলে জগতের ফুল ফুটান, অলি উড়ান বন্ধ হয় না। সূর্য্যই ফুল ফুটান, অলি উড়ান! সূর্য্য থাকিলেই ঊষা থাকে, ঊষা কেবল সূর্য্যের অবস্থা-বিশেষ।

জ্ঞানিগণ দেখিয়াছেন যে—মানুষ ত চৈতন্য মাত্র, হাড় মাস গায়ে গুঁজিয়া বালকের ন্যায় জগতে "কানা-কাণা" খেলা করিতে আসিয়াছে।

চৈতন্যের গায়ে গুঁজেছি বেশ, হস্ত পদ চক্ষু কেশ!
মাথায় গুঁজি ফুল,—গোঁফ দাড়ী চুল!
সেজে গুঁজে আসা—অভিনয়টি খাসা!
হাসতে হাসতে ম'রে গেছি,—
চৈতন্যের গায় চোখ গুঁজেছি!

সেজে গুঁজে এসেছি—এই বই ত নয়।
জলে আগুনে দিব ঝাঁপ, এ যে অভিনয়!
সেজে গুঁজে নাচা গাওয়া—এটা ভুল না,
নাচ্‌তে নাচ্‌তে ভুলে যেন কেঁদে ফেলো না!
কিছুই যায় না—সবই রক্ষে!
গেল! গেল! কেবল বাহ্য চক্ষে।

গোলাপ-জলকে "জল" বলা ও মিছরির সরবৎকে "জল" বলা যেমন নির্ব্বোধের কাজ, বিশ্ব-বীজ সূর্য্যকে "জড়-পিণ্ড" বলাও তেমনি নির্ব্বোধের কাজ। সৌরভেই বুঝা যায় যে, এটি গোলাপ-সার; যে গন্ধ পায় না, সে জল বই আর কি বলিবে?

জলবিম্বেও ব্রহ্মচৈতন্য অনুপ্রবিষ্ট, কিন্তু রাজাকে বৃক্ষতলে দেখা অপেক্ষা রাজপ্রাসাদে দেখিলেই সহজে শীঘ্র জানা যায়; সেইরূপ জলবিম্ব অপেক্ষা সূর্য্যমণ্ডলে ব্রহ্মচৈতন্যকে স্বভাবতঃ সহজে অনুভব করা যায়। নারিকেল বলিলে বুদ্ধিমান লোক অন্তরস্থ নারিকেল-শষ্যকেই বুঝিয়া থাকেন; যাহারা নারিকেল জানে না, তাহারা নারিকেল দেখিলে "ছোবড়াই" বুঝিয়া থাকে।

হে সূর্য্যব্রহ্ম, আমরা তোমার চিরযৌবন-সম্পন্ন রশ্মি বই আর কিছুই নহে।

তুমি ডাবের জল, আমরা খোসা, তুমি সূর্য্য, আমরা উষা।
আমরা রবির অংশ—রবিকর-বংশ!
আমরা তোমার করাঙ্গুলি— ফুটাই সংসার পদ্মগুলি!
নৃত্যগীতই কর্ম্ম মোদের, ভাবনা চিন্তা জানি না!
"নবযৌবন" ধর্ম্ম মোদের, বৃদ্ধ হওয়া মানি না!

যোগিগণ পরমাত্মাকে জ্যোতির্ম্ময় রূপে ধ্যান করেন, নিজে-

কেও জ্যোতির্ম্ময় আত্মারূপে ধ্যান করেন। উভয়ে এক জাতীয় হওয়ায় মেশামিশিটা বড় ভাল হয়। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বিমুক্ত ভক্তগণ শ্রীশ্রীভগবানের জ্যোতির্ম্ময় পরম সুন্দর স্থিরযৌবন-মাধুর্য্য ভাবনা করেন, নিজেকেও জ্যোতির্ম্ময়ী চির স্থির-যৌবনা পরমা-সুন্দরী ব্রজগোপী রূপে ভাবনা করেন; তাই এক জাতীয় হওয়ায় মেশমিশিটা খুব গাঢ়, সুন্দর ও সুমিষ্ট হয়। সারানিশি কুসুম-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া, মানস-সেবার দ্বারা কৃষ্ণবিলাসিনীগণ সেই চিৎঘন-মূরতি শ্রীকৃষ্ণসুন্দরকে বক্ষে ধারণপূর্ব্বক, নিত্যসুখ-সম্ভোগ করেন, ও রাত্রিশেষে একটু নিদ্রা যান; অমনি সাংসারিক ননদিনীরা আসিয়া ডাকিতে থাকে, ও নানারূপ উপহাস করে। তাই কৃষ্ণবিলাসিনী নিজ সখীর নিকটে সংগোপনে বলেন—

সখি রে,

"পিয়ার পরশে জাগি ঘুমাইনু, না জানি বিহান নিশি!
পিয়ার সঙ্গের অঙ্গের সৌরভ, ননদী পাওল আসি!—
বলে, কেন তোর তনু, এমন মলিন, মলিন চাঁদের কলা?
যেন, মত্ত মাতঙ্গ, মথিয়ে থুয়েছে, শিরিষ কুসুম মালা!
কে তোরে দিয়েছে ফুলের নূপুর, কে দিল ফুলের হার?
তাড়িৎ জিনিয়ে, পীত বসন, চোরায়ে আনিলি কার?"

সাধুগণ এই অভিসারে, পরমাত্মা ও জীবাত্মার সঙ্গমে রাত্রি জাগরণ করেন। "পূর্ণের" সহিত অংশের যখন মিলন হয়, তখন কতদূর সুখ সম্ভোগ হয়, তাহাই আস্বাদন করিবার জন্য "পূর্ণ" নিজ অংশকে দূরস্থ করিয়া আবার ক্রোড়স্থ করিতেছেন। —এই "নিজ সুখ আস্বাদনই" দ্বৈত লীলার বা ভগবানের সৃষ্টি করিবার অমৃতময় কারণ। অতএব নিত্যশুদ্ধ ভক্তগণ, তোমরা

নিশিথ কালে সেবার উপকরণ সেই "চিরস্থির যৌবন" লইয়া প্রিয়তমের সেবা আরম্ভ কর, কৃতার্থ হইবে। --

"সে যে, প্রাণসম প্রিয়তম, নিকটতম নিজ জন।"

আনন্দাশ্রম-আবাহন।

অলসতা পরিহরি, বাজায়ে বিজয়-ভেরী,
ভারতের নরনারী দেখ সবে উঠিয়া,
কিবা কার্য্য আপনার, সংসারের কিবা সার,
উরসেতে যশোহার রাখ রাখ ধরিয়া।
মিথ্যা জীব কায়া, মিথ্যা ভব মায়া,
অমূলক ছায়া, ঈশ্বরের দয়া নাই—
সংসার দুঃসহ, স্বল্পস্থায়ী দেহ
মৃণ্ময় গেহ, কহিও না কেহ ভাই!
মৃত্তিকার অভ্যন্তরে, দেখ তন্ন তন্ন ক'রে,
পঙ্কজে পঙ্কিল সরে, পরিমল নিহিত,
মধুমত্ত ভৃঙ্গ গণে, সে মধুর তত্ত্ব জানে,
হায়রে সে সুধাপানে, বায়সেরা বঞ্চিত।
বিদ্যা বুদ্ধি ধনে মানে, প্রণয় প্রমোদ জ্ঞানে,
মমতা পান-ভোজনে, কি আনন্দ জান না,
স্বল্পস্থায়ী করি মনে, এ সব স্বর্গীয় ধনে,
তুলনা তাড়িৎ সনে, দিও না রে দিও না।
ক্ষীণ জীবী প্রাণী, সত্য বলি মানি,
চন্দ্র সূর্য্য জিনি, ক্ষমতা এমনি আছে,

'অপার্থিব ধন, মানব-জীবন,
পেয়েছ যখন, ব'ল না তখন মিছে।
সংসার-সমুদ্র তীরে, বসিয়া তরঙ্গ হেরে,
হায় ভুলি আপনারে, ক্ষুদ্র বলি ভেব না,
যারা অতি নীচমতি, তাদের নরকে গতি,
"সহায় জগৎপতি," এ কথাটি ভুল না।
কর মিথ্যা পরিহার, ধর সত্য-তরবার,
ন্যায়-যুদ্ধে কভু আর, ভয়ে ভঙ্গ দিও না,
ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, বিশ্বের কারণ ধরি,
যাও প্রাণপণ করি, কিছু শঙ্কা ক'র না।
সাধিবারে কর্ম্ম, রাখিবারে ধর্ম্ম,
পর জ্ঞান-বর্ম্ম, আছে কোন কর্ম্ম আর?
পাপ-চিন্তা ছাড়ি, পাহাড় উপাড়ি,
চন্দ্র সূর্য্য পাড়ি, সাধ কার্য্য আপনার।
জীর্ণ দেহ তুচ্ছ মানি, অমরাত্মা মনে জানি,
পরমাত্মরূপ যিনি, তাঁরে কভু ভুল না,
এ ভব বৈভব তব, অপার্থিব রত্ন সব,
সুখ-বার্ত্তা কারে কব! দুঃখ দেখা গেল না।
বিমানে বালুকা তুলি, নক্ষত্র টানিয়া ফেলি,
আশার আগুন জ্বালি, অগ্রসর সঘনে,
প্রচণ্ড প্রতাপ সহ, কর শ্রম অহরহঃ,
যে ক'দিন থাকে দেহ, অবহেলি শমনে।
যতক্ষণ প্রাণে সহে, শরীরে শোণিত বহে,
যতক্ষণ শ্বাস রহে, রাখ বক্ষ পাতিয়া,

অশনি সম্পাত শত, হয় হোক ক্রমাগত,
কর্ত্তব্যে বিরত হ'লে, কি হইবে বাঁচিয়া ?
পরব্রহ্ম নাম স্মরি, বাল বৃদ্ধ সঙ্গে করি,
সারি সারি নরনারী, সুমঙ্গল সাধনে,
সদা রত মন সুখে, উৎসাহ-বচন মুখে,
দেখুক নির্ব্বোধ লোকে, সুরপুরি এখানে।

আনন্দের কথা, যে জন কহিবে, চরণে নোয়াব তার,
মাথায় আমার আনন্দ-মুকুট, গলায় আনন্দ-হার।
আনন্দ-বসনে আনন্দ-ভূষণে, আনন্দে চলেছি ভাই,
উঠিতে আনন্দ, বসিতে আনন্দ, শয়নে আনন্দ পাই।
আনন্দের কথা, দিন রাত ভাবি, আনন্দে হয়েছি ভোর,
সংসারের স্রোত, বহিছে উজান ছিঁড়িছে মায়ার ডোর।
আমাদের শুভ, আনন্দ-জগতে, আনন্দ-প্রভাত কালে,
আনন্দ-কাননে, গাইছে কোকিল, আনন্দ-গাছের ডালে।
আনন্দে পাপিয়া, প্রভাতি ধরেছে, ললিত গাইছে পাখী,
উঠিছে অরুণ হাসিতে হাসিতে, আনন্দ বরণ মাখি।
বিষাদের রেখা, যদি যায় দেখা, কাহারো নয়ন কোণে,
জানিব তখন, মরেছে সে জন, গঠেছে নরক মনে।
ছিন্ন ভিন্ন করি মায়ার সংসার, আবার বেঁধেছি তায়
আনন্দের ডোরে, আনন্দ অন্তরে, আনন্দে পাগল প্রায়।
অজর অমর, আত্মা নিরন্তর, আনন্দে কোথায় যাই !
আনন্দ আনন্দে আনন্দে আনন্দে, অজ্ঞান হয়েছি ভাই।
আনন্দে হৃদয়, উথলি উঠিছে, ছাপায়ে পড়িছে মোর,
আয় দীন দুঃখী, প্রাণ খুলে আয়, সুপ্রভাত আজ তোর।

পাপীতাপী যারা, সংসার মরুতে, ভাবিয়া হতেছ সারা,
অমূল্য রতন, সোনার পুতলি, বাহু তুলে আয় তোরা।
যোগের বিজ্ঞান, জ্বলেছে আগুন, মায়ার সংসার মাঝে,
চির অভিমানী, যত ধনী মানী, মাথা নোয়াইছে লাজে।
চির আনন্দের, ধীর বজ্র-ধ্বনি, অনন্ত আকাশে হয়,
তার্কিক-পাণ্ডিত্য, চূর্ণ চূর্ণ করি, করিতেছে দিগ্বিজয়।
বাল-বৃদ্ধ আয়, নেচে আয় শিশু, বুকেতে রাখিব তোরে,
দীন দুঃখী চাষা, বুকে আয় তোরা, শীতল করে যা মোরে।
আয়রে দুঃখিনী বালা ছাড়িয়ে সংসার জ্বালা,
অবিশ্রান্ত আনন্দের দেশে,
আমার তোদের সনে, কি সম্বন্ধ মনে মনে,
কুঠারে চিরিয়া বক্ষ দেখাইব শেষে।

কবিতা-কুঞ্জ।

পাখী।

বিজন বিপিনে বসি, বিশ্ব বিমোহিয়া, কেন গাও পাখী ?
ছেড়েছি সংসার ঘর, শুনিয়া তোমার স্বর,
কি গান শুনালে পাখী, ফিরে গাও দেখি ?
মানুষ কথার ছলে, বরষে গরল, আশ্চর্য্য কৌশলে !
বড় দুঃখী আমি পাখী, সংসার মরুতে থাকি,
আশা-মৃগতৃষ্ণিকার, কুহকেতে ভুলে !
কি এক প্রণয় বায়ু, সময় বুঝিয়া, বহিল প্রবল !

আগুনের শিখা প্রায়, পরশি আমার গায়,
হায় হায় দেখ দগ্ধ, করেছে সকল!
মিটিল না মহা তৃষ্ণা, বিন্দু বিন্দু প্রায়, সম্পদ-সলিলে!
পাখী তোর সাথে সাথে, ভ্রমিবরে পথে পথে,
পিয়ে সুধা স্নান করি নয়নের জলে!
বিধাতা সেধেছে বাদ নাহি অন্য সাধ! হ্যাদে দেখ পাখী
জর জর কলেবর, হুতাশে দহে অন্তর,
এবে মাত্র প্রাণ-বায়ু বাহিরিতে বাকি!
ওই যে সম্মুখ দিয়া, উড়ে যা'স চলে, পাখা দুটি তুলি,
মন যে কেমন করে, হঠাৎ হেরিয়া তোরে,
চড়াৎ করিয়া চিত্ত উঠে যেন জ্বলি!
সুদূর অম্বর-পথে, বিদ্যুতের গতি, পাগলের প্রায়
চালি সুধা ডাকি ডাকি, বল্ দেখি বল পাখী,
আমাদের দিয়া ফাঁকি, যাস্‌রে কোথায়?
আজ এ কানন মাঝে; সেই খোঁজে খোঁজে; আসিয়াছি আমি
মনে বড় সাধ করে, সেই সুখ ভুঞ্জিবারে,
ফাঁকি দিয়া যার তরে, উড়ে এস তুমি!
আমার মাথার কিরে, দেখ পাখী ফিরে, জনমের মত
মুগ্ধ হ'য়ে তোর রবে, ছাড়িয়া এসেছি সবে,
প্রাণের অধিক মোর, ভাই বন্ধু যত!
করিতেছে প্রাণাকুল. বকুল-মুকুল-কুল, ফল ফুল মাঝে,
পাখী-কুল চির আশা বাঁধিতে সুখের বাসা,
তোর মত লোক যারা, তাহাদেরি সাজে!
মলয় বহিলে পরে, শরীর শীতল করে, দুঃখ দূরে যায়.

হ'য়ে তুমি প্রতিবাসী, ডাক যদি কাছে বসি,
ভব-ধামে স্বর্গসুখ অনুভব তায়!

বুল্‌বুল্‌। (ভাবানুবাদ)

বুল্‌বুল রে কত সুখী তুই!
বসিয়া ঝোপের পরে, গান গাও মধুস্বরে,
চারি ধারে ফুটে কত জাতি যূথি যূঁই!
মণি মুক্তা রতন ভাণ্ডার
কিছু তোর নাই পাখী, অনন্ত সুখের সুখী,
তোরে দেখি প্রাণ মোর ছুটে বারবার!
নাই তোর হল শস্য ভূমি!
কোন কাজে হিংসা দ্বেষ, নাই তোর এক লেশ,
শান্তি-সুখে মধুস্বরে গান কর তুমি!
মন-সুখে সঙ্গিনীর সনে,
না ভাবিয়া ভবিষ্যৎ, অজর অমর বৎ,
নিত্য সুখে সুখী পাখী, মত্ত সদা গানে!
প্রতি দিন কি কর আহার?
জিজ্ঞাসিলে বল তুমি, "তাঁর যত্নে বাঁচি আমি,
নিয়ত বাঁচান যিনি, নিখিল সংসার!"

সাবিত্রীর তপোবন দর্শন।

ছুটিছে সুরভি গন্ধ কনক আধারে
আমোদিয়া অন্তঃপুরি! শোভে চারি ধারে
কমল. সাবিত্রী বসি কমলা যেমতি।

সাজায়েছে সহচরী কবরী, আহরি
মহেশ-মন্দির হতে দেবার্চ্চনা পরে,
চন্দন চর্চ্চিত চারু চম্পক চামেলি,
কামিনীকুল-কামনা! সুখে তমালিনী
করিছে অলক্তে রাঙ্গা চরণ অঙ্গুলি!
চুম্বিয়া শ্যামল দল নীরব অরণ্যে,
সর্ সর্-স্বনে মন্দ মলয় যেমতি,
জিজ্ঞাসিলা রাজবালা সম্ভাষি সাদরে
মধুস্বরে—বিধুমুখি! রম্য তপোবনে
কহ লো আছেত ভাল, ঋষি-কুলবালা?
তরলিকা তিলোত্তমা নলিনী-নয়না
তাপস-নন্দিনী সখি কেন না সম্ভাষে
আমায়? তারা যে বলে "রাজকন্যা" আমি!
লো সখি তাপসকুলে "মুনিকন্যা" তারা!
এ কেমন কথা দেবী? ভাগ্যবতী তুমি,
রাজবালা—তমালিনী কহিলা হাসিয়া
মৃদু হাসি। সুরবালা শোভে সুরপুরি,
নন্দন-মন্দার শোভে চিকুর-বন্ধন!
গন্ধর্ব্ব কিন্নর কন্যা কর্ণ-মূল শোভা
কুটজ কুসুম গন্ধে নগেন্দ্রের দেখ
কি আনন্দ! চন্দ্রমুখি নিন্দ আপনায়
অকারণ; রাজগেহে রাজলক্ষ্মী তুমি,
বিধির লেখা আলেখ্য! লক্ষপতি পিতা,
যক্ষপতি যথা অলকায়! বনে সুখী

'বনবাসী! কিন্তু দাসী, শশিমুখি, কভু
দেখে নাই, সত্য দেবি কহ যাহা তুমি,
তাল তমালেতে পূর্ণ হেন তপোবন!
সুধাইলা সুবদনি সে দিনের কথা,
গিয়াছিনু যবে মোরা করিতে ভ্রমণ
সে বনে, নয়ন মন মোহিত নেহারি
যে মাধুরি, বরাঙ্গনে, নিবেদি চরণে।
তপোবনে গিয়া হেরি, আদিত্য উদয়
হইল উদয়াচলে, দীপ্ত বন রাজি!
সুপ্ত জীব যত জাগে, একে একে যথা
সন্ধ্যায় নক্ষত্রোদয়; ফুলডালা করে
কুসুম চয়ন করে মুনি কন্যা যত।
করে করি কমণ্ডলু করিছে গমন
ঋষিকুল, কুলকুলে সুধা ঢালি যথা
চুম্বিছে উপল-কুল নির্ঝরিণী-বারি!
ডাকে পিক নাচে শিখী শাখায় শাখায়,
পাখায় বিচিত্র চিত্র, চিত্রভানু হেরি
মনোরঙ্গে। মনোরঙ্গে কুরঙ্গ নিকর
ছুটিছে শাবক সঙ্গে শ্রীফলের পাতা
মরমরি। হৃষ্ট মনে কৃষ্ণসার যত
হর্ষে আসি ঘর্ষে অঙ্গ তাল তমালেতে!
যে দিকে ফিরাই আঁখি নিরখি কেবল
অপরূপ ব্রহ্ম ছবি! ক্রীড়া করে যত
বন-বাসী শিশু-কুল তরু-মূলে বসি।

কেমন তাপস কুল, কটি তটে বাঁধা
পল্লব, বাকল, চর্ম্ম ; ধর্ম্ম কর্ম্মে রত
সতত ! সতত বনে নিরখি নিরখি
হরীতকী আমলকী বয়ড়া বকুল
তরু লতা গুল্ম রাজি, জ্ঞান হয় মনে
স্বর্গের সংবাদ তারা কহিছে বিনয়ে !
পরিহরি রাজপুরি—পরিপূর্ণ যায়
পাপ রাশি, প্রাণদণ্ড, প্রতারণা আর
দ্বেষ হিংসা অর্থলোভ স্বার্থ লাগি সদা,
ইচ্ছি বাস তপোবনে,—শুনি গায় পিক ;
নাচে শিখী ; শাখী সখা ; প্রতিবাসী যত
বিহঙ্গ কুরঙ্গ মরি ; সুখাসন কুশা ;
অশন সুপক্ক ফল, বসন বাকল,
বাসনা কেবল সেই অমৃতের ধারা
কামধেনু পয়ঃ পান, পিপাসায় পিয়ে
প্রবাহিনী পূত পানি পাতি পাণিযুগ ;
পর্ণ শয্যা, লতাগুচ্ছ দিব্য উপাধান ;
ব্যজনে চন্দন শাখা ; শয়নে স্বপনে
ব্রহ্মানন্দ ! এ আনন্দ মন্দমতি যারা
সন্ধান না পায়, মগ্ন সংসার-সাগরে !
সংসারের যত সুখ তাদের কপালে
খেলে যথা সৌদামিনী কাদম্বিনী কোলে !
সারাদিন নিরখিনু নন্দন-নিন্দিত
তপোবন। প্রায় সন্ধ্যা, হেনকালে হেরি

তরলিকা তিলোত্তমা তমালের তলে
নমিছে আদিত্য দেবে—প্রায় অস্তমিত,
আঁচল ভরা কুসুম। অদূরে নেহারি
তেজস্বী তপস্বী কত, ঊর্দ্ধজটা কেহ,
কেহ ঊর্দ্ধবাহু, শিরে জটা-জূট ভার,
ঊর্দ্ধরেতা যতানিল ঈশান যেমতি!
ভস্মভূষা ভালে, তারা স্রোতস্বিনী-তীরে
কমণ্ডলু করে করি করিছে গমন!
নামিল অরুণ রথ পশ্চিম সোপানে
দেখিতে দেখিতে, দেখা দিল গোধূলির
ধূসর বরণ! কত যে কুসুমদাম
ফুটে সে কাননে! গন্ধে আমোদিত বন!
হেন কালে আমাদের সম্ভাষিলা আসি
ঋষিসুতা যত, মুখে মৃদুমন্দ হাসি,
চন্দনের রেখা ভালে মন্দ মন্দ গতি!
তাদের দেখিয়া বনে, মনে যে কি বলে,
ব'লে কি জানাব আর! ছার গৃহবাস
ইচ্ছা করে ত্যজি যাই, পূজি ইষ্ট দেবে,
হৃষ্ট মনে বনে বনে করি বিচরণ
তুলি ফুল, ফলমূল আহরণ করি,
রক্তচন্দনের ফোঁটা পরি ললাটেতে
আনন্দে, আনন্দে করি বাকল বন্ধন
অঙ্গে; মনোরঙ্গে শুনি বন-বিহঙ্গের
সঙ্গীত; কুরঙ্গ সঙ্গে রঙ্গ করি বনে।

কিন্তু কহি চন্দ্রাননে, ইন্দ্রালয়ে যথা
ইন্দ্রাণীর সোহাগিনী সঙ্গিনী সকল,
আমরা কাটাই কাল চরণ-ছায়ায়,
সুখসিন্ধু! নাহি জানি দুঃখের বারতা।
শুন কহি সুলোচনে, শুন নাই তুমি
আর কথা! তপোবনে শুভক্ষণে মোরা
গিয়াছিনু সেই দিন! তোমার প্রসাদে
ভাগ্যবতী মোরা দেবী; অপরূপ ছবি
দেখিনু যা এ নয়নে রম্য তপোবনে,
সে কাহিনী মন দিয়া শুন সীমন্তিনি,—
সারাদিন মোরা যবে তপোবন দেখে
আইনু কাননপ্রান্তে, তুলিতে তুলিতে
কুসুম, সুষমা এক সহসা সুন্দরি
সম্মুখেতে সমুদিত; হেম-কূট-শিরে
যেমতি কনক শৃঙ্গ, কানন মাঝারে
সাধু এক নেহারিনু প্রশান্ত মূরতি!
সে সম্বাদ, প্রিয়ম্বদে, ক'য়ে কি জানাব!
বচন-অতীত কথা! নলিনী নয়ন
নিমীলিত, জপমালা জপিতেছে করে।
পরম সুন্দর কান্তি! নীলাম্বরে যথা
কাদম্বিনী-নীলাম্বরে বালার্কের ছটা
সমাবৃত, মরে যাই, হীন বেশাবৃত
সে বরাঙ্গে বরাঙ্গনে হেন হৈম ছটা!
কি সুঠাম, আহা দেবি, কি দিব তুলনা?

দিব্যভাব বিগ্যমান! ত্রিদিব ত্যজিয়া
আইলা বা অনন্তের অর্চ্চনার আশে,
আনন্দেতে তপোবনে, নন্দন-নিন্দিত,
কন্দর্প? গন্ধর্ব্ব কিংবা বুঝিতে না পারি!
নবীন বয়স আহা, কি বিরাগে জানি
বৈরাগী! কেন বা অঙ্গে মলিন বসন,
বনবাসী তপস্বীর বেশ? সে সুজন,
নর যদি, জ্ঞান হয় নরেন্দ্র নিশ্চয়!
নিত্যজ্যোতিঃ আদিত্যের প্রসন্ন বদন
মেঘে কি লুকায়? হ'ত কি সুখের দিন,
হেন বনফুল বিধি ফুটাইল যদি
যদি রে ফুটিত ফুল সংসার-ললামে!
অথবা আবার ভাবি দূর সূর্য্য করে
ফুটে নাকি এ সংসারে কম কমলিনী?
এ কি রঙ্গ? ব্যঙ্গ কর ছি ছি লো তরলে,
ঋষিবরে?—ধীরে ধীরে কহিলা সুন্দরী
ত্রিদিব অপ্‌সরা-কণ্ঠে। সুখ-কণ্ঠমালা
গাঁথে সখি (শুনিয়াছি মুনি-কন্যামুখে)
রমণী-প্রণয়-সূত্রে সংসারী; সুন্দরি,
আনন্দে নিবাসি বনে তাপস-নন্দন
আজীবন মন্দ বলি নিন্দা করে তারে!
কহিব কি, কেহ কেহ (কহিয়াছে মোরে
তিলোত্তমা) রত্নোত্তমা রামা মনোরমা
হেলায় ঠেলিয়া পায় হয় বনবাসী,

ভস্মরাশি মাখে গায়, খায় ফল মূল,
পিয়ে রস, বাস মাত্র বল্কল কৌপিন!
থাকে কি পিঞ্জরমাঝে কুঞ্জর স্বজনি,
দিবস রজনী যার বন পানে মন?
ধন্য সে তাপস সখি দেখিয়াছ যারে
রূপবান্; এ পরাণ কাঁদে লো সতত
দেখিতে তপস্বীকুলে, দেব-আত্মা তাঁরা।
চল লো স্বজনি যাই জুড়াই জীবন
সে মুখ মঙ্গল-ছবি নিরখি নয়নে!
প্রভাতিল বিভাবরী। প্রভাকর আভা
দাবানল-প্রভা নিভ দূর শৈলেশ্বরে
দেখা দিল পূর্ব্ব ভাগে ডগমগ রাগে।
আহা মরি রত্নগিরি সুমেরুর শিরে
শোভে যেন সারি সারি কনকের চূড়া।
এতক্ষণে নীড় ছাড়ি ডালে আসি পাখী
ঝর্ঝরে ঝাড়িছে পাখা; মহাসুখে ব'সে
শাখিশাখে শিখী নাচে, নিরখি নিরখি
রবির নবীন ছটা আঁখি বিনোদন।
রাজ অন্তঃপুরে মরি ডাকিল মধুর
শারি শুক পোষাপাখী, পিঞ্জর-রঞ্জন,
কুমারী-কর পালিত! রাজকন্যা সুখে
চন্দন পালঙ্ক পরে পুষ্প উপাধানে
আনন্দে মেলিলা ছুটি নলিনী-নয়ন।
চমকি নাগরীকুল (সুখ সহবাসে,

বাসর আবাসে কেহ) স্থাপিল অঞ্চল
শূন্য বক্ষে। চক্ষে হাত, দুর্গাদুর্গা বলি
বিকট তাম্বুল ফেলি উঠে লজ্জাবতী।
পৃষ্ঠে দোলে কৃষ্ণবেণী, ধায় তমালিনী,
গরবে করভগতি! নিতম্বেতে দোলে
প্রফুল্ল কদম্বফুল বেণীমুখে বাঁধা।
দোলে দুটি কুরুবক কর্ণমূল যুগে,
কোমল কপোল প্রান্তে—ম্লান দরশন!
প্রলম্বিত সুচঞ্চল কাঞ্চন-অঞ্চল
সঞ্চালিত পৃষ্ঠদেশে, তাড়িৎ-গমনে
উড়িছে মলয় ভরে, আভায় উজলি
চারিদিক্। আচম্বিতে লাবণ্য ছটায়
চমকে সকল লোক; যায় ইন্দুমুখী,
খল খল হাসি মুখে, রাজ অন্তঃপুরে!
উতরিলা তমালিনী চপলা যেমতি,
রাজবালা পদ প্রান্তে। রাজার নন্দিনী
মধুরে কহিলা তবে "সুখী সেই সখি,
আশৈশব সহচরী তোমা সমা যার!
যখন তাপিত মন রাজ অন্তঃপুর
ছাড়ি যায় অবহেলি রাজার ভাণ্ডার,
অমূল্য রতনরাজি, বিধুমুখি, তব
সুখ সম্ভাষণে মাত্র জুড়াই পরাণ!
ত্বরায় চল লো এবে যাই সবে মিলি,
কর সজ্জা, হেরি গিয়া মুনি-তপোবন!"

মাতঙ্গিনী-যূথ যথা কদলী-কাননে,
সুমন্দ হেলনে, মাঝে রাজকন্যা করি,
করে যত সহচরী রথ আরোহণ।
ফুলে ফুলে অঙ্গ সজ্জা; সুকোমল করে
প্রফুল্ল কমল-খেলা! মৃগমদ সহ
সুগন্ধী কস্তুরি-গন্ধে মলয় হিল্লোলে
আমোদিত চারিদিক্। রঙ্গিণী সকল
মনোরঙ্গে করে যাত্রা! আনন্দে বিহ্বল,
খল খল হাসি রাশি মধুর অধরে!
মহানন্দে হুলুধ্বনি পড়িল চৌদিকে,
ইঙ্গিতে চলিল রথ, মনোরথ-গতি।
ঘর্ঘরে ঘুরিল চক্র। দিগঙ্গনাগণ
ধরিল অপূর্ব্ব শোভা! অলকের দাম
তুলিয়া অপ্সরা যত শৃঙ্গধর শিরে,
চঞ্চল ভ্রূভঙ্গী স্থির—নেহারে কেবল
স্তব্ধভাবে রথগতি—আহা কি সুন্দর!
তপোবন প্রান্তে রথ চক্ষুর নিমেষে
উতরিল আসি, যেন নব সূর্য্যোদয়
হইল কানন-প্রান্তে, উল্লাসে নাচিয়া
আইল হরিণ পাল তার চারি পাশে!
রতন কেতন হেরি উচ্চ চূড়া দেশে
ঝাঁকে ঝাঁকে বসে আসি ষড়জ গায়ক
ময়ুর, প্রমত্ত মন রত্ন বিভা হেরি,
বিস্তারি পুচ্ছের ছটা, চারু দরশন!

নামিলা আনন্দময়ী সখীদল সনে
ভূতলে। অমনি যত মুনি-কন্যাগণ
হুলাহুলি দিয়া আসি সম্ভাষিল সবে!

বসিয়া তপস্বী কত, হেরিলা সুন্দরী,
তরুতলে যোগে মগ্ন, কৈলাস ভূধরে
ধূর্জ্জটীর ধ্যান যথা কঠোর। কোথাও
বিরলে কেহ বা বসি দুর্গম গহ্বরে
শৈলতলে; পালে পালে হিংস্র জন্তু কত
করে পাশে বিচরণ, হর্ষে পার্শ্বদেশে
ঘর্ষে আসি অঙ্গে অঙ্গ কুরঙ্গনিকর
জড় জ্ঞানে, দীর্ঘকায়, মৃতকল্প যেন,
সহস্র বল্মিকপূর্ণ, জটারাশি মাঝে
উড়িছে পতঙ্গপাল, না বহে একটি
নিশ্বাস! বহে না বায়ু ভয়ে সে কন্দরে!

খেলিছে অদূরে কত তপস্বী-কুমার,
শৈশব-মাধুরিপূর্ণ, হাসি হাসি মুখ,
শিরিষ কুসুম সম সুকুমার বেশ,
শিরে বান্ধা পঞ্চ ঝুটি, পৃষ্ঠ দেশে বান্ধা
বল্কল; খেলার দ্রব্য, বহু মূল্য জ্ঞান,
লতাপাতা গুল্মরাজি। বিরাজে যে কত,
দেখিলা রাজনন্দিনী বন-বিহঙ্গিনী,
উড়িছে পড়িছে, কভু বসিছে আসিয়া
নর অঙ্গে মনোরঙ্গে, কহিতে না পারি।

কোথাও কোন বা তরু, হেরি জ্ঞান হয়,
প্রসারি সুদীর্ঘ শাখা ঊর্দ্ধ শিরে সদা
কঠোর সাধনে রত। শ্যামল লতিকা
কোথাও তপস্বিকুলে করে বিতরণ
অকাতরে মধুফল! ফুল রাশি রাশি
পড়িছে তলায় কত! আসিছে ললনা
যতনে গাঁথিতে মালা, সাধু শত শত
তুলিতে পূজার ফুল নাচিতে নাচিতে
খেলিতে আইল শিশু, দেখিতে দেখিতে
চলিল অঙ্গনাকুল ঋষি-কুল পাশে।
একে একে প্রণমিয়া লভি আশীর্ব্বাদ
ভ্রমিলা সকলে যত তপস্বি-কুটীর,
ঋষি-পত্নীগণে করি সুখসম্ভাষণ
বরষি অমৃত ধারা তুষিলা সকলে!
বৃক্ষচ্যুত ফল কত শ্রীফল বয়ড়া
আমলকী হরীতকী যায় গড়াগড়ী
তলায়, কুড়ায় কভু মুনিপুত্র গণ,
কভু বা চরণাঘাতে, কৃষ্ণসার যবে
করে আসি ছুটাছুটি, চুর্ণ হয়ে যায়।
ঋষি-পত্নী-যত্ন-জাত রামরম্ভা কত
চারিদিকে, শোভে তাহে কিবা স্বর্ণপ্রভা
কদলী! কুরঙ্গপাল ছুটিছে উল্লাসে
হেরি পাশে দ্রাক্ষালতা। উপাদেয় ফল
কত সে কানন মাঝে, কহিতে না পারি!

কতই ডাকিছে পাখী, কত বর্ণ তার
কে বর্ণে! জুড়ায় কর্ণ শুনি দিবানিশি
আমরি কানন ভরা কুহু কুহু ধ্বনি!
আহা মরি, লক্ষ্য করি ধরি সহচরী
রাজ নন্দিনীর করে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে
সুন্দর তাপসে ওই দেখায় সুন্দরী,—
দেখ দেখ সুবদনি স্রোতস্বিনী তীরে,
ধীরে ধীরে ফেরে যথা সারস সারসী
খঞ্জন বলাক-বঁধু ক্রৌঞ্চ সহ সুখে,
নেহারি সুনীল বারি ছুটে ঊর্দ্ধমুখে
তরঙ্গ-তাড়িত তটে তৃষ্ণাতুর যত
কৃষ্ণসার, হৃষ্ট মনে করে আস্ফালন
মীন কত কূলে কূলে, দেখ লো নেহারি
কি মাধুরি হেন তটে রম্য তপোবনে।
পদ্মবনে হৃষ্ট মনে করি বিচরণ
সমীরণ, ধীরে ধীরে উতরিয়া তীরে
আন্দোলিয়া তরুরাজি, চুম্বিয়া আনন্দে
ফুলকুল, দেখদেখি দেব-অঙ্গ সম
ওই যে সাধুর অঙ্গে করিছে ব্যজন,
কেমন জুড়ায় অঙ্গ শীতল বাতাসে।
ও ললাটে স্বেদবিন্দু হেরি ইন্দু-মুখি,
কার না বিদরে হিয়া, কাঁদে না পরাণ?
চল চল চন্দ্রাননে পশি ও কাননে
জুড়াই নয়ন! আহা, নিলোৎপল নিভ

নিমীলিত ও নয়ন বারেকের তরে
হ'ত যদি উন্মীলিত, দেখ ভাগ্যবতি,
পথ ছাড়ি মৃগপাল পলাইত দূরে,
নয়ন ভরিয়া মোরা হেরিতাম গিয়া!

লতাকুঞ্জ অন্তরালে পিয়ালের মূলে,
সাবধানে খেদাইয়া শশকের পাল
নব-দূর্ব্বাদল লোভী, রাজার নন্দিনী
দাঁড়াইয়া সখী সনে, হেরিলা অদূরে
ভুবন-মোহনরূপ, প্রশান্ত ললাটে
মধ্যাহ্ন তপন-তেজ ; তমোরাশি নাশি
প্রদীপ্ত করিছে বন যৌবনের বিভা।
আলিঙ্গিয়া তরুবরে মলয়ের ভরে
ব্রততী বিনম্রমুখী, সম্ভাষয়ে যথা
বল্লভেরে সুধাস্বনে, দোলাইয়া শির
আন্দোলি পল্লবকর, সানন্দ অন্তরে
মধুস্বরে বিধুমুখী সুধাইলা এবে
যোগীবরে, যোগে মগ্ন বিজন বিপিনে—

কি যোগে যোগীন্দ্র আজ বিজন জঙ্গলে
মগ্ন দেব? কি বিরাগে বৈরাগী অকালে?
বিজ্ঞ তুমি, দেখ দেব, যে বর বিটপী
সুখের সংসার ত্যজি নিত্য বনবাসী,
যোগীসাজে অহরহঃ, সেও মনকথা
সুস্বনে আন্দোলি শাখা বন-লতিকারে
কহে নিরজনে তিতি শিশিরাশ্রু নীরে;

ও তব মনের কথা, কি কথা না জানি?
কি কথা কহ তা মোরে দাসী মনে করি!
কি আর তোমায় কব—যেরূপ সংসারে
আধারানুরূপ বারি, নারীকুল দেব
তেমতি। ত্যজিয়া দেশ ত্যজি রাজ্যসুখ,
সুখময়, ইচ্ছা হয়, হয় যদি তব
অনুমতি, সদাগতি ইচ্ছে তব সনে
এ দাসী; ভ্রমিতে সাধ, বড় সাধ মনে,
তব সনে বনে বনে। কাননে কাননে
দুজনে দেখিব দেব, আঁখিদ্বয় যথা
অবিরোধী নিরবধি বিধির বিধানে
মানব ললাট পটে, কাননের শোভা
মনোলোভা, পদ্মবন নদী নির্ঝরিণী
ফলফুল বনরত্ন, বনজন্তু কত,
মাতঙ্গ কুরঙ্গ-রঙ্গ বিহঙ্গ নিকর!
বল্কল বান্ধিব অঙ্গে, নিত্য নিত্য উঠি
নিশান্তে, বসন্ত বাস নিত্য এ কাননে,
ফুল সাজি করে করি তুলিব কুসুম
বনে বনে, ও চরণে দিব পুষ্পাঞ্জলি
প্রতি দিন, প্রীতি দানে তুষ' গুণমণি।
এত বলি সুলোচনা নিরবিলা যদি,
ধরিল মধুর গান ধীরে তমালিনী।
হিমাদ্রির শিরে বসি বিদ্যাধরী বালা
গায় যথা প্রেমগান, সুরের লহরী

বিমোহিল বনস্থলী, পূর্ণ অলিকুলে।
অমনি তাপস-কুল কুটির প্রাঙ্গণে
ফুটিল বকুল-ফুল; ফুলকুল মাঝে
গুন্ গুন্ রব ছাড়ি লুকাইল মুখ
ভৃঙ্গ বঁধু; নিরবিল বসন্ত সমীর
ক্ষণ কাল; প্রতিবিম্ব প্রতি তরু মূলে
দাঁড়াইল স্তব্ধ ভাবে শুনিতে সঙ্গীত
সুধাময়,—শুনিবারে রাজার আলয়ে
নাট্যশালে নৃত্য গীত, লোকারণ্য যথা!
দূর হ'তে করিযূথ শুনিয়া সঙ্গীত
দাঁড়াল কদলীবনে; আইল ছুটিয়া
দূরবন ছাড়ি কত ঊর্দ্ধকর্ণ করি
হরিণ, হরষে শির তুলিল অমনি
দোলাইয়া ফণিকুল, বিহ্বল সঙ্গীতে,
লক্লকি বিষ-জিহ্বা, ভস্মরাশি মাখা
যোগিকুল জটাজূট সানন্দে আন্দোলি,
ভাঙ্গিয়া বল্মীক বাসা—শম্ভুশিরে যথা
হেলে দোলে কালফণী জটার মাঝারে,
জগন্ময়ী জাহ্নবীর কুল কুল গানে!
ভাসায়ে বিপিনরাজি বহিল সঙ্গীত
কামিনী কোমল কণ্ঠে; গিরি গুহা ছাড়ি
ভুজঙ্গ মাতঙ্গ সিংহ বরাহ কুরঙ্গ
স্তব্ধভাবে কর্ণপাতি দাঁড়াইল সবে,
মরি যথা মন্দাকিনী-তরঙ্গ নিকর

দাঁড়ায় অচল ভাবে, অনঙ্গ-মোহিনী
গায় যবে প্রেমগান মোহিতে অনঙ্গে
দেবেন্দ্র মন্দার বনে ! নীরব ধরণী,
মধুরে মধুর তান উঠিল বিমানে।
দাঁড়াইলা ঋষিবালা ফুলডালা করে ;
দাঁড়াইল দূরে পান্থ ; কোষাকোষী করে
নিরবিল মন্ত্রপাঠ জাহ্নবীর জলে
যোগী যত ; ঘোর বনে চমকি অমনি
ভাঙ্গিল মুনির ধ্যান ! কহে সত্যবান—
তপোবন দরশনে মর্ত্ত্যভূমে বুঝি
পরিহার সুরেশ্বরী পুরন্দর পুরী,
দেব-কন্যাগণ সনে অবতীর্ণা আজ
এ কাননে ? ও মাধুরি নেহারি নয়নে
বিস্ময় মানিল মন ; পূর্ণ বনস্থলী
স্বর্গীয় সৌরভে যেন ! আইল কি ছলে
গন্ধর্ব্ব কিন্নর কন্যা, রূপের কুহকে
টলাতে মুনির মন ? এ হেন সঙ্গীত
কোথায় শুনিনু আহা ? এখনো শ্রবণ
শুনিছে সে গীত-ধ্বনি চিত্ত-বিনোদিনী।
কি কুহকে কুহকিনী, না জানি বারতা,
যোগে মগ্ন যোগিকুল, কি কুহকে তুই
পশিলি নির্ভয়ে আসি ঋষি-তপোবনে
মায়াবিনি ? কহ কিংবা বিদ্যাধরে তুমি,
হও যদি সুরবালা, অপ্সরী কিন্নরী,

কিংবা লক্ষপতি যক্ষ-রক্ষ সহচরী ?
কহ শীঘ্র কোথা ধাম ? কি নামে বিদিত ?
কি কারণে তপোবনে ? কেন বা আইলা,
কি মানসে ষোড়শিনি ঋষিকুল পাশে ?
যোগে মগ্ন যোগী যত, জানিলে তাঁহারা,
মরামর যক্ষ রক্ষ লক্ষপতি যেই,
মুহূর্ত্তে হইবে ভস্ম তপস্বীর শাপে।
নহি মোরা বিদ্যাধরী অপ্সরী কিন্নরী
যক্ষ রক্ষ লক্ষপতি, ক্ষম ক্ষমাশীল।
কর যোড়ে সহচরী কহিলা বিনয়ে
মধুস্বরে,—দেখ দেব না জানি কুহক,
সহজে সরলা মোরা নহি মায়াবিনী।
ইচ্ছ যদি, বিবরণ শুন তপোধন
দাসী মুখে, দাসী মোরা ঋষি-পদাম্বুজে।
ধূর্জটীর ধ্যান কথা শুনেছি পুরাণে
ধীরবর, শুনিয়াছি সে বৈরাগ্য কথা
জটাজূট ভস্ম ভূষা, বাঘাম্বরবন্ধ
কটিতট, ভূতনাথ বিভব বিরাগী ;
শুনিয়াছি রূপবান্ এ তিন ভুবনে
পার্ব্বতী অঞ্চল নিধি শূর কার্ত্তিকেয়
মদনমোহন বেশ, নৃত্য করে পাশে
ষড়জ গায়ক শিখী,—কিন্তু নাহি শুনি
ষড়ানন ধ্যানে মগ্ন ব্যোমকেশ বেশে !
মণ্ড শূল হাড় মালা কোথা শূলপাণি ?

'কোথা শিখী কহ কিংবা ? কি বিরাগে জানি
এ বেশে বিপিন বাস, কহ ইচ্ছাময় !
শুনিয়াছি সুরবনে পর মর্ম্মভেদী
খরতর ফুল-শর রতিপতি করে ;
হে সুরথী, এ কাননে দেখা দিলা যদি,
কোথা রথ মীনধ্বজ ? কোথা ফুল-ধনু ?
কোথা পতিপ্রাণা রতি অভিন্ন-হৃদয়া
কণ্ঠাশ্লেষ-প্রণয়িনী ? কহ এ দাসীরে।
নাহি জানি কোথায় বাস, নিন্দ অবলায়
কি কুহকে ? ক্ষমাশীল, কি কুহকে আসি
পশিলা সাধুর বেশে গহন কাননে ?
সহজে অবলা মোরা, কহ দয়া করি।
দেখিলা সাবিত্রী তবে করি নিরীক্ষণ
বহুক্ষণ সত্যবানে। ক্রমে নিরখিলা,
সে অঙ্গে জুড়াতে অঙ্গ আতঙ্কেতে আসি
রুদ্রতেজ-ভস্মীভূত অনঙ্গ আপনি
লয়েছে আশ্রয় আহা ! শুদ্ধ প্রেমময়,
প্রেমাবেশে রসরঙ্গ অপাঙ্গের কোলে।
অক্ষীন রয়েছে পড়ি পার্শ্ব দেশে, যেন
কুরঙ্গ ত্যজিল অঙ্গ আঁখি ভঙ্গিমায় !
সর্ব্বদাই প্রেম-মন্ত্র জপে কর-মূলে !
মূর্চ্ছান্বিতা রাজবালা নিরখি সে রূপ।
কতক্ষণে মূর্চ্ছা ভাঙ্গি সান্ত্বনিল তায়
সখীকুল, ধীরে ধীরে লভিল জীবন

দেহ-লতা রম্য বনে, সুরবনে মরি
জীবে যথা স্বর্ণ-লতা, মন্দাকিনী-বারি
সিঞ্চে যবে সযতনে বিদ্যাধরী বালা।
গেল দিন, এল সন্ধ্যা, বেলা অবসান,
হের গো আসিছে ওই ঋষি-কুলবালা,
মুনি-পত্নীগণ সনে প্রবাহিনী-কূলে,
ঋষি-কুল সায়াহ্নের সন্ধ্যা সমাপনে,
করে করি কমণ্ডলু, কেহ কোষাকোষী,
খড়িগা-খড়্গা-বিনির্ম্মিত! রাজহংস ওই
বিচ্ছিন্ন মৃণাল আঁশ ঝোলে চঞ্চুপুটে,
পদ্মবন পরিহরি ফিরিছে কেমন!—
চল আজ গৃহে যাই, আসিব আবার।—
এত বলি ধীরে ধীরে রথের উপরে
তুলি রাজনন্দিনীরে, আনন্দের ধ্বনি
করিল রজনী-যোগে নিতম্বিনীকুল,
খল্ খল্ হাসি রাশি বিকাশি কাননে।

বর্দ্ধমান রাজকলেজে গীতা শিক্ষাদিবার প্রার্থনা।

প্রভাতিল বিভাবরী, শ্রীহরি স্মরণ করি,
রাজন্, আনন্দে উঠি দেখ একবার—
ত্রিদিব দুহিতা ঊষা, করি দিব্য বেশ ভূষা,
খুলিতেছে স্বরগের সুবর্ণের দ্বার!

রাজ্যের রক্ষক তুমি, ব্রাহ্মণ কুমার আমি,
দূর হ'তে আসিয়াছি আশীর্ব্বাদ দিতে,
কর পদ্মে নরনাথ, ধর করি প্রণিপাত—
আছে রীতি শিরপাতি আশীর্ব্বাদ নিতে।
রত্ন মণি বিনিন্দিতা, শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা—
কৃষ্ণ বাক্য, বলেছেন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন,
সেই গ্রন্থ এক খানি, আনিয়াছি নরমণি,
তোমার শ্রীকরপদ্মে করিতে অর্পণ।
রাজন্ এ অবনীতে অর্জ্জুনের ধমনীতে
কুরুক্ষেত্রে যে শোণিত ছিল প্রবাহিত,
সে শোণিত, হায় হায়! নাহি এই বাঙ্গালায়,
তোমার শিরায় সেই রক্ত বিরাজিত!
"সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য, মামেকং শরণং ব্রজ।"
অর্জ্জুনেরে বলেছেন নিজে নারায়ণ,
সেই রাজনীতি ধর্ম্ম, অন্যে কি বুঝিবে মর্ম্ম?
তাই তাহা তব করে করি সমর্পণ।
গীতার 'মাহাত্ম্যে" তিনি বলেছেন, নরমণি,—
"গীতা মে হৃদয়ং পার্থ, গীতা মে পরমা গতিঃ!"
তাই তব করে ধরি, আমরা মিনতি করি,—
মহাযত্নে গীতা রত্নে রাখ মহামতি।
যাবৎ গগনে, শশাঙ্ক তপনে, দেখিবে নয়নে, মানব চয়,
তাবৎ জগতে, বিদ্যাদান দিতে, রবে বর্দ্ধমানে রাজবিদ্যালয়!
ছাত্রে নাহি দীক্ষা, অসম্পূর্ণ শিক্ষা, ধর্ম্মনীতি-রক্ষা, কিরূপে হবে?
শুন মহামতি, গীতা ধর্ম্মনীতি, শিখাও সংপ্রতি, বালক সবে।

রাজন্ তোমার দায়িত্ব অপার, "ধর্ম্ম অবতার" ধরেছ নাম,
গুরুপদ লও, শিক্ষা গুরু হও, ধর্ম্ম শিক্ষা দাও, থাকুক নাম।
কল্পনা ত নয়—রাজ বিদ্যালয়, ধর্ম্মের আলয়, যখন হবে,
গীতা হাতে করি, তোমাকেই ঘেরি, গাবে "জয় জয়!" যুবক সবে।
স্মরি কৃষ্ণনাম, উঠ গুণধাম, হইও না বাম—বিষম কাল!
গেল বঙ্গদেশ! কিবা হবে শেষ!—পাদ্রি পেতেছে বিষম জাল!
"হিন্দু ছাত্র" গেছে, নাম মাত্র আছে! সহরে যাদের দেখিতে পাই,
ধর্ম্ম হীন তারা, প্রায় দিশাহারা, ঘোরে যেন কারো মা-বাপ নাই!
কৃষ্ণ নাম স্মরি, বীরেন্দ্র কেশরী, উঠ একবার, দেখিব আমি,
সুবর্ণ উষ্ণীষ, বামেতে হেলায়ে, কটি-বন্ধ আঁটি দাঁড়াও তুমি!
কোষ-বদ্ধ অসি, দোলাইয়া পার্শ্বে, অশ্বরশ্মি ধর একটি করে,
আর করে ধর, ভগবদ্গীতা, মুখে "কৃষ্ণ নাম" গাও উচ্চ স্বরে!
ভুবন বিজয়ী, নেপোলিয়ানের, রয়েছে বিখ্যাত, একটি কথা,
"বাইবেল সাথে, তরবারি হাতে, হইব বিজয়ী, যাইব যথা!"
তুমিও তেমতি, উঠ মহামতি, রাজ ধর্ম্ম নীতি, পালন কর—
"দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন" গীতার আশ্রয়ে, ত্রিতাপ হর!
রক্ষ হে নরেশ, রক্ষ বঙ্গদেশ! গীতা ধর্ম্ম নীতি শিখাও ভবে,—
এ সংসার রণে, রিপুগণ সনে, সমর করুক যুবক সবে।

শ্রীশ্রীবিজয়-চাঁদের রাজ্যাভিষেক।

(তরলিকা ও অম্বালিকা, বিমান চারিণীদ্বয়ের কথোপকথন)

অম্বালিকা :—সখি রে,
চন্দ্রলোক হ'তে যবে, আশুগতি-গতি রে,—
ত্রিদিবের পথে,

লঙ্ঘি তপোবন গিরি, বিমান বিদারি রে
মনোরথ-রথে,
চলিনু সে দিন আমি ঊর্দ্ধ হতে ঊর্দ্ধে রে,
মহীতল-মায়া ছায়া পদ তলে ফেলিয়ে,
ভব তলে ভাবি কর্ম্ম মানবে যা ভাবে রে,
মহাকাশে ছায়া ভাসে, হাসি তাই হেরিয়ে।
মানব-মানস পটে কত ফুল ফোটে রে,—
মধু লোটে কারা ?
দেব ভাবে ফোটে যদি মধু লোটে তারা রে,
ব্যোম-চারী যারা !
বর্ষ পরে দেবগণ সিংহাসন দিবে রে,
শ্রীমান্ বিজয় চাঁদ, মহাভাব্ ধীমানে,—
সর্ব্ব-মঙ্গলার ঘরে পড়িতেছে ছায়া রে,
হেরি তার সূক্ষ্ম ছায়া সূক্ষ্মতম বিমানে।
দূরতার দূর দিয়া ঊর্দ্ধতার ঊর্দ্ধে রে,
ভ্রমিতে ছিলাম,
ঘৃতাহুতি-গন্ধ সহ দেব ধ্বনি-শিখা রে
দেখিতে পেলাম !
সেই জ্যোতি শিখা ধরি বিদ্যুতের গতি রে,
ঊর্দ্ধ হতে অধঃ আসি হিমাচলে বসিয়ে,
বর্দ্ধমানেশ্বর-ছায়া নিরখি গাঁথিনু রে,
"চন্দ্রচূড় চূড়া" এক চন্দ্রকর ধরিয়ে !
গাঁথিতে গাঁথিতে চূড়া চিত্তপটে হেরি রে,
ভবিতব্যতায় !

শোভিতেছে বৰ্দ্ধমান শ্যাম বঙ্গাকাশে রে,
শশাঙ্ক প্রভায়!
সর্ব্বাগ্রে নিরখি সখি রাজপুরি পার্শ্বে রে
সর্ব্ব-মঙ্গলায় আর মহেশ্বর ঈশানে,
লক্ষ্মী-নারায়ণ জাগে পুর দ্বার ভাগে রে,
পবিত্রতা জাগে যথা আমাদের বিমানে!
দেখি বৰ্দ্ধমানে গিয়া একাকিনী আমি রে,
তোমা ধনে ফেলি!
বিজয়-চাঁদেরে সবে রাজ্যপাট দেয় রে,
আর্য্যগণ মিলি!
সূর্য্যবংশ অবতংস নব নরবর রে,
বৰ্দ্ধমান রাজকুলে ষোড়শ সে নৃপতি!
নব রাজ্য অভিষেক দেখিলাম গিয়ে রে,
করিয়াছে লোকারণ্য বাল বৃদ্ধ যুবতী।
রাজপথ ধারে ধারে তরুলতা শোভা করে,
যতদূর যাই,
রতন কেতনে তার চারিধার ঘেরা রে,
দেখিবারে পাই!
শ্বেত নীল পীত বর্ণ কুসুমের হার রে,
গলে গলে, দলে দলে, থরে থরে শোভিছে!
খচিত কাঞ্চন মণি রমণী অঞ্চল রে,
শত শত সৌধ শিরে সমীরণে উড়িছে!
তরলিকা :—সখি রে,
রাজাদের, উৎসব অনেক,—

দেখিয়াছি ধরাতলে, হয়েছে যতেক !
সে বড় হাসির কথা, কি কহিব সখি রে,
বিমান বাসীরা হাসে, হেরিলে বারেক !
ধরণীর,—ধনী মানী গণ,
রূপ মান লাগি ক্ষয় করে ধন মন !
পোড়া রূপ মান লাগি হয় তারা সর্ব্বত্যাগী,
অভিমানে, বিমানে না করে নিরীক্ষণ।
মৃন্ময়,—কণ্ঠে রাখে গাঁথি,
মৃন্ময় হীরা মণি, মুকুতার পাঁতি !
রূপে মানে মত্ত হায় মহত্ত্বের পরিচয়
গোটা কত মৃন্ময় ঘোড়া আর হাতী !
উল্লাসে,—উৎসবে সবে ধায়,
"ধনাৎ ধর্ম্ম" হেন ধন, বিফলে উড়ায় !
অনলের খেলা দিয়া গগন ছাইয়া রে,
কত স্ফূর্ত্তি ! রাখে কীর্ত্তি, পাগলের প্রায় !
অম্বালিকা :—সখি রে,
ছিছি ছিছি ! হেন কথা, মুখাগ্রে তুল না রে, বর্দ্ধমান-পতি !
দেবোপম নৃপবর, দেবের অন্তর রে, দেবোপম গতি !
হীরা মতি মুক্তা পাঁতি অঙ্গে অঙ্গে গাঁথি রে,
যাচে কি সে রূপ মান ধন রাশি ছড়ায়ে ?
ব্যভিচারিণীর ন্যায় মৃত মন্দ জ্যোছনায়
রাজ পথ ধারে আসি থাকে কি সে দাঁড়ায়ে ?
রামনারায়ণাচার্য্য আর্য্যকুলমণি রে, বীর্য্যবান্ অতি !
ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দেন, ঐশ্বর্য্যের মাঝে রে, সেই মহামতি !

গুরুর গুরুত্ব যাহা, তাঁহাতেই আছে তাহা,
মহাপুরুষের ন্যায়, যোগীশ্বর যেমতি!
পরহিত ব্রতে রত প্রসন্ন বদন রে,
রাজার রক্ষক আর শিক্ষক সে সুমতি।
শোন্ সখি মন দিয়া সে পবিত্র কথা রে, দেখিলাম যত—
শ্যাম-সরোবর ধারে কি বিচিত্র লীলা রে, কহিব তা কত!
কি পবিত্র সরোবর, পবিত্র পুলিন রে!
যমুনা-পুলিনে যেন নব মেঘ-মালিকা,—
শত শত তরু লতা সারি সারি গাঁথা তথা
নাচে মূলে বাহু তুলে ফুল্ল বাল-বালিকা!
রাখাল কাঙ্গাল অন্ধ, কত যে দেখিনু রে, শত শত শত!
অঞ্জলি পূরিয়া অন্ন, পরমান্ন পুরী রে, পায় অবিরত!
নব বস্ত্র ভারে ভারে আনি আনি অকাতরে
দীন দুঃখী নারী নরে দুই করে বিতরে!
'জয় শ্রীবিজয় চাঁদ' উঠিয়াছে ধ্বনিরে—
কত শত দেব-ছায়া সেই স্থানে বিহরে!
ঈশানে ঈশানেশ্বর, মহেশ-মন্দির রে, অপূর্ব্ব দর্শন!
স্তবস্তুতি বেদ মন্ত্র, শত সাধু মিলি রে, করে উচ্চারণ!
আশ্চর্য্য কি কব সখি, কত যোগী ঋষি দেখি,
উদাসী পরম হংস বসি সেথা আসনে!
তার মাঝে সূক্ষ্ম কায়া, দেখিলাম দেব-ছায়া,
কৃতার্থ করিতে ভূপে এসেছেন গোপনে!
হেন আর দেখি নাই, অন্য কোন স্থানে রে, দেব বিচরণ!
বিমানে সপ্তম স্তরে জ্যোতিঃ তায় হেরি রে, ফিরিনু যখন!

করিবারে রাজেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ রে,
আসেন ঈশানেশ্বরে কত সাধু গোপনে!
কৃতার্থ হইনু সখি, ঈশানের স্থান দেখি,
রাজার অন্তর-লক্ষ্য পড়িয়াছে সেখানে!
রাজধানী-অগ্নিকোণে, দেখিলাম সখি রে, সর্ব্ব-মঙ্গলায়!
নৈঋতে রাধা-বল্লভ, অন্ন-পূর্ণা হেরি রে, কত দেবতায়!
বায়ু কোণে দৃষ্ট হয় কত শত শিবালয়!
হেরি রম্য সরোবর উপবন কাননে!
'রমণার বন' আর নন্দন-কানন রে,
অদূরে গোলাপ-বাগ, পশু-শালা যেথানে!
সিন্দুরে মাজিয়া রাখে, রাজপথ গুলি রে, ধারে ধারে তার,
সারি সারি শোভিতেছে, অশোক বকুল রে, কুসুম-আগার!
শ্যামাঙ্গিনী সন্ধ্যা সাথে সে নির্জ্জন পথে পথে,
ভ্রমিছে ভাবুক কত উপবন কাননে,
প্রেমিক প্রেমিকা মিলে প্রান্তে ঘোরে মন খুলে,
সন্ধ্যার অঞ্চল তলে আবরিয়া আননে!
কৃষ্ণ-সরোবর সখি, সেথানে হেরিনু রে, হ্রদের আকার!
চারি ধার শোভে তার, রম্য তরু লতা রে, কুসুম সম্ভার!
নির্জ্জন সে পথ গুলি নাই সেথা ধূলি বালি,
সুশ্যামল দূর্ব্বাদল দল মল জ্বলিছে!
দেবতা-বাঞ্ছিত স্থান নিরখি জুড়ায় প্রাণ!
বিমান-চারিণী আমি, মোর প্রাণ টানিছে!
মানসে মানস-সরে, স্মরি সখি দেখরে, কৃষ্ণ-সর তাই।
গিরি সম তীর ভূমে, বন উপবন রে, তুল্য তার নাই!

শত অলি, শত পাখী পথিকেরে ডাকি ডাকি
পত্র পুষ্প মাঝে থাকি, করিতেছে আরতি!
কত যোগী ধীরে ধীরে, ফিরিতেছে তীরে তীরে
মানস-সরের ধারে তপস্বীরা যেমতি।
রমণীর নিশি-পথ, তার প্রান্তে প্রান্তে রে, রমণীয় অতি,
সমীরণ সেবি করে, যামিনী যাপন রে, যুবক যুবতী।
প্রিয় সনে প্রিয়া আসি, তুলি ফুল্ল ফুল-রাশি
পুষ্প তটে বাঁধা ঘাটে মালা গাঁথে দু'জনে,
অনঙ্গের সঙ্গে যেন বরাঙ্গনা রতি রে,
মন্দাকিনী-তীরে বসি মন্দারের কাননে!
কৃষ্ণ-সর হতে সখি, বায়ু কোণে দেখি রে, নভঃস্থলে আভা!
অষ্টোত্তর শত শিখা, উঠেছে গগনে রে, দেব মনোলোভা!
নীরব নিশীথ কালে তেজস্বী তপস্বী রে,
অষ্টোত্তর শত মালা জপে যবে বিরলে,
পর-ব্যোমে তার ভাতি অষ্টোত্তর শত জ্যোতিঃ
পড়ে যথা, হেরি মোরা ব্যোমচারী সকলে—
কাদম্বিনী মাঝে যথা, সৌদামিনী গতি রে, সেই গতি নিয়া,
অষ্টোত্তর শত গাঁথা মহেশ-মন্দির রে, হেরি তথা গিয়া!
প্রান্তরে সে দেব-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছে রে,
দেব অংশে জন্মি কোন সূর্য্য-বংশ নৃপতি!
বর্দ্ধমান-রাজ বংশ ধরাতলে ধন্য রে,—
ধন্য তারা পূজে যারা দেব-দ্বিজ অতিথি!

তরলিকা :—

রাজপুরী মাঝে বল্, সখি রে কি, বিরাজে?

অভিষেক রম্যস্থান হরিল কি তোর প্রাণ,
কেমন দেখিলি সখি, মহারাজ ধীরাজে ?

অম্বালিকা :—

বিপিনের পথ ছাড়ি, বিপণির পথে রে, চলিনু যখন,
সম্মুখেই সহচরি, রাজপুরী হেরি রে, দেবেন্দ্র ভবন !
স্বর্গীয় সৌরভ ঢালি আমোদিয়া পুরী রে
সংগোপনে সিংহদ্বারে পশি দেখি স্বজনি,
ফিরিতেছে শান্ত্রী দল প্রহরে প্রহরে রে,
অবিরাম জন-স্রোত বহে দিবা রজনী !
রাজা মহারাজ কত, সাজিয়া এসেছে রে, মিটাইতে সখ !
অনেকেই তার মাঝে, পরিয়ে হীরক রে, হংস মধ্যে বক !
করিযূথ বাজি-রাজি- পৃষ্ঠোপরি সাজি রে,
দেখাতে এসেছে তারা হীরা মণি, স্বজনি,
নব ভূপ সমাদর করেন তাদের রে,
শূন্য-গোলা তোপগুলা ছাড়ি দিবা যামিনী !
অভিষেক স্থানে গিয়া, জুড়াইল হিয়া রে, অপূর্ব্ব দর্শন !
স্বর্ণ সিংহাসনে বসি, নব নৃপবর রে, দেবেন্দ্র যেমন !
দুই পার্শ্বে বসি যত রাজ-কুল-মণি রে,
সূর্য্যবংশ চন্দ্রবংশ অবতংশ যাহারা !
অভিষেক-যজ্ঞভূমি- সম্মুখেতে দেখি রে—
বল্ দেখি প্রাণ-সখি, সেথা বসি কাহারা ?
যাইনু যে দিন সখি, তুমি আর আমি রে, চন্দ্রলোক-পথে,
অশরীরী ঋষি এক, আসিতে ছিলেন রে, মনোরথ-রথে ;

তাঁর মুখে যাহাদের শুনেছিলি নাম রে,
সে সব তপস্বী ঋষি—সুপণ্ডিত সকলে
দেখিনু সেখানে সখি, বেদ মন্ত্র পড়ি রে
বাহু তুলি করিতেছে আশীর্ব্বাদ ভূপালে!
তন্ত্র মন্ত্র বেদ বিধি, বিমান বিদারি রে, শত কণ্ঠে পাঠ!
প্রবেশে তাপস শত, সুকৃতির বশে রে, রোধ করি বাট!
মধ্যে স্থিত হোমকুণ্ড, চৌদিকে স্থাপিত রে
আগ্রহে বিগ্রহ যত রাজ-পুরে পূজিত।
হোম-কুণ্ডে ঘৃত ঢালে, যোগী ঋষি যতি রে,
স্বর্গীয় সৌরভ সেথা সমীরণে বাহিত!
চলেছে অপ্সরাকুল, সুরেন্দ্র-আবাসে লো—খল খল হাসি,
নিম্ন ব্যোমে আছি মোরা, হেথা হ'তে চল লো, দেখিবে কে আসি!
রাজার রূপের কথা যেতে যেতে বলি রে,
চিদানন্দ-বৃন্দাবনে গিয়ে গাঁথি মালিকা:
ওই দেখ্ কত শত, উড়িয়া আসিছে রে.
নৃত্যপরা বিম্বাধরা বিদ্যাধরী বালিকা।
মন্ দিয়ে শোন্ সখি, দেখিলাম যাহা রে, অপরূপ রূপ!
স্বর্ণ-সিংহাসনে বসি, সুরেন্দ্রের সম রে, বর্দ্ধমান-ভূপ।
ভূপের রূপের কথা কি কব? শশাঙ্ক কোথা!
সবিতা নিশিতে বৃথা লুকান লজ্জায় রে;
দেবতা ত্রিদিব-চ্যুত!— সেও নহে মনঃপূত
আশ্বিনে অম্বিকা-সুত যাইতে না চায় রে।
মূর্ত্তিমতী পুণ্যজ্যোতিঃ, নৃত্য করে ধরি রে, নলিনী-নয়ন;
সৃষ্টি অতিক্রমি দৃষ্টি, অনন্তের পানে রে, প্রশান্ত বদন।

দেহ, কল্প তরু যথা ; তাহে নাচে পবিত্রতা,
অহমিকা-দুষ্টা লতা পদ-বিদলিতা রে,
বিজয়-শ্রী বর্দ্ধমানে, রূপে গুণে যশে মানে,
মিথিলার সিংহাসনে মৈথিলীর পিতা রে !
নিরখিয়া নর ঘরে, দেব অংশ জানি রে, অলক্ষ্যে তখন
অন্তরীক্ষ হতে সখি, দিনু তার শিরে রে, অমূল্য রতন !
চন্দ্র-চূড়-চূড়া যথা সাজান যতনে রে
বিজয়া জয়ার সনে ত্রিনয়না আবেশে,
চন্দ্র-চূড়-চূড়া দিনু বিজয়ের শিরে রে,
সর্ব্বমঙ্গলার আর ঈশানের আদেশে !

তরলিকা :—

কেহ কি, দেখেনি তোরে, রাজ-পুরে স্বজনি ?
বিমানচারিণীগণে কেহ কেহ দেখে ধ্যানে
সহসা মানস-পটে,—মেঘে যেন দামিনী !

অম্বালিকা :—

ব্রাহ্মণ-কুমার এক, ধ্যান-মগ্ন ছিল রে, হইয়া নির্ব্বাত !
সে চিত্ত-দর্পণে হল, এ চিত্ত-পটের রে, প্রতিবিম্ব পাত !
আনন্দ-আশ্রম প্রান্তে তপোবন মাঝে রে
মোক্ষ পথে লক্ষ্য দিয়ে বসেছিল কি ক্ষণে !
জড়-জ্ঞানী বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞাহীন হয়ে রে,
অন্তরীক্ষ-বক্ষ যথা দেখে দূর-বীক্ষণে।
সে যদি না দেয় ব লে, লোকালয় মাঝে লো, কে বলিবে আর ?
কৃষ্ণ-প্রিয়াদের গতি, কৃষ্ণ-প্রাণা বিনা লো, জানে সাধ্য কার ?

বৃন্দাবনে সহচরি চল গিয়ে সেবা করি
গোবিন্দের পাদ-পদ্ম উচ্চতম বিমানে,
প্রাণেশের পদ সেবি করিব লো দীর্ঘ-জীবী
শ্রীমান্ বিজয়-চাঁদ মহাতাব্ ধীমানে!

বর্দ্ধমান টাউন্ হলে "বিদ্যাসাগর দাতব্যসমিতির" প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার গঙ্গানারায়ণ মিত্রের চিত্র উন্মোচন।

পরদুখে দুখী যারা জগতে দেবতা তারা!
যেই জন ধন মন দিয়াছে দুঃখীর তরে,
সে ভাগ্য সামান্য নয়! ওই তার পরিচয়,
গঙ্গা-নারায়ণ-চিত্র উঠেছে রাজেন্দ্র-করে;
অনাথা বিধবা গণ সে ঈশ্বর চন্দ্র ধন
পেয়েছিল করতলে, সে চন্দ্রের নাহি তুল;
চন্দ্র গেলে এই চিত্র গঙ্গানারায়ণ মিত্র
দুখিনী হৃদয়-সরে ফুটেছিল পদ্মফুল!
সে বিদ্যা-সাগর ছবি দয়ার প্রভাত রবি!
হেরি গঙ্গা-নারায়ণ ফুটেছিল শতদল!
সমুদ্রেতে দ্রুত গতি যান যেন ভাগীরথী,
সাগরাভিমুখে গঙ্গা ছুটেছিল নিরমল!
আজ সুপ্রভাত নিশি, এস বর্দ্ধমানবাসী,
মহত্ত্বের সমাদরে মহত্ত্বেরি পরিচয়;
রাজাধিরাজের করে, যেই চিত্র শোভা করে,
পুষ্পমাল্য দিয়া তারে গাই তাঁর জয় জয়!

বাউরি-পাড়া।

ধনের গর্ব্বে মর্‌চে নর— গোবিন্দের পায় চাইনু বর,
"দুখে দিন যায়, দিন আনে খায়" তাদেরি পাড়ায় বাঁধব ঘর।
তাইতে পাতার কুটীর বেড়া, আমার বাড়ী বাউরি-পাড়া!

যাও যদি কেউ দেখবে বাড়ী, নব্য সভ্য পল্লী ছাড়ি,
দুখী আশে পাশে, খেটে খুটে আসে, মাথায় ময়লা কয়লা ঝুড়ি।
সন্ধ্যা বেলায় দিচ্চে সাড়া— ওই আমাদের বাউরি-পাড়া!

আপাদ মস্তক ঘর্ম্ম ঝরে, বাউরি এল দিনটা ঘুরে,
বিলাসিতা ছুঁয়ে, দেহ মন ধুয়ে, "পায়রা-পুকুর" "ফুল-পুকুরে"!
ধনমান-পাপ—সৃষ্টি ছাড়া ওই আমাদের বাউরি-পাড়া!

মেয়েরা এসে সাম্‌নে জোটে, ছেলে বৌ পানে মিন্‌সে ছোটে,
দেহমন খোলা ডালে ছেলে দোলা, ভালবাসা,সাঁজের বেলা ফোটে!
নাচ্‌চে বাজচে মাদল কাড়া; ওই আমাদের বাউরি-পাড়া!

সাঁজের পরেই নিবায় বাতি, প্রেম-ঝগড়া তামান্ রাতি,
বামা নিরুপমা, অমানিশি সমা, আধ্‌বসনা বাউরি জাতি!
শ্যামা মা দিচ্চে জিহ্বা নাড়া, ওই আমাদের বাউরি-পাড়া!

বাউরি বৌ যায় মায়ে ঝিয়ে সাঁজের আঁচল মাথায় দিয়ে;
রসিক রসিকা, প্রেমিক প্রেমিকা, ঘুরচে এধার ওধার গিয়ে!
খল্ খল্ খল্—উঠচে হাসি! দুপুর রেতেও বাজচে বাঁশি!
বসন ভূষণ—নেকড়া ছেঁড়া! ওই আমাদের বাউরি-পাড়া।

কাল খাব কি?—নাইক জ্ঞান, বাউরি তবু গাচ্চে গান!
চির দরিদ্রতা—মাথা সরলতা, তাইতে কেড়ে নিচ্চে প্রাণ!

ছেঁড়া কাপড় মলিন বেশ! ভূতের মতন মাথার কেশ!
দেখরে পথিক, একটু দাঁড়া—ওই আমাদের বাউরি-পাড়া!
ভিখারী নয় ত গরিব তারা! মরচে খেটে দিনটা সারা!
এসে দেখ ভাই, ঘরে অন্ন নাই! বালক বালিকা যাচ্চে মারা!
কেউ কি তাদের কোথাও আছে! নয়নের জল ফেল্‌বে কাছে?
গভীর নিশিতে কেবল শুনি শ্রীগোবিন্দের আকাশ-বাণি!
"মাভৈঃ মাভৈঃ"দিচ্চে সাড়া— ক্ষুধায় আকুল বাউরি-পাড়া!
ধনী মানী জ্ঞানী যেও না সেথা "দারিদ্র্য-রতন" রয়েছে তথা!
সাধু যদি হও, তবে দেখে যাও, কেমন পবিত্র "দরিদ্রতা"!
পর-দুখে যার হৃদয় কাঁদে, গেলেই সেথায় পড়বে ফাঁদে!
আমার বাড়ীর সাম্‌নে খাড়া—"দানের তীর্থ" 'বাউরি-পাড়া!
চিন্‌বে বাড়ী গেলেই কাছে,— লতায় পাতায় ভম্‌রা নাচে!
রাধাকৃষ্ণ সেবা, হয় নিশি দিবা! 'নবানুরাগের' নিশান আছে!
"নিমাই-নিকুঞ্জ" বর্দ্ধমানে— করছে শীতল তাপিত প্রাণে!
মিত্র প্যারি চাঁদের গলি, তুলসি-গন্ধে ছুটচে অলি!
সাম্‌নে শ্যামল চিতার বেড়া! আমার বাড়ী বাউরি-পাড়া!

পদ্মকোরক।

(ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রমে লিখিত)

আমরি বালিকা কাল কাল-সরোবরে,
কমলের কলি, চারু নিথর কোরক,
কোরক, কনক কান্তি! মৃণালের পরে,
নবোদিত নিরমল আনন্দ ব্যঞ্জক!

কালের সলিল-শিরে এমন কমল!
জীবন-মৃণাল মাঝে—কণ্টক কেবল।
কোরক! হৃদয়ে কীট করেনি দংশন,
শতদল-শোভা তার অন্তরে মিলিত!
কখন গুঞ্জরি পুঞ্জ করেনি চুম্বন,
প্রণয়ের কি যে জ্বালা আছে অবিদিত!
কুমুদিনী-দ্বেষে কভু করেনি বর্ষণ
শিশিরাশ্রু অস্তগত নিরখি তপন!
ফুটিলেই দূষণীয়! কোমল কোরক,
এই ত সময় তোর কোন জ্বালা নাই!
বিঁধে নাই হেম অঙ্গে সূচ্যগ্র কণ্টক,
নিখুঁত নলিনী তুই সুখী বলি তাই!
রবির বিরহ-জ্বালা জলেও নিবে না,
সে যন্ত্রণা লো নলিনি আজও জান না!
ঊষায় উদিয়া ভানু অস্তাচলে যায়,
লো সরলে সদা ভাস তরল সলিলে;
হেলে দুলে বহে যবে মৃদু মন্দ বায়,
কত রঙ্গ কর তুমি সোহাগেতে গ'লে!
আবার চাঁদের ভাতি লাগে যবে গায়,
তখনও এক ভাব, অন্য ভাব নয়!
ওই যে অস্পষ্ট হাসি সুধা-বিগলিত,
হাসিতেছ রাত দিন ওই ভাল লাগে,
একেবারে হেসে গ'লে সুখ পাবে কত?
সে হাসির পরিণাম এ হৃদয়ে জাগে!

যেই অস্ত সেই অঙ্গ ভাবিয়া বিকল,
একেবারে হাসি খুসী পলাবে সকল!
সুখী তুমি, সুখী তুমি লো কমল-কলি,
এই ভুঞ্জিতেছ তুমি কর্ম্মক্ষেত্র-সার!
এই তব সুখ-দিন! তাই তোমা বলি,
তিলেক বাঁচিতে আশা করিও না আর!
ফুট না, ফুট না আর! এই সুখ শেষ,
এখনি অতল জলে কররে প্রবেশ!

প্রিয়তমার প্রিয়তম স্থান।

আগুনে অঙ্গার অস্থি শ্মশান-শয্যায়
সেই যে মুদেছ আঁখি হিম-কলেবরে!
ইয়ত্তা কে করে হায় গিয়াছ কোথায়,
কত শত কোটী কোটী যোজন অন্তরে?
যদিও কালের ঢেউ অবিরাম গতি,
ফেলেছে তোমায় নিয়া বিমল সলিলে,
যদিও রয়েছি আমি দীন দুঃখী অতি,
কোন রূপে যোগে যাগে শৈবালের কোলে,
ভুলেছি কি প্রাণ-সখি মুখচন্দ্র তব,
যৌবন যোগায় যার জ্যোতিঃ নিরন্তর?
ভুলে থাকি যদি প্রিয়ে, কি আর কহিব,
ব'ল মোরে অকৃতজ্ঞ চণ্ডাল পামর!
না যাই উদ্যানে কিংবা না দেখি নয়নে
সৌধশিরে বসি শশী নিশীথ সময়!

কেবল বিরাগ-চিন্তা—সঙ্গিনীর সনে,
দেখিবারে যাই রাম-রঙ্গিণি তোমায় !
কতশত বার সূর্য্য উঠিল ডুবিল,
তোমার শ্মশান-নিদ্রা ভাঙ্গিল না আর !
দারুণ মাঘের হিমে গৃহস্থ কাঁপিল,
কাঁপিল না এ প্রান্তরে কেশাগ্র তোমার !
আসিল বসন্ত ওই পীন পয়োধরে,
মুঞ্জরিল আম জাম গুঞ্জরিল অলি !
দেহ ছাড়ি ছোটে প্রাণ দেখিতে তোমারে
বিরহের চিতানল চিত্ত মাঝে জ্বালি !
পড়িল দুরন্ত খরা ফাল্গুন আইল,
উঠ উঠ কোমলাঙ্গি, সহিছ কেমনে ?
ওই শুন কুহু কুহু কোকিল গাইল—
আজ ধরা সুখে ভরা চারু চন্দ্রাননে !
হায়রে পাগল মন ডাকিবিরে কত !
চিরস্থির ও বরাঙ্গ বধির শ্রবণ !
সহস্র বসন্ত যদি ডাকে অবিরত,
আর না মেলিবে সেই নলিনী-নয়ন !
রয়েছি বসিয়া আজ রাজার ভবনে,
তথাপি বিরহ জ্বালা নাহি হয় দূর,
সহোদর সম ভাই, শান্তি দেও মনে,
রাজশ্রী সৌরেশচন্দ্র রায় বাহাদুর !

জননীর সমাধি-শ্লোক।

দেব দ্বিজ অতিথিরে, সেবা করি প্রাণভ'রে,
ভক্তের চরণ-রেণু বান্ধি শিরোদেশে,
সাধি ব্রত বহু শ্রমে আটষষ্ঠি বয়ঃক্রমে
তের শ এগার সালে, ভাদ্র ষড়্‌বিংশে,
যোগমায়া-অঙ্ক-ধ্যানে, কৃষ্ণপাদ-পদ্ম পানে,
ছুটিলা নিমেষে ছাড়ি স্থাবর-জঙ্গমে,
জগৎ-জননী সমা মা-জননী নিরুপমা ;
বরদা সুন্দরী দেবী, ত্রিবেণী-সঙ্গমে !

মহাপ্রস্থান।

ত্রিবেণী সঙ্গম সে যে মহাতীর্থ স্থল,
ভাদ্র মাসে ভরা গঙ্গা করে টল মল !
যোগমায়া-যোগাশ্রম গঙ্গার উপর,
বিষ্ণু ব্রহ্মচারী তায় সাক্ষাৎ শঙ্কর !
তিন রাত্রি রহিলেন আশ্রমে তাঁহার,
বরদা সুন্দরী দেবী জননী আমার !
আদেশি চতুর্থ দিন খট্টাঙ্গের তরে,
কহিলেন গঙ্গাযাত্রা করাও আমারে !
বহু দূর হতে কন্যা, তমালিনী নামে,
উতরিল সেই ক্ষণে যোগমায়াশ্রমে।
জননী কহিলা কন্যা, কি দেখিছ আর ?
এই আমি চলিলাম স্বধামে আমার !

ক্ষণ মাত্র মোহপ্রাপ্ত হেরি জননীরে,
সকলে খট্টাঙ্গ পরে উঠাইল ধীরে!
রাজকৃষ্ণ তমালিনী নীরদা ব্রাহ্মণী,
ধরাধরি করে দেবী কুমুদ-কামিনী;
শ্রীগুরু-রঞ্জন পৌত্র চলিলা পশ্চাতে,
বিষ্ণুব্রহ্মচারী যান উপদেষ্টা সাথে।
শারদারে ধরি চলে অশ্রুমাখা ছবি,
গৌরী-রূপা দৌহিত্রী সে শতদল দেবী।
তেরশ এগার সাল, চান্দ্র ভাদ্র তায়,
ষড়্‌বিংশ দিনে, শুভা শুক্লা দ্বিতীয়ায়,
রবি বারে গত দিবা তৃতীয় প্রহর,
বেণী-মাধবের ঘাটে চলিলা সত্বর।
রক্তরাগ সুকোমল শয্যায় চড়িয়া,
নামাবলী জপমালা সঙ্গে তাঁর নিয়া,
ভগবদ্‌গীতা খানি নিত্য পাঠ্য তাঁর
সযতনে শিরোদেশে রক্ষা করি আর,
বক্ষপরে ধরিলেন মোক্ষফল জানি,
স্বামী দেবতার কাষ্ঠ-পাদুকা দুখানি,
ইষ্টমন্ত্র জপি করি কৃষ্ণ নাম ধীরে,
উপনীত হইলেন ত্রিবেণীর নীরে!
তখনও কহিছেন—কি দেখিছ আর?
অর্দ্ধ অঙ্গ হ'ল এই আড়ষ্ট আমার!
মা, মা, বলি ডাকি ডাকি কহে তমালিনী
দেখ মা জাহ্নবী ওই জগৎপালিনী!

তখনও গ্রীবা তুলি করিলা দর্শন;
আজন্ম প্রার্থিত তাঁর জাহ্নবী-জীবন!
বিদুষী দীন-পালিনী—ছিল সর্ব্ব সুখ,
মহা প্রস্থানের কালে হাসি ভরা মুখ!
অন্তকালে জ্ঞানশূন্য হয়নি সে ছবি,—
করে ধরা কৃষ্ণ নাম, নয়নে জাহ্নবী!
উড়িছে শঙ্কর চীল সে ঘাটে তখন,
বৈষ্ণবেরা আরম্ভিল মহা সংকীর্ত্তন!
পূজিতেন মাতা মম, গোমাতৃ-চরণ,
অন্তকালে ভগবতী দিলা দরশন।
বৈষ্ণব কীর্ত্তন ঠেলি দৃঢ় প্রতিজ্ঞায়,
কোথা হ'তে গাভী এক শিয়রে দাঁড়ায়!
ভাগীরথী-তীরে সেই গাভী আসি ধীরে,
নিত্যপূজ্য যাঁহা তাঁর,—দাঁড়াইল শিরে!
গোমাতার পদধূলি শিরে সবে দিলা,
জননী সমাধিযোগে নয়ন মুদিলা!
রাজকৃষ্ণ করে বিল্ব-চন্দনের চিতা,
ব্রহ্মচারী পড়ে শ্লোক—ভগবদ্গীতা!
"গঙ্গা-নারায়ণ-ব্রহ্ম"—শত কণ্ঠে ধ্বনি,
কন্যা দেখে পুষ্পরথে চলিলা জননী!
মুখাগ্নি করিল পৌত্র শ্রীগুরু-রঞ্জন,
চিতাগ্নি নির্ব্বাণ হল সায়াহ্ন যখন।
সন্ধ্যায় ধরে না লোক ত্রিবেণীর ঘাটে,
ধেয়ে যান দিনমণি ত্রিবেণীর পাটে।

শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া সন্ধ্যা-আরত্রিকে,
আসিল শতেক নৌকা ঘাটের চৌদিকে।
চারিদিকে দেবালয়—অপূর্ব্ব ব্যাপার,
শঙ্খ ঘণ্টা কাঁশরের ধ্বনি অনিবার!
সূক্ষ্ম দেহে ছুটিলেন জননী তখন,
প্রফুল্ল কমল-গন্ধ প্রভাতে যেমন।
সন্ধ্যার আরতি মাঝে চুরি করি রবি
লয়ে যান বিষ্ণুলোকে জননীর ছবি।
শ্রীঅঙ্গের ধূলি বালি জড়ত্বের মলা,
ঝাড়ি ফেলি যান চলি ভুবন-উজ্জ্বলা।
দেহের বার্দ্ধক্য ছাড়ি ধরিলেন কিবা—
প্রভাতের পদ্ম সম যৌবনের বিভা!
চলিলা চিন্ময় দেশে, আনন্দে অপার
যোগযুক্তা জীবন্মুক্তা জননী আমার।

শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবীর মাতৃস্মৃতি।

জগৎ-মোহিনী দেবী—ছিন্ন মায়া-ডোর,
বসতি সুবর্ণপুর, মা জননী মোর।
দূরে দুই কন্যা, নিজে অতি শোকাতুরা,
জগৎ-জননী-নামে সদা মাতোয়ারা!
নীরব পল্লীর মাঝে নির্জ্জন সে বাড়ী,
যথা যান আসিতেন গৃহে তাড়াতাড়ি!
গৃহে বসি পড়িতেন ভাগবত, গীতা,
তুচ্ছ করি জীর্ণ-বাস, ধর্ম্ম ভয়ে ভীতা!

সহসা আটান্ন বর্ষে রাখিলেন দেহ,
ভ্রাতষ্পুত্রী ভিন্ন তাহা জানে নাই কেহ।
পড়িলেন গীতা-শ্লোক, আছে দিব্য জ্ঞান,
মন্ত্র জপি ইষ্ট-মূর্ত্তি করিলেন ধ্যান!
মুদি আঁখি ইষ্ট-মূর্ত্তি আঁকি চিত্তপটে,
নিরমল সে তটিনী যমুনার তটে,
অকস্মাৎ ত্যজিলেন জড়দেহ-ভার,
জানে নাই গ্রামবাসী পশু পক্ষী-আর!
তের শত বার সাল কার্ত্তিকাষ্ট দিন,
বুধে দ্বাদশীতে মুক্ত জড়ত্ব বিহীন!
সন্তোষ বিশ্বাস ছিল গঙ্গা সরস্বতী,
যমুনার কূলে হ'ল ত্রিবেণীতে স্থিতি,
সেই মহা তীর্থে মহা সমাধি-মগন,
বিষ্ণু-পাদপদ্ম হৃদে করিয়া ধারণ,
নিত্য ধামে গিয়াছেন, মুক্ত মায়া-ডোর,
জগৎ-মোহিনী দেবী মা-জননী মোর!
নিত্যধামে গিয়া যেন পাদপদ্ম সেবি,
প্রার্থনা করয়ে কন্যা রাজলক্ষ্মী দেবী।

গ্রন্থকারের সমাধি প্রস্তর।

(অনুগতগণ লিখিত।)

আমাদের প্রিয়তম, কে তুমি কোথায় ধাম?
শুনেছি "কুমার নাথ" তোমার প্রথম নাম।
"সুধাকর" নাম তব গ্রন্থ পাঠে জানা যায়,
কেহবা "সুধাংশু" বলে প্রেমসুধা প্রতিভায়,

যেমন চন্দন-তরু কুঠার সহিয়ে গায়,
হৃদয়-সৌরভরাশি জগতে ছড়ায়ে যায়,
সেরূপ কি এসেছিলে যমুনা পুলিন হতে,
কৃষ্ণপাদ-পদ্ম-গন্ধ জগতে ছড়ায়ে যেতে ?
আমাদের চিদাকাশে সারানিশি হাসি হাসি,
বর্ষিতে সুধাংশু তুমি কৃষ্ণ-কথা-সুধারাশি !
ওই পর ব্যোম হতে শুনি তব আবাহন,
তব পাশে যেতে আজ আনন্দে অধীর মন !
তব সঙ্গে মোরা সবে কবে নিত্য দেহ নিয়া,
কৃষ্ণপাদ-পদ্ম-সেবা পাব নিত্যধামে গিয়া ?
তব অনুগত যত ভক্ত নর-নারী করে
খোদিত এ মহাশ্লোক হৃদয় পাষাণ পরে।

গ্রন্থকারের জ্যেষ্ঠাগ্রজ

অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়ের স্বর্গারোহণে

জ্যেষ্ঠাকন্যা শ্রীমতী বাসন্তীপ্রভাদেবীর লিখিত শোকোচ্ছ্বাস।

হায়রে যে জন হ'তে এসেছি এ পৃথিবীতে,
ধীরে ধীরে উঠেছি বাড়িয়া,
যাঁর পদ নিরখিয়ে জুড়াতাম তপ্তহিয়ে,
রহিয়াছি তাঁহারে ছাড়িয়া !
কোথায় গো পিতা মম সাক্ষাৎ শঙ্কর সম,
কেনই বা, ছাড়ি চলি গেলে গো ?
কি ব্যথা পাইলে হৃদি ! নিদয় হইল বিধি !
অমনি ফুরায়ে হায় গেলে গো !

মা আমার পাগলিনী যেন মণিহারা ফণী,
কেঁদে কেঁদে সারা নিশি দিন,
বিষাদ-সলিলে মগ্ন, দেহ মন হ'ল ভগ্ন,
ভাবিয়া হতেছে তনু ক্ষীণ!
ভাই মোর শ্যাম ধন পিতার জীবন ধন,
কোথায় বা তুমি চ'লে গেলে রে!
পিতা মোর সেই শোকে, ধরিতে তোমায় বুকে
চলিলেন আমাদের ফেলে রে?
বাগান-বেষ্টিত বাটী, কেমন সে পরিপাটী,
কতই যে শোভা তাহে ধরিত,
আম জাম নারিকেল কদলী কাঁটাল বেল,
কত শত বৃক্ষরাজি শোভিত!
ফল ফুল আদি যত, ভাল যে বাসিতে কত!
সব ছাড়ি করিলে গমন,
এবে সেই নলডাঙ্গা শূন্য, মোরা বুকভাঙ্গা!
কোথা পিতা রহিলে এখন!
আয়ু না হইতে পূর্ণ কাল আসি অবতীর্ণ
লয়ে যেতে অমর ভবনে,
তাই বুঝি মায়া ভুলি "হরি হরি" রব তুলি
চলিগেলে শান্তি নিকেতনে?
এত দিন দাদা মোর হইয়ে আনন্দে ভোর,
ছিলেন গো পরবত পাশে,
হায় বিধি কি করিলি, সে সাধে বাদ সাধিলি,
ফেলে দিলি দারুণ নৈরাশে!

এবে সে সংসার ভার গিরিভার বহিবার
সাধ্যকার আছে গো বল না ?
তাই মম ভগ্নীটীরে অর্পিয়া জিতেন্দ্র-করে,
কমাইয়ে গেলে কি ভাবনা ?
নলডাঙ্গা রাজধানী ভালবাসিতে ত জানি,
জন্মভূমি সুখসিন্ধু মানি,
সেই সুখসিন্ধু-জলে রবি গেল অস্তাচলে,
ডুবাইলে দেহতরী খানি !
বাসনা এখন মনে তথা গিয়া ভাই বোনে
সে স্থান করিব দরশন,
ভাই বোনে গলা ধ'রে ফুকারিয়া তোমা তরে
কেঁদে খেদ মিটাব দুজন !

অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়ের প্রকাশিত গ্রন্থকারের বংশাবলী ।

১৩২০। ৩রা অগ্রহায়ণ।

১০৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রাদুর্ভূত বঙ্গাধিপতি মহারাজ আদিশূর কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ অর্থাৎ কনৌজ হইতে আনীত পঞ্চব্রাহ্মণের মধ্যে ভরদ্বাজ-গোত্রীয় শ্রীহর্ষ হইতেই আমরা ভরদ্বাজ-গোত্রীয়। (১) শ্রীহর্ষের পুত্র (২) শ্রীগর্ব্ব, তাঁহার পুত্র (৩) শ্রীনিবাস, তৎপুত্র (৪) মেধাতিথি। তৎপুত্র (৫) আবর, বাবর, মাবর। আবর-পুত্র (৬) শত (দীপ্তিগ্রামবাসী), লক্ষ, ত্রিবিক্রম। ত্রিবিক্রম-পুত্র (৭) কাকুৎস্থ (কাকু), তৎপুত্র (৮) ধান্দু (মুখটি-গ্রাম বাসী বা মুখটী গাঁই; এই হইতে আমরা মুখটি গাঁই), বরাহ (মাউড়ী

গ্রামবাসী), সুরেশ্বর (রায়গ্রাম বাসী)। ধান্দুর পুত্র (৯) জিয়, শুঁই। শুঁইপুত্র (১০) নন্নু, বা নরহরি, উষাপতি, মাধবাচার্য্য। মাধবপুত্র (১১) কোলাহল (সন্ন্যাসী হন), তৎপুত্র (১২) উৎসাহ (ইনি প্রথম কুলীন, বল্লালের সমসাময়িক), গরুড় (ইনিও প্রথম কুলীন), দাঁই, বিষ্ণু, গোপাল, বিঠোক। উৎসাহের পুত্র (১৩) আয়িত, অভ্যাগত, মহাদেব, কামদেব, চক্রপাণি, জয়দেব, ভবদেব, বলদেব, রত্নেশ্বর, গদাধর, পুরন্দর, লক্ষ্মীধর, রাম, বামন। মহাদেব-পুত্র (১৪) ঈশ্বর, বিশো। বিশোর পুত্র (১৫) সুজ, পশো। পশোর পুত্র (১৬) ধীতো, কৃষ্ণ। কৃষ্ণপুত্র (১৭) মহেশ্বর, তৎপুত্র (১৮) হরিওঝা, বলো, বাসু। হরিপুত্র (১৯) দিগম্বর, যোগেশ্বর পণ্ডিত (ইঁহা হইতেই আমরা যোগেশ্বর পণ্ডিতের সন্তান), কামদেব পণ্ডিত। যোগেশ্বরের পুত্র (২০) মুকুন্দ, শঙ্কর, (ইঁহা হইতেই আমরা শঙ্করের বংশ) ত্রিবিক্রম, সুতীক্ষ্ণ, কমলাকান্ত জানকীনাথ (সর্ব্বানন্দী), রুক্মিণীকান্ত। শঙ্করের পুত্র (২১) কুমুদ, সুরানন্দ, রাঘব, নয়ন, পূর্ণানন্দ। নয়ন-পুত্র (২২) শিবরাম রামভদ্র। রামের পুত্র (২৩) কৃষ্ণবল্লভ, গোপীজাবল্লভ। কৃষ্ণ-বল্লভের পুত্র (২৪) মধুসূদন, রামনারায়ণ, রঘুনন্দন, প্রাণবল্লভ। মধুসূদন-পুত্র (২৫) রামদেব, গদাধর, রামচন্দ্র, যাদবেন্দ্র (যাদু মুখুয্যে, ইঁহা হইতেই আমরা যাদু মুখুয্যের ধারা)। যাদবেন্দ্র-পুত্র (২৬) শুকদেব, তৎপুত্র (২৭) নীলকণ্ঠ (ইনি খুলনা জেলার হোগলা গ্রামে উদয়নারায়ণ রায়ের কন্যা বিবাহ করিয়া ভঙ্গ হন। এই হইতেই আমরা ভঙ্গকুলীন। ইনি বরিশাল জেলার মধ্যে চন্দ্রদ্বীপ-বাকলা পরগণার রূপাতলী গ্রামে জ্ঞাতিদের মধ্যে বাস করিতেন, গোপনে হোগলায় ভঙ্গ হওয়ায় জ্ঞাতিরা তাঁহাকে হত্যা

করিবার পরামর্শ করায় ইনি রূপাতলী হইতে পলাইয়া আসিয়া যশোর জেলায় নলডাঙ্গা গ্রামের নিকটে কামারাইল গ্রামে বাস করেন। রূপাতলী গ্রাম বরিশাল সহরের সংলগ্ন। রূপাতলীতে আমাদের অনেক জ্ঞাতি এখনও বর্ত্তমান। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নলডাঙ্গায় আমাদের বাটীতে আসিয়া থাকেন। কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের জ্যেঠাসম্পর্কীয় তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায় এখানে অসিয়াছিলেন। নলডাঙ্গার নিকট কাদিরকোল গ্রামে আমাদের জ্ঞাতি আছেন। কৃষ্ণনগরের সংলগ্ন গোয়াড়ীনিবাসী পুলিসইন্স্পেকটর শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং নদিয়া জেলার মুড়াগাছা-নিবাসী স্বর্গীয়জমিদার লালাবাবু ও বৃন্দাবনবাবু আমাদের জ্ঞাতি।)

নীলকণ্ঠের পুত্র (২৮) নন্দরাম, তৎপুত্র (২৯) কাশীনাথ (ইনি কামারাইল গ্রামের অপর পারে সাহেবদের শঙ্করগঞ্জের নীলকুঠির মুৎসুদ্দি পদে থাকিয়া বিশেষ প্রতাপান্বিত হন), বৈদ্যনাথ (ইনি গৃহত্যাগ করিয়া নবদ্বীপের বিখ্যাত কালিয়কান্ত গোস্বামী হন, নবদ্বীপে ইঁহার সমাধি আছে)। কাশীনাথের পুত্র (৩০) অভয়াচরণ (ইনি নলডাঙ্গায় গুঞ্জনগর রাজধানীর সন্নিকটে বাটী নির্ম্মাণ করেন এবং নলডাঙ্গারাজষ্টেটের প্রধানকর্ম্মচারী হন। ইনি সাধুসমাদৃত ব্যক্তিছিলেন।) কাশীনাথের কন্যা আদরমণি দেবী। অভয়াচরণের পুত্র (৩১) অম্বিকাচরণ রজনীকান্ত (মৃত), কুমারনাথ, সরোজনাথ, ভবনাথ (মৃত), কন্যা তমলিনী দেবী (গোপালী)। অম্বিকাচরণ-পুত্র (৩২) নগেন্দ্রনাথ, কন্যা বিজনবাসিনী (মৃত), ভূপেন্দ্রনাথ (মৃত), বাসন্তীপ্রভা (বা কোহিনুর), বিজলীপ্রভা (মৃত), ক্ষণপ্রভা, সুধাংশুপ্রভা, পুত্র কন্যা (মৃত) পুত্র শ্যামাপদ (মৃত)। রজনীকান্তের পুত্র (৩২) দ্বিজেন্দ্রনাথ (হরিদাস), কন্যা সরসীলতা

(মৃত), সুবাসিনী। কুমারনাথের পুত্র কন্যা (মৃত)। সরোজনাথের পুত্র (৩২) গুরুনন্দন, কন্যা গুরুমতী (মৃত). গুরুরঞ্জন, দশভুজা হেমগৌরী, দক্ষিণারঞ্জন (গোপালদাস)। দ্বিজেন্দ্রনাথ বা হরিদাসের একটী কন্যা ও একটী পুত্র মৃত. দুই কন্যা বর্ত্তমান, নগেন্দ্রনাথের দুই কন্যা মৃত, (৩৩) এককড়ি নামে এক শিশু পুত্র বর্ত্তমান॥—"শুভমস্তু"। ইতি। শ্রীঅম্বিকাচরণ শর্ম্মণঃ।

কীর্ত্তন।

নমো নমঃ পঞ্চানন, পঞ্চ ভূতের মাঝারে।
আত্মার স্বরূপ, একি অপরূপ, অরূপে কি রূপ বিহরে!
কূটস্থ মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী, "জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিঃ,"
পঞ্চকোষের অতীত ভাতি, দ্বিদলে দেখান, দেখরে।
শ্যামা-চরণের লেগেছে আভা, পঞ্চাননের কতই শোভা,
ভূতগণ আছ যেখানে যেবা, চক্রে চক্রে নাচ রে।
নয়ন বাঁকা, ভঙ্গি বাঁকা, জীবনসন্ধ্যা আঁধারে একা
দাঁড়ায়ে দেখায় ময়ূর পাখা, পাগল করিল আমারে।
ছাড়িয়ে তোমার রাখাল প্রজা, আর্য্যমিশনে হয়েছ রাজা,
আর কানু মাঠে সে বেণু বাজা, গোধেনু ফিরে যা শুনে রে।
কানু যমুনার যেখানে মিলন, "দেবঘর" মাঝে কুসুম কানন,
ফুলে ফুলে ফুলে নব বৃন্দাবন, সাজাও মোদের অন্তরে।
মোদের সর্ব্বস্ব দেহ প্রাণ মন, ধর ধর ধর বাবা পঞ্চানন,
পঞ্চভূতের এই নিবেদন, এ প্রপঞ্চ সংসারে।
আমাদের প্রাণ তোমার প্রাণে, গাঁথা আছে সংগোপনে,
কি সম্বন্ধ প্রাণে প্রাণে, মধুর মধুর মধুরে!

সুধাকর গ্রন্থাবলী।

শ্রীশ্রী

ব্রজাঙ্গনা-গীতা।



তৃতীয় সংস্করণ।

শ্রীকুমারনাথ মুখোপাধ্যায়।

আনন্দাশ্রম।

প্যারিচাঁদ মিত্রের লেন, বৰ্দ্ধমান।

পাইবার ঠিকানা—

গ্রন্থকারের ঠিকানায়, কিংবা, ম্যানেজার,

সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারি,

৩০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

ভাদ্র, ১৩২২।

মূল্য।০ চারি আনা।

প্রিণ্টার—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাস।
মেটকাফ্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্।
৩৪ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

প্রকাশক—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
সংস্কৃতপ্রেস ডিপজিটারি,
৩০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।



শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

শ্রীব্রজাঙ্গনা-গীতা।



প্রথম মালিকা।

(শ্রীমদ্ভাগবত-১০ম স্কন্ধ, ২০শ অধ্যায়)

শ্রীবৃন্দাবনে বর্ষা ও শরৎ কাল।

মহামুনি শুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে কহিলেন,—

হে রাজন্, গোপগণ আলয়ে আসিয়া,
কামিনীকুলের কাছে কহে বিবরিয়া,
যেরূপে দাবাগ্নি হ'তে হইল উদ্ধার,
কৃষ্ণের প্রলম্ব-বধ অদ্ভুত ব্যাপার!
বৃদ্ধ গোপ-গোপীগণ করিল শ্রবণ,
মনে ভাবে সবে হ'য়ে বিস্ময়মগন,—
রাম কৃষ্ণ দেবশ্রেষ্ঠ, নহে মর্ত্ত্যবাসী,
লীলা তরে ব্রজপুরে অবতীর্ণ আসি! ১ শ্লোক

এই রূপে তাহাদের কিছু দিন যায়,
সুন্দর বরষা ঋতু সমাগত প্রায় ;
জীবের উদ্ভব কত হয় এই কালে,
আন্দোলিত নভঃস্থল ছিন্ন ঘন-জালে। ২ শ্লো
চারি দিকে অপরূপ হেরি চারু শোভা,
উঠিতেছে মেঘমালা জন-মনোলোভা !
গুরু গুরু গরজনে নীল কাদম্বিনী,
ঢাকিয়াছে নভঃস্থল, অঙ্কে সৌদামিনী !
মেঘাচ্ছন্ন ঘোর ঘোর হয়েছে আকাশ,
সগুণ ব্রহ্মের যেন অস্পষ্ট প্রকাশ ! ৩
অষ্ট মাস আকর্ষণ করিয়া কেবল,
যতনে সঞ্চিত সেই সলিল সকল,
এখন আদিত্যদেব জানিয়া সময়,
করিলেন বরষণ—সুমঙ্গলময় ! ৪
নিরখি তাপিতে আহা দয়ার্দ্র যে জন,
দেয় যথা তার তরে প্রাণ বিসর্জ্জন,
সেরূপ নীরদদাম—বিদ্যুৎ-নয়ন,
নিরখি নিদাঘ-তপ্ত সমস্ত ভুবন,
নাশিয়া আপন অঙ্গ ঢালিতেছে বারি,
তাপিত জগৎ-প্রাণ সুশীতল করি ! ৫
তপস্যায় করিবারে কামনা-পূরণ
তপস্বী যেমন করে শরীর-শোষণ,
আবার পাইলে সেই তপস্যার ফল,
শরীরে যেমন তার আসে পুষ্টি বল,

গ্রীষ্ম-তাপে কৃশাঙ্গিনী মেদিনী তেমন
অভীষ্ট লভিয়া পুষ্ট, পরিতুষ্ট মন!
জ্বলিল যামিনী-যোগে খদ্যোতের জ্যোতিঃ,
মেঘাচ্ছন্ন গ্রহগণ প্রভাহীন অতি,—
কলিযুগে দীপ্তি পায় পাষণ্ড যেমন,
প্রভাহীন দীন ক্ষীণ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ! ৬
আচার্য্যের শব্দ শুনি সন্ধ্যা-সমাপনে,
পাঠ-শব্দ করে যথা দ্বিজ শিষ্যগণে,
সেরূপ যে সব ভেক মৌনী হ'য়ে ছিল,
শুনিয়া মেঘের শব্দ, শব্দ আরম্ভিল।
যেমন ইন্দ্রিয়াশক্ত মানবের কায়—
ধন মন অকস্মাৎ বিপথেতে ধায়,
শুষ্ককায় কৃশাঙ্গিনী তটিনী তেমন
উথলিয়া করিতেছে বিপথে গমন। ৮
কোন স্থলে তৃণদলে শ্যামাঙ্গিনী ধরা,
কোথাও লোহিত কীটে রক্তবর্ণ করা,
ছায়াতল তরুদল, ধরাতল-শোভা
সেনা-সন্নিবেশ যেন জন-মনোলোভা! ৯
অন্যে দুঃখ নাহি দেন মহাত্মা যে জন,
দৈব-বশে সে সকল হয় সংঘটন,—
ক্ষেত্র কভু শস্য দানে বিমুখ না হয়,
কৃষকেরে দুঃখ দেয় দৈব নিরদয়!
এখন সে ক্ষেত্ররাজি দিয়া শস্য-ধন
কৃষকেরে কি আনন্দ করে বিতরণ! ১০

হরি-পাদপদ্ম যথা সেবিলে আদরে,
ভক্তি-স্নানে ভক্ত-অঙ্গে রূপ নাহি ধরে,
সেই রূপ ধরিয়াছে নব রূপ-রাশি,
নব জলে স্নান করি জলস্থল-বাসী! ১১
যোগেতে অপরিপক্ক যোগীর অন্তর
বাসনা-তরঙ্গে যথা দোলে নিরন্তর
সেইরূপ রঙ্গে মিলি তরঙ্গিণী-কুল
বায়ু-ক্ষুব্ধ সিন্ধু-বক্ষ করিছে আকুল! ১২
হরি-পাদপদ্মে মগ্ন যোগীন্দ্র যেমন
ইন্দ্রিয় আঘাতে আর ব্যথিত না হন,
তেমতি অচলরাজি দিবস নিশায়,
অক্লেশে বরষা-ধারা সহিছে মাথায়! ১৩
ব্রাহ্মণের মনে যথা, হ'লে অনভ্যাস,
কেবল শাস্ত্রের থাকে অস্পষ্ট আভাস—
সেরূপ হয়েছে পথ, পূর্ণ তৃণদল,
পথের অস্পষ্ট চিহ্ন রয়েছে কেবল! ১৪
যেমন ব্যভিচারিণী বারম্বার আসে,
দাঁড়ায় না গুণশালী পুরুষের পাশে,
পরহিত-ব্রতে রত জলদের ধারে
ক্ষণপ্রেমা ক্ষণপ্রভা দাঁড়াতে না পারে! ১৫
কোলাহল পূর্ণ এই মায়ার সংসারে,
নির্গুণ ব্রহ্মের রূপ শোভে যে প্রকারে,
সেরূপ গর্জ্জনপূর্ণ গগনের গায়
গুণশূন্য ইন্দ্রধনু কিবা শোভা পায়! ১৬

অশান্তি আপদ কত আছে গৃহবাসে,
তথাপি গৃহস্থ যথা গৃহ ভালবাসে,
চক্রবাক চরে তথা বন-সন্নিকটে,
পঙ্কিল কণ্টকময় তটিনীর তটে। ১৭-২০
কলিযুগে কুতর্কেতে তুলি নানা কথা,
পাষণ্ডেরা ভগ্ন করে বেদমার্গ যথা,
সেরূপ বরষা-বারি তীব্র বেগ ধরি
চৌদিকে চলিল রঙ্গে সেতু ভঙ্গ করি! ২১
রাজন্ বর্ষায় ক্রীড়া করিবারে বনে,
শ্রীকৃষ্ণ চলিলা আজ বলদেব সনে,
বেষ্টিত গোপালগণে মহা আনন্দেতে,
সুপক্ব খর্জ্জুর-জম্বু পূর্ণ কাননেতে। ২২
স্তনভারে ধেনুগণ মন্দ মন্দ যায়,
শুনিয়া মুরলী-ধ্বনি ঊর্দ্ধমুখে ধায়;
মাধবের সঙ্গে রঙ্গে ধায় গাভীগণ,
পয়োধরে ক্ষীরধারা হতেছে ক্ষরণ! ২৩
রাজন্ সে বন মাঝে দেখিলা কেশব,
মধুময় বনরাজি রম্য তরু সব;
গিরি-নির্ঝরিণী-বারি শব্দ করি ধায়,
সে ধ্বনির প্রতিধ্বনি হতেছে গুহায়।
বর্ষা-বারি পাতে বনে রম্য বেশ ধরি,
কভু বৃক্ষতলে কভু গুহা মাঝে হরি,
বিহরিলা ফলমূল করিয়া আহার,
সে বিপিনে করিলেন আনন্দ অপার।

পরে যত দধি অন্ন জুটিল আসিয়া,
বারি সন্নিহিত মহা শিলাতে বসিয়া,
গোপগণ সনে কৃষ্ণ করেন ভোজন ;
পার্শ্বদেশে হর্ষে বৃষ গাভী বৎসগণ
করেছে শয়ন নব দূর্ব্বাদল 'পরে
মুদিত নয়ন, ধীরে রোমন্থন করে !
দেখিলেন ভগবান্ সব সুখকর,
শোভা হেরি বরষারে করিলা আদর ! ২৪
এই রূপে রাম কৃষ্ণ সেই বৃন্দাবনে
বিহরিলা বরষায় গাভী বৎস সনে।
ক্রমে বরষার অন্ত, শরৎ উদয়,
গগনের মেঘমালা পাইল বিলয় !
আর সে পবন নাই তেমন প্রবল,
ঝরঝর্ নিরমল তরঙ্গিণী-জল ! ২৫
যোগভ্রষ্ট যোগী পুনঃ পাইলে সাধন
আপন স্বভাব যথা করে সংস্থাপন,
তেমনি ফুটিলে পুনঃ শারদ কমল,
স্বভাব লভিল পুনঃ সরসী সকল। ২৬
কৃষ্ণভক্ত আশ্রমীর আশ্রমে যেমন
সর্ব্ববিধ অমঙ্গল হয় নিবারণ,
সেরূপ শরৎ আসি, গগন-মণ্ডল
মুক্ত করি, মেঘবারি নাশিল সকল ;
সচ্ছন্দে বিহরে সবে—হইয়াছে নাশ
স্থানাভাবে প্রাণীদের ঘনীভূত বাস।

গিয়াছে ধরার পঙ্ক শুষ্ক সর্ব্ব স্থল,
কলুষতা-হীন জল স্ফটিক-নির্ম্মল! ২৭
বাসনা-বিমুক্ত মুনি পবিত্র যেমন,
সর্ব্বত্যাগী মেঘ তথা শুভ্র দরশন! ২৮
প্রতি দিন পরামায়ু হইতেছে ক্ষয়,
বুঝিছে না মায়াবদ্ধ মানব-নিচয়,
সেইরূপ জলাশয়ে ক্ষুদ্র মীনগণ
জানিছে না নিত্য জল কমিছে কেমন! ২৯,৩০
শরতের সূর্য্য-তপ্ত সরসীর নীর,
সন্তপ্ত শরীর মন, হয়েছে অধীর
স্বল্প জলবাসী ক্ষুদ্র জলচর যত,
বিমূঢ় অজিতেন্দ্রিয় গৃহস্থের মত! ৩১
সর্ব্ব ক্রিয়া-বিনিবৃত্ত মুনীন্দ্র যেমন
বেদপাঠ ছাড়ি স্থির—অবিচল হন,
শরতে সলিল তথা হল অবিচল,
ধরিল প্রশান্ত ভাব সমুদ্রের জল! ৩২-৩৩
ইন্দ্রিয়ের পথ দিয়া প্রাণ হয় ক্ষয়,
রুদ্ধ করি ইন্দ্রিয়ের দ্বার সমুদয়
যোগিগণ করে যথা প্রাণের ধারণ,
ভূমি বাঁধি জল রাখে কৃষক তেমন। ৩৪
জ্ঞান যথা দূর করে দেহ-অভিমান,
কৃষ্ণে হেরি স্নিগ্ধ যথা গোপীকার প্রাণ,
তেমতি শারদ নৈশ শশী সুবিমল,
জীবের সন্তাপ দূর করিছে কেবল। ৩৫

বেদের বিমল পথ করি প্রদর্শন,
সত্ত্বশালী সাধু চিত্তে সৌন্দর্য্য যেমন,
তেমতি তারকারাজি করিয়া প্রকাশ,
সুন্দর হয়েছে নৈশ শারদ-আকাশ!
বেষ্টিত যাদবগণে মাধব যেমতি,
সুদর্শন চক্র ধরি শোভা পান অতি,
সেরূপ চৌদিকে নিয়া নক্ষত্র সকল,
শোভেন শশাঙ্ক ধরি অখণ্ড মণ্ডল। ৩৬
মনে মনে প্রাণ-কৃষ্ণে করি আলিঙ্গন,
কৃষ্ণপ্রাণা গোপীচিত্ত শীতল যেমন,
সেইরূপ ফুলবন—সমীর মধুর
স্পর্শে জীব-মনস্তাপ হইতেছে দূর! ৩৭
মলিন কেবল দস্যু রাজ-দরশনে,
প্রফুল্ল যেমন হয় আর সর্ব্ব জনে,
তেমতি কুমুদ আঁখি মুদিল কেবল,
সূর্য্যোদয়ে জল-ফুল প্রফুল্ল সকল! ৩৮-৩৯
গ্রামে গ্রামে নগরেতে নবান্ন ভোজন,
বেদবিধি-উৎসবের হয় আয়োজন;
লৌকিক উৎসব কত হয় সারি সারি,
ইন্দ্রিয়-সুখের তরে ব্যস্ত নর নারী!
শরতের পক্ক শস্যে স্বর্ণময়ী ধরা,
রাম কৃষ্ণে পেয়ে হ'ল আরো মনোহরা! ৪০

দ্বিতীয় মালিকা।

(শ্রীমদ্‌ভাগবত ১০ম স্কন্ধ,—২১শ অধ্যায়)

গোপীগণের কৃষ্ণগুণ গান।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্‌!

শরতের আগমনে সুন্দর-শ্রী বৃন্দাবনে
সলিল হইল স্বচ্ছ বিমল আভায়,
পদ্মবনে রঙ্গ করি, সর্ব্বাঙ্গ সৌরভে ভরি,
ধীরে যায় সমীরণ, ফিরে ফিরে চায়!
গাভী বৎসগণ সনে বেষ্টিত গোপালগণে
আপনি শ্রীভগবান্‌, জগতের প্রাণ—
নিরুপম সেই বনে, দেখ আজ গোচারণে
রাখালের গলা ধরি নৃত্য করি যান! ১

পুষ্প-পাদপের পরে শতভৃঙ্গ গান করে,
সহস্র বিহঙ্গ গায় বসিয়া শাখায়,
সে ধ্বনির প্রতিধ্বনি গিরি-অঙ্গ স্রোতস্বিনী
সরোবর নির্ঝরিণী তরঙ্গে ভাসায়!
লইয়া বালকগণে, আর বলরাম সনে
গোচারণে রম্য বনে করিয়া প্রবেশ
মুরলী বাজান হরি,— ঝঙ্কার শ্রবণ করি,
ব্রজনারী-প্রাণে হ'ল প্রেমের আবেশ! ২

আপন সখীর পাশে, কহিছে মধুর ভাষে,
কৃষ্ণের গুণের কথা ব্রজাঙ্গনাগণ,—

সে গুণ বর্ণিতে গিয়া, কাঁপিছে তাদের হিয়া
প্রেমাবেশে, কৃষ্ণকথা করিয়া স্মরণ! ৩৪
মধুর চরিত তাঁর, বর্ণন না হ'ল আর;
গোপীকার মন মগ্ন এই ভাবনায়—
ওই নন্দসুত এল বৃন্দাবনে প্রবেশিল,
পূরিল বেণুর রন্ধ্র অধর-সুধায়!
শোভিছে বিচিত্র বর্ণে কুসুম কুণ্ডল কর্ণে,
মস্তকে ময়ূরপুচ্ছ মুকুট সুন্দর!
ওই যে কৃষ্ণের গলে বৈজয়ন্তি-মালা দোলে,
স্বর্ণবর্ণ পীতবাস অঙ্গে মনোহর! ৫
জীব-প্রাণ মুগ্ধকারী বংশী নিয়া বংশীধারী
বৃন্দাবন স্নিগ্ধ করি বাজান যখন,
গোপীগণ প্রেমভরে পদে পদে যেন করে
প্রেমমূর্ত্তি কৃষ্ণ-অঙ্গে প্রেম-আলিঙ্গন! ৬
সখীদের গলা ধরি কহে যত ব্রজনারী,—
সহচরি, রাম কৃষ্ণ করিয়া সুবেশ
সকল রাখাল সনে দুই ভাই গোচারণে
গাভী লয়ে বনে যবে করেন প্রবেশ,
বদনে মুরলী ধরা, ব্রজাঙ্গনা মনোহরা,
শীতল কটাক্ষ পাত হয় যে আবার,—
মুখপদ্মে দৃষ্টিভরে মধু পান যারা করে,
ধন্য তারা!—নয়নে কি ফল আছে আর! ৭
সে কথা শ্রবণ করি, কহে অন্য ব্রজনারী—
আহামরি পুণ্যকারী ধন্য গোপগণ!

কভু গোপ-সভা মাঝে, সাজি নীল পীত সাজে,
বিরাজেন রাম-কৃষ্ণ প্রিয়-দরশন!
সেই নীল পীতাম্বরে, অপরূপ শোভা করে,
সংলগ্ন ময়ূর-পুচ্ছ রসাল-মুকুল;
বসনের মাঝে মাঝে, বিকচ কমল সাজে;
মধুস্বরে করি গান, করেন আকুল! ৮
অন্য গোপী কহে আসি, কি পুণ্য করেছে বাঁশী!—
যে অধর-সুধা শুধু সেব্য গোপীকার,
বাঁশী একা করি পান, কি সুখে করিছে গান!
রেখেছে সামান্য রস উচ্ছিষ্ট তাহার!
যে বংশেতে বংশী হ'ল, সে যাহার তটে ছিল,
সেই জলাশয়ে যত পদ্ম শোভা পায়,
বাঁশীর সৌভাগ্য হেরি, শিহরিছে আহা মরি!—
জলাশয়-অঙ্গ যেন রোমাঞ্চিত তায়!
বংশে যদি পুত্র হয় ভগবৎ-ভক্তিময়,
আনন্দাশ্রু বর্ষে যথা কুল-বৃদ্ধগণ,
নিরখি বাঁশীর পুণ্য, বংশপতি বৃক্ষ ধন্য!
সে অঙ্গে আনন্দ-ধারা হতেছে ক্ষরণ! ৯
কহে অন্য গোপীগণ, সখিরে, শ্রীবৃন্দাবন
কৃষ্ণপদ স্পর্শে তুচ্ছ করে স্বর্গ-শোভা!
বেণু-রবে মত্ত হিয়া পুচ্ছগুচ্ছ বিস্তারিয়া
শাখি-শাখে শিখী নাচে জন-মনোলোভা!
নাচিছে সহস্র শিখী, সর্ব্ব জীব তাহা দেখি
সর্ব্ব চেষ্টা পরিহরি পর্ব্বত উপর,

দৃষ্টি-সুখে নিমগন !— সুখের শ্রীবৃন্দাবন
প্রকাশিছে জগতের কীর্ত্তি মনোহর ! ১০
কহে অন্য ব্রজাঙ্গনা, দেখ সখি সুলোচনা
পশু-জন্মে ধন্য ওই কুরঙ্গিণীগণ,—
শুনিয়া মোহন বাঁশী, কৃষ্ণসার সনে আসি
প্রেমনেত্রে পূজা করে শ্রীনন্দ-নন্দন ! ১১
কোন গোপী গলা ধরি কহে শুন সহচরি,
মধুর চরিত কৃষ্ণ ! রূপ মধুময় !
নিরখিয়া ধরাতলে, কে না ভাসে নেত্রজলে ?
কোন্ কামিনীর মনে আনন্দ না হয় ?
সে রূপ দেখিয়া প্রাণে, স্পষ্ট বেণু শুনি কাণে,
সখিরে বিমানচারী দেবাঙ্গনা-গণ
থাকিয়াও প্রিয়-অঙ্কে, চমকিয়া প্রেমাতঙ্কে,
কৃষ্ণপদে প্রাণ মন দেয় বিসর্জ্জন !—
রূপ হেরি জ্ঞানহারা, বেণুরবে মাতোয়ারা,
তখন থাকে না তারা তাহাদের বশে,
ছাড়িয়া কবরি-ভার ঝরি পড়ে পুষ্পহার,
প্রেমানন্দে অন্ধ হয়ে বেণীবন্ধ খসে ! ১২
কৃষ্ণমুখ বিনিঃসৃত আহা সেই গীতামৃত
কর্ণপুটে করি পান মত্ত গাভীগণ,
অশ্রু ফেলে দাঁড়াইয়া, প্রেমপূর্ণ নেত্র দিয়া,
মনে মনে কৃষ্ণ ধনে করে আলিঙ্গন !
ক্ষুধার্ত্ত গোবৎস যত, মাতৃদুগ্ধ পানে রত
শুনিয়া উৎক্ষিপ্ত কর্ণে কৃষ্ণ-বেণু গান,

মুখে রাখি ক্ষীরধারা, ফেলিতেছে নেত্রধারা,—
আর না করিতে পারে মাতৃ স্তন পান! ১৩
দেখ গো মা, দেখ সখি, কাননের যত পাখী,
মুনি ঋষি হইবার যোগ্য এরা সবে,
যে রূপে সে কৃষ্ণধনে, সুখী হবে দরশনে,
সেই রূপে বসি বৃক্ষে—শোভিত পল্লবে!
সুখে হবে দরশন, তাই বৃক্ষে আরোহণ
করেছে বিহঙ্গগণ, মুগ্ধ মন প্রাণ,
অন্য কথা পরিহরি, নয়ন মুদিত করি,
শুনিতেছে মধুমাখা মুরলীর গান! ১৪
থাক্ সে সজীব প্রাণী,— নির্জীব সে তরঙ্গিণী
প্রকাশিছে প্রেমোচ্ছ্বাস অঙ্গ-ভঙ্গিমায়,
লইয়া তরঙ্গ-করে শতদল উপহারে,
কৃষ্ণ-পদ আলিঙ্গনে হৃদয় জুড়ায়! ১৫
বলরাম সনে রঙ্গে, গোপাল গণের সঙ্গে,
রবি-তাপে যান কৃষ্ণ বাজাইয়া বাঁশী,
নিরখি তুষার-কায় মেঘমালা প্রেমে ধায়,
দেখ, সে সখার শিরে ছত্র ধরে আসি! ১৬
পুনঃপুনঃ পর্য্যটনে, চরণ-কুঙ্কুম বনে
স্খলিত হয়েছে তৃণে—করি দরশন,
প্রেমে লয়ে বক্ষ'পরি, বদনে লেপন করি,
কৃতার্থ ব্যাধের নারী, সার্থক জীবন! ১৭
দেখ দেখ সহচরি, এই গোবর্দ্ধন গিরি
সকলের শ্রেষ্ঠ মরি, হরিদাস গণে!—

দরশনে প্রেমাকুল, তৃণ জল কন্দ মূল
দিয়া পূজে ধেনু মাঝে রামকৃষ্ণ-ধনে! ১৮
দেখ দেখ সখীগণ, কি আশ্চর্য্য দরশন!—
গোপাদ-বন্ধন পাশ করেতে করিয়া,
গোপালগণের সনে, বন হ'তে অন্য বনে,
চলেছেন রামকৃষ্ণ গাভীগণে নিয়া;
বন হ'তে বনে যান করি উচ্চ বেণু গান,—
বাঁশরীর মধুস্বর করিয়া শ্রবণ,
বৃক্ষগণ করে রঙ্গ পুলকে পূরিত অঙ্গ,
নীরবে দাঁড়ায়ে আছে মুগ্ধ জীবগণ!
সুন্দর শ্রীবৃন্দাবনে, প্রেমানন্দে বিচরণে,
যে যে লীলা করিলেন নিজে ভগবান্,
এরূপে তা গান করি, প্রেমযোগে ব্রজনারী
তন্ময় হইল দিয়া দেহ-মন প্রাণ।১৯

তৃতীয় মালিকা।

শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ—২২শ অধ্যায়।

গোপীগণের বস্ত্রহরণ।

শুকদেব কহিলেন,—

হে রাজন্, ব্রজবাসে হেমন্ত প্রথম মাসে,
মিলি ব্রজ-কুমারীরা যত,

ভদ্রকালী-পদ স্মরি হবিষ্য ভোজন করি
করিতেছে কাত্যায়নী-ব্রত। ১
হ'য়ে সবে সম্মিলিত, হেরি সূর্য্য সমুদিত,
স্নান করি কালিন্দীর নীরে,
জলের নিকটে গিয়া গড়িল বালুকা দিয়া,
দেবীর প্রতিমা ধীরে ধীরে! ২
ধূপ দীপ গন্ধ মালা আনি যত গোপবালা
নৈবেদ্য তাম্বুল আদি দিয়া,
মন্ত্র পড়ি বারে ব'রে দেবী নমস্কার করে
বর চায় মিনতি করিয়া—
কাত্যায়নি মহামায়া, মহাদেবি শিবজায়া,
হে মহা যোগিনি মহেশ্বরি,
ধূলি দেও শ্রীপদের— নন্দসুতে আমাদের
পতি করি দেও গো শঙ্করি! ৩, ৪
কৃষ্ণ যেন পতি হন,— হেন একনিষ্ঠ মন
করি গোপ-কুমারী সকল,
চিত্ত রাখি কৃষ্ণ'পরে ভক্তিভরে পূজা করে
ভদ্রকালী চরণকমল! ৫
উষায় উত্থান করি পরস্পর বাহু ধরি
যমুনায় যাইত যখন,
নিজ নিজ নাম সহ কৃষ্ণ-গুণ অহরহঃ
সবে মিলি গাইত তখন। ৬
এক দিন গিয়া নীরে বস্ত্র রাখি নদীতীরে,
যেমন করিত অন্য দিন,

ব্রজ-কুমারীরা যত কৃষ্ণ-গুণ-গানে রত,
জল-ক্রীড়া করে শঙ্কাহীন। ৭
হেন কালে ব্রজেশ্বর— যোগেশ্বরের ঈশ্বর
তাহাদের উদ্দেশ্য জানিয়া,
ব্রতফল দান তরে সঙ্গিগণে সঙ্গে ক'রে,
সেই স্থানে উপস্থিত গিয়া। ৮
গোপীদের বস্ত্র যত করি সব অপহৃত,
উঠিয়া কদম্ব-তরু 'পরি,
লইয়া বালক সবে হাসিয়া শ্রীহরি তবে
কহিলেন পরিহাস করি ;—৯
ব্রজের অবলাগণ করি হেথা আগমন,
লহ নিজ বসন সকল,
সত্য বলি ফিরাব না, পরিহাস করিব না,
ব্রতাচারে তোমরা দুর্ব্বল! ১০
ফিরিয়া যাবে না বৃথা, নাহি কহি মিথ্যা কথা,
এ সব বালক মোরে জানে ;
শুন সুহাসিনি সবে, একে একে কিংবা সবে
বস্ত্র নিয়া যাও নিজ স্থানে। ১১
শুনি, লজ্জা-চমকিত হয়ে প্রেমে বিগলিত,
কুমারীরা কৃষ্ণ-মনোরমা
পরস্পরে দৃষ্টি করে, তীরে ত উঠিতে নারে,—
হাসিমাখা বদন-চন্দ্রমা! ১২
ছিল যত গোপী-চিত্ত জলক্রীড়া-উনমত্ত,
আকণ্ঠ সলিলে মগ্ন এবে,

শীতল যমুনা-নীরে আর ত রহিতে নারে,
থর থর কাঁপিতেছে সবে! ১৩
মধুর গোবিন্দ-বাণী বার বার সবে শুনি
কহিলা কম্পিত দেহে তাঁরে,
অন্যায় ক'র না শ্যাম, মোদের হ'য় না বাম,
মোরা ভালবাসি যে তোমারে!
আমরা সবাই জানি— ব্রজে নাহি এক প্রাণী
শিষ্ট শান্ত তোমার সমান,
আমাদের মাথা খাও, বস্ত্রগুলি ফেলি দেও,
শীতে দেখ বাহিরায় প্রাণ! ১৪
আমরা তব কিঙ্করী, যা বল তাইত করি,
ভালবাসি সেবি যে তোমায়,
তুমি অতি জ্ঞানবান্ কর শীঘ্র বস্ত্রদান,
আর নহে কহিব রাজায়! ১৫

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—

শুন সুহাসিনি যত, দাসী যদি হও সত্য,
যদি আজ্ঞা পালো নিশি দিবা,—
আসি লও বস্ত্র যত, তা না হ'লে দিব না ত,
বৃদ্ধ রাজা করিবেন কিবা? ১৬
কম্পিত কুমারীগণ লজ্জামাখা দেহ মন,
তখন হইয়া নিরুপায়,
কর-আচ্ছাদন দিয়া তীরেতে উঠিল গিয়া,
প্রিয়তম কৃষ্ণের আজ্ঞায়। ১৭

শুদ্ধ ভাবে প্রসাদিত অক্ষত কুমারী যত
নিকটে আসিল নিরখিয়া,
প্রীত মনে তবে হরি বস্ত্রগুলি স্কন্ধে করি,
কহিলেন হাসিয়া হাসিয়া,—১৮

তোমরা এ ব্রত-কালে বিবস্ত্রা হইলে জলে,
রাখিলে না মান্য দেবতার,—
এ পাপ নাশের তরে মস্তকে অঞ্জলি ধ'রে,
বস্ত্র লও, করি নমস্কার। ১৯

রাজন্. সে দোষ শুনি, ব্রত ভঙ্গ মনে গণি,
করে সবে অঞ্জলি ধরিয়া
সর্ব্ব-কর্ম্ম-ফল সার কৃষ্ণপদে নমস্কার,
পাপহারী তাঁহাকে জানিয়া। ২০

হেন মতে অবনত হেরি সবে নন্দসুত
হৃষ্টচিত্ত হইলা তখন,
কুমারীগণের প্রতি সদয় হইয়া অতি
যত বস্ত্র করিলা অর্পণ। ২১

রাজন্, যদিও হরি করিলা ছলনা করি
হাস্যাস্পদ লজ্জিত তাদের,
তিনি ব্রহ্ম,—জীবাত্মায় নাচান পুতলি প্রায়,
প্রিয়সঙ্গে প্রীতি সকলের! ২২

বস্ত্র করি পরিধান ত্যজিল না সেই স্থান,
প্রিয়-সঙ্গে বশীভূত তারা,
শ্রীকৃষ্ণে আকৃষ্ট মন,— কৃষ্ণে করে নিরীক্ষণ
সলাজ নয়নে জ্ঞানহারা! ২৩

ব্রজের কুমারী যত লইয়াছে মহাব্রত,
কৃষ্ণপদ কামনা করিয়া,
তাদের উদ্দেশ্য জানি, নন্দসুত অন্তর্য্যামী,
কহিলা সকলে সম্ভাষিয়া,—২৪
শুন সতী সাধ্বী যত, তোমাদের মনোগত
আমারই অর্চ্চন সেবন,
জানি আমি—এই ব্রত আমার অনুমোদিত,
সফল হইবে এ সাধন! ২৫
যাহাদের প্রাণমন আমাতেই নিমগন,
কর্ম্মভোগ নাহি ত তাদের!
কর্ম্ম-ফল দগ্ধ তথা, অঙ্কুর উদ্‌গম যথা
নাহি হয় ভর্জ্জিত বীজের! ২৬
শুন সতী সাধ্বী সবে, ব্রজপুরে যাও এবে,
তোমাদের কামনা সফল!—
করিলে যে ব্রতাচার, মম বরে এই বার
সুসিদ্ধ হইল সে সকল! ২৭
আমাতে রাখিয়া চিত্ত, করি কাত্যায়নী ব্রত
সিদ্ধ হ'লে,—কিবা দিব আর?
মম সঙ্গে হৃষ্ট চিতে, আগামিনী রজনীতে
সকলেই করিবে বিহার! ২৮

শুকদেব কহিলেন,—

রাজন্! কুমারীগণ হইয়া কৃতার্থ মন,
প্রাণেশের পাইয়া আদেশ,

কৃষ্ণপাদ-পদ্ম-পাশে, মন রাখি, অতি ক্লেশে,
ব্রজপুরে করিল প্রবেশ! ২৯
শ্রীনন্দ-নন্দন পরে, অগ্রে করি অগ্রজেরে,
মনোরঙ্গে, সঙ্গে গোপ গণ,
গোচারণে ফিরে ঘুরে, বৃন্দাবন-হ'তে দূরে
সবে মিলি করিলা গমন। ৩০
হেমন্তের রবি-করে তাপিত মস্তক'পরে
তরু গণ ছত্র ধরে তথা,
নিরখি সে ছায়া-দান কহিলেন ভগবান্
ব্রজবাসি গণে এই কথা,—৩১
"হে শ্রীদাম, হে সুবল, হে অর্জ্জুন, মহাবল,
স্তোককৃষ্ণ, অংশো, হে বৃষভ,
বরূথপ, হে ওজস্বী, দেবপ্রস্থ,—ব্রজবাসী
দেখ দেখ বৃক্ষ এই সব,—৩২
মহাভাগ বৃক্ষগণ শুধু পর-প্রয়োজন
সাধিতে নির্জ্জনে আছে হায়,
হিম রৌদ্র বর্ষা বাত, সহ্য করি দিন রাত,
আমাদের রক্ষা করে তায়! ৩৩
অহো কি সুন্দর ভাবে জন্মিয়াছে এরা ভবে,
উপজীব্য প্রাণী সকলের,
দয়ালু যাচকে যথা, এরা পূর্ণ করে তথা
সর্ব্বদাই অভাব জীবের! ৩৪
পত্র পুষ্প ফল ছায়া রস গন্ধ মূল কায়া
বিনা মূলে বিলায় সবারে,—

অস্থি-চর্ম্ম ভস্ম আর, দিয়া করে উপকার,—
ধন্য জন্ম লভিল সংসারে ! ৩৫
তুষিয়া সন্তুষ্ট মনে জগতের প্রাণিগণে,
বাক্যে হিত করি সকলের,
ধন মন প্রাণ দ্বারা সতত মঙ্গল করা,—
উদ্দেশ্যই জীব-জীবনের।” ৩৬
প্রবাল স্তবক ভার পত্র পুষ্প ফলে আর
অবনত শাখী মধ্য দিয়া,
এরূপে প্রশংসা করি, যমুনার তীরে হরি
ধীরে ধীরে উপস্থিত গিয়া। ৩৭
হে রাজন্, গোপ গণ সেথা করি দরশন
স্নিগ্ধ স্বচ্ছ বারি, প্রাণভরি—
গোবৎসে করায় পান, গোপেরা জুড়ায় প্রাণ
কালিন্দীর নীর পান করি। ৩৮

চতুর্থ মালিকা।

(শ্রীমদ্ভাগবত—১০ম, ২৯শ অধ্যায়)

রাসবিহার উদ্যোগ।

শুকদেব কহিলেন,—

রাজন্, শ্রীভগবান্ প্রেমের উল্লাসে
ছিলেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ব্রজাঙ্গনা পাশে,—
“আগামিনী যামিনীতে আনন্দে অপার,
তোমরা আমার সনে করিবে বিহার।”

মনোলোভা চারু শোভা ধরি সুহাসিনী
ওই যে আইল সেই শরৎ-যামিনী!
ফুটিল মল্লিকা—হেরি, যোগমায়া ধরি,
বিহার করিতে বাঞ্ছা করিলেন হরি। ১
হাসাইয়া ধরাতল কৌমুদী-ছটায়,
উঠিলেন শশধর গগনের গায়!
প্রেয়সীর পাশে আহা প্রবাসী যেমন,
অনেক দিনের পরে করি আগমন,
সাজায় প্রিয়ার মুখ কুঙ্কুমের রাগে,
সেই রূপ নিশানাথ উঠি পূর্ব্ব ভাগে,
স্বকরে সাজান ধরা অরুণ-আভায়,
ভবজন-মনঃক্লেশ নাশিলেন তায়! ২
আহা যেন কমলার বদন-কমল,
গগনমণ্ডলে শশী অখণ্ড মণ্ডল,—
নব কুঙ্কুমের বর্ণ বালার্কের আভা,
উঠিলেন, বিকাশিয়া অপরূপ শোভা!
শীতল কৌমুদীমাখা সুন্দর কানন
ধরিল অপূর্ব্ব শোভা—করি দরশন,
ধরিলেন ভগবান্ মধুমাখা গান,
মুগ্ধ যাতে ব্রজাঙ্গনা দেহমন-প্রাণ! ৩
আকৃষ্ট গোপীর চিত্ত সঙ্গীতের স্বরে,
কেহ কোন কথা নাহি বলে পরস্পরে,
প্রেম উদ্দীপক গীত করিয়া শ্রবণ
অমনি যে যার পথে করিছে গমন!

ধেঁয়ে যায় ব্রজাঙ্গনা, নাই কেহ সঙ্গে,
অলক-কুন্তল মালা তাই নাচে রঙ্গে ! ৪
কোন গোপী বসি গাভী করিছে দোহন,
শ্রীকৃষ্ণের প্রেমগান করিয়া শ্রবণ,
অমনি দোহন ছাড়ি আবেশের ভরে,
কৃষ্ণ দরশনে চলে ব্যাকুল অন্তরে !
কেহ বা চুল্লিতে দুগ্ধ দিয়াছে তুলিয়া,
কেহ বা গোধূমপক চুল্লিতে রাখিয়া
উতারিতে আর তার বিলম্ব না সয়,
দ্রুত চলে নিরখিতে কৃষ্ণ রসময় !
ভোজনে পরিবেশন কেহ কেহ করে,
কেহ বা শিশুরে স্তন দেয় স্নেহ ভরে,
কেহ করে পতিসেবা, শুনি বেণু-গান
অমনি যে যার পথে করিল প্রস্থান।
কেহ বা বসিয়াছিল করিতে ভোজন,
অপূর্ণ আহারে অন্ন করিল বর্জ্জন। ৫
অঙ্গের মার্জ্জনে, কেহ সুগন্ধ লেপনে,
কেহ বা অঞ্জনদানে খঞ্জন নয়নে,—
আপন আপন কার্য্যে রত ছিল সবে,
কার্য্য ফেলি যায় চলি হেরিতে মাধবে।
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কারে বেশ ভূষা করি,
কোন নারী কৃষ্ণ পাশে যায়, আহামরি,
দ্রুত ধায়, ব্যস্ততায় বসন ভূষণ
আন্দোলিত স্থানচ্যুত শিথিল বন্ধন ! ৬

পিতা ভ্রাতা ভর্ত্তা আসি নিবারণ করে,
তথাপি তাদের চিত্তে ধৈরয না ধরে!
নিবৃত্ত না হয় কেহ কাহারো কথায়,
অপহৃত-চিত তারা পাগলিনী প্রায়! ৭
কোন বা কামিনী পুর-বাসিনী বলিয়া,
গৃহ হ'তে বহির্গত হ'তে না পারিয়া,
গদ গদ প্রেমে, আধ নিমীলিত আঁখি,
চিন্তা করে প্রাণকৃষ্ণে অন্তরেতে রাখি।
পূর্ব্ব হ'তে তাহাদের হৃদয়ের গতি,
ছিল মাত্র প্রেমাস্পদ শ্রীহরির প্রতি,
এখন তাহারা শুনি বাঁশরীর স্বর,
অন্তরে শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তা করে নিরন্তর।
শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে মনে সন্তাপ উদয়,
সেই তাপে গোপীকার সর্ব্ব পাপ ক্ষয়!
চিন্তাবেশে হৃষীকেশে হৃদয়ে ধারণ,
করিয়া যে সুখ ভুঞ্জে ব্রজনারী গণ
সেই কৃষ্ণ-স্পর্শসুখে হয় পুণ্য ক্ষয়,—
(১) (২)
পাপ পুণ্য ছাড়ি গোপী দেখে কৃষ্ণময়! ৮, ৯
যদিও গোপীর মাত্র প্রেম-আকর্ষণ,
কিন্তু পরমাত্মা ব্রহ্ম ব্রজেন্দ্র-নন্দন;
(১) (২)
তাঁরে লভি সুখে দুঃখে কর্ম্ম করি ক্ষয়,
কৃষ্ণ-পদে ব্রজাঙ্গনা দেহ করে লয়। ১০
পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসিলা,— ব্রজে যত গোপবালা
কান্ত বলি শ্রীকান্তেরে জানিত কেবল,—

অবোধ সে ব্রজবধূ পেয়ে কৃষ্ণ-প্রেমমধু,
পান করে ছিল শুধু, হইয়া পাগল;
শ্রীকৃষ্ণেরে ব্রজাঙ্গনা ব্রহ্ম-ভাবে জানিত না,
ব্রহ্মজ্ঞান ছিল না ত ব্রজ-গোপীদের,
গুণেতেই মন রাখি— প্রবৃত্তির বশে থাকি,
সংসার-নিবৃত্তি কিসে হইল তাদের? ১১
শুকদেব মহামুনি, কহিলা সে কথা শুনি,—
রাজন্! পূর্ব্বেই আমি কহিনু তোমায়,
শিশুপাল হ'য়ে অরি, হরির শত্রুতা করি,
মুক্তি লভে, পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণের কৃপায়!
কিন্তু যারা কৃষ্ণপ্রিয়া, সদা সুখী কৃষ্ণ নিয়া,
কি কহিব, কৃষ্ণধন সর্ব্বস্ব যাদের,—
কৃষ্ণ ধ্যান, কৃষ্ণ জ্ঞান, কৃষ্ণ দেহ মনপ্রাণ,—
সংসার-নিবৃত্তি কেন না হবে তাদের? ১২
নিত্য সত্য ভগবান্ নাহি তাঁর পরিমাণ,
অক্ষয় নির্গুণ তিনি—গুণের পালক,
মানব-মঙ্গল তরে রূপ ধরি এ সংসারে,
শুভক্ষণে আসি হন ধর্ম্মের রক্ষক! ১৩
কাম ভাবে সদা স্মরি, ক্রোধ কিংবা ভয় করি,
স্নেহ, সুহৃদতা কিংবা একতার ভাবে,
শ্রীহরিতে যার মন, ছুটে যায় অনুক্ষণ,
সে জন সে কৃষ্ণ-ধ্যানে তন্ময়ত্ব পাবে। ১৪
রাজন্, সে ব্রজেশ্বর, যোগেশ্বরের ঈশ্বর,
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীভগবান্ অজ অন্তর্য্যামী,

তাঁ'তে হ'লে প্রেমোদয়, সংসার-নিবৃত্তি হয়,—
ইহাতে আশ্চর্য্য কেন হইতেছ তুমি ?
নরনারী পশু পাখী, কৃষ্ণ-ধনে দেখি দেখি,
তারা ত সংসার মুক্ত অনায়াসে হয়,
অচলাদি তরু লতা, কি কব তাদের কথা—
কৃষ্ণ দরশনে মুক্ত, চিরানন্দ ময় ! ১৫
পরে যত ব্রজ-নারী নিকটে আসিছে হেরি,
বাক্‌পটু শ্রীহরি মরি রঙ্গ করি কন,—
এস সব ভাগ্যবতি, আমার সৌভাগ্য অতি !
হয়েছে ত তোমাদের সুখে আগমন ?
মঙ্গল ত ব্রজ-পুরে ? কেন এলে এত দূরে ?
বল, তোমাদের তরে কি করিতে হবে ?
একে ত রজনী ঘোরা,— ঘোরে হিংস্র শ্বাপদেরা,
ত্বরা ক'রে ব্রজপুরে ফিরে যাও সবে।
দেখ সুমধ্যমা গণ, এ যামিনী কি ভীষণ !
অবলার অনুচিত হেন স্থানে থাকা ;
তোমাদের পিতা মাতা স্বামী ও সুহৃদ্ ভ্রাতা,
খুঁজিছে শঙ্কিত মনে, না পাইয়া দেখা ! ১৬-১৯
শুনিয়া কৃষ্ণের বাণী, গোপিকা অভিমানিনী,
রহে যেন অন্য মনে পালটিয়া আঁখি,—
অন্তর্য্যামী ভগবান্, জানিয়া সে অভিমান,
কহিলেন, মনোভাব আবরিয়া রাখি,—
দেখ দেখ গোপী গণ, ফুলে ফুলে ফুলবন
ধরেছে কেমন শোভা মনোলোভা মরি !

ওই পূর্ণ শশী আসি ঢালিতেছে হাসি হাসি
রজত-কৌমুদী রাশি ফুলবন ভরি!
আসিছে যমুনা হ'তে, খেলিতে খেলিতে পথে,
সমীরণ, দোলাইয়া কানন-পল্লবে,
ঢালে শোভা নিরবধি!— দেখিতে এসেছ যদি,
দেখিলে ত? এবে শীঘ্র ব্রজে যাও সবে। ২০
তোমরা সকলে সতী— গৃহে তোমাদের পতি,
পতি-সেবা কর গিয়া দিয়া মন প্রাণ,
গাভী-বৎস শিশু গণ, ক্ষুধায় ব্যাকুল মন,
করিছে রোদন গিয়া কর দুগ্ধ দান। ২১
আর যদি প্রেম বশে, এসে থাক মম পাশে,
দোষ নাই তাতে, শুন সীমন্তিনী গণ,
সর্ব্ব সুখ পরিহরি আমাকেই লাভ করি
জীব মাত্রে চরিতার্থ—সার্থক জীবন! ২২
কিন্তু শুন শাস্ত্র-মর্ম্ম, নারীর পরম ধর্ম্ম
অকপটে পতি-সেবা, সন্তান পালন,
আর পতি-বন্ধু যাঁরা গৃহেতে আসিলে তাঁরা
সমাদরে সেবা করা করিয়া যতন।
যদিও দুঃশীল পতি, কিংবা ভাগ্যহীন অতি,
জড় কি দরিদ্র বৃদ্ধ—যান যষ্টি ভরে,
তথাপি সে স্বামি-ধনে সেবা করা কায়-মনে,
নারীর কর্ত্তব্য, নিজ সদ্‌গতির তরে। ২৩
পর পুরুষেতে মন দিলে কুলবালা গণ,
স্বর্গবাস সংঘটন হয় না তাদের,

আরো হয় দুঃখকর, নিন্দনীয় ভয়ঙ্কর
যশোহানি গৃহলক্ষ্মী কুলবধূদের! ২৪
শুন ব্রজাঙ্গনা গণ, আমার নাম শ্রবণ
ধ্যান বা কীর্ত্তনে জীব যে আনন্দ লভে,
কাছে বসি নিতি নিতি হয় না তেমন প্রীতি,
তাই বলি নিজ নিজ গৃহে যাও সবে!

পঞ্চম মালিকা।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্!

ও সেই—প্রিয়তম মাধবের মুখে,
শুনি সে নিঠুর বাণী, মলিনা গোপ-কামিনী
মরমে মরিয়া গেল দুঃখে। ২৫
ও সেই—দুঃসহ চিন্তায় জরজর!
ক্ষুণ্ণ মনে সবে রয়, ঘন ঘন শ্বাস বয়,
থরথর শুষ্ক বিম্বাধর!
ও সেই—দুঃখভারে অবনত মুখে,
ধীরে পদ-নখ তটে, গোপীগণ ভূমি খোঁটে,
নীরবে দাঁড়ায়ে মনোদুখে!
ও সেই—কজ্জলেতে মিশি অশ্রুধার,
বিধৌত করিল আসি, বক্ষের কুঙ্কুমরাশি,
কজ্জলে কুঙ্কুমে একাকার! ২৬
ও সেই—মাধবেই সঁপি প্রাণমন,

অন্য বাঞ্ছা গোপীকার, কিছুই ছিল না আর,—
প্রিয়তম ব্রজেন্দ্র-নন্দন!
ও সেই—নিঠুর বচন শুনি তাঁর,
যতেক গোপ-বনিতা প্রেম-কোপে কোপান্বিতা,
ধৈরয ধরিতে নারে আর!
ও সেই—কোপে যত হরিণ-নয়না,
গদ গদ ভাষে তবে, কহে সবে শ্রীমাধবে,
নেত্রবারি করিয়া মার্জ্জনা;—২৭
বিভো হে—কমল-লোচন দয়াময়,
হেন নিদারুণ কথা, কহি কেন দেও ব্যথা?
এ তোমার উচিত ত নয়!
দেখ হে—ছাড়ি সব বিষয় বিভব,
পাদপদ্ম তব হরি, আমরা ভজনা করি,
আর কিছু জানি না মাধব!
দেখ হে—স্বাধীন পুরুষ তুমি হও,
আদি-দেব বিশ্বপাতা সন্ন্যাসীকে লন যথা
তেমতি মোদের তুমি লও। ২৮
দেখ হে—পতি পুত্র মিত্রের সেবন,
স্ত্রীধর্ম্ম বলেছ যাহা, আমরা করিব তাহা,
হে ধর্ম্মজ্ঞ, শুন সে কেমন,—
দেখ হে—তুমি দিলে এই উপদেশ,
তোমাকেই সেবা করি, কৃতার্থ হইব হরি,
পুত্র মিত্র তুমিই প্রাণেশ!
দেখ হে—তব সেবাতেই সর্ব্ব সেবা!

জীবের সে নিত্যপ্রিয়, তুমিই পরমাত্মীয়;
হে আত্মন্, পতি পুত্র কেবা? ২৯
দেখ হে—শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত সকল,
তোমাতেই প্রীতি পান, পুত্র মিত্র নাহি চান,—
সে কেবল দুঃখের অনল!
বিভো হে—হও নাথ, প্রসন্ন এখন,
বহু দিন হ'তে হরি, আছি যেই আশা করি,
ক'রো না হে সে আশা ছেদন! ৩০
নাথ হে—আমাদের হস্ত আর মন,
এত দিন অবিরত, গৃহকর্ম্মে ছিল রত,
তুমিই তা করেছ হরণ!
দেখ হে—ওই তব পাদমূল হ'তে
আমাদের পদ হায়, এক পদও নাহি যায়,
কেমনে বা যাই ব্রজপথে? ৩১
হরি হে—হাস্য-দৃষ্টি মধুময় গানে,
জ্বেলেছ যে প্রেমানল, কর গো তা সুশীতল,
তোমার অধর সুধা দানে!
সখা হে—তা না হ'লে বিরহ অনলে
পুড়ি পুড়ি উহু মরি! ধ্যান যোগ করি করি,
যাব তব পাদপদ্ম কোলে! ৩২
দেখ হে—অম্বুজ-নয়ন হৃষীকেশ,
তব পদাম্বুজ তলে বাস করি কুতূহলে
কমলার আনন্দ অশেষ!
শুন হে—অরণ্য-জনের প্রিয় জন,

সেই পদ পরশনে, আনন্দ লভিয়া বনে,
অন্য জনে দিতে নারি মন! ৩৩
দেবগণ—যে লক্ষীর কটাক্ষ না পান,
সে লক্ষী তুলসী সহ, হরিবক্ষে অহরহঃ;
তথাপি ও পদরজঃ চান!
ও সেই—কমলার ন্যায় ব্রজনারী,
পদরেণু-পাশে এবে শরণ লইল সবে;
প্রসন্ন হও হে পাপহারী! ৩৪
হরি হে—পাদপদ্ম পূজিব বলিয়া,
আশায় আসিয়া বনে, ও সুহাসি নিরীক্ষণে
প্রেমাগুনে দগ্ধ হ'ল হিয়া!
হরি হে—দাসী হ'তে দেও আমাদের;
শ্রীমুখে অলক দোলে, কুণ্ডল ও গণ্ড-স্থলে
মনপ্রাণ হরে সকলের!
ও তোমার—অধরে ধরে না সুধারাশি;
তাহাতে সুহাস নাথ মধুর কটাক্ষ পাত,
হৃদয়ে বিন্ধিছে যেন আসি!
ও তোমার—ভুজদণ্ডে ভয় দূরে যায়!
ও বক্ষে, কমলাপতি, কমলার কত প্রীতি!
তাই মোরা দাসী রাঙ্গা পায়! ৩৬
ও তোমার—বেণু গানে ধৈর্য্য যায় খসি,
নারী মাঝে ত্রিসংসারে, কে বল থাকিতে পারে,
সংসারের নীতি-পথে বসি?
ও তোমার—রূপরাশি হেরি নেত্র ভরি,

বিহঙ্গ কুরঙ্গ সনে, গো-বৎস বিটপি গণে
রোমাঞ্চ যে হইতেছে, হরি ! ৩৭

হরি হে—নিশ্চয় জেনেছে ব্রজনারী,
আদি-দেব বিশ্বপাতা দেবের রক্ষক যথা,
তুমি তথা ব্রজ-দুঃখহারী !
দীননাথ—এই তপ্ত শির বক্ষঃস্থলে
করপদ্ম দান করি, সুশীতল কর হরি,
কিঙ্করী আমরা পদতলে ! ৩৮

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্ !

ও সেই—যোগেশ্বর হরি আত্মারাম,
তথাপি লীলার ছলে, গোপীরা কাতরা হ'লে
ক্রীড়াসুখ দিলা অবিরাম ! ৩৯
ও সেই—অচ্যুতের সহাস্য বদন,
হাসি রাশি দন্তপাঁতি, কুন্দ কুসুমের ভাতি,
বিকাশে মোহিয়া জন-মন।
ও সেই—গোপীনাথ প্রিয় দরশন,
ব্রজাঙ্গনা প্রেমভরে, বেষ্টন করেছে তাঁরে—
তারা ঘেরা শশাঙ্ক যেমন !
ও সেই—শত শত ব্রজনারী-মাঝে
মধুস্বরে গান করি, যূথ-পতি সম হরি,
বিহরেন অপরূপ সাজে !
ও সেই—ফুল্লমুখী গোপীকার মুখে

কভু বা শুনিয়া গান, করিছেন প্রেমদান,
ডুবে যান প্রেমানন্দ সুখে!
ও সেই—বৈজয়ন্তি মালা দোলে গলে!
শোভায় অরণ্য ভরি, বিচরণ করি হরি
বিহার করেন কুতূহলে।
ও সেই—শরচ্চন্দ্র মরীচি-মালায়
যমুনা-পুলিন ধৌত! শীতল বালুকা কত
সে পুলিনে স্নাত জ্যোৎছনায়!
ও সেই—মন্দ সমীরণ আসি তায়,
পাইয়া কুমুদ-গন্ধ, আনন্দে হইয়া অন্ধ,
উলটি পালটি ধীরে যায়! ৪০

ও সেই—যমুনার পুলিনে তখন
প্রবেশ করিয়া হরি, বাহু প্রসারণ করি,
গোপীগণে দিলা আলিঙ্গন!
ও সেই—ব্রজাঙ্গনা-করে দিলা কর,
অলক কুণ্ডল ধরি, পরিহাস রঙ্গ করি,
করিলেন কতই আদর!
ও সেই—প্রেম উদ্বোধন করি তায়,
নানা ক্রীড়া কৌতুকেতে, মধুবর্ষী কটাক্ষেতে
বিহার করান গোপীকায়! ৪১
ও সেই—কামশূন্য ভগবান-পাশে,
হয়ে এত আদরিণী, মানিনী গোপ-কামিনী
আনন্দ-সাগরে সবে ভাসে!
ও সেই—মানে মত্ত গোপীকা সকল,

অভিমানে ভাবে তাই, তাহাদের তুল্য নাই,
নারী-শ্রেষ্ঠ তারাই কেবল! ৪২
ও সেই—অচ্যুত জানিয়া অভিমান,
সে গর্ব্বের শান্তি তরে, সুপ্রসন্ন হইবারে,
অমনি করিলা অন্তর্দ্ধান! ৪৩.

ষষ্ঠ মালিকা।

(শ্রীমদ্ভাগবত—১০ম, ৩০শ অধ্যায়)

নিশীথ কালে বনে বনে কৃষ্ণ অন্বেষণ!

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্!

যূথ-পতি হারাইয়া হায়, ব্যস্তমতি করিণীর প্রায়,
হ'লে কৃষ্ণ অদর্শন, বিষাদে প্রমোদা গণ
ত্রস্ত মন ইতস্ততঃ ধায়! ১
মাধবের গমন মাধুরি, মিষ্ট হাসি সুদৃষ্টি চাতুরী,
প্রেমালাপ নানা মত, বিলাস বিভ্রম যত
গোপীচিত্ত করেছিল চুরি,
তাই তারা হয়ে জ্ঞান-হারা, কৃষ্ণপ্রেম রসে মাতোয়ারা
কৃষ্ণরূপে হয়ে মত্ত, পেয়েছিল তন্ময়ত্ব—
ক্রীড়া করে পাগলিনী পারা! ২
কৃষ্ণ ভাব ভাবিয়া অন্তরে, সেই ভাব গোপীকারা করে,
তন্ময় কৃষ্ণের ভাবে— সেই ভাবে করে সবে
হাস্যালাপ দৃষ্টি পরস্পরে!

কৃষ্ণ সনে অভিন্ন অন্তর, তাই তারা বলে পরস্পর—
আমি কৃষ্ণ! আমি কৃষ্ণ! আমিই সে প্রাণকৃষ্ণ!
আমি কৃষ্ণ, সুন্দর সুন্দর! ৩
পরে তারা মিলি পরস্পরে, শত কণ্ঠে প্রেমগান ধরে,
অচ্যুতের অন্বেষণে, ফেরে তারা বনে বনে,
কৃষ্ণগুণ গায় উচ্চ স্বরে!
যিনি সূক্ষ্ম আকাশের মত, অন্তরে বাহিরে অবস্থিত,
সে পুরুষে গোপীগণ বনে করে অন্বেষণ,
বৃক্ষেরে শুধায় অবিরত ;—৪
"তরুবর,—কৃষ্ণ কোথা বল গো আমারে,
পুণ্যময় হে অশ্বথ, ওহে বট শুদ্ধসত্ত্ব,
তোমরা কি দেখেছ তাঁহারে?
মন প্রাণ চুরি করি চলিয়া গেলেন হরি,
হাসি হাসি আঁখি-ভঙ্গিমায়,
হে অশোক কুরুবক, নাগকেশর চম্পক,
তোমরা কি দেখেছ তাঁহায়?
যাঁর হাসি প্রেমভরে, মানিনীর মান হরে,
সেই কৃষ্ণ, চিত্ত কাড়ি নিয়া,
করেছেন পলায়ন, কোথায় গেলেন গো—
গেলেন কি এই পথ দিয়া? ৬
হে তুলসি হরি-প্রিয়ে! হরি যে তোমারি গো—
হৃদয়েতে রাখেন তোমায়,
অলি সনে কৃষ্ণ-বুকে থাক যে পরম সুখে,
জান কি গো—কেশব কোথায়? ৭

হে মালতি, হে মল্লিকে, ওগো জাতি, হে যুথিকে,
তোমরা বল গো দয়া করি,—
করপদ্মে পরশিয়া, তোমাদের নাচাইয়া,
এই পথে গেলেন কি হরি ?
হে পনশ, হে পিয়াল, তমাল হিন্তাল তাল,
আম জাম শ্রীবিল্ব বকুল,
শ্রীকৃষ্ণের দরশন কে বল পেয়েছ গো,—
তাঁর তরে আমরা আকুল !
হে কদম্ব প্রিয় বৃক্ষ, ওগো চূত, ওগো অর্ক,
অচ্যুত গেলেন কোন পথে ?
জন্ম পর-হিত তরে, বসতি যমুনা-তীরে !—
কথা কও আমাদের সাথে। ৯
ধন্য ধন্য বসুন্ধরে ! কি পুণ্য করেছ গো,—
কৃষ্ণপদ পরশিলে রঙ্গে,
প্রেমানন্দ পেয়ে তাই রোমাঞ্চ হয়েছে গো,—
বৃক্ষরাজি শিহরিছে অঙ্গে !
পাদপদ্ম পরশে কি আনন্দ হয়েছে গো ?
কিংবা ত্রিবিক্রম-পদ লয়ে ?
অথবা তাহারো পূর্ব্বে বরাহ-শরীর গো,—
পরশি রয়েছ ফুল্ল হয়ে ? ১০
দেখ কুরঙ্গিনী গণ, কৃষ্ণ অঙ্গ হেরি গো,
জুড়ালে কি আয়ত লোচন ?
এখানে কি প্রিয়া সনে অচ্যুত এলেন গো ?
বলিতে কি পার বিবরণ ?

প্রিয়া-অঙ্গে অঙ্গ লাগি, বক্ষের কুঙ্কুমে গো
রঞ্জিত কৃষ্ণের কুন্দ-মালা!
এই যে এখানে সেই কুন্দফুল গন্ধ গো,
আকুল করিছে কুলবালা! ১১

করপদ্মে লীলাপদ্ম— কমল-লোচন গো,
প্রিয়াস্কন্ধে নিজ বাহু দিয়া,
প্রেমান্ধ তুলসী গন্ধে, মত্ত অলি সনে গো
এই স্থানে ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া,
প্রেমদৃষ্টি করি করি— বৃক্ষগণ জান কি গো
আমাদের শ্রীনন্দ-নন্দন,
তোমাদের স্তব স্তুতি প্রণতি ব্যঞ্জন গো,
গেলেন কি করিয়া গ্রহণ? ১২

দেখ দেখ প্রাণসখি, কানন-লতিকা গো,
শুধাও ও বন-লতিকায়,
প্রিয়তম তরু অঙ্গ আলিঙ্গন করি গো
স্থির হ'য়ে রয়েছে হেথায়!
কিন্তু সখি কেন এত পুলকিতা লতা গো?
এই দেখ—নিশ্চয় এ কথা,
শ্রীনাথের নখ-চিহ্ন, লতা-অঙ্গে আছে গো!
কৃষ্ণ-কথা জানে বনলতা! ১৩

হে রাজন্, কৃষ্ণ অন্বেষণ, করিতে করিতে গোপীগণ,
বিহ্বল হইয়া তথা উন্মাদিনী সম কথা
কহিতে লাগিল অনুক্ষণ।

কৃষ্ণ ক্রীড়া স্মরণ করিয়া, কৃষ্ণপ্রাণা সকলে মিলিয়া,
অবশেষে কৃষ্ণলীলা, করে যত গোপবালা
শ্রীকৃষ্ণের বিরহ ভুলিয়া। ১৪
সেই কৃষ্ণ শ্রীনন্দ-নন্দন, হইল অবলা এক জন,
কোন বা রূপসী আসি, পূতনা হইয়া বসি,
হাসি হাসি কৃষ্ণে দেয় স্তন!
শকট হইল কোন জনা, কৃষ্ণরূপে কোন কৃষ্ণপ্রাণা
অনায়াসে তারে ধরি, চরণ আঘাত করি,
কৃষ্ণলীলা করে ব্রজাঙ্গনা। ১৫
শ্রীকৃষ্ণের বাল্যভাব ধরি, কোন নারী আছে আহামরি;
বালক কৃষ্ণেরে পেয়ে, অন্য গোপী দৈত্য হয়ে
অমনি লইল চুরি করি!
গোপগণ আসিছে ভাবিয়া, কেহ চলে হামাগুড়ি দিয়া,
কেহ কৃষ্ণ কেহ রাম,— লইয়া গোপের নাম,
কত গোপী আইল সাজিয়া!
বৎসাসুর হয় এক নারী, অন্যে বকাসুর রূপধারী!
কোন নারী বৎসাসুরে, কোন নারী বকাসুরে,
বিনাশ করিছে মুষ্টি মারি! ১৬
কোন নারী বাঁশরীর গানে, দূরস্থিত গাভীগণে আনে,
কত গোপী প্রেমভরে, সাধু! সাধু! বলে তারে,
ধন্য বলি কৃষ্ণ সম মানে!
রাখিয়া মৃণাল ভুজ খানি গোপীস্কন্ধে কোন বা রমণী,
ভ্রমিতে ভ্রমিতে বনে, কহে অন্য গোপী গণে,—
দেখ, আমি কৃষ্ণ গুণমণি!

কি মাধুরি! দেখ গো আমায়! চলিয়াছি কিবা ভঙ্গিমায়!'
কেন ভয় কর ইথে, আমি ঝড় বর্ষা হ'তে
করিতেছি রক্ষার উপায়!
এই কথা কহিয়া কামিনী, আপন অঞ্চল বস্ত্র খানি,
অঙ্গুলিতে উর্দ্ধে ধরি— ধরে গোবর্দ্ধন-গিরি,
বিস্মিত সকলে, ধন্য মানি!
কোন অবলার স্কন্ধদেশে, লম্ফ দিয়া উঠি অনায়াসে,
কোন বা আভীর নারী গভীর গর্জ্জন করি
পদাঘাতে কহে রোষ-ভাবে,
ওরে সর্প, দুষ্ট দুরাশয়, আমি তোরে নাশিব নিশ্চয়!
জন্ম মম এ সংসারে, দুষ্ট দমনের তরে,
শিষ্ট জনে অর্পিতে অভয়! ১৮
কহিলা মহিলা এক জন, কি দাবাগ্নি! দেখ গোপগণ;—
নয়ন মুদিয়া থাক, ভয় নাই, এই দেখ,
আমি রক্ষা করিব এখন! ১৯
কোন আহীরিণী সুলোচনা, ধরি এক কৃশাঙ্গী অঙ্গনা,
জড়াইয়া পুষ্পহারে, উদূখলে বান্ধে তারে,—
ভয়ে মরে কুরঙ্গ-নয়না! ২০
পুনঃ সেই নিতম্বিনীকুল, কৃষ্ণে স্মরি হইয়া আকুল,
কৃষ্ণকথা বৃন্দাবনে, শুধাইছে বনে বনে,
ধরি ধরি তরুলতা-কুল।
শুধাইতে শুধাইতে যায়, হেন কালে দেখিবারে পায়,—
বনভূমি-মধ্যস্থানে পরমাত্মা-বিচরণে,
পাদপদ্ম-চিহ্ন আছে তায়!

হেরি ব্রজনারী গণ কয়, কৃষ্ণ-পদ-চিহ্ন এ নিশ্চয়!
ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন, কৃষ্ণপাদপদ্ম ভিন্ন,
ত্রিজগতে আর কারো নয়! ২১

সপ্তম মালিকা।

হে রাজন্, পদচিহ্ন ধরি, যাইতেছে যত ব্রজনারী,
দেখে গিয়া পরক্ষণে, কৃষ্ণপদ-চিহ্ন সনে
নারী-পদ-চিহ্ন সারি সারি!
হেরি সবে কহে ক্ষুণ্ণ মন! কোন্ ভাগ্যবতীর চরণ?
মাধব-মাতঙ্গ সঙ্গে কে বা মাতঙ্গিনী গো—
মনোরঙ্গে করেছে গমন!
নিশ্চয় তাহার স্কন্ধ'পরি, নিজ ভুজ দিলেন শ্রীহরি!
নিশ্চয় সে মন প্রাণে, আরাধি মুকুন্দে গো,
প্রসন্ন করেছে, আহামরি!
তা না হ'লে, হায় কি কারণ, আমাদের ব্রজেন্দ্র-নন্দন,
সে নারীরে সঙ্গে করি, নির্জ্জনে গেলেন গো—
আমাদের করিয়া বর্জ্জন! ২৪
সখীগণ, দেখ দেখ সবে, শ্রীহরির পদরেণু ভবে!
কমলা মহেশ ব্রহ্মা, শিরেতে ধরেন গো,
ভক্তিভরে স্মরিয়া মাধবে!
সহচরি আয় সবে মিলি, কি পবিত্র কৃষ্ণপদ-ধূলি!
আয়, ও ধুলায় পড়ি, গড়াগড়ি দিয়া গো—
ধূলি-স্নানে পাপ তাপ ভুলি! ২৫

নারী-চিহ্নে ক্ষুণ্ণ মোরা হায়! সেই নারী কৃষ্ণ নিয়া যায়,।
আমাদের লুকাইয়া-- সংগোপনে নিয়া গো—
একা তৃপ্ত অধর-সুধায়! ২৬

দেখ সখি, এই স্থানে তার, পদ-চিহ্ন দেখি না যে আর?
নিশ্চয় বুঝেছি সখি, তৃণাঙ্কুরে বিদ্ধ গো,
পদতল মাধব-প্রিয়ার!

সুন্দর কোমল পদতলে, তৃণের অঙ্কুর বিদ্ধ হ'লে,
প্রিয় তারে স্কন্ধে করি, আনন্দে গেলেন গো—
পদ-চিহ্ন পড়েনি ভূতলে!

হের হের সহচরীগণ, প্রেমানন্দ শ্রীনন্দ-নন্দন,
প্রিয়া-ভারে ভারাক্রান্ত এখানে হ'লেন গো—
পাদপদ্ম অধিক মগন!

একি দেখি প্রাণসখি আর! বুঝি চিত্ত তুষিতে প্রিয়ার,
এখানে কমলাকান্ত উতারি কান্তায় গো—
তুলিলেন কুসুম-সম্ভার!

তাই দেখ, হেথা রহিয়াছে, চরণের চিহ্ন কাছে কাছে!
ভূমে রাখি চরণাগ্র, কুসুম পাড়িলা গো—
অর্দ্ধ পদচিহ্ন পড়ি আছে! ২৮

প্রেমিক দিলেন হেথা বসি, প্রেমিকার বাঁধি কেশরাশি।
চূড়া করি বাঁধি ফুল, এই স্থানে বসি গো,
নিশ্চয় দিলেন ভালবাসি!

হে রাজন্, কৃষ্ণ আত্মারাম, তাঁহার আনন্দ অবিরাম !
আপনা আপনি তাই, ক্রীড়ারত সর্ব্বদাই,
সে পুরুষ পূর্ণানন্দ ধাম !
কামিনী-বিলাস-ভ্রমে তাঁরে, কখনই ভুলাইতে নারে ;
তথাপি আসিয়া ভবে, প্রেমিক প্রেমিকা ভাবে,
দেখাইলা লীলা এ সংসারে !
হেন রূপে সেই গোপীগণ, কৃষ্ণ চিহ্ন করি দরশন,—
অচেতন প্রায় হায় দেখিতে দেখিতে যায়,
শুধায় ধরিয়া বৃক্ষগণ !
রাজন্, ছাড়িয়া সর্ব্ব জনে, মাধব গেলেন যার সনে,
সে নারী অন্তরে ভাবে,— কৃষ্ণ-প্রেম চায় সবে,
কিন্তু কেবা পায় কৃষ্ণধনে ?
সর্ব্ব জনে বাম ভগবান্, করিলেন মোরে প্রেমদান !
আমি শ্রেষ্ঠা নারীগণে,— কেহ নাই ত্রিভুবনে,
ভাগ্যবতী আমার সমান !
তার পর বন মাঝে গিয়া, মদ-গর্ব্বে মাধবে ডাকিয়া,
কহে ধীরে সে সুন্দরী— কি বা করি ! দেখ হরি,
যেতে নারি আর ত চলিয়া।
যথা তব ইচ্ছা, যাব আমি, আমায় লইয়া চল তুমি ! ৩১
শুনিয়া কেশব কন,— স্কন্ধে কর আরোহণ ;
স্কন্ধ পাতি দিলা অন্তর্য্যামী !
সুন্দরী চলিলা ধীরে, ধীরে, সুন্দরের স্কন্ধে উঠিবারে !
যেমন উঠিতে যায়, কৃষ্ণে না দেখিতে পায়,
হরি অদর্শন একেবারে !

না হেরিয়া শ্রীহরিরে আর, অনুতাপ জনমিল তার, ৩২
নিজ অপরাধ গণি, করজোড়ে কহে ধনী,—
দরদরে বহে অশ্রুধার!
প্রিয়তম, হা নাথ, রমণ! কোথা তুমি রহিলে এখন?
জনম দুখিনী আমি, তোমারি কিঙ্করী গো,—
একবার দেও দরশন! ৩৩
হে রাজন্, কৃষ্ণ অন্বেষণে, গোপীগণ ভ্রমিছে কাননে,
ক্রমে বনমাঝে যায়,— সহসা দেখিতে পায়,
সেই সখী পড়িয়া সে বনে!
পুড়ি কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ অনলে, সে অবলা পড়িয়া ভূতলে;
গোপীগণ গিয়া তথা, তার সুখ দুঃখ কথা,
শুনি সবে "কি আশ্চর্য্য!" বলে! ৩৪
সুশীতল চন্দ্রমা-কিরণ, সে কাননে ছিল যত ক্ষণ,
তাবৎ অঙ্গনাকুল, বিরহে হয়ে আকুল
বন মাঝে করিল ভ্রমণ!
ক্রমে আর দৃষ্টি নাহি চলে, অন্ধকার হেরি সেই স্থলে
কৃষ্ণ অন্বেষণ আর, হইল না গোপীকার,
মনোদুঃখে নিবৃত্ত সকলে! ৩৫
কিন্তু ব্রজ-নারীর তখন, স্মরণ হ'ল না ধন জন!
কৃষ্ণ-কথা নিয়া মত্ত, কৃষ্ণ সম ক্রীড়া রত
কৃষ্ণময় দেখে সর্ব্ব জন!
তাই কৃষ্ণ-গুণগান করি, বেদনা ভুলিছে ধীরি ধীরি, ৩৬
কৃষ্ণধ্যানে নিমগন থাকি ব্রজাঙ্গনাগণ,
যমুনা-পুলিনে গেল ফিরি!

আসিবেন অচ্যুত তথায়, সকলে রহিল সে আশায় ;
সকল সুন্দরী মিলি, উচ্চকণ্ঠে তান তুলি
সে পুলিনে কৃষ্ণগুণ গায়!

অষ্টম মালিকা।

(শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ম—৩১শ অধ্যায়)

গোপীগণ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের আগমন প্রার্থনা।

কহে তবে গোপীগণ— ওহে কান্ত প্রাণধন,
করিলে জনমি ব্রজে কি সুখ প্রকাশ!—
কি সমৃদ্ধি! প্রাণেশ্বর, লক্ষ্মী আসি নিরন্তর
এ ব্রজ ভূষিত করি করিছেন বাস!
সবে সুখী! কিন্তু কান্ত, আমাদের প্রাণ অন্ত!
কেবল তোমারি তরে জীবন যাদের,—
কাতরা দুঃখিনী যত, খুঁজিছে তোমায় কত!
নেত্র-পথে আবির্ভূত হও হে তাদের। ১ শ্লোক
তব নেত্র শরতের কি সুজাত সরোজের
গর্ভ-কেশরের কান্তি করেছে হরণ!—
বিনা মূলে দাসী মোরা নেত্রাঘাতে মনচোরা
কেন হেন বধ পদ্ম-পলাশ-লোচন? ২
বিষ-জল-পান-দায়ে ত্রাণ করি নানা ভয়ে,
বর্ষা বজ্র অগ্নি হ'তে সবে রক্ষা করি,

বিনাশিয়া বৎসাসুরে, অঘাসুরে ব্যোমাসুরে,
এবে কেন দাসীগণে পাশরিছ হরি? ৩
যশোদা-নন্দন তুমি নহ ত হে অন্তর্য্যামী,—
প্রাণীর বুদ্ধির সাক্ষী, অগতির গতি!
ব্রহ্মায় কাতর হেরি, জগতেরে কৃপা করি,
যদু-কুলে জন্ম নিলে জগতের পতি! ৪
ভক্ত-বাঞ্ছা পূর্ণ কর, যদুকুল-ধুরন্ধর!
ভব-ভয়ে যারা লয় শ্রীপদে শরণ,
তাহাদের পরশিয়া, সভয়ে অভয় দিয়া,
তব কর-পদ্ম করে বাসনা পূরণ!
ওই কর-পদ্ম তব, কি কহিব হে মাধব,
ধরে নিত্য কমলার শ্রীকর-কমল!
ও কর-কমল দিয়া, এ মস্তক পরশিয়া,
কর নাথ আমাদের জনম সফল! ৫
হে আত্মীয়, তব আস্যে, মধুর মধুর হাস্যে,
গর্ব্ব খর্ব্ব করি লজ্জা দেয় যুবতীরে!
আমরা শ্রীপদে দাসী, বাঞ্ছা পূর্ণ কর আসি,
দেখাও শ্রীমুখ-শশী ব্রজ-বাসিনীরে! ৬
তব পাদপদ্ম হরি, ভক্তদের পাপহারী,
পশুদেরো অনুগামী, কমলার বাস—
দিয়াছিলে ফণী-পটে এবে এই বক্ষ-তটে,
দিয়া কর আমাদের মর্ম্ম-ব্যথা নাশ! ৭
ওই শ্রীমুখের কথা, তোমার মধুর গাঁথা,
বিজ্ঞেরো হৃদয়গ্রাহী!—করিয়া শ্রবণ

আমরা কিঙ্করী যত হয়েছি যে মোহগত!
অধর সুধায় পুনঃ বাঁচাও এখন! ৮
যাতে বাঁচে তপ্ত প্রাণ, কবি করে স্তুতি গান,
যে কথা শুনিলে হিত, বাসনা বিলয়—
তব কথামৃত ধারা বর্ণনা করেন যাঁরা,
পূর্ব্ব জন্মে বহু পুণ্য করিলা নিশ্চয়! ৯
ভাবিলে মঙ্গল হয়— তব হাস্য সুধাময়,
প্রেমময় সে কটাক্ষ! বিহার কেমন!
নিভৃত সঙ্কেত-খেলা,— সেই যে আনন্দ-মেলা!
স্মরিয়া কতই ক্ষোভ হতেছে এখন! ১০
যবে গোচারণ পথে চলি যাও ব্রজ হ'তে,
প্রফুল্ল কমল সম কোমল চরণ,
লাগিবে কঙ্কর'পরে, বিদ্ধ হবে কুশাঙ্কুরে!
এ চিন্তায় কাঁদে কান্ত আমাদের মন! ১১
ধেনু লয়ে বেণু স্বরে ফিরে যবে যাও ঘরে,
ধূলি-মাখা কেশে ঢাকা দেখায়ে বদন,
মর্ম্ম-ব্যথা দিয়া যাও কিছুতে না সঙ্গ দেও—
ছি ছি কান্ত, তুমি শঠ কপট এমন? ১২
ভক্ত-বাঞ্ছা পূর্ণ করে— সেবিত কমলা-করে
ওই পাদপদ্ম তব ধরার ভূষণ!
ভাবিলে আপদ ক্ষয়, সেবিলে যা সুখোদয়,
আমাদের বক্ষ-তটে কর গো স্থাপন! ১৩
যাতে রতি বৃদ্ধি পায়, শোক যায়, তাপ যায়,
সে তব অধর-সুধা মুরলি চুম্বিত!—

যে সুধা লভিলে নরে সর্ব্ব সুখ তুচ্ছ করে,
সে সুধা মোদের দেও, দেবতা-বাঞ্ছিত! ১৪
দিনে থাক গোচারণে, তাই তব অদর্শনে
মুহূর্ত্তে যুগের সম ভাবে সর্ব্ব লোক!
হেরিব সন্ধ্যায় বসি অনিমেষে মুখ-শশী,
তাও বাদী খল বিধি দিয়াছে পলক! ১৫
ওহে অগতির গতি, জান ত গীতের গতি—
অচ্যুত, মোহিত মোরা উচ্চ বেণু-গীতে;
পতি পুত্র ভ্রাতা সবে ছাড়িয়া এসেছি এবে
পাদ-পদ্মে মন প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে। ১৬
কাল রাত্রি! হয়ে ভীতা কামিনী শরণাগতা!—
অবলারে ত্যজিবারে কে পারে এখন?
অসময় রসময়, কেন হও নিরদয়?
ছি ছি কান্ত, তুমি শঠ কপট এমন!
হাসি মুখ, সে কটাক্ষ! রসাল বিশাল বক্ষ—
লক্ষ্মীর আবাস! আর সেই যে তোমার
কামিনী-কামনা-দোলা নিভৃত-সঙ্কেত খেলা!
হেরি লোভে নারী মন মুগ্ধ বারংবার! ১৭
ব্রজের দুঃখের ক্ষয়, নিখিল মঙ্গলালয়,
তোমার উদয় ব্রজে মদন-মোহন!
আমরা আকুল হরি, কৃপণতা ত্যাগ করি,
কর আমাদের এই প্রার্থনা পূরণ—
অদম্য বিষম কাম, হৃদ্-রোগ যার নাম,
জ্বলিতেছি মোরা সেই রোগের জ্বালায়!

নাশে নিজ-জন ব্যাধি— হেন কিছু মহৌষধি,
দেও আমাদের সেই মর্ম্ম-বেদনায়! ১৮
সথে প্রিয়-দরশন, মোদের জীবন-ধন,
যে পদে লাগিবে ব্যথা—ভাবিয়া অন্তরে,
এ কঠিন বক্ষে আহা, বহু যত্নে রাখি যাহা,
সেই পাদপদ্মে তুমি ভ্রমিছ প্রান্তরে!
সহজে যেতেছে জানা, কণ্টক-পাষাণ-কণা
মণ্ডিত রয়েছে সেই কানন-প্রান্তর!
কমলা-সেবিত পদে, বিঁধিতেছে পদে পদে!—
শতধা বিদীর্ণ করি, মোদের অন্তর! ১৯

নবম মালিকা।

(শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ,—৩২শ অধ্যায়)

শ্রীকৃষ্ণের সান্ত্বনা বাক্য।

শুকদেব কহিলেন, রাজন্,

প্রাণসম মাধবের দর্শন আশায়,
এই রূপে ব্রজাঙ্গনা কৃষ্ণগুণ গায়।
বিবিধ বিলাপ করে সীমন্তিনী গণ,
বৃন্দাবন মুগ্ধ করি করিছে রোদন! ১
হেন কালে আসিছেন কৃষ্ণ কুতূহলে,
পীতাম্বর-ধারী হরি বন-মালা গলে!

শ্রীনন্দ-নন্দন ওই সহাস্য বদন,
স্তম্ভিত নেহারি যাঁরে মন্মথের মন! ২
সম্মুখে নেহারি মরি প্রিয়তম ধনে,
আনন্দ না ধরে আর গোপিকার মনে।
মৃতদেহে পুনরায় আসিলে জীবন,
সর্ব্ব অঙ্গ হয় পুনঃ উত্থিত যেমন,
সেই রূপ মৃতকল্প গোপিকা সকল,
আনন্দে উঠিল পুনঃ করি কোলাহল! ৩
কোন ব্রজাঙ্গনা গিয়া আনন্দেতে ধরে
ব্রজেন্দ্র-নন্দন-কর আপনার করে!
শ্রীনন্দ-নন্দন-বাহু— চন্দন-চর্চ্চিত,
নিজ স্কন্ধ-দেশে কেহ করিল অর্পিত!
চর্ব্বিত তাম্বূল লোভ সম্বরিতে নারি,
অঞ্জলি পাতিয়া লয় কোন ব্রজনারী!
কর-কমলেতে ধরি চরণ-যুগলে,
কোন বিরহিণী বালা রাখে বক্ষঃস্থলে! ৪
কোন বালা বিহ্বলা সে প্রেমের আক্ষেপে,
অধর দংশন করে কটাক্ষ-বিক্ষেপে! ৫
কোন নারী অনিমেষে হইয়া অজ্ঞান,
মুখ-পদ্ম মধুরিমা করিতেছে পান!
হরিপদ-কোকনদ করিয়া দর্শন,
সাধুর দর্শন আশা মিটেনা যেমন,
কৃষ্ণ-মুখ-মধু পানে অবলার আশ
মিটিছে না—পান করি বাড়িছে পিয়াস! ৬

কোন নারী প্রাণ-কৃষ্ণে নেত্র পথে নিয়া,
আদরে হৃদয়ে রাখি নয়ন মুদিয়া,
আলিঙ্গন করে তাঁরে— আনন্দে মগন
রহিয়াছে যোগমগ্ন যোগীন্দ্র যেমন! ৭
রাজন্ সন্ন্যাসী সবে, হরি-পাদপদ্ম ভবে
লভিয়া যেমন করে ত্রিতাপ মোচন,
সেই রূপ ব্রজ-নারী কৃষ্ণ দরশন করি,
আনন্দে বিরহ-তাপ করিল বর্জ্জন! ৮
হে তাত অচ্যুত কিবা ধরিলা অপূর্ব্ব শোভা,
ব্রজের নিষ্পাপা সাধ্বী গোপিকা-মণ্ডলে,
হেরি জ্ঞান হয় হেন, সেই পরমাত্মা যেন
সত্ত্ব আদি নানা গুণে বেষ্টিত কৌশলে। ৯
মদন-মোহন হরি, ব্রজাঙ্গনা সঙ্গে করি,
আনন্দে কালিন্দী-কূলে করেন বিহার,
কুন্দ-মন্দারের গন্ধে, সমীর বহে আনন্দে,
সে পুলিনে অলি-কুলে দোলাইছে আর। ১০
শরতের শশী আসি, বিকাশি কৌমুদীরাশি,
হাসি হাসি তমোরাশি করিয়াছে দূর,
যমুনা তরঙ্গ-করে সাজায়েছে স্তরে স্তরে,
শীতল পুলিনে স্নিগ্ধ বালুকা প্রচুর। ১১
মদন-মোহন হরি, ভুবন মোহিত করি,
যমুনা-পুলিনে আজ করেন বিহার;
কৃষ্ণ দরশনে তাই আনন্দের সীমা নাই,
দূরে গেল মনোব্যথা ব্রজ-গোপিকার!

পরব্রহ্মে অন্বেষিয়া, কর্ম্ম-কাণ্ডে না পাইয়া,
জ্ঞান-কাণ্ডে শ্রুতি শাস্ত্র পূর্ণকাম হয়,
সেই রূপ গোপীদের কাম পূর্ণ সকলের,
কালিন্দীর কূলে হেরি কৃষ্ণ রসময়!
যে বসনে বক্ষ ঢাকা, বক্ষের কুঙ্কুম মাখা,
সে বসনে গোপীগণ রচিল আসন,
ব্রজ-বালা-মনপ্রাণ অন্তর্যামী ভগবান্
বসিবেন সে আসনে, এই আকিঞ্চন। ১২
যোগীন্দ্রের হৃৎ-কমলে, ধ্যানযোগ-সুকৌশলে
যাঁহার আসন পাতা সমাধির বলে,
আজ সেই ভগবান্ করিবারে প্রেম দান
বসিলেন ব্রজ-বালা বক্ষের অঞ্চলে!
ত্রিভুবনে যত শোভা ভব-জন-মনোলোভা
কৃষ্ণ-অঙ্গে সে শোভার অপূর্ব্ব মিলন,
হেন অঙ্গ-শোভা ধরি, বসিলেন আজ হরি
ব্রজাঙ্গনা-সভা মাঝে অনঙ্গ-মোহন! ১৩
অধরে মধুর হাসি, কটাক্ষে মাধুরি রাশি,
ভ্রূ-ভঙ্গি-বিলাস করি যত গোপাঙ্গনা,
কৃষ্ণ-কর-পদ নিয়া অঙ্কে রাখি মুছাইয়া,
বিমর্দ্দনে কৃষ্ণ প্রেম করি উদ্দীপনা,
ভাব ভঙ্গি হাস্য রসে, কৃষ্ণ-প্রেমানন্দ-বশে,
ঈষৎ কুপিত ভাবে প্রিয়ম্বদা গণ
গৌরব করিয়া মনে, শুধাইল কৃষ্ণ-ধনে,
শ্রীমুখ-সরোজ পানে করি নিরীক্ষণ,—

হরি হে পর-সেবা পরের ভজন, নানা ভাবে করে নানা জন

ভজিলে তবেই ভজে, সে জন কেমন ?

কহ কৃষ্ণ, কৃপাতে তোমার, ভজন না করিলে আবার

তাহারে ভজেন যিনি, কি ভাব তাঁহার ?

ভজনা করিলে কোন জন, কিংবা যদি না করে ভজন,

কাহাকেও ভজে না যে—সে জন কেমন ?

এই তত্ত্ব কহ বংশীধারী, এই তত্ত্ব কহ বংশীধারী,

আমরা অবলা নারী বুঝিতে না পারি ! ১৫

ভগবান্ করিলা উত্তর— শুন সখি সে তত্ত্ব সুন্দর !

স্বার্থ-পর যারা তারা ভজে পরস্পর !

তা'তে ধর্ম্ম স্নেহ-ভাব নাই, তাতে ধর্ম্ম স্নেহ-ভাব নাই

স্বার্থ আছে পরস্পরে ভজে তারা তাই !

কিন্তু যারা করে না ভজন, কিন্তু-যারা করে না ভজন,

সে সকল জনে যারা করিছে ভজন,

দয়াময় স্নেহময় তারা, পিতা মাতা সম স্বার্থহারা,

একে আছে দয়া ধর্ম্ম, অন্যে স্নেহ ভরা ! ১৭

আত্মারাম আপ্তকাম জন, আত্মারাম আপ্তকাম জন,

অথবা সে অকৃতজ্ঞ মানব যেমন,—

কাহাকেও না করে ভজন, কাহাকেও না করে ভজন,

সহস্র ভজনা যদি করে কোন জন। ১৮

যারা কিন্তু ভজিছে আমারে, যারা কিন্তু ভজিছে আমারে,

আমি কিন্তু তাহাদেরো ভজিনা সংসারে।

আমায় না পায়, দেখ, যারা, আমায় না পায়, দেখ, যারা,

আমাকেই নিরন্তর চিন্তা করে তারা।

হারাইলে দরিদ্রের ধন, হারাইলে দরিদ্রের ধন,
সমস্ত ভুলিয়া সেই ভাবে সে রতন! ১৯
শুন শুন অবলা সকল, শুন শুন অবলা সকল,
তোমরা আমার তরে এসেছ কেবল!
ছাড়ি ধর্ম্মাধর্ম্ম জাতি কুল, ছাড়ি ধর্ম্মাধর্ম্ম জাতি কুল,
এসেছ আমার তরে হইয়া ব্যাকুল!
আমাকেই করিবে স্মরণ, নিরন্তর করিবে স্মরণ,
লুকাইয়া ছিনু তাই, প্রিয়ম্বদা গণ!
যদিও সে অন্তরালে থাকি, যদিও সে অন্তরালে থাকি
দৃষ্টি কিন্তু তোমাদের মুখচন্দ্রে রাখি!
শুন শুন প্রিয়তমা গণ, শুন শুন প্রিয়তমা গণ,
প্রিয় জনে দোষী কেন কর অকারণ? ২০
গৃহ-মায়া কঠিন শৃঙ্খল, গৃহ-মায়া কঠিন শৃঙ্খল,
ছিন্ন করি মোর কাছে এসেছ কেবল!
মম সঙ্গে মিলিতে যে পারে, মম সঙ্গে মিলিতে যে পারে
তার নিন্দা কে করিতে পারে ত্রিসংসারে?
দেবতার আয়ু যদি পাই, দেবতার আয়ু যদি পাই,
তোমাদের ঋণ শোধ দিব—সাধ্য নাই।
শুন শুন সুশীলা সকল, শুন শুন সুশীলা সকল,
তোমাদের সুশীলতা ভরসা কেবল!
উপকার করি, সাধ্য নাই, তথাপি অঋণী হ'তে চাই!—
"স্বার্থশূন্য সুশীলতা" ভিন্ন গতি নাই! ২১

দশম মালিকা। রাসলীলা।

শুকদেব কহিলেন, রাজন্—

অবলা সরলা অতি, কুসুম-কোমল মতি
সাধ্বী সতী ব্রজবালা গণ,
যমুনা-পুলিনে শুনি, কৃষ্ণের অমৃত বাণী,
যত ধনী আনন্দে মগন! ১

ভুলিল বিরহ-জ্বালা, পূর্ণকামা ব্রজবালা,
প্রেম-মালা পরিল গলায়;
করে করে ধরাধরি, পরস্পরে করি করি,
শ্রীহরিকে বেষ্টিয়া দাঁড়ায়!

রমণী-নক্ষত্র মাঝে, বৃন্দাবন-চন্দ্র সাজে,
শ্রীগোবিন্দ প্রেমানন্দ-মনে
শীতল কৌমুদী ঢালা সে পুলিনে আরম্ভিলা
রাসলীলা ব্রজবালা সনে। ২

যোগেশ্বর ভগবান্, মুগ্ধ করি গোপী-প্রাণ,
শত কৃষ্ণ-রূপ ধরি তবে,
দুই দুই গোপী মাঝে, দাঁড়ান মোহন সাজে—
রসরাজে পার্শ্বে দেখে সবে!

দুই পার্শ্বে ভুজদানে, গোপীকণ্ঠ আলিঙ্গনে,
দাঁড়ালেন শ্রীহরি যখন,
প্রতি জনে ভাবিতেছে, এই যে আমারি কাছে
প্রাণ সম ব্রজেন্দ্র-নন্দন! ৩

শ্রীরাস আরম্ভ হ'লে, অমনি নভোমণ্ডলে
সমাগত দেব দেবী যত!
আকাশে দুন্দুভি বাজে, পুষ্পবৃষ্টি তার মাঝে
দেখে সবে—হয় অবিরত! ৪

সস্ত্রীক গন্ধর্ব্ব গণ, আনন্দে হয়ে মগন,
অনুক্ষণ গায় কৃষ্ণ নাম;
প্রিয় সঙ্গে প্রিয়া সাজে, বলয় নূপুর বাজে,
কিঙ্কিণীর ধ্বনি অবিরাম! ৫

হেমরত্ন মাঝে, মরকত সাজে, গোপী মাঝে হরি মরি কি শোভা,
চরণ চালন, ভুজ বিকম্পন, সহাস্য বদন কি মনোলোভা!
ভ্রূভঙ্গি হিল্লোলে, কটিতট দোলে, পীন বক্ষস্থলে লহরী কত!
কর্ণের কুণ্ডল, নাচিছে কেবল, শিথিল-বসনা যুবতী যত! ৬
রাস-বিলাসিনী, কেশব-কামিনী, শ্রমজল মাখা কমল মুখে!
কবরীর ভার, কটি চন্দ্রহার, হেলিছে, দুলিছে, ভাসিছে সুখে!
হরি-অঙ্গ ধরি, নাচে ব্রজনারী. দামিনী যেমন, নীরদ দামে! ৭
প্রেম-মত্ততায়, কৃষ্ণগুণ গায়, ভুবন ভাসায়, হরির নামে!
সুধা-নির্ঝরিণী, কৃষ্ণ-কণ্ঠ ধ্বনি, শুনি গৌরবিণী ব্রজের বধূ,
নিজ নিজ স্বরে, সবে গান করে, গোপী-কণ্ঠ গীত মধুরে মধু!
সাধু সাধু বলি, দিয়া করতালি, বনমালী দেন, বাহবা তায়;
সাধুবাদ শুনি, যত বিনোদিনী, সেই সুর ধ্রুবতালেতে গায়! ১০
শুনিয়া সঙ্গীত, মাধব মোহিত, আনন্দে আদর করিলা কত!
নাচিতে গাইতে, রাস-মণ্ডলেতে, পরিশ্রান্তা অতি যুবতী যত।
ক্লান্ত ব্রজবালা, মল্লিকার মালা, হেলিছে দুলিছে পড়িছে খসি।
বলয় কঙ্কণ, হতেছে স্খলন, স্বেদ সমাবৃত, বদন-শশী! ১১
শ্রীরাসবিহারী, হরিস্কন্ধপরি, পরিশ্রান্তা নারী, দিতেছে ভার,
বাহুর বেষ্টনে, শ্রীনন্দ-নন্দনে, ধরেছে যে জন, কি ভয় তার!
পদ্ম-গন্ধ-যুত, চন্দন-চর্চ্চিত, গল সুবেষ্টিত কৃষ্ণের করে,
নাসারন্ধ্র ধরি, শিহরি শিহরি, কোন বিম্বাধরী চুম্বন করে! ১২

কখনে অবশ, কখন স্ববশ, আবেশের বশে, কামিনীকুল,
আবার নাচিছে, হেলিছে দুলিছে, কাঁপিছে কুণ্ডল, খসিছে ফুল।
কিবা সমুজ্জ্বল, রমণী-কুণ্ডল, কৃষ্ণ-গণ্ডস্থল করেছে শোভা!
কৃষ্ণগণ্ড সহ, নিজ গণ্ড কেহ, করিছে মিলন কি মনোলোভা!
রাস-নৃত্যপরা, গণ্ডে গণ্ড ধরা, সেই বিম্বাধরা, করিছে গান;
ভুবনে অতুল, অচ্যুত আকুল! চর্ব্বিত তাম্বূল, করেন দান! ১৩
সঙ্গীতের সহ, নাচিতেছে কেহ, নূপুর-মুঞ্জরী মুখরা সুখে,
হইয়া শ্রান্ত, ধরি শ্রীকান্ত, শ্রীকরকমল, স্থাপিলা বুকে! ১৪
কৃষ্ণ বাহু নিয়া, বেষ্টিত হইয়া, শ্রীনাথে পাইয়া ব্রজের বধূ,
শ্রীরাস মণ্ডলে, বিহরে সকলে, সঙ্গীতের ছলে, ঢালিছে মধু! ১
যমুনার কূলে, শ্রীরাসমণ্ডলে, ভ্রমর সকল, করিছে গান,
বলয় কিঙ্কিণী, নূপুরের ধ্বনি, মিশি তার সনে, জুড়ায় প্রাণ!
এরূপে যখনে, শ্রীকৃষ্ণের সনে, নাচে বৃন্দাবনে, ব্রজের বালা,
অলক কপোলে, কর্ণে ফুল দোলে, স্বেদ ভালে গলে, দুলিছে মালা,
তাহাতে তখন তাদের কেমন, চারু চন্দ্রানন, ধরেছে শোভা!
বিচলিত বেশ, আলুলিত কেশ, গলিত কবরী কুসুম প্রভা! ১৬
নিজ ছায়া হেরি, ছায়া ধরি ধরি, ছেলে খেলা যথা বালক বেলা,
শ্রীপতি তেমনি, ছায়াস্বরূপিণী, ব্রজবালা সনে, করেন খেলা! ১৭
কভু আলিঙ্গন, কর-বিমর্দ্দন, কটাক্ষ ক্ষেপণ, কভু বা হাসি,
বাল্যক্রীড়া সব, করেন মাধব, ব্রজবালাদের, ত্রিতাপ নাশি!
শ্রীঅঙ্গ-পরশে, গোপীর মানসে, হরষে প্রেমের উদয় হ'ল,
তাতেই কেবল, ইন্দ্রিয় সকল, আবেশে অবশ হইয়া গেল!
হে কুরুশ্রেষ্ঠ, সুবেশ-নষ্ট, ভূষণ ভ্রষ্ট সবে!
সুকেশ পাশ, বক্ষের বাস, বন্ধন মুক্ত ভবে!

গোপিকা সকল, প্রেমেতে বিকল, খসিছে দুকূল হার,
যত আভরণ, কে করে ধারণ, থাকেনা তেমন আর ! ১৮
শ্রীকৃষ্ণের আর, ব্রজ গোপিকার, বিহার-উল্লাস যত,
হেরি ক্রমে ক্রমে, মূরছিল প্রেমে, খেচর কামিনী কত !
তারাদল সনে, শশাঙ্ক গগনে, শ্রীরাস দর্শনে গতি,
ভুলিয়া তখন, দাঁড়াইয়া র'ন, দীঘল রজনী অতি !
হারাইয়া দিশা, দাঁড়াইলা নিশা, বিবশা প্রেমের ভরে !
অনন্ত নিশায়, যেন সে বিহার ব্রজ-গোপিকারা করে ! ১৯
আত্মারাম হরি ! কিন্তু লীলা করি, যত গোপী তত হ'ন ;
অনন্ত-বিহারী, যোগমায়া ধরি, রাসলীলা-পরায়ণ !
রাজন্ যখন, শ্রান্ত গোপীগণ, বহুক্ষণ হ'ল লীলা,
দয়াময় হরি, শ্রীকর প্রসারি, গোপী-মুখ মুছাইলা ! ২০
শ্রীকর পরশে, গোপিকা হরষে, আবেশে অবশ প্রাণ,
হাস্য কটাক্ষেতে, তুষিয়া শ্রীনাথে, করে হরিগুণ-গান ! ২১
করিণী-বেষ্টিত, মাতঙ্গের মত, শ্রম নাশ করিবারে,
আজ ভগবান্, যমুনায় যান, বেষ্টিত রমণী-হারে ! ২২
বক্ষেতে মর্দ্দিত, কুঙ্কুম রঞ্জিত, মালতী মালার গন্ধ !
পশ্চাতে পশ্চাতে, ধাইল ভ্রমর, পরিমল লোভে অন্ধ ! ২৩
রাজন্ তখন, বিম্বাধরী গণ, নামে জলে যমুনার,
প্রেমানন্দে ভাসি, খল খল হাসি, অধরে না ধরে আর !
প্রেমের তরঙ্গে, হাসি হাসি রঙ্গে, কৃষ্ণ অঙ্গে দেয় বারি !
মিটায়ে আক্ষেপ, জলের প্রক্ষেপ মারে শত ব্রজনারী !
মিলিয়া সকলে, যমুনার জলে, কৃষ্ণ অভিষেক করে,
দেবগণ সবে পূজিলা মাধবে, গগনে কুসুম ঝরে ! ২৪

আত্মারাম যিনি, লীলা তরে তিনি, বিহার করিলা হেন,
পরে উপবন, করেন ভ্রমণ, মদ মত্ত করী যেন!
সেই বনে যত, হয় প্রস্ফুটিত, স্থলজ জলজ ফুল,
সমীরণ ছুটি, পরিমল লুটি, করিতেছে প্রাণাকুল! ২৫
প্রেমেতে বিকল, প্রমোদা সকল, ঘিরেছে মাধবে রঙ্গে,
শুদ্ধসত্ত্ব হরি, যোগমায়া ধরি, বিহরেন গোপীসঙ্গে!
তেজ রুদ্ধ করি, ঊর্দ্ধরেতা হরি, ব্রজনারীদের সনে,
কাব্যরস খনি, শারদ যামিনী, যাপিলেন বৃন্দাবনে! ২৬

রাজা পরীক্ষিৎ কহিলেন,—ব্রহ্মন্,

অধর্ম্ম শাসন তরে, ধর্ম্ম রক্ষা করিবারে,
অবনীতে ভগবান্ হন অবতার,
ধর্ম্মের রক্ষক বক্তা, আর যিনি ধর্ম্মকর্ত্তা,
কেমনে করেন তিনি হেন ব্যভিচার? ২৭
আপ্তকাম সদা হরি, তথাপি এরূপ করি,
কেন করিলেন হেন নিন্দনীয় কর্ম্ম?
আমাদের এ সংশয়, কিছুতে যা'বার নয়,
এই কি হইল শেষে শ্রীহরির ধর্ম্ম? ২৮

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—রাজন্,

ছাড়িয়া মানব-ধর্ম্ম, ঈশ্বর করেন কর্ম্ম,
ক্ষয় নাই ভয় নাহি, দেখিতে যে পাই;
তেজস্বীর যেই ধর্ম্ম, দুর্ব্বলে না জানে মর্ম্ম—
সেই কর্ম্মে ইষ্ট বই অনিষ্ট ত নাই!
অনলে যা কিছু দিবে, কিছুতে না দোষ হবে,
আরো তারে করে অগ্নি শুদ্ধ নিরমল,

পূর্ণ ঈশ্বরেতে তাই দোষের সম্ভব নাই,
ঈশ্বরের কর্ম্মে নিত্য সত্য সমুজ্জ্বল! ২৯
পূর্ণ তেজ নাহি আর, ঈশ্বরত্ব নাহি যার,
সে যেন না করে হেন কর্ম্ম আচরণ,
রুদ্র ভিন্ন অন্ত জনে, দেখাদেখি বিষ-পানে,
অবশ্যই অচিরাৎ ত্যজিবে জীবন! ৩০
ঈশ্বরের বাক্য সত্য, তাঁর কর্ম্মকাণ্ড নিত্য,
জ্ঞানিগণ তাঁর বাক্য পালেন সদাই,
তেজস্বীরা চির দিন বৃথা অহঙ্কার-হীন,
মঙ্গলামঙ্গলে স্বার্থ অনর্থও নাই! ৩২
দেবতা তীর্য্যক নর সকলের অধীশ্বর,
ষড়ৈশ্বর্য্যবান্-যিনি জীবের জীবন,
মঙ্গল বা অমঙ্গল— জীবধর্ম্ম এ সকল
কেমনে সম্ভবে তাঁহে—সর্ব্বজ্ঞ যে জন? ৩৩
সেবি যাঁর শ্রীচরণ. পরিতৃপ্ত ভক্ত গণ,
মুক্ত হ'ন যোগিগণ যাঁর ধ্যান করি,
সেই বিভু দয়াময় লীলা তরে স্ব ইচ্ছায়,
অবতীর্ণ হ'ন ভবে কলেবর ধরি!
সংসারের মায়াবন্ধ, পাপ পুণ্য ভাল মন্দ
কভু না সম্ভবে তাঁয়—তিনি অন্তর্যামী;
সতী সাধ্বী গোপীদের, গোপীভর্ত্তা সকলের—
জীবের হৃদয়বাসী ত্রিজগৎ স্বামী!
যাহা কিছু বুদ্ধি বল সকলের সাক্ষিস্থল,
লীলা ছলে ধরাতলে দেহধারী হ'ন,

মানবের মূর্ত্তি ধরি ভক্তগণে সঙ্গে করি,
করেন কেবল জীব মঙ্গল-সাধন ! ৩৫
এ সংসারে চমৎকার নানা বিধ লীলা তাঁর,—
হেরি লোক ভক্তি ভরে তাঁর দিকে ধায়,
শুনিয়া সে লীলা-কথা, শোক তাপ মর্ম্ম-ব্যথা
পাশরিয়া সর্ব্ব লোক অমরত্ব পায় ! ৩৬
হে রাজন্, সে কারণ, ব্রজবাসী গোপগণ
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি হিংসা ক্রোধ করে নাই,
মায়ামুগ্ধ গোপ যত, কৃষ্ণ নামে আনন্দিত,
ভাবিত নিকটে পত্নী আছে সর্ব্বদাই ! ৩৭
তার পর গোপী যত, কৃষ্ণের আদেশ মত
ব্রাহ্মমুহূর্ত্তেতে গৃহে করিল প্রস্থান;
গৃহেতে না মন যায়, ধীরে যায় অনিচ্ছায়,—
ফিরে চায়, আর গায় কৃষ্ণগুণ-গান ! ৩৮
যে জন পবিত্র মনে, ব্রজাঙ্গনাদের সনে
শ্রীকৃষ্ণের লীলা-কথা করেন শ্রবণ,
কিংবা শ্রদ্ধা ভক্তি বশে এই পূর্ণ প্রেমরসে
যতনে রতন সম করেন বর্ণন,
সেই জন অনায়াসে, পূর্ণ ভক্তি প্রেমবশে
কামরূপ শত্রু-হস্তে পাইবে নিস্তার,
ছাড়িয়া সকল স্বার্থ, বুঝিবে প্রেমের অর্থ,—
অমৃত, নিঃস্বার্থ-প্রেম ব্রজগোপীকার ! ৪৯

ইতি শ্রীব্রজাঙ্গনা-গীতা সমাপ্ত।

সুধাকর-গ্রন্থাবলী।

নিত্য পাঠ্য

শ্রীগৌরাঙ্গ-গীতা।

তৃতীয় সংস্করণ।

শ্রীকুমারনাথ মুখোপাধ্যায়।
আনন্দাশ্রম—বর্দ্ধমান।

প্রিণ্টার—শ্রীজনার্দ্দন বন্দ্যোপাধ্যায়।
লরেন্স্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্।
৩নং রমাপ্রসাদ রায়ের লেন, কলিকাতা।

প্রকাশক
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
সংস্কৃত প্রেস্ ডিপজিটরি।
৩০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্—কলিকাতা।

বৈশাখ। ১৩২৫।

 লেখা বৃদ্ধি ও খরচবৃদ্ধি হেতু [মূল্য ॥০ আট আনা।

উৎসর্গ।

শ্রীগৌরাঙ্গ গীতা খানি প্রেমের পূর্ণতা জানি,
দিলাম প্রেমের খনি বঙ্গরমণীরে,
রাজলক্ষ্মীদেবী আর চিরপ্রেম-পারাবার
অনন্তের অর্দ্ধাঙ্গিনী সহধর্ম্মিণীরে!

স্মৃতি।

বাসন্তী উষার সাথে দেখেছি কুমার নাথে,
গীতা হাতে—গমন চঞ্চল,
সুশ্যামল মাঠে গিয়া, কাঁদিত সে ফুকারিয়া
"হা গৌরাঙ্গ!" বলিয়া কেবল!
দুপুর বেলায়, গাছের তলায়,
কুমার নাথের শান্তি-ধাম,
পথের পাশে, গাইত বোসে,
ভুবন-পাবন "কৃষ্ণনাম"!
তৃতীয় প্রহর বেলা, সাজায়ে গাছের তলা
করিত সে কত খেলা, কত কথা কহিত!
পথিক হাসিত হেরি— কুমার নাথেরে ঘেরি,
ওই তটিনীর তটে রাখালেরা নাচিত!
শ্যামাঙ্গিনী সন্ধ্যা সাথে, আর কি কুমার নাথে,
বনপথে করিব দর্শন?
আর কি "হা কৃষ্ণ!" বলি, বৃক্ষে দিবে কোলাকুলি?
লতা পাতা করিবে চুম্বন?

তটিনীর তটে ওই দুঃখিনীর ছেলে
রাখাল কাঙ্গাল ওই গাছের তলায়,
এখনও ভাবে হায় আমাদের ফেলে,
না বো'লে কুমার নাথ গেল বা কোথায় ?
কেঁদনা কেঁদনা ভাই—ত্যজিয়াছি অনিত্য সংসার,
আছি আমি, মরি নাই,—আগে মাত্র এসেছি তোমার !

অভিমত।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীশ্রীল শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের অভিমত—"শ্রীল কুমারনাথের শ্রীগৌরাঙ্গ-গীতা আমি পাঠ করিয়াছি। ইনি বাহিরের লোক ভাবিয়া আমার মনে ভয় ছিল যে পাছে ইনি বৈষ্ণব ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন মনগড়া কথা বলিয়াছেন। কিন্তু দেখিলাম যে তিনি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর পথানুসরণ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁর ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই। গ্রন্থকারের ভক্তির উদয় হইয়াছে, তাহা গ্রন্থ পাঠে জানা যায়। হইবারই কথা—"যে গৌরাঙ্গ নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয় !"

আনন্দ বাজার পত্রিকা। "শ্রীব্রজাঙ্গনা-গীতা শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের কয়েকটী অধ্যায়ের অনুবাদ। ইহাতে ৮টি মালিকা বা অধ্যায় আছে! কুমারনাথের লেখা পড়িলেই বোধ হয় কুমারনাথ বৈষ্ণবসাধক, কবিতা লিখিতে সিদ্ধ হস্ত। তিনি অনুবাদক, কিন্তু সে অনুবাদ সরস, সতেজ, অথচ তাহাতে মূল গ্রন্থের ভাব অক্ষরে অক্ষরে সংরক্ষিত হইয়াছে। কুমারনাথ সনাতন ধর্ম্মের ছোট বড় এই সকল অনুবাদ কবিতাকারে প্রকাশ করিয়া অমর হইলেন।"

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরায়।

রামকেলী।

নবদ্বীপে শুনি সিংহনাদ!

সাজল বৈষ্ণবগণ করি হরি সংকীর্ত্তন,

মূঢ়মতি গণিল প্রমাদ!

গৌরচন্দ্র মহারথী, নিত্যানন্দ সেনাপতি,

অদ্বৈত যুদ্ধেতে আগুয়ান্,

প্রেমডোর-ফাঁস করি বাঁধিল সকল বৈরী,

নিরন্তর গর্জ্জে হরিনাম!

শ্রীচৈতন্য করে রণ, কলি-গজে আরোহণ

পাষণ্ড-দলন বীর-বানা

কলি-জীব তরাইতে অবতীর্ণ অবনীতে,

চৌদিকে চাপিয়া দিলা থানা। (কৃষ্ণদাস)

আমায়, জাগাইলে ডাকি, আঁখি মেলে দেখি,

কে ডাকে উদ্দেশ নাই,

লুকায়ে রহিলে, কি লাগি ডাকিলে,

বৃথা ডাকে দুঃখ পাই।

মোর দশা ভেবে দেখ হরি,

কোথা থাক তুমি, কিছুই না জানি,

জানিলে যাইতে নারি!

মিলিবে মো'সনে যদি থাকে মনে
তবে এক কাজ কর,—
যেতে সাধ্য নাই, এস মোর ঠাঁই,
মানুষের রূপ ধর!
অন্য রূপ ধরি এস যদি হরি,
ভয়ে আমি পলাইব,
মোর মত হও, যদি কথা কও,
সুখ দুঃখ তবে ক'ব।
মম মনো ব্যথা, ছোট বড় কথা,
শুনিবে আপন হ'য়ে,
মোর দোষ যত দেখিবে হে নাথ,
কৃপার নয়ন দিয়ে।
কিছুই ত নাই, কি দিব তোমায়?
তুমিই আমারে দিবে,
এই অঙ্গীকার বলরামে কর,
তবে সে তোমার হবে! (শিশির)

এই মতে অদ্বৈত বসেন নদিয়ায়,
ভক্তি-যোগশূন্য লোক দেখি দুঃখ পায়।
আনিয়া বৈকুণ্ঠনাথ সাক্ষাৎ করিয়া,
নাচিব গাইব, সর্ব্ব জীব উদ্ধারিয়া!—
নিরবধি অদ্বৈত এই সঙ্কল্প করিয়া
সেবেন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এক চিত্ত হইয়া। (চৈঃ, ভা)

কৃষ্ণে অবতারিতে আচার্য্য প্রতিজ্ঞা করিয়া,
কৃষ্ণ পূজা করেন তুলসী গঙ্গাজল দিয়া। (চৈঃ, চ)



শ্রীগৌরাঙ্গ-গীতা।

(বহিরঙ্গ খণ্ড)

প্রথম চন্দ্রিকা—উদ্বোধন।

চৌদ্দ শত সাত শকে শীত অন্ত হয়,
আনন্দে বসন্ত বায়ু মন্দ মন্দ বয়,
ফাল্গুন মাসের অতি অপরূপ শোভা,
জগতে জীবন্ত ভাব জন-মনোলোভা!
ঘোর ঘোর সন্ধ্যাকাল ডুবু ডুবু রবি,
পূর্ব্ব ভাগে রক্ত রাগে পূর্ণিমার ছবি,—
ঢালিয়া জোছনা রাশি ভাসায়ে ভুবন,
জগৎ-আনন্দ শশী উদিলা যখন,
নবদ্বীপে অবিশ্রান্ত হরিধ্বনি হয়.
কেহ নাচে, কেহ গায় জাহ্নবীর জয়!
চাঁদ-মুখে চুম্ব দেন পৃথিবী সুন্দরী,
"গ্রহণ" হেরিয়া সবে বলে হরি হরি!
উছলি তরঙ্গমালা নাচে গঙ্গা-নীরে,
শঙ্খ ঘণ্টা ঘটারোল ভাগীরথী-তীরে!
টলমল নবদ্বীপ হরিধ্বনি ময়,
শচীগৃহে কেন এত হুলুধ্বনি হয়?

সে সময় শুভক্ষণ করি দরশন,
করিলে গৌরাঙ্গ-হরি জনম গ্রহণ,
জগন্নাথ মিশ্র-পত্নী শচীর উদরে,
ধন্য করি নবদ্বীপ অবনী মাঝারে।
পূর্ণ শশী-রূপরাশি তোমায় পাইয়া,
রহিলেন শচীমাতা আনন্দে ভাসিয়া।
চন্দ্র-কলা সম হয় শরীর বর্দ্ধন,—
কালে যজ্ঞসূত্র তুমি করিলে ধারণ;
শিক্ষা করি গঙ্গাদাস পণ্ডিতের পাশে
নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হ'লে অনায়াসে।

"সুরধুনী তীরে তীর মাহা বিলসই
সমবয়ঃ বালক সঙ্গ,
করতল তাল বলিত-হরিহরি-ধ্বনি
নাচত নটবর ভঙ্গ।
চম্পক গৌর প্রেমভরে কম্পই
ঝম্পই সহচর কোর,
অঙ্গহি অঙ্গ পুলকাকুল আকুল
কঞ্জনয়নে ঝরু লোর!
জগ অনুরঞ্জন ভব ভয় ভঞ্জন
সংকীর্ত্তন পরচার,
জয় শচী-নন্দন ত্রিভুবন বন্দন
পূর্ণ পূর্ণ অবতার!"

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপ উদাসীন মন,
জগতের মায়া মোহ দিয়া বিসর্জ্জন,
দিব্য জ্ঞানে দেখি ভবে শোক দুঃখ যত,
ছাড়িলেন এ সংসার জনমের মত!
তখন বালক তুমি শ্রীগৌরাঙ্গ-হরি,
পিতামাতা রহিলেন তব মুখ হেরি।
মাতৃচক্ষু জল মুছি আপনার করে,
কতই সান্ত্বনা দিলে জননী-অন্তরে!
পিতার অন্তিমকালে ভাসি অশ্রুনীরে,
কতই সান্ত্বনা তুমি দিলে জননীরে!
নিরখিয়া গৌরচন্দ্র ও চন্দ্র-বদন,
কেবল ভুলিয়াছিল জননীর মন!
কিন্তু কি যে ভাব ছিল তোমার মাঝারে,
সতত শুনিতে তুমি আহারে বিহারে,
আসি যেন বিশ্বরূপ ডাকেন সদাই,
"আয়রে গৌরাঙ্গ-চাঁদ সন্ন্যাসেতে যাই!"
নিরাশ্রয়া জননীরে ফেলিয়া এখন,
কেমনে যাইবি বল নদিয়া-জীবন?
সতত বিরাগ বিভা ও চাঁদ-বদনে,
শচীমাতা রাত্রি দিন দেখেন নয়নে।
কাঁদিছে মায়ের প্রাণ, সহিতে না পারি,
বিবাহে সম্মত হ'লে শ্রীগৌরাঙ্গ হরি।
বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবী সনে,
বদ্ধ হ'লে অতঃপর বিবাহ-বন্ধনে!

কিছু দিন শচীমাতা ছিলেন শীতল,
তোমার অন্তরে কৃষ্ণ জাগেন কেবল ;
মাতার আদেশ নিয়া গেলে পূর্ব্ব দেশে,
কান্দিলেন মাতা শেষে নিদারুণ ক্লেশে।
শুনিয়াছি লক্ষ্মীমাতা গেলেন ত্বরায়
ত্যজিয়া অনিত্য দেহ, স্মরিয়া তোমায় !
জননী দিলেন শেষে বিবাহ তোমার,
গুণবতী বিষ্ণুপ্রিয়া সনে পুনর্ব্বার।
অপরূপ রূপ তব ভুবন বিদিত
নিরখিয়া সর্ব্ব জন হ'ত বিমোহিত !
গঙ্গা-তটে গিয়া তুমি বসিতে যখন,
নেহারি নাগরী কুল কহিত তখন,—
কন্দর্প কি এই জন ?— বেড়াইয়া ত্রিভুবন,
আসিলেন নদিয়া মণ্ডলে ?
প্রভাতের সূর্য্য আসি, কিংবা শরতের শশী
আনন্দিত করেছে সকলে ?
স্বর্ণ চূড়া সম তনু ভ্রূ যেন কামের ধনু
বাল-ভানু শ্রীমুখ-মণ্ডলে,
কিবা শোভা সিংহ-গ্রীবা, ভবজন-মনোলোভা
চন্দ্রশোভা চরণ-কমলে !
অমর হতেছে জ্ঞান, করেছে অমৃত পান,
জগতে জীবের তরে আসিয়াছে লয়ে,
অধরের ধারে ধারে, যত ধরে রাখি পরে
রসনার স্তরে স্তরে রেখেছে লুকায়ে !

তোমায় নাগরী যত বাখানিত হেন ;—
নিষ্কলঙ্ক পূর্ণ শশী ধরাতলে যেন !
কখনো বসিয়া তুমি জাহ্নবীর তটে,
কহিতে তোমার ভক্ত গণের নিকটে,—
সংসারে যৌবন কাল জীবনের সার,
যৌবনে দম্পতি প্রেম—তুল্য নাই যার !
কিন্তু যদি চিরস্থায়ী হইত সে ধন,
আনন্দ-সমাধি হ'ত অনন্ত কেমন !
কৃষ্ণই পুরুষ নিত্য ভাল আছে জানা—
আমি যে প্রকৃতি তাঁর অনন্ত-যৌবনা।
এই যে সহজ জ্ঞানে দেখিতেছি আমি,
প্রাণ-কৃষ্ণ, চারিদিকে মূর্ত্তিমান্ তুমি !
অস্থি মজ্জা শিরাস্রোতে শোণিতের বিন্দু,
তার মাঝে মোর কৃষ্ণ কোটি শরদিন্দু !
জীবের জীবন কৃষ্ণ প্রাণরূপ যিনি,
মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড সম প্রকাশিত তিনি !
জীবে জীবে রয়েছেন জগতের প্রাণ,
আঁধারে জগৎ অন্ধ খুঁজিছে প্রমাণ !
দেখি আমি ব্যাপ্ত তিনি সমস্ত জগৎ
করতল ন্যস্ত এই আমলক বৎ !
তিনিই প্রাণের প্রাণ অন্তরে অন্তর,
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য ধারা ঢালি নিরন্তর
নিত্য নিত্য গড়িছেন স্বর্ণময়ী ধরা,
সুধাময়ী ভক্তপুরী জন-মনোহরা !

আনন্দ আনন্দ, আনন্দ উপরে, আবার আনন্দ ধারা,
ঢালিতে ঢালিতে, মজিতে মজিতে, সৃষ্ট বসুন্ধরা!
অনন্ত যৌবন, তাঁহার আমার, রসের সাগর তিনি,
সম্ভোগে প্রমত্ত, তিনি আর আমি, আর না কিছুই জানি!
সৃজিয়া জগৎ, দিয়াছেন ফেলি, বিশুদ্ধ মধুর রসে—
রসে ঢল ঢল, সোণার কমল, অমৃত-সাগরে ভাসে!
ওহে প্রাণ-সখা, তব সনে দেখা লেখা যার কপালেতে,
যত মিশামিশি, হয় দিবানিশি, আকাশের চাঁদ হাতে;
আহার বিহার, অসার সংসার, জীবন যাই যে ভুলি,
থাকে না ত ক্ষুধা, অবিশ্রান্ত সুধা, পানকরি প্রাণ খুলি!
সংসারের লোকে, দোষ দেয় মোকে, বুঝে না ত কিছু তারা,—
সংসার-সীমান্তে, পরা প্রকৃতিতে, অবিশ্রান্ত প্রেম-ধারা!
জীবনে মরণে, নয়নে নয়নে, হৃদয়ে হৃদয়ে থাক,
অযাচিত তব, প্রেম বিতরণ, পথিক কাঙ্গালে ডাক!
আনন্দের নিধি, প্রেমের জলধি, চিরদিন তব আমি!
আমিও তোমার, তুমিও আমার, নিখিল-অন্তর-যামী।
চির সম্মিলন, তরে প্রাণধন, পরাণ কান্দিছে মোর,
এস চিদাকাশে, পূর্ণ শশী বেশে, যামিনী না হ'তে ভোর!

দ্বিতীয় চন্দ্রিকা।—সংকীর্ত্তন।

রাগিণী সুরট-মল্লার, একতাল।

আহারে দেখরে গৌর-হরি! প্রেমের আবেশে নিতাই ধরি!
দরদর-দরে নয়ন-বারি বহিছে, নাচিছে ভাব-তরঙ্গে!

সোণার কমল সমান বরণ, মৃদুল মন্দ গজেন্দ্র গমন,
দয়ার সিন্ধু ইন্দু-বদন, নদিয়া-জীবন ভকত সঙ্গে!
প্রেমের তরঙ্গ নয়ন ভঙ্গে, শ্রীরূপ-লহরী খেলিছে অঙ্গে,
শ্রীমুখ-কমল ভকত ভৃঙ্গে, নিরখি নাচিছে রঙ্গে;
দেহ গেহ কেহ করে না স্মরণ, পথে পথে পথে করে বিচরণ,
আবাল বনিতা করিতে দর্শন ছুটিছে, নাচিছে সঙ্গে সঙ্গে!
মুখ-অরবিন্দ আনন্দেতে মাখা, প্রেমের শিশিরে নেত্রদল ঢাকা,
রসনা-কেশরে মকরন্দ মাখা, হরি নামামৃত সঙ্গে;—
হরি হরি বোল উঠিতেছে ধ্বনি, ফাটিছে গগন কাঁপিছে মেদিনী,
পাপী তাপী যত ছুটিছে অমনি, কুমার কাহিনী গাইছে বঙ্গে!

আসিলেন নদিয়ায় সন্ধ্যা শ্যামাঙ্গিনী,
সবিতৃ সিন্দূর বিন্দু পরি সীমন্তিনী,
পশু পক্ষী শ্রান্ত পান্থে আবাসে তুলিয়া,
বসুধারে শান্ত করি, বিধিরে নমিয়া,
দীপ্ত করি দীপ-তারা অবনী-অম্বরে
ঝাঁপ দিলা অতীতের অতল সাগরে!
ত্রিকালজ্ঞ মহাকাল অঙ্গজা সন্ধ্যায়
বর্ত্তমান-ভর্ত্তা হ'তে নিয়া নিজালয়,
রাখিলা নিদ্রিত করি শোয়াইয়া ধীরে,
লক্ষ লক্ষ মাস পক্ষ শয়ন-মন্দিরে!
শোভিতেছে দীপমালা শ্রীবাস অঙ্গনে,
উঠিল মঙ্গল-ধ্বনি কৃষ্ণনাম সনে;

আনন্দ আনন্দ, আনন্দ উপরে, আবার আনন্দ ধারা,
ঢালিতে ঢালিতে, মজিতে মজিতে, সৃষ্ট বসুন্ধরা!
অনন্ত যৌবন, তাঁহার আমার, রসের সাগর তিনি,
সম্ভোগে প্রমত্ত, তিনি আর আমি, আর না কিছুই জানি!
সৃজিয়া জগৎ, দিয়াছেন ফেলি, বিশুদ্ধ মধুর রসে—
রসে ঢল ঢল, সোণার কমল, অমৃত-সাগরে ভাসে!
ওহে প্রাণ-সখা, তব সনে দেখা লেখা যার কপালেতে,
যত মিশামিশি, হয় দিবানিশি, আকাশের চাঁদ হাতে;
আহার বিহার, অসার সংসার, জীবন যাই যে ভুলি,
থাকে না ত ক্ষুধা, অবিশ্রান্ত সুধা, পানকরি প্রাণ খুলি!
সংসারের লোকে, দোষ দেয় মোকে, বুঝে না ত কিছু তারা,—
সংসার-সীমান্তে, পরা প্রকৃতিতে, অবিশ্রান্ত প্রেম-ধারা!
জীবনে মরণে, নয়নে নয়নে, হৃদয়ে হৃদয়ে থাক,
অযাচিত তব, প্রেম বিতরণ, পথিক কাঙ্গালে ডাক!
আনন্দের নিধি, প্রেমের জলধি, চিরদিন তব আমি!
আমিও তোমার, তুমিও আমার, নিখিল-অন্তর-যামী।
চির সম্মিলন, তরে প্রাণধন, পরাণ কান্দিছে মোর,
এস চিদাকাশে, পূর্ণ শশী বেশে, যামিনী না হ'তে ভোর!

দ্বিতীয় চন্দ্রিকা।—সংকীর্ত্তন।

রাগিণী সুরট-মল্লার, একতাল।

আহারে দেখরে গৌর-হরি! প্রেমের আবেশে নিতাই ধরি!
দরদর-দরে নয়ন-বারি বহিছে, নাচিছে ভাব-তরঙ্গে!

সোণার কমল সমান বরণ, মৃদুল মন্দ গজেন্দ্র গমন,
দয়ার সিন্ধু ইন্দু-বদন, নদিয়া-জীবন ভকত সঙ্গে!
প্রেমের তরঙ্গ নয়ন ভঙ্গে, শ্রীরূপ-লহরী খেলিছে অঙ্গে,
শ্রীমুখ-কমল ভকত ভৃঙ্গে, নিরখি নাচিছে রঙ্গে;
দেহ গেহ কেহ করে না স্মরণ, পথে পথে পথে করে বিচরণ,
আবাল বনিতা করিতে দর্শন ছুটিছে, নাচিছে সঙ্গে সঙ্গে!
মুখ-অরবিন্দ আনন্দেতে মাখা, প্রেমের শিশিরে নেত্রদল ঢাকা,
রসনা-কেশরে মকরন্দ মাখা, হরি নামামৃত সঙ্গে;—
হরি হরি বোল উঠিতেছে ধ্বনি, ফাটিছে গগন কাঁপিছে মেদিনী,
পাপী তাপী যত ছুটিছে অমনি, কুমার কাহিনী গাইছে বঙ্গে!

আসিলেন নদিয়ায় সন্ধ্যা শ্যামাঙ্গিনী,
সবিতৃ সিন্দুর বিন্দু পরি সীমন্তিনী,
পশু পক্ষী শ্রান্ত পান্থে আবাসে তুলিয়া,
বসুধারে শান্ত করি, বিধিরে নমিয়া,
দীপ্ত করি দীপ-তারা অবনী-অম্বরে
ঝাঁপ দিলা অতীতের অতল সাগরে!
ত্রিকালজ্ঞ মহাকাল অঙ্গজা সন্ধ্যায়
বর্ত্তমান-ভর্ত্তা হ'তে নিয়া নিজালয়,
রাখিলা নিদ্রিত করি শোয়াইয়া ধীরে,
লক্ষ লক্ষ মাস পক্ষ শয়ন-মন্দিরে!
শোভিতেছে দীপমালা শ্রীবাস অঙ্গনে,
উঠিল মঙ্গল-ধ্বনি কৃষ্ণনাম সনে;

বাজিল বিজয় বাদ্য—খোল করতাল,
নাচিল বৈষ্ণব দল করে ধরি তাল!
বহে যথা ঝটিকার প্রথম বাতাস,
গাইল ভকত-বৃন্দ প্রথম 'উল্লাস'!
আবার মঙ্গল-ধ্বনি উঠিল গগনে
মাতিল মাতঙ্গ যূথ ভব-পদ্মবনে!
ঝঞ্জাবাতে ভূমে পড়ে তরুরাজি যথা,
ছিন্ন ভিন্ন ভক্তবৃন্দ কে পড়িছে কোথা,
আন্দোলিত স্থানচ্যুত মহাভাবে পড়ি,
মুখে মাত্র "হরিবোল" যায় গড়াগড়ি!
অবিশ্রান্ত চারি প্রান্তে মহা সংকীর্ত্তন
করিছেন সমভাবে গৌর ভক্ত গণ,
নাচে দিগঙ্গনা গণ ভক্তগণ সনে,
নাচাইয়া ন'দে-বাসী নরনারী গণে!
বাল বৃদ্ধ কৃষ্ণনামে মত্ত দিবা রাতি,
অঙ্গনে অঙ্গনে নাচে মনোরঙ্গে মাতি!
অগুরু চন্দন আদি মাঙ্গল্য শীতল
সৌরভেতে সমীরণ হতেছে পাগল,
নারীকুল রাশি রাশি ফুলকুল নিয়া,
বরষিছে পুষ্পাসার চারিদিক দিয়া!
দুলিছে তুলসী মালা শত ভক্ত-গলে,
রত্ন-হার নিন্দা করি ভুবন উজ্জ্বলে!
মোহিত বৈষ্ণব-দল! আহা অবিরল
অপাঙ্গে আনন্দ-অশ্রু বহিছে কেবল!

সাগর সঙ্গমে যথা তরঙ্গ তরঙ্গে
রঙ্গে পড়ি আলিঙ্গন দেয় অঙ্গে অঙ্গে,
সেই রূপ ভক্তগণ দেয় গড়াগড়ি
ভকতি-সঙ্গমে ওই ভক্ত অঙ্গে পড়ি!
লক্ষ অশ্রুপাত হয় বঙ্গ-বক্ষঃ তিতি,—
হেন অশ্রু, বিন্দু যার নিন্দে গজমতি!
ধন্য দেব শ্রীচৈতন্য! বড় ভাল বাসি
ডাকিছে তোমায় আজ দীন বঙ্গবাসী!

হায়রে যামিনী যোগে যবনেরা যত
জাগিছে রজনী আজ; রুষিতেছে কত
প্রবল যবন দল! শ্রীহরি, শ্রীহরি!
বাঁচাতে বৈষ্ণবে আজ উপায় কি করি!

যতেক যবন যায় কাজীর সম্মুখে
জানায় কীর্ত্তন-বার্ত্তা; কহে মহা দুঃখে,—
"দিবা বিভাবরী ধরি নগরে চীৎকার,
খোল করতাল রোল হয় অনিবার,
অস্থির নগর-বাসী, হে বিচার-পতি,
বারণে বারণ নাই! বারণ যেমতি
মদ-মত্ত, সেই রূপ গৌরাঙ্গ নিতাই!
লঙ্ঘে কে বা, দেখি মোরা,—প্রাণে ভয় নাই,
বীর মহম্মদ আজ্ঞা? দেখিব নগরে,
লঙ্ঘিয়া কোরাণে কে বা হরিধ্বনি করে?
দেহ আজ্ঞা, শির তার দেখাব আনিয়া
রক্ত-ধারে, করতাল মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া।"

শাসিতে বৈষ্ণবে কাজী করিলা আদেশ
সরোষে, হরষে মাতি যবন অশেষ—
বায়ুযোগে বহ্নি যথা—ঘোর অত্যাচারে
ভাঙ্গিল বৈষ্ণব-পাড়া, গুঁড়া গুঁড়া করে,
শ্রীমৃদঙ্গ, চূর্ণ চূর্ণ করে করতাল!
কুঠার তুলিয়া কহে রোষ বাক্যজাল,—
"আবার যাহার মুখে শুনি হরিধ্বনি,
এ কুঠার মারি তারে বধিব এখনি!"
পৃথিবীর অর্দ্ধ পুনঃ করিয়া দর্শন
অস্তে যান দিনমণি! আসিছে তখন
রজনীর আগে আগে সন্ধ্যা শ্যামাঙ্গিনী,
হিম করে ধীরে ধীরে ফুটাতে তখনি
সলাজ সাঁজের ফুল; নেত্র কোণ মেলি
আধাঁরে অঙ্গন দেখে হৃষ্ট কৃষ্ণকেলি!
সঙ্গে করি "পবিত্রতা" "সরলতা" সই,
আমরি আঙ্গিনা হ'তে বাহিরিল ওই
প্রফুল্ল বৈষ্ণববালা, জগতে অতুল,
যতনে চয়ন করে আরতির ফুল।
কেহ বা কুটীর হতে দীপ করে করি,
আইলা অঙ্গনে ধীরে; ধীরে ধীরে মরি
রাখিলা তুলসীমূলে, নমিলা অঞ্চলে
বেষ্টি কণ্ঠ; নমে শিশু তুলসীর তলে!
শত শত দীপমালা যতনে সাজায়
সন্ধ্যায় পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়!

চারিদিকে দীপাবলী, বৈষ্ণবের বালা
সাজাইতে সংকীর্ত্তনে গাঁথিতেছে মালা
পল্লবে মুকুলে ফুলে! নাচিছে তখন
সুগন্ধি চন্দনগন্ধে মন্দ সমীরণ।
গুরুগুরু গুরুগুরু মধুর মৃদঙ্গে
বাজিল বিজয় বাদ্য, তার সঙ্গে সঙ্গে
করে করে ঝঙ্কারিল মৃদু করতাল,
আইল বৈষ্ণবকুল করে ধরি তাল,
নিমেষে বৈষ্ণবদলে প্রাঙ্গণ পূরিয়া
বাহিরিল দলে দলে হরিধ্বনি দিয়া,
ছাইয়া নদিয়া বাট, গগন বিদারি
ধ্বনিল "গৌরাঙ্গ জয়!" ভক্ত নরনারী
শত কণ্ঠে। কল্ কণ্ঠে দিলা হুলাহুলি
চারিদিকে শত শত বরাঙ্গনা মিলি।
চমকে যবন কুল।—শুনিলা অমনি
গাইছে "গৌরাঙ্গ জয়" নৈশ প্রতিধ্বনি!

তৃতীয় চন্দ্রিকা।—পাষণ্ড দলন।

"আজ্ মোর গৌরাঙ্গ সুন্দর,
ধুলায় লুটায় কাঁচা সোণার কলেবর,
মুরছি পড়য়ে দেহে শ্বাস নাহি বয়,
চৌদিকে ভকত গণ হেরিয়ে কাঁদয়।

কি নারী পুরুষ সবে হেরি হেরি কাঁদে,
পশু পাখী কাঁদে, তারা থির নাহি বাঁধে!”

উত্তাল তরঙ্গ তোলে জলধির বারি,
তেমনি গগনতল উচ্ছৃঙ্খল করি
উঠিতেছে সিংহরব—সপ্ত সম্প্রদায়
সমস্বরে সংকীর্ত্তন করে নদিয়ায়!
মধুর মৃদঙ্গ বাজে চতুর্দ্দশ খানি
সপ্ত ভাগে! আগে আগে নাচেন আপনি
মহাপ্রভু; মধ্যভাগে অদ্বৈত গোঁসাই;
সকল পশ্চাতে যেথা আর কেহ নাই,
নাচিছেন হরিদাস আপনার ভাবে,
করতালি দিয়া দিয়া নমি ইষ্টদেবে!
নাচিছেন নিত্যানন্দ লম্ফ যোড়া যোড়া,—
সপ্ত সম্প্রদায়ে নাচে পর্ব্বতের চূড়া।
দলে দলে চলে যথা কদলীর বনে
নির্ভয়ে মাতঙ্গ গণ আপনার মনে,
সেই রূপ হরিনাম সংকীর্ত্তনে রত,
আইল কাজীর দ্বারে ধর্ম্মবীর যত!
নিশীথে প্রবল বাত্যা উঠিল দেখিয়া
অনন্ত জলদ সহ, প্রমাদ গণিয়া,
গৃহস্থ গৃহের দ্বার রুদ্ধ করে যথা,
ভয়ে ভয়ে দ্বার কাজী বন্ধ করে তথা।

কতই মালতি ফুল ফুটেছে অঙ্গনে!
কামিনী-রজনীগন্ধ-গন্ধে সেই স্থানে
অন্ধ মন্দ গন্ধবহ—যেথানে ব্যাকুল
নিশিদিন নৃত্য করে, মত্ত অলিকুল।
হেন সে উদ্যানে আজি বাজিছে মৃদঙ্গ,
সংকীর্ত্তনে, নাচিতেছে করিতেছে রঙ্গ,
শত শত ভক্তবৃন্দ, পড়িছে ধূলায়,
আবার উঠিছে তিতি নয়ন-ধারায়!
চয়নে কতই পুষ্প, দলি গুল্ম লতা,
সংকীর্ত্তনে মত্ত হ'য়ে কে পড়িছে কোথা!
চারিদিক হ'তে ওই নরনারী গণে
ছড়াইছে ফুলকুল মহা সংকীর্ত্তনে!
কাজীর নাহিক আর পূর্ব্ব ব্যবহার,
গৃহেতে লুকায়ে কাজী রুদ্ধ করি দ্বার
কর্ত্তব্য-বিমূঢ় মন! ভুবন মোহিয়া
আসিছেন মহাপ্রভু দন্তে তৃণ নিয়া
কাজীর দুয়ারে আজ! দন্তে তৃণ ধরি
দুয়ারে দাঁড়ান আসি শ্রীগৌরাঙ্গ হরি,
আনত মস্তকে ওই! নয়ন সদয়!
তিতে বক্ষ নেত্র নীরে!—করেন বিনয়
গৌরাঙ্গ বিনয়-খনি, দীনহীন হয়ে!
পাপীর দুয়ারে আজ কহেন বিনয়ে,—
"উঠ তুমি ভাগ্যবান, উঠ গৃহস্বামি,
কাঙ্গাল ভিখারী দ্বারে আসিয়াছি আমি!"

যে দীনতা দীননাথ দেখান জগতে
যুগে যুগে, যোগে-যাগে প্রকাশ করিতে
মনে বাঞ্ছা!—কিন্তু কবি সজল নয়নে
সরমে লেখনি রাখে গৌরাঙ্গ-চরণে।
খুলি দ্বার চাহি কাজী দেখিলা দুয়ারে
অপরূপ! অশ্রুধার বহিছে দুধারে—
দাঁড়াইয়া দুই ভাই নিমাই নিতাই!
যবন-বিচার-পতি নিরখিয়া তাই,
নমিলা অমনি পদে যেমতি কিঙ্কর!
কি ছার কাজীর কথা!—যিনি গৌড়েশ্বর
ধরায় ধূলায় পড়ি নমিলা যে পায়,
বঙ্গের নবাব আসি নমিলা যাঁহায়,
শরণ লইল যাঁর শীতল চরণে
চণ্ডাল ভূপালাবধি জীবনে মরণে,
জগাই মাধাই লয় যে পদে শরণ,
সে পদে নমিবে নিত্য নিখিল ভুবন!
সাপটি আপন বক্ষে কাজীরে ধরিয়া
নাচেন চৈতন্য-চাঁদ! দোঁহে নিরখিয়া
নীরবে কহিলা দোঁহে আত্ম-বিবরণ!
কাজী সঙ্গে মনোরঙ্গে প্রেম আলিঙ্গন
দিলেন বৈষ্ণব যত! পরিতুষ্ট সবে
করিলা নিশিতে কাজী ঘোর মহোৎসবে!
গৌরাঙ্গ কৃপায় এবে শান্তি হ'ল যদি,
গো-বধ নিষেধ কাজী করে তদবধি।

অবাধে অবোধে হেন করিয়া শাসন
প্রবোধিয়া প্রভু দিলা প্রেম-আলিঙ্গন !
চমকে প্রভাত-তারা ! গৃহস্থ জাগিছে
গৃহে গৃহে, থাকি থাকি পাপিয়া ডাকিছে।
মিলি সবে হেন কালে যবন বৈষ্ণবে
ধ্বনিল "গৌরাঙ্গ জয় !" অতি উচ্চ রবে !
ছুটিল অমনি শুনি সুদূর বিমানে
সুপ্রভাতে শুক-তারা ত্রিদিবের পানে !
করিবেন মহাপ্রভু পাষণ্ড উদ্ধার,
পাষণ্ড আসে না পাশে, উপায় কি তার ?
দ্বারে দ্বারে ফিরিবেন সন্ন্যাসীর বেশে,
সন্ন্যাসী হইতে সাধ হ'ল অবশেষে।
আদিত্যের ন্যায় ভব-তমোরাশি নাশি
এক দিন নবদ্বীপে উপস্থিত আসি
পবিত্র মুরতি সাধু কেশব ভারতি,
উর্দ্ধরেতা যতানিল ঈশান যেমতি।
প্রশান্ত তেজস্বী সেই সাধুকুল-রবি
উপস্থিত নদিয়ায়—পবিত্রতা ছবি !
যত্নে তাঁরে গৃহে নিলা নিমন্ত্রণ করি
শচীর নয়নানন্দ নদিয়া-বিহারী !
প্রসন্ন করিয়া তাঁরে গৌরাঙ্গ জননী
শতেক ব্যঞ্জনে অন্ন দিলেন আপনি।
জানে না সে শচী মাতা সেবিলা কাহারে,
শ্রান্ত হয়ে নিশি যোগে আদেশি কুমারে,

করিতে সাধুর সেবা, ঘুমাইলা দেবী,—
কার কাছে রাখি গেলা নয়নের ছবি!
বিষ্ণুপ্রিয়া শুনিয়াছে—"ভারতী গোঁসাই"
শচী মাই জানে তার "নির্ব্বোধ নিমাই!"
নীরব নিশিতে ওই জাহ্নবী সৈকতে,
করতলে গণ্ড রাখি ভাবিতে ভাবিতে,
বসিয়া সে ভারতীর চরণের পাশে
শচীর নয়নানন্দ নেত্র-জলে ভাসে!
নীরব নিশীথ কাল! নীরব সকল!
নীরব আঁধারে ঢাকা জাহ্নবীর জল।
কত ক্ষণে দীর্ঘ শ্বাস ফেলিয়া তখন
জিজ্ঞাসিলা গৌরচন্দ্র "হে প্রভো এখন
সন্ন্যাস গ্রহণ ব্রত সাজে কি আমায়?
কহ মোরে কৃপা করি, মিনতি তোমায়।
আমাতে, কহ তা, প্রভো, কভু কি সম্ভবে,
ঝাঁপ দিব আমি সেই কৃষ্ণ-প্রেমার্ণবে?
কৃপা করি মোরে প্রভো সঙ্গে করি লও
মহাপাপী দীন আমি আমারে বাঁচাও,
দেও হে সন্ন্যাস-দীক্ষা এই দীন জনে,
ঘোষিবে সুযশঃ তব এ তিন ভুবনে!
থাকিব তোমার সঙ্গে সেবিব চরণ,
কৃষ্ণ সেবা করি আমি কাটাব জীবন!
"বিষম সন্ন্যাস ব্রত।" কহিলা ভারতি,
"দেখ রে নিমাই ভবে কত মহামতি

জপে তপে দিবা নিশি কাটায় কেবল,
কত ধর্ম্ম কত কর্ম্ম করিল সকল,—
তথাপি সন্ন্যাস নামে নিত্য ভীত তারা,
ভাবিলে সে কঠোরতা হয় জ্ঞানহারা!
অবোধ, প্রবোধ মান। সুবোধ হইয়া
সংসার সুখের আশা বিসর্জ্জন দিয়া
হতাশ-মরুর পথে কেবা যায় চলি
আত্ম সুখে কেবা দেয় চির জলাঞ্জলি!
যারা করে এ সংসারে সন্ন্যাস গ্রহণ,
তাদের হয়েছে তুল্য জীবন মরণ!
পিতা মাতা ভ্রাতা দারা বন্ধু বান্ধবের
মনস্তাপ দিয়া মাত্র, আত্মীয় জনের
চির আশা নষ্ট করি, করি সর্ব্বনাশ,
প্রবাসে থাকিতে হয় ছাড়ি গৃহবাস;
বার মাস পথে পথে, বাস বৃক্ষতলে,
"আমার" বলিতে কেহ থাকে না ভূতলে।
এ হেন অবস্থা বাছা সাজে কি তোমায়?
কি দায় ঠেকালি আজ পাইয়া আমায়?
অধিক রজনী আছে, নিদ্রা যাও তুমি;
সন্ন্যাস লইতে বাছা নিষেধি রে আমি।
আমি যাই—বুঝে দেখ, মোর সঙ্গে গেলে
ঝাঁপ দিবে বিষ্ণুপ্রিয়া জাহ্নবীর জলে।"
নীরবে রহিলা দোঁহে। নীরব যামিনী,
রজনী-জননী-কোলে ঘুমায় অবনী,

অনাহত শব্দে বহে কালের প্রবাহ;
শচীমাতা বিষ্ণুপ্রিয়া, জাগো গো মা কেহ?
তোমাদের কি বলিব? ঘটে যা সংসারে
নিয়তি নীরবে সব সংযোজনা করে।
নীরবে কালের গতি বহে ক্ষণ কাল,
কহিলা ভারতী পরে—"ঘোর মায়াজাল
কেমনে কাটাবি বাছা? যাই তবে আমি,
নিমাই, ধৈরয ধরি গৃহে থাক তুমি।
নীরবে বিদায় তাঁরে দিলেন নিমাই;
আঁধারে চলিয়া যান ভারতি গোঁসাই।
রহিলেন নদিয়ায় নদিয়া-বিহারী,
কিছু দিন, ভক্ত সঙ্গে সংকীর্ত্তন করি।

"কাহে পুনঃ গৌর-কিশোর!
অবনত মাথে লিখত মহীমণ্ডল,
নয়নে গলয়ে ঘন লোর!
কনক বরণ তনু ঝামর ভেল জনু
জাগরে নিদ্ নাহি ভায়,
যোই পরশে পুনঃ তাক বদন ঘন
ছল ছল লোচন চায়!
ক্ষণে ক্ষণে বদন পাণিতলে ধারই,
ছোড়ই দীরঘ নিশ্বাস,
ঐছন চরিতে তারল সব নর নারী,
বঞ্চিত এ অধম দাস।"

চতুর্থ চন্দ্রিকা।—সন্ন্যাস।

"আর না হেরিব প্রসর কপালে
অলকা তিলকা কাচ,
আর না হেরিব সোণার কমলে
নয়ন খঞ্জন নাচ!
আর না নাচিবে শ্রীবাস-অঙ্গনে
সকল ভকত লয়ে,
আর না নাচিবে আপনার ঘরে
আর না দেখিব চেয়ে!
আর কি দুভাই, নিমাই নিতাই
নাচিবেন এক ঠাঁই?
নিমাই বলিয়া, ফুকারি সদাই,
নিমাই কোথাও নাই!
নিদয় কেশব ভারতী আসিয়া
মাথায় পাড়িল বাজ,
গৌরাঙ্গ সুন্দর না দেখি কেমনে
রহিব নদিয়া মাঝ!"

ওই দেখা হয় হয় নিশায় উষায়,
নিশির শিশির পড়ে পাতায় পাতায়,
আকাশে ছুটিছে তারা! কে যায় সংপ্রতি
অতি দ্রুতগতি ওই লঙ্ঘি ভাগীরথী?
জাগ রে নদিয়া-বাসী, জাগরে এখন,
আর না পাইবি সেই নদিয়া-জীবন!

জাগ দেবি বিষ্ণুপ্রিয়ে, ঘুমায়ো না আর,
আজ হ'তে দুঃখময় জীবন তোমার
কাটাও কঠোর ব্রতে ; উঠিয়া প্রভাতে
কিংবা আজ দিবে ঝাঁপ জাহ্নবীর স্রোতে।
এখনো আসিয়া দেখ গৌরাঙ্গ-জননি
কোথায় চলিল তব নয়নের মণি!
আজ আবার বিশ্বরূপ ফাঁকি দিয়া তোরে,
চলি যায় পদাঘাত করিয়া সংসারে!
জনমের মত মা গো দেখ এক বার,
কি চোরে সর্ব্বস্ব ধন হরিল তোমার!
আগে পাছে ছায়া ছায়া, দৃষ্টি নাহি হয়,
ভোর ভোর ঘোর ঘোর গাছ-পালাময়
পথ ঘাট, টুপ-টাপ্ পড়িছে শিশির,
বহিল ঝির্ঝির করি প্রভাত সমীর ?
মুকুলিত তরু লতা, মধু-মক্ষিকায়
তুলিয়া মধুর তান, ফুল-মধু খায়!
উষায় চলেন পথে গৌরাঙ্গ-সুন্দর,
আকাশের পূর্ব্ব ভাগ হ'ল মনোহর,
হতেছে পাতার শব্দ গাছের তলায়,
পিক্ পিক্ পাখী ডাকে শাখায় শাখায়!
দেখা যায় সরোবর—জল থৈ থৈ,
রাখাল পল্লীর প্রান্তে করে হৈ হৈ।
বহু কালে বহু গ্রাম অতিক্রম করি,
চলিয়া গেলেন ওই শ্রীগৌরাঙ্গ-হরি।

সম্মুখে কাটোয়া পুরি ভারতি-আবাস,
নিমাই পাইলা যেন স্বকরে আকাশ!
হেরিছেন বাল রবি, গঙ্গাজলে মুখ-ছবি,—
কে বা আজ নদিয়ায় নমে সবিতায়?
নিরখিব কোন প্রাণে আর সে নদিয়া পানে?
নদিয়া-জীবন ধনে করেছি বিদায়!
আজ তোরে শচী মাই, কি ব'লে বুঝাই, তাই
ভাবিতেছি মনে মনে, প্রাণে হাহাকার!
আয় দেবি বিষ্ণুপ্রিয়ে, শচী মাই তোরে নিয়ে
কাঁদুক ফুকারি বলি "গৌরাঙ্গ আমার!"
আয় ছুটে আয় আয়, কোথায় অদ্বৈত রায়,
মাথায় পাষাণ ভাঙ্গে—ধর শচী মায়;
নিতাই রে কর মানা, নিমাই-গত জীবনা
জাহ্নবী-জীবনে ওই ঝাঁপ দিতে যায়!
কাঁদেরে নদিয়া-বাসী নয়নের নীরে ভাসি,
কা'ল যে কি কাল-নিশি এসেছিল!—ব'লে;
কাঁদে পাড়া-প্রতিবেশী ভারতী গোঁসাই আসি,
সোণার নিমাই চাঁদ নিয়ে গেছে চ'লে!
কে বা আর ঘরে ঘরে বেড়াইবে নৃত্য ক'রে
চুরি করি নেছে চোরে নোদের নিমাই;
হরি ব'লে দিয়ে সাড়া, মাতাইবে তিন পাড়া,
তেমন নিমাই ছাড়া আর কেহ নাই!
আচণ্ডালে আসি জুটে, নদিয়া-জাহ্নবী তটে,
সংকীর্ত্তন ঘাটে ঘাটে, কে করিবে আর?

জপ-মালা নিয়া হাতে নদিয়া বাজার পথে,
কে চলিবে? শূন্য আজ নদিয়া-বাজার।
সোণার নিমাই চাঁদ পাতিয়ে প্রেমের ফাঁদ
মাতালে নদিয়া-বাসী, বাকি কেহ নাই!
আবাল বনিতা যে বা, করেছে তোমার সেবা;
কেশব ভারতি কেবা, কহ ত নিমাই?
কেমন সন্ন্যাসী সে টা, নিশা কালে ফেরে বেটা,
সে বা কোথাকার কে টা, ক'টা লোকে জানে?
তোমার যে ভালবাসা, আচণ্ডালে করে আশা,—
এ প্রেম করিলে খাসা সন্ন্যাসীর সনে!
সন্ন্যাসী সাজিবে তুমি, ত্যজিয়া জনম-ভূমি?—
যাও, কিন্তু ফিরে চাও নদিয়া-জীবন,
আমরা নদিয়া বাটে, জাহ্নবীর ঘাটে ঘাটে,
অদ্যাবধি নিরবধি করিব রোদন!
কাঁদে ওই শচী মাই, তোমার কি দয়া নাই?
কাঁদে ওই বিষ্ণুপ্রিয়া ধরাসনে পড়ি!
যতেক নদিয়া-বাসী নয়নের নীরে ভাসি,
ভাগীরথী তীরে আসি যায় গড়াগড়ি!
পাইলে পূর্ণিমা তিথি উঠিতে কীর্ত্তনে মাতি,
উথলিত ভাগীরথী হরি সংকীর্ত্তনে,
আজ সে পূর্ণিমা চাঁদে, নিরখি সবাই কাঁদে,
হেরিতে গৌরাঙ্গ চাঁদে ছুটে জনে জনে।
ওই তব নিরুপমা বিষ্ণুপ্রিয়া প্রিয়তমা
রয়েছে ধরায় পড়ি, অর্দ্ধ অচেতন,

স্ত্রীহত্যা-পাতক ভয়, তোর কি নাহিক হয়?
ফিরে আয় গোরা চাঁদ, নদিয়া-জীবন!
ওই দেখ শচী মাই পাগলিনী জ্ঞান নাই,
নিমাই! নিমাই! বলি পথে পথে ফেরে;
দুঃখিনী জননী তোর, জীবন-যামিনী ভোর!
মাতৃহত্যা ভয় তোর নাহি কি অন্তরে?
ফিরে আয় গৌর-হরি, আঁধার নদিয়া পুরি!
"হরি" বলি দেরে আসি আলিঙ্গন দান!
আয় ফিরে গৌরমণি আসি কর হরিধ্বনি,—
সঞ্জীবনী নামে বাঁচা মৃতকল্প প্রাণ!
আর কি আসিবে ফিরে আবার নদিয়া পুরে,
শচীর নয়নানন্দ নদিয়া-বিহারী!
বিষাদে মলিন মুখে আবাল বনিতা দুঃখে,
"গৌরাঙ্গ" বলিয়া কাঁদে দিবা বিভাবরি!
কবি কহে সকাতরে গৌরাঙ্গ আসিবে ফিরে,
তিষ্ঠ তিষ্ঠ বিষ্ণুপ্রিয়া, তিষ্ঠ শচীমাই;
শোক-তাপহারী হরি, ভাব তাঁরে বক্ষে ধরি,—
হরি নামে বাঁধা সেই নোদের নিমাই!

উপনীত কাটোয়ায় গৌরাঙ্গ সুন্দর,
রাখিলা ভারতি তাঁরে করিয়া আদর
আশ্রমে, বিশ্রাম-শেষে গৌরাঙ্গের ভিক্ষা—
"দীন দাসে দেহ প্রভো, সন্ন্যাসের দীক্ষা।"

প্রবোধিলা বারংবার ভারতি গোঁসাই,
"নবীন বয়স তোর, দেখরে নিমাই,
অভাগা জননী তোর কাঁদে গৃহে বসি,
কি করিবে বিষ্ণুপ্রিয়া শূন্য গৃহে পশি ?
বালক, সন্ন্যাস কভু সাজে কি তোমায় ?
তোমাতে সে মহা ত্যাগ সম্ভব ত নয় !"
অমনি লুটায়ে পড়ি ভারতির পায়,
সোণার পর্ব্বত চূড়া গড়াগড়ি যায় !
দু-নয়নে বারি ধারা বহে দর দর,
কহেন গৌরাঙ্গ-হরি হইয়া কাতর,—
"সতত জীবের দুঃখে কাঁদিছে পরাণ,
সত্বর আমায় প্রভো কর দীক্ষা দান।"
"উঠরে রতন মণি" বলিয়া তখন
করিলা আচার্য্য তাঁয় ক্রোড়েতে ধারণ।
"উঠ বৎস, আজ নিশি সুপ্রভাত তব,
স্নান কর পূত জলে, মন্ত্র দীক্ষা দিব !
দিব্য পরিধাণ এই ধর বৎস করে,
পরিধাণ কর এবে বর কলেবরে !
নিয়তির কথা কিছু কহিতে না পারি,
সন্ন্যাসে সন্ন্যাসী যাক, সংসারে সংসারী !
শেখর আচার্য্য সজে নিত্যানন্দ রায়,
দত্তজ মুকুন্দ আদি আসি কাটোয়ায়
উপস্থিত, আয়োজন হইল সত্বর ;
আইল নরসুন্দর, করিতে সুন্দর

বরাঙ্গ,—গৌরাঙ্গ চাঁদ কেশ মুড়াইয়া,
ত্যজিলেন গৃহবাস বহির্ব্বাস নিয়া!
"শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য" নাম করিয়া নির্দ্দেশ,
কৌশলে আচার্য্য দিলা কৃষ্ণ-উপদেশ।
সংসারের মায়ামোহ লুকাল তখন,
তিমির মিহির হেরি লুকায় যেমন!
নিমাই সন্ন্যাস-সজ্জা করিলা ধারণ,
কটিতটে বহির্ব্বাস, মস্তক মুণ্ডন!
হাতে দণ্ড কমণ্ডলু গায়ে নামাবলী,
স্কন্ধেতে ভিক্ষার ঝুলি লইলেন তুলি!
যাও তবে যাও দেব শ্রীচৈতন্য-হরি,
নয়ন যে দিকে চায়! পথের ভিখারী!
বিশ্রাম করিবে এবে বসি তরু তলে,
ভিক্ষা মাগি খাবে অন্ন বড় ক্ষুধা হ'লে,
আজ হ'তে রাখি দেও সুখ দুঃখ যত
কৃষ্ণ-পাদপদ্মে দেব, জনমের মত!
তিষ্ঠ তিষ্ঠ শচীমাই! কাঁদ কেন আর?
জগৎ কাঁদাবে আজ নিমাই তোমার!

পঞ্চম চন্দ্রিকা।—শান্তিপুর সম্মিলন।

"জয় শচীনন্দন, ত্রিভুবন বন্দন,—
কলিযুগ কাল ভুজগভয় খণ্ডন!
বিপুল পুলক কুল, আকুল কলেবর,
গরগর অন্তর প্রেমভরে!

লহু লহু হাসনি, গদ গদ ভাষণি,
কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে!"

ক্রমে বাহ্যজ্ঞান হীন হইয়া দীনের দীন
"বৃন্দাবন"-"বৃন্দাবন" করিয়া কেবল
চলিছেন গৌর-হরি, ভুলাইয়া তাঁরে ধরি
শান্তিপুর পানে আনে ভকত সকল!
'যমুনা! যমুনা!' বলি প্রভু ছুটি যান চলি
সম্মুখে জাহ্নবী হেরি ভ্রম হ'ল তায়,
যত ভক্তগণ গিয়া শান্তিপুর দেখাইয়া,
'সন্নিকটে বৃন্দাবন' বলিয়া ভুলায়!
নদিয়া-জীবন-ধন ক্রমে করে আগমন
আবার নদিয়া পানে নদিয়া-বিহারী;
শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত, মৃত প্রাণ সঞ্জীবিত,
আবার নদিয়া-বাসী বলে 'হরি হরি'!
শুনে সবে পরস্পরে, গৌরাঙ্গ আসিছে ফিরে,
উথলিত শোকাবেগ, কাঁদে শচীমাই;
শান্তিপুরে প'ল সাড়া, উথলিল তিন পাড়া,
আবাল-বনিতা কাঁদে 'নিমাই! নিমাই!'
গৌরাঙ্গ আসিছে ফিরে, কি আনন্দ ঘরে ঘরে!
বসি গেল শান্তিপুরে আনন্দ-বাজার!
মৃদঙ্গ করঙ্গ যত, গোপীযন্ত্র মনোমত
আরম্ভিল বেচা কেনা হাজার হাজার!

করতাল একতারা, শ্রীবেহাল, সপ্তসুরা,
খঞ্জনী মন্দিরা শিঙ্গা জপমালা কত ;
তিলক তুলসী লয়ে, কত লোক দাঁড়াইয়ে
বৈষ্ণব-বরাঙ্গ সজ্জা করে অবিরত।
যতেক নগর-বাসী, প্রতীক্ষিছে দিবানিশি,
কত ক্ষণে আসিবে রে প্রাণের নিমাই !
বৈষ্ণব-কুমারী কুল, আঁচল ভরিয়া ফুল
গাঁথিছে অমূল্য মাল্য উল্লাসে সবাই !
চলিলেন অদ্বৈত, ধাইল রে ভক্ত যূথ,
ভাঙ্গিল রে শান্তিপুর গৌরাঙ্গ হেরিতে !
ওই আসে গৌরহরি, নিত্যানন্দ-গলা ধরি,
নীরবে নয়ন-জল ফেলিতে ফেলিতে !
আর ত উঠে না পা, থর থর কাঁপে গা,
ধীরে ধীরে চলিছেন নিত্যানন্দে ধরি !
ওই শান্তিপুর-বাসী, নিমাইরে ধরে আসি,
'হরি হরি' বলি ওই নিল স্কন্ধে করি !
পেয়ে আজ গৌরহরি, শান্তিপুর শান্তিপুরী !—
তৃষিতে সুশীত বারি, অন্ধ চক্ষু পায় !
অম্বরেতে প্রতিধ্বনি, গাইল মঙ্গল ধ্বনি,
জয়ধ্বনি হরিধ্বনি হুলুধ্বনি হয়।
শান্তিপুরে শ্রীগৌরাঙ্গ, নিয়া সব সাঙ্গোপাঙ্গ
ফিরিছেন বাড়ী-বাড়ী, শুধাইয়া সবে,
মুণ্ডিত মাথার কেশ, পরণ বেহাল বেশ,
জপমালা করে !—সবে দেখিছে নীরবে !

সে প্রশস্ত বক্ষঃস্থলে, তুলসীর মালা দোলে
বচন অমিয় মাখা, উদাস নয়ন!
নিরখি সবাই বলে, নিমাই দুধের ছেলে
হয়েছে অশীতি বর্ষ বৃদ্ধের মতন!
কেহ বলে ও নিমাই, তোর কি রে মায়া নাই?
কেমনে মোদের ফেলি পলাইলি তুই?
খুলি ফেল বহির্ব্বাস একি সাজ বারমাস?
আমরাও পরি, ফিরে ঘরে খুলে থুই।
ঘরে আয় যাদুমণি, রেখেছি রে সর ননী,
খা নিমাই,—বলি বুড়ী আনি দেয় পিঁড়ি;
বুড়ীর মমতা স্মরি, নিমাই গেলেন সরি,
দাঁড়াইলা বৃক্ষতলে গৃহপাশ ছাড়ি।
নিমাই বিনয়ে কয়,— "সে যে মা সম্ভব নয়,
কৃষ্ণ নাম সার করি লয়েছি সন্ন্যাস;
কি কাজ ননী-ভোজন, গৃহবাস অন্বেষণ,
কি বা প্রয়োজন করি এ বেশ-বিন্যাস?
কৃষ্ণনাম-সুধারাশি, পান করি দিবা নিশি
সুখেতে শয়ন করি বিমানের তলে!
কৃষ্ণ-কৃপা-সমীরণ, বহিতেছে অনুক্ষণ,
এর চেয়ে কি সুখ মা আছে ভূমণ্ডলে?
কর সেই কৃষ্ণনাম দিবানিশি অবিশ্রাম,
বরষিবে অবিশ্রান্ত আনন্দের সুধা,
পান করি এক দিন, খেতে চাবে চির দিন,
ঘুচিবে অনন্ত দুঃখ—দুর্নিবার্য্য ক্ষুধা।"

জাহ্নবীর মন্দ গতি, চন্দ্রমা উজ্জ্বল অতি,
সংকীর্ত্তন দিবা রাতি হয় শান্তিপুরে,
ওই নিত্যানন্দ রায়, আজ নবদ্বীপে যায়,
পথেতে সহস্র লোক ধরিয়াছে ঘিরে!
'জানি না নিমাই বই, কই সে নিমাই কই?'
শুধাইছে শত জন, কহিছেন রায়,—
এসেছেন গৌরহরি, যাও সবে ত্বরা করি,
আমি যাব এ সংবাদ দিতে শচীমায়।
দ্রুত নিত্যানন্দ রায়, ছুটি গিয়া নদিয়ায়,
কহিলেন শচীমায় শুভ সমাচার;
নদিয়া বিগত-প্রাণে, গৌর আগমন শুনে,
তাড়িত-প্রবাহ যেন হইল সঞ্চার!
নিমাই নামের ধ্বনি, গৌরাঙ্গ-জননী শুনি
ধরা-শয্যা ত্যজি দেবী উঠিবারে যায়,
আচম্বিতে শির ঘুরি, ত্রাসিয়া নদিয়া-পুরী,
ছিন্নমূলা স্বর্ণলতা ধূলায় লুটায়!
অমূল্য হৃদয়-নিধি, জগতে হারায় যদি,
যদি বিধি পুনরায় মিলায় সে ধনে,
নাম শুনি প্রাণ যায়!— কিন্তু তাই পুনরায়
সঞ্জীবনী মন্ত্র হয় মৃতকল্প প্রাণে!
নিত্যানন্দ কর্ণমূলে, 'নিমাই নিমাই' বলে,
উঠ মা নিমাই এল, নদেবাসী ধায়,
পতিপ্রাণা পতিরতা, শোকাকুলা বধূমাতা
বুঝাইয়া ঘরে রাখি চল গো ত্বরায়!

আলু থালু কেশ পাশ, অর্দ্ধাবৃত ছিন্ন বাস,
বহে কি না বহে শ্বাস, ভগ্ন মন্দিরেতে,
ধূলায় লুটায় কায়, অর্দ্ধ অচেতন প্রায়,
কে রমণী হায় হায় ধরা-শয়নেতে!
ডাকে নিত্যানন্দ রায়, নদিয়া-নিবাসী আয়,
এ যে কি বিষম হ'ল নারীহত্যা দায়!
পাড়া প্রতিবেশী ধেয়ে, জলের কলসী লয়ে
তাড়াতাড়ি ভীত হ'য়ে ঢালিছে মাথায়।
নিত্যানন্দ উচ্চৈঃস্বরে, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' ধ্বনি করে,
কেহ গিয়া তুলা নিয়া ধরে নাসিকায়!
হায় সতী পতিপ্রাণা, গৌরাঙ্গগত জীবনা,
গৌর-অদর্শনে আজ, চলিলে কোথায়?
কোথা যাও বিষ্ণুপ্রিয়া, কহিতে বিদরে হিয়া,
নিতাই গৌরাঙ্গ নিয়া, এসেছে তোমার!
নদিয়া-জীবন-ধন, করেছেন আগমন—
জাহ্নবী-সৈকতে লোক ধরিছে না আর!
দেখিবারে চাও যদি, সদয় হ'লেন বিধি,
এসেছেন গুণনিধি তব শুভক্ষণে,
পুঁছিয়া অঙ্গের ধূলি, কমল-নয়ন মেলি,
একবার উঠি দেখ কমল-নয়নে!
মুহুর্মুহুঃ অঙ্গ দহে, হু-হু করি ঘর্ম্ম বহে,
প্রাণে আর কত সহে!—এস একবার,
এসে দেখ গৌরহরি, চলিলেন আহা মরি
ভবলীলা সাঙ্গ করি, সঙ্গিনী তোমার!

ভাল ভাল শ্রীগৌরাঙ্গ, দেখাইলে ভাল রঙ্গ,
চিরদিন এই বঙ্গ কহিবে কাহিনী,
হেন পতিপ্রাণা-ধনে, ত্যজি গেলে কোন্ প্রাণে ?
এমন নিষ্ঠুর পতি, কভু নাহি শুনি !
তুমি কর "হরি হরি" কিন্তু দিবা-বিভাবরী,
বিষ্ণুপ্রিয়া 'গৌরহরি' এই মন্ত্র জপে !
একবার দুঃখ নাশি, পার্শ্বেতে দাঁড়াও আসি,
ভুবন মোহিত হোক অপরূপ রূপে !
ভাঙ্গিল নদিয়া-পুরী, হরি হরি ধ্বনি করি
আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ ধাইল পশ্চাতে !
শান্তিপুর আলো করি, হেরিবারে গৌরহরি
আইল নদিয়া-পুরী, বিমল প্রভাতে !
সবে দেয় হুলাহুলি, করে সবে কোলাকুলি,
ফেলি সবে কাঁথাঝুলি শত সম্প্রদায়,
কেহ দেয় করতাল, কেহ করে ধরে তাল,
মৃদঙ্গের সঙ্গে রঙ্গে নাচে আর গায়।
ছুটে গিয়া মাতৃস্থান, গৌরাঙ্গ জুড়ান প্রাণ
বুঝি সে দুঃখিনী মায় পড়িয়াছে মনে,
সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে নিয়া, নদেবাসী দ্রুত গিয়া,
জুড়ায় তাপিত হিয়া গৌরাঙ্গ-চরণে !
দর দর অশ্রুধারা, ছুটে যায় নেত্র-তারা,
বহে আজি শান্তিপুরে নয়নের নদী—
উঠিল রোদন-ধ্বনি, ফাটিল যেন মেদিনী !
আবাল-বনিতা বৃদ্ধ উঠিয়াছে কাঁদি !

কাঁদিতে দিবস গেল, শান্তিপুরে সন্ধ্যা এল,
মুছা'তে সান্ত্বনা দিয়া নয়নের জল ;
এস গো মা শচীমাতা, সীতাদেবী আছ কোথা,
গৌরাঙ্গের সাঙ্গোপাঙ্গে দেও অন্ন-জল !
সীতা দেবী দ্রুত গিয়া, শচীমাতা সঙ্গে নিয়া,
রান্ধিলা মোচার ঘণ্ট, কলমির শাক,—
থালা ভরি অন্ন নিয়া, ভক্তগণ মুখে দিয়া
'রাধা' নামে সিংহরবে ছাড়িতেছে হাঁক !
শত শত ভক্তবৃন্দ, করে আজ কি আনন্দ !
মহোৎসবে গায় সবে "রাধেজিকা জয় !"
খেতে খেতে নাচি উঠে, অন্ন ফেলি যায় ছুটে,
কেহ বা ভূতলে লুটে, অন্ন মাথে গায় !
সবে অন্ন মাখি লয়, এ উহার মুখে দেয়,
ব্রাহ্মণ চণ্ডালে অন্ন করে কাড়াকাড়ি ;
লম্ফ দিয়া সিংহ-রবে উঠি নিত্যানন্দ তবে,
সবাকার মধ্যে পড়ি, অন্ন খান কাড়ি !
এইরূপে শান্তিপুরী, জগন্নাথ-ক্ষেত্র করি,
কাঁদাইয়া নরনারী প্রেমের মিলনে,
শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ, করিলেন কি আনন্দ,
কি জানিব ? আমি অন্ধ ! জানে ভক্তগণে।
ত্যজি গিয়া শান্তিপুরী, নীলাচলে গৌরহরি
কি যে সে প্রেমের ধর্ম্ম করিলে প্রচার !—
দাসের হয়েছে ভয় ! না হ'লে সে প্রেমোদয়,
গাইতে সে প্রেমগান, কি সাধ্য আমার ?

অপ্রেমিক অর্থভোগী,—　নহে কবি স্বার্থত্যাগী,
না হইলে প্রেম-যোগী, প্রেমধর্ম্ম-সার,
কেমনে কহিব আমি ?—　প্রেমের চরম তুমি !
অপ্রেম-উষরভূমি　অন্তর আমার !
কি যে সে চৈতন্য ধর্ম্ম,　কে জানিবে তার মর্ম্ম ?
তথাপি প্রকাশে যারা করেছে প্রয়াস,—
শোষিয়া সমুদ্র-বারি,　পঙ্কিল গোষ্পদ পূরি,
ভাবিছে অনর্থ করি, সার্থক আয়াস !
ক্ষম দেব !—বিশ্ব-প্রেমে,　থাকি এই ভবধামে,
যদ্যপি করিতে পূর্ণ　পারি এই প্রাণ,
গাইব গৌরাঙ্গ-গাঁথা,　অন্তরঙ্গ-মর্ম্মকথা—
অমর-বাঞ্ছিত সেই　অমৃতের গান! *

"নাচত গৌরচন্দ্র গুণমণিয়া !　চৌদিকে হরিহরি ধ্বনি ধ্বনিয়া ॥
শরদ ইন্দু নিন্দ সুন্দর বয়না।　অহর্নিশ প্রেম নিঝর নয়না ॥
বিপুল পুলক পরিপূরিত দেহা।　নিজ রসে ভাসি না পায়ই থেহা ॥
তাহে ধরু নটবর বেশ !　প্রতি অঙ্গে তরঙ্গিত ভাব আবেশ ॥
নাচত নবদ্বীপ চন্দ্র !　জগজন নিমগন প্রেম আনন্দ !
বিপুল পুলক অবলম্বে !　বিকসিত ভেল তঁহি ভাব কদম্বে !
নয়নে গলয়ে ঘন লোর !　ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে ভকতহি কোর।
রস ভরে গদগদ বোল !　চরণ পরশে মহী আনন্দ হিল্লোল !
ভাবে অবশ দিবস রাতি,　নীপকুসুম-পুলক কাঁতি,
বদন শারদ ইন্দুয়া !

---

* ১২৯৭ সালে লিখিত। অবশিষ্ট ১৩০৬ সালে ও ১৩২৪ সালে লিখিত।

সঘনে রোদন সঘনে হাস, আনহি বরণ বিরস ভাষ!

নিবিড় প্রেম-সিন্ধুয়া!

অগতি পতিত কুমুদবন্ধু, হেরি উছলক রসিক সিন্ধু,

হৃদয়-কুহর-তিমিরহারী উদিত দিনহুঁ রাতিয়া!"

ষষ্ঠ চন্দ্রিকা।—নীলাচলে ও দক্ষিণাপথে।

মাতৃ অনুমতি নিয়া, শান্তিপুর তেয়াগিয়া,

নীলাচল অভিমুখে মহাপ্রভু যান;

ভক্তগণ সুবেষ্টনে, গোবিন্দ ভৃত্যের সনে,

নিত্যানন্দ সঙ্গে রঙ্গে করেন প্রয়াণ।

নীলাচল চন্দ্র স্মরি, নেত্রজলে ঝুরি ঝুরি,

নবীন সন্ন্যাসী ওই করেন গমন,

'আটিসারা' গ্রামে আসি, কৃষ্ণ প্রেমে যান ভাসি,

অনন্ত-পণ্ডিত যেথা লইলা শরণ!

তারপরে ছত্রভোগে, রামচন্দ্র খাঁর যোগে,

উদিল গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি উড়িষ্যার পটে,

রেমুনা হইতে দূরে, চলিলেন যাজপুরে,

দশাশ্বমেধের ঘাটে বৈতরণী তটে।

মহানদী স্নান ক'রে, উদিলা ভুবনেশ্বরে,

পুনঃ স্নান করি বিন্দু-সরোবর ঘাটে,

দেখিতে কপোতেশ্বর, প্রভু হন অগ্রসর,

নিতাই রহিলা বসি ভাগীনদী তটে।

নিত্যানন্দ নিরজনে বসিয়া ভাবিলা মনে,

প্রভুর সন্ন্যাস দণ্ড রয়েছে হেথায়,

রসরাজে একি দণ্ড! ও দণ্ডেরে দিব দণ্ড,
বলি দণ্ড তিনখণ্ড করেন তথায়।
ছাড়িয়া কমল পুরে, হেরিলেন প্রভু দূরে
নীলাচল চন্দ্রের সে শ্রীমন্দির-চূড়া,
দর্শনেই সবিস্ময়ে পড়েন মূর্চ্ছিত হয়ে,
পড়িতে পড়িতে যেন অস্থি হয় গুঁড়া!
নীলাচলে নানা লীলা মহাপ্রভু প্রকাশিলা,
কৃষ্ণদাস বিরচিলা সে সব কাহিনী,
সে লীলা আশ্চর্য্য অতি, আমি তুচ্ছ ক্ষুদ্রমতি,
ভাবিয়া না পাই অন্ত দিবস যামিনী!
কিছু দিনে ভক্তসাথে গৌরাঙ্গ আলালনাথে,
চলিলেন প্রেমে হরি নাম বিলাইয়া,
ক্রমেই দক্ষিণদেশে, নবীন সন্ন্যাসী-বেশে,
প্রেম বিলাইতে যান প্রমত্ত হইয়া।
গ্রামে গ্রামে মত্ত লোক, পাশরিয়া দুঃখশোক,
শ্রীকৃষ্ণের অবতার জানিয়া তাঁহায়,
সঙ্গে সঙ্গে হরি বলি নৃত্য করে বাহু তুলি,
আত্মপর যায় ভুলি উন্মত্তের প্রায়।
প্রভু তুষ্ট কূর্ম্মস্থানে, মহাকূর্ম্ম দরশনে,
কুষ্ঠী বিপ্র বাসুদেবে করিয়া মোচন,
যাহাকে সম্মুখে পান, কেবল বলিয়া যান—
কায় মনে কর সবে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন।
ক্রমে গোদাবরী তীরে, বনপথে ধীরে ধীরে,
চলিলেন প্রভু মত্ত কৃষ্ণ-ভাবনায়,

নিরখিয়া গোদাবরী, ভাবিলা যমুনা-বারি,
তটেতে শ্যামল বন বৃন্দাবন প্রায়!
কবি-কর্ণপূর ভবে, বর্ণিলা অপূর্ব্ব ভাবে
গোদাবরী তীরে মহাপ্রভু-আগমন,
গোদাবরী নীর স্পর্শে, শীতল সমীর হর্ষে
কৃষ্ণনামে নাচাইছে লতা কুঞ্জবন!
বায়ু-সঞ্চালিত বন, মধ্যে করি দরশন,
চিদানন্দে গৌরচন্দ্র হইলা বিহ্বল,
কদম্ব-বীথির ধ্বনি, ময়ূর ময়ূরী শুনি,
বিস্তারি পুচ্ছের ছটা নাচিছে কেবল।
কৃষ্ণপ্রেমে উনমত্ত, প্রভুর বাড়িছে নৃত্য,
কোথাও প্রশান্ত বন নিঃশব্দে মগন,
কোথাও প্রচণ্ড ধ্বনি, জাগাইছে প্রতিধ্বনি,
কোথাও নির্ঝর শব্দ গিরি-প্রস্রবণ।
শ্যামল প্রান্তর বন করি প্রভু দরশন,
বৃন্দাবন মনে করি উচ্চকণ্ঠ করি,
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলি, চলিলেন বাহু তুলি,
ভক্তগণ সঙ্গে রঙ্গে চলিয়াছে ঘেরি!
পরে গোদাবরী তটে, রামানন্দ সন্নিকটে,
করিলেন প্রভু নিজ মাহাত্ম্য প্রকাশ,
রামানন্দ-কথা যত, সকলি অমৃত মত,
সেই তত্ত্ব বর্ণিলেন নিজে কৃষ্ণদাস।
এ সকল লীলা করি, গোদাবরী পরিহরি
আসিলেন প্রভু পুনঃ নীলাচলে ফিরি,

শ্রীগৌরাঙ্গ-দরশনে, পুনঃ নীলাচল পানে
ছুটিলেন ভক্তগণ হরিধ্বনি করি!
সন্ন্যাসী প্রবোধানন্দ পাইয়া পরমানন্দ
শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃতে লিখিলেন বসি—
"যদি রে দুর্লভা সিদ্ধি করতলে পায় বৃদ্ধি,
যদি বা সেবক হয় সুরপুর-বাসী,
চতুর্ভুজ যদি হই তবু আমি কিছু নই,
শ্রীগৌরাঙ্গে মন প্রাণ সর্ব্বসিদ্ধি সার,
যাঁহার চরণ তল কোটী চন্দ্র সুশীতল,
যাহে বহে প্রেমগঙ্গা বরষা সুধার!" *
হেন প্রভু লাগি এবে, গৌড় ভক্ত গণ সবে
চলেছেন অবিশ্রান্ত নীলাচল মুখে,
কিছু দিনে নীলাচল, সংকীর্ত্তনে টলমল!
শতশত গৌর ভক্ত নৃত্য করে সুখে।
সার্ব্বভৌমে কৃপা করি প্রেমময় গৌরহরি
তারিতে প্রতাপরুদ্রে দিলা পদতরী,
হরিদাস গুণধাম, জপে তিন লক্ষ নাম,
তার আগমনে প্রভু কহে নৃত্য করি,—
"উঠে যাঁর অবিরাম রসনায় হরিনাম,
চণ্ডাল হলেও তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হন,

* প্রবোধানন্দ সরস্বতীর চৈতন্যচন্দ্রামৃতের শ্লোক—
পতন্তি যদি সিদ্ধয়ঃ করতলে স্বয়ং দুর্লভাঃ,
স্বয়ঞ্চ যদি সেবকা ভবিতু মাগতাঃ স্বাঃ সুরাঃ।
কিমন্যদপিমেহথ বা যদি চতুর্ভুজং স্যাদ্বপু
স্তথাপি মম নো মনাক্ চলতি গৌরচন্দ্রাত্মনঃ॥

হরি নাম লন যাঁরা যথার্থ করেন তাঁরা
সর্ব্বতীর্থ তপঃ হোম বেদ অধ্যয়ন! *
সর্ব্ব ভক্ত গণ সঙ্গে করে প্রভু রস রঙ্গে
পুরুষোত্তমের সেই মন্দির-মার্জ্জন,
গুণ্ডিচা-মার্জ্জন নামে খ্যাত তাহা পুরীধামে,
দূর করিলেন তাহে চিত্ত-আবর্জ্জন!
পরদিন রথ যাত্রা, বাড়িল প্রেমের মাত্রা,
ক্রমে আসিলেন সব গৌড় ভক্ত গণ,
শ্রীগৌরাঙ্গ-মুখশশী নিরখিয়া গৌড়বাসী
দারুণ বিরহ-জ্বালা হন বিস্মরণ।
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলি ঊর্দ্ধ মুখে বাহু তুলি,
নাচিছেন মহাপ্রভু হয়ে আত্মহারা,
কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ ধ্যান, সব কৃষ্ণ ময় জ্ঞান,
যেন রাই উন্মাদিনী দুনয়নে ধারা!
রথ অগ্রে নৃত্য করি অধীর শ্রীগৌর-হরি
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ভাসে নেত্র জলে।
অপূর্ব্ব করুণ-লীলা ভক্ত গণে দেখাইলা
কবি-কর্ণপূর তাহা বর্ণিলা কৌশলে—
"প্রভুর যে নেত্র বারি, নেত্র অভিষিক্ত করি,
নিমেষেই গণ্ডস্থলে বহিছে প্রবল,

---

* অহোবত শ্বপচোঽপি গরীয়াম্, যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা, ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ৩য় স্কন্ধ, ৩৩ অ, ৭ম শ্লোক)

তথা হ'তে বক্ষঃ পটে, নাচিয়া আসিছে ছুটে,
তথা হ'তে ত্রিধারায় ভাসায় ভূতল !
ছিন্নহার-নিপতিত মুকুতা শ্রেণীর মত,
গৌরাঙ্গ নয়ন ধারা তাপ-নিবারিণী
অজস্র বহিয়া ভবে, শীতল করুক সবে,
জগৎ-আনন্দ-ধারা মৃত-সঞ্জীবনী।" *
ভক্ত সঙ্গে রসরঙ্গে, প্রেমের পুলক অঙ্গে,
এইরূপে মহাপ্রভু করিলা বিহার,
ভক্ত ঘরে ঘরে নিত্য কীর্ত্তন-উৎসবে মত্ত,
কভু বন উপবনে আনন্দ অপার।
ভক্তগণ গৌড় দেশে ফিরিবেন অবশেষে
জননীর কথা স্মরি গৌরাঙ্গ কাতর,
ভক্তগণ করে ধরি কহিলা বিনয় করি,
করিবে মায়েরে সবে রক্ষা নিরন্তর !
ভাসি প্রভু আঁখিনীরে, কহিলেন ধীরে ধীরে,
দিও মোর জননীরে করি মোর নাম,
এই মোর আদরের জগন্নাথ প্রসাদের
"অমূল্য পাটের শাড়ী" নয়নাভিরাম !
এস গৌর-ভক্ত শত, গৌর পরিবার যত,
গৌর-প্রিয়া শ্রীমতীরে করি দরশন,

কবি-কর্ণপূরের শ্লোক—
উন্মীলা প্রথমং পরিপ্লবময়তা, পক্ষ্মাণি ভূয়ঃ ক্ষণাৎ,
শ্রীমদ্‌গণ্ডতটীষু দীর্ঘময়তা, ধারাভিরুচ্চৈস্ততঃ।
প্রাপ্যোরঃ পদবীঃ ত্রিধা প্রসরতা, ভূমৌ ত্রুটন্মৌক্তিক-
শ্রেণীবৎ ক্রিয়তাং সদৈব জগতাং, হর্ষঃ প্রভোরশ্রুণা।

গিয়া শচীমার বাড়ী, পরায়ে পাটের শাড়ী,
করি মোরা ব্রজ ভাবে যুগল-ভজন!
বহু ভক্ত গৌড়ে যান, অনেকে জুড়াতে প্রাণ
রহিলা পুরুষোত্তমে গৌরাঙ্গের পাশে,
এক দিন নিত্যানন্দে কহে প্রভু নানা ছন্দে—
ভাইরে নিতাই তুমি যাও গৌড়দেশে;
জীবের উদ্ধার তরে বাসনা ছিল অন্তরে,
আমা দিয়া সে সকল হ'লনা নিতাই,
গৌড়ে গিয়ে সবে নিয়ে কৃষ্ণ প্রেম দেও গিয়ে,
আচণ্ডাল উদ্ধারের পথ কর ভাই!
"প্রতি বর্ষে নীলাচলে আর না আসিবে,
গৌড়ে রহি মোর আজ্ঞা পালন করিবে।"
গদাধর মনোরঙ্গে, যান নিত্যানন্দ সঙ্গে,
আজ্ঞা পেয়ে নিত্যানন্দ নবদ্বীপে যান,
গদাধর পদ-কর্ত্তা গাইলেন সেই বার্ত্তা,
শুনিয়া জুড়াল তপ্ত জগতের প্রাণ!—
"বিরলে নিতাইরে পেয়ে নিজ কাছে বসাইয়ে,
মধুভাষে কহে ধীরে ধীরে,
জীবেরে সদয় হ'য়ে হরি নাম লওয়াও গিয়ে,
যাও নিতাই সুরধুনী তীরে!
প্রভু কহে নিত্যানন্দ, জীব সব হইল অন্ধ,
কেহ না পাইল হরি নাম!
এক নিবেদন তোরে, নয়নে দেখিবে যারে,
কৃপা ক'রে লওয়াইবে নাম!

কৃতপাপী দুরাচার, নিন্দুক পাষণ্ডী আর,
কেহ যেন বঞ্চিত না হয়,
শমন বলিয়া ভয়, জীবের যেন না হয়,
সুখে যেন হরিনাম লয়!
কুমতি তার্কিক জন, পড়ুয়া অধম গণ,
জন্মে জন্মে ভকতি-বিমুখ,
কৃষ্ণ প্রেম দান করি, বালক পুরুষ নারী,
খণ্ডাইও সবাকার দুখ!
জীবে দয়া প্রকাশিয়া, সংসার ধর্ম্ম আচরিয়া
পূর্ণ কর সকলের আশ!—
চৈতন্য আদেশ পেয়ে চলে নিতাই বিদায় হ'য়ে,
সঙ্গে ছিনু গদাধর দাস।"
নবদ্বীপে ফিরি আসি নিতাই বিরলে বসি,
শচী-মাকে প্রবোধিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাঁই
বসি বসি কন যত গৌর তত্ত্ব মনোমত,
উদ্ধব-সংবাদ শুনে বিরহিণী রাই!
শচী-মাতা গৌর-প্রিয়া, এ দোঁহারে কাছে নিয়া,
রাত্রি দিন নিরজনে নিতাই আমার
গৌরাঙ্গ মাহাত্ম্য-গান করিয়ে জুড়ান প্রাণ,
জুড়াইল মনোব্যথা ব্রজ গোপিকার!
"ভণয়ে বিদ্যাপতি—শুন বর নারি,
সুজনক কুদিন দিবস দুই চারি।"
বিষ্ণু-প্রিয়া শচী-মারে বুঝাইলা বারে বারে,
শচীমাতা প্রিয়াজীকে প্রবোধিলা কত,

দুজনে নির্জ্জনে থাকে, গৌরহরি বলি তাকে
গৌর-প্রিয়া শচীমাকে কহে এই মত.—
গৌর গুণগান, করি রাখ প্রাণ, জননি ত্রিতাপ নাশিয়া,
তুমি না রাখিলে, জাহ্নবী-জীবনে জীবন যাইত ভাসিয়া।
তুমি মাগো যাহা করেছ দর্শন, আমিও যে তাই দেখিগো এখন,
তারিবেন তিনি নিখিল ভুবন, আমাকেই ভাল বাসিয়া,
গৌর-প্রিয়া বলি, দেখিবে আমারে, জগতের লোক আসিয়া!
প্রতিজ্ঞা আমার, শুনগো জননি, ঘরের বাহির যাব না,
দিনমণি মুখ, দেখিব না আর, গৌরমুখ করি ভাবনা।
কারো সাথে মাগো কহিব না কথা, নদিয়া নগরে যাইব না কোথা,
ধূলার সংসারে খুঁজিব না বৃথা, বাহিরেত তাঁরে পাব না,
গৌর-মন্ত্র জপি আনন্দে ডুবিব, ত্রিজগতে কিছু চাব না!
তণ্ডুল গণিয়া, জপিব শ্রীনাম, তাহাতেই ক্ষুধা নাশিয়া,
গৌরাঙ্গ ভজন, দেখাব কেমন, দেখিবে জগৎ আসিয়া।

সপ্তম চন্দ্রিকা।—নদিয়ায় ও বৃন্দাবনে।

মহাপ্রভু নীলাচলে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহানলে
পুড়ি পুড়ি দাবদগ্ধ হরিণীর প্রায়,
স্বরূপের করে ধরি কহেন বিনয় করি,
"স্বরূপ রে, কৃষ্ণ বিনা মোর প্রাণ যায়!
নিমেষ যুগের মত বোধ হয় ক্রমাগত,
বরষার মেঘ মোর নেত্র ঢাকি রয়,

গোবিন্দ-বিরহে মোর সব অন্ধকার ঘোর,
প্রাণহীন প্রাণী আমি সব শূন্যময়!" *
বৃন্দাবন বৃন্দাবন, করিয়া কাতর মন,
বৃন্দাবনে গমনের ইচ্ছা বহু দিন,
চারি বর্ষ ঘটে নাই, প্রভুর বাসনা তাই,
ব্রজধামে যাইবেন হ'য়ে দীন হীন!
বিধি আছে একবার জন্মস্থান দেখিবার,
কি সৌভাগ্য নদিয়ার! প্রভু ভাবে তাই,
আর না সময় পাব, জন্মস্থান দেখে যাব,
শেষে গিয়ে বৃন্দাবনে জীবন জুড়াই!
"গৌরাঙ্গ ঝাট করি চলহ নদিয়া,
প্রাণহীন হইল অবলা বিষ্ণুপ্রিয়া!
তোমার চরিত যত পূরব পীরিত,
সোঙরি সোঙরি এবে ভেল মুরছিত!
সে হেন নদিয়া পুর সে হেন সঙ্গিয়া,
ধূলায় পড়িয়া কাঁদে তোমা না দেখিয়া।
কহয়ে মাধব ঘোষ—শুন গৌরহরি,
তিলেক বিলম্বে আমি আগে যাব মরি।"

বেষ্টিত ভকত গ্রাম, উচ্চকণ্ঠে কৃষ্ণনাম,
নদিয়ায় যান প্রভু মনের উল্লাসে,

* মহাপ্রভুর শ্লোক,—
যুগায়িতং নিমেষেণ, চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং, গোবিন্দ-বিরহেণ মে॥

পথে পথে দরশন কতই শ্যামল বন,
কৃষ্ণময় হেরি প্রভু নেত্রজলে ভাসে!
অতিক্রমি নানা স্থান 'পাণিহাটী' প্রভু যান,
সেখানে সহস্র লোকে অজস্র কীর্ত্তন
করিলেন দিবানিশি, কি আনন্দ দশ দিশি,
জলপথে শান্তিপুরে করেন গমন।
সার্ব্বভৌম-ভ্রাতা যিনি বাচস্পতি নাম, তিনি
সমাদরে নিজ ঘরে প্রভুরে আনিয়া,
কীর্ত্তনে মাতায়ে দেশ, সেবা করি সবিশেষ,
'কুলিয়ায়' চলিলেন প্রভুকে লইয়া।
সপ্ত দিবানিশি তথা, উন্মাদিনী কৃষ্ণ-কথা,
সংকীর্ত্তনে মত্ত লোক সেই প্রদেশের,
বিষ্ণুপ্রিয়া শচীমাতা শুনিছেন সব কথা,
যাইতে নিষেধ তথা কেবল তাঁদের!
জন্মস্থানে এস প্রভু, আর না আসিবে কভু,
গৃহপানে একবার এস, ফিরে চাও,—
ভাসে মাতা নেত্রজলে, প্রিয়া পড়ি ধরাতলে,
একবার দেখে যাও, দেখা দিয়ে যাও!
নদিয়ায় জানা, শচীর আঙ্গিনা, লতায় পাতায় ঘেরা,
তুলসী কানন, ফুলের বেষ্টন, আছয়ে সবার সেরা!
দেখিবে কি আর, ঘর শচীমার, পবিত্র আশ্রম হেন?
চারিদিকে ফুল, অশোক বকুল, কুসুম কুটীর যেন!
বিমল প্রভাতে, দয়েল পাপিয়া, ডাকিছে অশোক-শাখে,
জুড়াইয়ে প্রাণ, পাখী করে গান, গৌরাঙ্গ বলিয়া ডাকে!

তুলসীর গন্ধ, অলিকুল অন্ধ, উড়িয়া আসিছে ঝাঁকে,
বিষ্ণুপ্রিয়া সতী, গৌরাঙ্গ মূরতি, তুলসী তলায় আঁকে!
গৌরাঙ্গ বলিয়া একটি রাখিয়া, যে কটি তণ্ডুল থাকে,
গণিয়া গণিয়া সেকটি লইয়া, ভোজনে জীবন রাখে।
তুলসী তলায়, প্রাণ-দেবতায়, ধূলায় আঁকায় সতী,
করিয়া প্রণাম, কতই আরাম, লভয়ে সরল-মতি!
জননী দেখিয়া, আকুল হইয়া, সে ছবি বুকেতে ধরে,
দেখিয়া দেখিয়া, গৌরপ্রিয়া গিয়া, লুটায় তাহার পরে!
স্বপ্নে দেখে ধনী—যেন গুণমণি, আইলা নদিয়া পুর,
যত দুখ ছিল, সব দূরে গেল, বিরহ যাতনা দুর!
শচীমাতা গিয়ে, যেন ক্রোড়ে নিয়ে, চুমিল শ্রীমুখ চাঁদে,
নদিয়া-নাগরী গৌরাঙ্গ নেহারি, পড়িল রূপের ফাঁদে!
স্বপ্ন ভাঙ্গি গিয়া, দুরু দুরু হিয়া, নয়নে নিদ্রার নাশ,
সুখ চলি গেছে, দুখ আছে কাছে, নাই সে বদন-হাস!
হা প্রভু গৌরাঙ্গ, তোমার অর্দ্ধাঙ্গ, আর কি পরাণে বাঁচে?
ব্রজের মিলন, করিয়ে স্মরণ, বারেক যাওহে কাছে!

প্রাণাধিক প্রভু হে, বৈশাখের রৌদ্র,
তপ্ত করে বিষ্ণুপ্রিয়া বিরহ সমুদ্র।
নিদারুণ দিনকর কিরণ দহিল,
যদিও পাষাণ ফাটে কুসুম ফুটিল!—
যদিও সন্ন্যাসী হ'লে, বাহুড়িলে পুনঃ,
ও চাঁদ বদন প্রিয়া না দেখিবে কেন?
জ্যৈষ্ঠ মাসে সৃষ্টি যবে উত্তপ্ত সকল,
শ্রীমতী শ্রীনাম তব জপয়ে কেবল!

তোমায় স্মরিয়া প্রাণ কাঁদে রাতি দিন,
ছট্‌ফট্ করে সতী জল বিনা মীন!
প্রাণাধিক প্রভু একি নিদারুণ হিয়া,
অনলে পশিবে বুঝি তব বিষ্ণুপ্রিয়া!
মধুময় আম জাম পাকিল রসাল,
কোকিলের কুহু কুহু বজর বিশাল!
ফুলে ফুলে মধুপানে মধুকর গান,
তব মুখ ধ্যানে সতী রাখিয়াছে প্রাণ!
আষাঢ়ে আকাশে মেঘ করে টলমল,
তোমার প্রিয়ার চক্ষু করে ছল ছল্।
হ'তেছে মেঘের নাদ ময়ূরীর নাট,
আর না যাইবে সতী জাহ্নবীর ঘাট।
এল এল—দিন দিন করি গেল মাস,
মাস বর্ষ গেলে গেল জীবনের আশ!
প্রাণাধিক প্রভু হে সঙ্গে নিয়ে যাও,
ব্রজনাথ ব্রজেশ্বরী পানে ফিরে চাও!
শ্রাবণে দাদুরী রোল ধারা সারা নিশি,
গুমরিয়া কাঁদে ধনী গৃহ কোণে বসি!
গগনে শ্যামল মেঘে সৌদামিনী ছটা,
কেমনে কাটাবে ধনী এই দিন কটা?
নয়নের নিদ্রা গেল বদনের হাস,
সুখ গেছে তব সঙ্গে দুখ তার পাশ।
আসিল ভাদর সদা বরষে বাদর,
বিষ্ণু-প্রিয়া মরে বিনা তোমার আদর!

এ দিকে ভাদ্রের তাপ সহনে না যায়,
ও দিকে জলদ নাদে গৌরাঙ্গ জাগায়।
ডাকে সতী—হা গৌরাঙ্গ অনাথের নাথ!
দাদুর দাদুরী রবে যেন বজ্রাঘাত!
যদি বা আসিলে কাছে না আসিলে বাড়ী,
নিজ বাড়ী ছাড়ি কেন ফের বাড়ী বাড়ী?
প্রাণাধিক প্রভু হে খর ভাদ্র খরা,
ধরাতলে পড়ি সতী জীয়ন্তে সে মরা!
আশ্বিনে অম্বিকা পূজা শরতের শশী!
তিন দিন বিষ্ণু প্রিয়া জপে রবে বসি।
সকলে আসিল বাড়ী পিয়া পরদেশ,
মাস গণি আশ গেল, শ্বাস অবশেষ!
শারদীয় চাঁদ হাসে, না পোহায় রাতি,
শ্রীমতী আঁধার ঘরে না জ্বালিবে বাতি!
আইলে কর্ত্তিক মাস, শরতের শেষ,
ধ্যান করে ধনী গৌর নটবর বেশ!
দারুণ নূতন হিম হিমালয় বা,
কেমনে বা ছিন্ন বস্ত্রে ঢাকিবে সে গা?
কত ভাগ্যে ভাগ্যবতী হয়েছিল দাসী!
প্রাণাধিক প্রভু হে দেখা দেও আসি।
অগ্রাণে নবান্ন ভোজ হয় ঘরে ঘরে,
ঘর হ'তে সতী নাহি বাহিরায় ডরে!
হয়েছে নূতন ধান্যে নবান্ন-বিন্যাস,
বিষ্ণুপ্রিয়া মরে স্মরি তোমার সন্ন্যাস।

কমণ্ডলু ভরা জল শয়ন কম্বলে—
নদিয়ায় থাক, প্রিয়ায় রাখ পদতলে।
প্রাণাধিক প্রভু হে সর্ব্ব জীবে দয়া,
শ্রীমতীকে দেও রাঙা চরণের ছায়া!

পৌষের পার্ব্বণ বড় ঘরে ঘরে পিঁঠে,
গৌর নাম জপে ধনী বড় লাগে মিঠে।
সকলে প্রবল শীতে জ্বালিছে আগুন,
বিষ্ণুপ্রিয়া হৃদে অগ্নি জ্বালায় দ্বিগুণ।
তোমার সন্ন্যাস সতী কিরূপে বা সহে?
সংকীর্ত্তন ধর্ম্ম তব, সন্ন্যাস ত নহে!

মাঘের দারুণ হিমে কাঁপে তার অঙ্গ,
কেবল সঘনে ডাকে বলিয়া গৌরাঙ্গ!
অক্রূর নিকটে নিল মথুরা নগরী,
ভারতী তোমায় কেন করে দেশান্তরী?
যাবৎ সন্ন্যাস তব না হেরি তোমায়,
রাতি দিন বিষ্ণুপ্রিয়া রোদনে গোঁয়ায়!
হয়েছে 'দশমী দশা' বহে কিনা শ্বাস,
নদিয়া নাগরী মনে লাগিয়াছে ত্রাস!

হায় হায় নদিয়ায় আসিলে ফাগুন,
শ্রীমতী পূর্ণিমা রাতি দেখয়ে আগুন!
ফাল্গুনী পূর্ণিমা প্রভু, তব জন্ম তিথি,
না হয় বারেক এস হইয়ে অতিথি!
যোগী সাজে গিয়েছিলে দেখিবারে রাধা,
সন্ন্যাসী সাজিয়ে এস, কে দিবে গো বাধা!

মধুমাসে মৃদু আসে মলয় পবন,
সিহরয়ে সতী করি গৌরাঙ্গ স্মরণ!
বজ্র বাজে! ফুলে ফুলে ভ্রমরার ডাক,
শুনি বলে গৌর প্রিয়া—যায় প্রাণ যাক!
চৈত্রেতে চাতক পাখী বিরহ জাগায়
বিষ্ণু প্রিয়া কাঁদে হেরি মধু মক্ষিকায়।
বসন্তে কোকিল বধূ ডাকে কুহু কুহু!
উহু উহু-বিষ্ণু-প্রিয়ার মূর্চ্ছা মুহুর্মুহুঃ!
এস হে প্রাণের প্রভু, বাড়ী পানে চাও
এক বার দেখে যাও, দেখা দিয়ে যাও।

ক্রমে সে কুলিয়া ছাড়ি, যান প্রভু নিজ বাড়ী,
সেই ঘাট সেই বাট জাহ্নবীর তটে,
পাইলে পূর্ণিমা রাতি, সকলে কীর্ত্তনে মাতি
উঠিতেন—সেই ঘাট পুনঃ সন্নিকটে!
হেরি নবদ্বীপ ধাম অবিরাম কৃষ্ণনাম
করিয়া চলেন প্রভু শচী আঙ্গিনায়,
বলিছেন উচ্চৈঃস্বরে "হরে কৃষ্ণ হরে হরে!"
ভাসে দুটি পদ্ম চক্ষু প্রেমের ধারায়।
অজস্র সহস্র লোকে কীর্ত্তন করিছে সুখে,
"হরেকৃষ্ণ" শত মুখে বলে ভক্ত গণ,
প্রভু আঙ্গিনায় চড়ে, শচীমা আছাড়ি পড়ে,
পশ্চাতে আছাড়ি পড়ে আর এক জন!
ঘন বহে দীর্ঘ শ্বাস, আলু থালু কেশপাশ,
প্রভাতের শশিকলা ধূলায় ধূসর,—

গৌরপ্রিয়া আহা মরি উঠিলা রোদন করি,
উঠিল রোদন করি পশু পক্ষী নর!
সহস্র কণ্ঠেতে শুনি, কেবল রোদন ধ্বনি!
কে কি বলে, কোন কথা শুনা নাহি যায়,
ধরিয়া জননী-করে, গৌরাঙ্গ কাতর স্বরে,
বলি "হরে কৃষ্ণ হরে" মায়েরে বুঝায়!
মাকে সান্ত্বনিয়া শেষে বিষ্ণুপ্রিয়া-শিরোদেশে
রাখিলেন খুলি কাষ্ঠ পাদুকা দুখানি,
"কৃষ্ণ-প্রিয়া ভব" বলি আশীষি গেলেন চলি,
শ্রীমতী পাদুকা বক্ষে ধরিলা অমনি!
করেন গৌরঙ্গ স্তব গৌরাঙ্গ-জননী,
শুনিয়া জুড়াল প্রাণ, জুড়াল অবনী!—
যশোদারে কৃপা যথা করেছ ব্রহ্মাণ্ডপতি,
পুত্র হয়ে আসি মোরে করুণা করেছ অতি।
সোণার নিমাই চাঁদ, জানিনারে তোমা বই,
আমি যেন চিরদিন তোমাতে মিশিয়ে রই!
প্রথমে করিলি বাছা মোর বক্ষে স্তন পান,
অন্তিমে করিস বাপ তোর বক্ষে স্থান দান!
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শ্রীঅঙ্গে দেখিতে পাই,
সুখে থেক, মনে রেখ নদিয়ার শচী মাই!
জগৎ নিস্তার তরে বিস্তারিলে হরি নাম,
দেখ দেখ, মনে রেখ, মায়েরে হ'ও না বাম!
স্বয়ং লক্ষ্মী-বিষ্ণু-প্রিয়া সেই অর্দ্ধ অঙ্গ তব
বক্ষে ধরি, গৌরহরি ত্রিতাপে শীতল হব!

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায়চ,
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ"।
নত শির নোয়াইয়া ভূমে পড়ে গৌরপ্রিয়া,
সাষ্টাঙ্গে ভূতলে লুটি করিয়া প্রণাম
করেন গৌরাঙ্গ স্তব, অতি ক্ষীণ কণ্ঠরব,
দুটি কর জুড়ি, নেত্রে ধারা অবিরাম।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড পতি, কেবল লীলার ছলে,
কৃপা করি গৌর-হরি আসিলে অবনীতলে!
শুনেছি বৈকুণ্ঠে থাক, ও বক্ষে লক্ষ্মীকে রাখ,
লক্ষ্মীপতি এ দাসীরে রেখ তব রাঙা পায়,
পদে বসি যেন দাসী শ্রীপদে মিশিয়ে যায়।
পাপীতাপী দুঃখীদের মায়াপাশ ছিন্ন করি
হরি বলি বাহু তুলি বলাইছ হরি হরি!
ছিঁড়িয়া মায়ার ডোর, ওহে ব্রজ-মন-চোর,
এসেছ বিলাতে প্রেম, যেন কি ঠেকেছ দায়,
পদে বসি যেন দাসী শ্রীপদে মিশিয়ে যায়।
অবিরল নেত্র জল সহস্র প্রেমের ধারা,
বহিছে নয়নে বক্ষে, কি ধন হয়েছ হারা!
শ্রীঅঙ্গে পুলক ঘন সিহরে কদম্ব যেন,
উথলিত প্রেম সিন্ধু ভক্ত গণ ভাসে তায়,
পদে বসি যেন দাসী শ্রীপদে মিশিয়ে যায়।
ত্রিলোক বন্দিত তনু! তুলনা কি দিব?
"মধুরং মধুরং বপু রস্য বিভোঃ"!
নর্ত্তন মধুর মন্দ, মধুর পদারবিন্দ,

চরণ পরশি মহী প্রণমিছে রাঙা পায়,
পদে বসি যেন দাসী শ্রীপদে মিশিয়ে যায়।
প্রেমময় স্বর্ণ কান্তি দণ্ড কমণ্ডলু ধারি!
উদ্ধারিতে পাপী তাপী সন্ন্যাসের ছল করি,
অবনীতে প্রেমসিন্ধু এসেছ পতিত-বন্ধু,
শুদ্ধ প্রেম-অবতার অবতীর্ণ নদিয়ায়,
পদে বসি যেন দাসী শ্রীপদে মিশিয়ে যায়।
হরিনাম সংকীর্ত্তনে নৃত্য কর ব্রজেশ্বর,
হেরিয়া লুটায় পদে কতশত সুরনর!
নিত্যানন্দ গৌড়ে আসি প্রেমে ভাসি দিবা নিশি,
কি শুনালে গৌর তত্ত্ব আমায় ও শচী মায়!
পদে বসি যেন দাসী শ্রীপদে মিশিয়ে যায়!
আঁধারের ভাল মন্দ, আমাদের অন্ধ তমঃ,
দূর কর প্রেম ময়, ঘুচায়ে মায়ার ভ্রম!
ও শ্রীঅঙ্গে ব্রহ্মজ্যোতিঃ দেখাইলে বিশ্বপতি,
গোপীনাথ গোপীগণ মিশেছে ও রাঙা পায়!
পদে বসি যেন দাসী শ্রীপদে মিশিয়ে যায়!
"আনন্দ লীলা- রস বিগ্রহায়,
হেমাভ দিব্য চ্ছবি সুন্দরায়!
তস্মৈ মহা প্রেম- রস প্রদায়,
শ্রীগৌর-চন্দ্রায় নমো নমস্তে।"
"প্রণয়-পরিণতাভ্যাং, প্রতিপদ ললিতাভ্যাং
প্রত্যহঃ নূতনাভ্যাং প্রতি মুহুরধিকাভ্যাং
প্রফুল্ল লোচনাভ্যাং

প্রবহতু হৃদয়ে নঃ প্রাণনাথঃ কিশোরঃ।”

প্রণয়েতে পরিণত, প্রতিপদ সুললিত
প্রত্যহ নূতন, প্রতি মুহূর্ত্তেই সমধিক,
প্রফুল্ল কমল-নেত্র, কি সুন্দর, কি পবিত্র!
প্রাণেশ চির কিশোর, হৃদে এস প্রাণাধিক!

শচীর আঙ্গিনা ছাড়ি নিমেষে তখন
বৃন্দাবন পথে প্রভু করেন গমন;
জাহ্নবীর তট-বাটে চলিলেন রঙ্গে,
কৃষ্ণনাম দিয়া যান, ভক্ত গণ সঙ্গে!
কিছু দিনে বৃন্দাবনে উপনীত হন,
দর্শন করেন প্রভু গিরি গোবর্দ্ধন।
নানা লীলা-স্থান হেরি হরষ অন্তরে,
নাচেন যমুনা তটে কৃষ্ণ প্রেম ভরে।
বহু লোক সঙ্গে করি কৃষ্ণ-গুণ গান,
দেখি বৃন্দাবন ধাম জুড়ান পরাণ।
যেই দিকে যান প্রভু, দেখিছেন যাকে,
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলি ডাকিছেন তাকে!
বহু দিন বহু রঙ্গ ভক্ত সঙ্গে করি,
ফিরিলেন মহা প্রভু নীলাচল স্মরি!
রূপকে প্রয়াগে আসি ভক্তি শিক্ষা দিলা,
কাশী আসি সনাতনে ভক্তি বিলাইলা,
সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দে প্রবোধিয়া কত,
শিখাইলা বেদান্তের ভক্তি ব্যাখ্যা যত!
বেদান্তের শুষ্ক ব্যাখ্যা করি পরিহার,

ভক্তিময় রস-ব্যাখ্যা করিলা প্রচার!
পড়িলা প্রকাশানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গ-পদে,
সর্ব্ব শাস্ত্র ভক্তি মাখা দেখে পদে পদে!
লোক মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণে নমিয়া,
নাচেন প্রকাশানন্দ দু'বাহু তুলিয়া!
কাশী হ'তে মহাপ্রভু আসিলেন পুরী,
ছুটিল ভকত বৃন্দ সংকীর্ত্তন করি।
পরাণ পাইল এবে নীলাচল বাসী,
উদিল প্রভাত ভানু তমোরাশি নাশি!

অষ্টম চন্দ্রিকা—প্রেম-সমাধি।

কেবল প্রেমের ধর্ম্ম করিতে প্রচার,
শ্রীগৌরাঙ্গ ধরাতলে হন অবতার!
ত্রিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম গৌর-কলেবরে,
ষড়্ বর্ষ এই গত সন্ন্যাসের পরে।
আর অষ্টাদশ বর্ষ লীলা নীলাচলে,
অষ্টচত্তারিংশ বর্ষ লীলা ভূমণ্ডলে!
চতুর্ব্বিংশ বর্ষ প্রভুর নবদ্বীপ লীলা,
আর চতুর্ব্বিংশ তাঁর সন্ন্যাসের খেলা!
নীলাচলে শেষে হন বিরহিণী রাই,
করেন গম্ভীরা লীলা, দিব্যোন্মাদ তাই।
অমূল্য বিরহ-সুখ- সম্ভোগে সংপ্রতি,
কৃষ্ণ অদর্শনে ভুঞ্জে "পরকীয়া রতি!"

"শূন্য কুঞ্জ-মণ্ডপকোণে, যোগাভ্যাস-কৃষ্ণ ধ্যানে,
তাঁহা লঞা রহে শিষ্যগণ,
কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন সাক্ষাৎ দেখিতে মন,
ধ্যানে রাত্রি করে জাগরণ।" (চৈ, ৪র্থ পরিচ্ছেদ অন্ত্যলীলা)

গোবিন্দ প্রভুর সেবা করে দিবা রাতি,
স্বরূপ শুনান শ্লোক ব্রজরসে মাতি।
ব্রজরসে সুরসিক রামানন্দ রায়
কবিত্ব শুনান সুখে অমৃতের প্রায়।
বিরহেতে দিব্যোন্মাদ ভাব ধরি প্রভু,
কোথা প্রাণনাথ বলি ছুটি যান কভু!
মহা প্রেম-সমাধিতে দিবা রাতি রন,
কভু সর্ব্ব লোক মধ্যে অদর্শন হন!
কভু বলে কোথা র'লে কৃষ্ণ গুণধাম,
হা হা নাথ, হে রমণ নয়নাভিরাম!
অবশেষে এক দিন হন নিরুদ্দেশ,
নানা দেশ খুঁজি কেহ না পায় উদ্দেশ!
কেহ বলে চটক পর্ব্বতে প্রবেশিলা,
কেহ বলে জগন্নাথ অঙ্গে মিশাইলা!
কেহ বলে ঝাঁপ দিলা হা কৃষ্ণ বলিয়া
পদ্ম-হ্রদে, পদ্মে কৃষ্ণ নাচেন দেখিয়া!
শ্রীমন্দিরে মিশালেন কেহ বলে কভু,
কেহ বলে সিন্ধু জলে প্রবেশিলা প্রভু!
মহাপ্রভু মহাভাব ধরি শ্রীমতীর,
পশিলা বারিধি-তলে প্রেম সমাধির!

"জয় জয় জগতে গৌরাঙ্গ অবতার!
কলিযুগ বারণ মদ বিনিবারণ,
হরিধ্বনি জগত বিথার!
নিজ রসে ভাসি হাসি ক্ষণে রোয়ই,
আকুল গদগদ বোল,
প্রেম ভরে গর গর, না চিনে আপন পর,
পতিত জনেরে দেই কোল!
আপাদ মস্তক পূর্ণ পুলকিত
প্রেম ছল ছল আঁখি,
আপন গুণ শুনি আপহি রোয়ত,
হেরি কাঁদয়ে পশু পাখী।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, অদ্বৈত নিত্যানন্দ,
পারিষদ সঙ্গে অবতার,
গোলোকের প্রেমধন, সবারে যাচিয়া দিল,
না লইনু মুই দুরাচার।
আরে পামর মন, বড় শেল রহল মরমে!
হেন সংকীর্ত্তন রসে ত্রিভুবন মাতল,
বঞ্চিত মো হেন অধমে!
গৌরাঙ্গ নিতাই পদ কল্পতরু ছায়া নিয়া,
সব জীব তাপ পাশরিল,
মুই অভাগিয়া, বিষ-বিষয়ে মাতিয়া
রহিনু হেন যুগে নিস্তার নহিল!

অন্তরঙ্গ খণ্ড।

নবম চন্দ্রিকা।—লীলাতত্ত্ব।

"জয় নন্দ-নন্দন গোপীজন বল্লভ
রাধা নায়ক নাগর শ্যাম
সো শচী নন্দন নদিয়া-পুরন্দর,
সুর মুনি গণ-মনো মোহন ধাম!
জয় নিজ কান্তা— কান্তি কলেবর
জয় জয় রাধিকা-ভাব-বিনোদ,
জয় ব্রজ-সহচরী— লোচন-মঙ্গল,
জয় নদিয়া-বধূ নয়ন আমোদ!"

অনুমতি চাহে দাস, কৃপা কর কৃষ্ণদাস,
তব গ্রন্থ মহারত্ন-খনি,
সে রত্ন আবৃত আছে, তুলিয়া জীবের কাছে
দেখাইব নীল কান্তমণি!
গুরু যত ভক্ত যত, ভবে অবতার যত,
ঈশ্বর-প্রকাশমূর্ত্তি আর,
তাঁর শক্তি নানা মত যেখানে আছেন যত
পাদ-পদ্মে প্রণতি আমার!
শ্রীগৌরাঙ্গ ধন্য ধন্য, যিনি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য,
তিনি ভিন্ন অন্য গতি নাই!
শ্রদ্ধা ভক্তি প্রেম ভরে, তাঁর পাদ-ইন্দীবরে,
আত্ম সমর্পণ করি তাই!

ধন্য ধন্য আহা মরি, শ্রীগৌড়-উদয়গিরি,
রবি-শশিরূপে আসি যথা,
একত্রে পরমানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দ
সমুদিত সুমঙ্গল-দাতা।
উপনিষদাদি বেদ জ্ঞানেতে জানি অভেদ,
বলেন অরূপ ব্রহ্ম যাঁরে,
সে অরূপ ব্রহ্মজ্যোতিঃ সরূপ কৃষ্ণের ভাতি
নাচে গৌর কান্তির মাঝারে!
কৃষ্ণ-চৈতন্যের কাছে "সরূপা অরূপা" নাচে
বিবাদিনী দুইটি সতিনী,
পতিকে কাড়িয়া নিতে, চুলাচুলি দুজনাতে,
যেন সত্যভামা ও রুক্মিণী!
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র যাঁরে, আত্মা বলি ব্যাখ্যা করে,
শ্রীচৈতন্য অংশ তিনি ধন্য!
ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ আর, ভগবান্ নাম যাঁর
মূর্ত্তিমান্ তিনি শ্রীচৈতন্য!
গৃহ আলো দীপালোকে, সেই আলো দীপে থাকে
দীপ অঙ্গে কত জ্যোতিঃ হেরি,
একটি সূর্য্যের কাছে সহস্র কিরণ নাচে,
ব্রহ্মজ্যোতিঃ বাঁচে কৃষ্ণে ধরি!
ধরি গগনের ইন্দু, বাঁচে জ্যোৎস্না, নাচে সিন্ধু
মাধ্যাকর্ষণেই বদ্ধ ধরা,
"মধ্যবিন্দু" ধরি মাত্র, থাকে "অনন্তের" গাত্র,
কৃষ্ণ বিনা ব্রহ্মজ্যোতিঃ মরা!

ব্রহ্ম ব্রহ্মজ্যোতিঃ ধ্যান　একই বস্তু "শুদ্ধজ্ঞান" :
ব্রহ্ম কিছু নহে জ্যোতিঃ ভিন্ন,
সেই জ্ঞান জ্যোতিঃ-কেন্দ্র　প্রেমে মাখা কৃষ্ণ চন্দ্র,
সেই চন্দ্র　শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য !
আছে যত জ্ঞান-তত্ত্ব,　তার মাঝে পরতত্ত্ব
গৌরতত্ত্ব　মহত্ত্বের ধাম,
যেন শুদ্ধ তপ্ত হেম,　বিমল পবিত্র প্রেম,
বঙ্গ ভূমে 'শ্রীগৌরাঙ্গ' নাম !
কভু কোনো অবতারে,　কোনো জন ত্রিসংসারে,
পায় নাই যে অমূল্য নিত্য সত্য ধন,
সে উজ্জ্বল প্রেম-রস,　হইয়া প্রেমের বশ,
করিবারে অকাতরে ভবে বিতরণ ;
হেরি কলিযুগ-তমঃ,　মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড সম,
অবতীর্ণ অবনীতে হইলেন যিনি,
মহা প্রেমে পরিপূর্ণ,　তপ্ত কাঞ্চনের বর্ণ,
হৃদয়-কন্দরে যেন স্ফূর্ত্তি পান তিনি।
মৃগেন্দ্র গিরি-কন্দরে,　করিকুল ধ্বংস করে,
হৃদয় কন্দরে কাম ক্রোধ করে বাস,
গৌর-হরি সে কন্দরে,　হরিধ্বনি-হুহুঙ্কারে,
দুরন্ত ইন্দ্রিয় গণে করুন বিনাশ !
বিগলিত কৃষ্ণ-প্রেম,　যেন বিগলিত হেম,
তাতেই গঠিত রাধা, সুবর্ণ প্রতিমা,
কৃষ্ণের আনন্দ-শক্তি　ধরিয়াছে রাধা-মূর্ত্তি,
বেদ বেদান্তাদি যার দিতে নারে সীমা।

রাধাকৃষ্ণ এক তত্ত্ব, প্রেমের সমাধি গত,
বিলাসের বাসনায় দেহ ভেদ হয়,
চির কাল বিলাসেতে, দুই দেহে আনন্দেতে,
প্রকৃতি-পুরুষ হন এক রসময়!
কৃষ্ণ সনে শ্রীরাধার মিলন যে কি প্রকার,
প্রকৃতি-পুরুষ তনু মিলন কেমন,
দেখাইতে তুমি হরি, রাধা-ভাব-কান্তি ধরি,
ভূতলে অতুল শোভা করিলে ধারণ।
প্রেমযোগ-মহামন্ত্র শিখাইতে মহা যন্ত্র—
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য তুমি উদিত ধরায়,
শিখালে প্রেমের অর্থ— 'প্রেম পূর্ণ পুরুষার্থ'
জগতের প্রেম-গুরু প্রণমি তোমায়।
রাধা-প্রেম-পারাবার, কতই মহিমা তার,
অন্ত তার দেখিবার অভিলাষ করি,
আপন মাধুর্য্য-ধন, করিবারে আস্বাদন,
নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছ হরি।
শ্রীকৃষ্ণেরে ধ্যান করি, শ্রীরাধিকা ব্রজেশ্বরী,
কত সুখ আহা মরি করেন সম্ভোগ,
সেই সুখ ভুঞ্জিবারে, রাধানাথ এ সংসারে
শচী-গর্ভে আবির্ভূত করি মায়া যোগ।
তুমি গৌর পূর্ণানন্দ, তুমিই সে নিত্যানন্দ,
তুমিই অদ্বৈত-তত্ত্ব ভক্ত-অবতার,
শ্রীবাসে তোমারি তত্ত্ব গদাধরে তব স্বত্ব—
পঞ্চ জন 'পঞ্চ তত্ত্ব', শ্রীঅঙ্গে তোমার।

ধন্য শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য, নিত্যানন্দ ধন্য ধন্য,
ধন্য শ্রীঅদ্বৈত, পদে থাকে যেন চিত,
আর কি পাবি রে মন, সে দেব-দুর্লভ ধন,
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-পদ, মুক্তি-বিনিন্দিত !
অপার পরমানন্দ, শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ,
রবি-শশী সম আসি নাশি অন্ধকার,
প্রেমের কবাট খুলি, জীবেরে নিলেন তুলি,
রুদ্ধ করি শোক তাপ দুঃখের দুয়ার।
হইয়া অজ্ঞান-অন্ধ, ভুলিয়া পরমানন্দ
ভাবিয়াছে মন্দমতি মানব সকল,
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ, জীবের চরম লক্ষ্য,
পুরুষের পুরুষার্থ চতুর্ব্বর্গ ফল !
ঘোর তমঃ অন্ধকার, তা'হতে কি আছে আর ?
কর্ম্মফলে আশা যার, তার কি বা ফল ?
প্রেম-তত্ত্ব নাহি জানে, মত্ত জ্ঞান-অভিমানে,
ধর্ম্মঅর্থ কামমোক্ষ—কামনা কেবল !
মোক্ষ-বাঞ্ছা সর্ব্ব হ'তে নিন্দিত প্রেমের পথে,
অজ্ঞানের শেষ সীমা, নাস্তিক্য আঁধার ;
হায় হায় ভক্তদের প্রেম-ভক্তি-অমৃতের
বিন্দু বিসর্গও ইথে থাকিবে না আর !
শুভ বা অশুভ যত, ভাবে জীব অবিরত,
ধরাতলে সে সকল অজ্ঞানের ফল,
আহা কৃষ্ণ প্রেম-সুধা পানেতে দিতেছে বাধা,
ভক্তি-সুধা-সিন্ধু-পথে কণ্টক কেবল !

বেড়াইয়া ঘরে ঘরে, হেন শিক্ষা সকলেরে
বক্ষে ধরি অকাতরে দিয়াছ ধরায়,
আচণ্ডালে কোলে করি, প্রেম দিলে গৌর-হরি,
জগতের প্রেম-গুরু প্রণমি তোমায়।
যাতে আসি ভক্ত গণ, আনন্দে আশ্রয় লন,
সেই-কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন প্রবাহ সুধার
প্রবাহিত হোক আসি, সংসার-ত্রিতাপ নাশি,
স্নিগ্ধ করি মরুভূমি-রসনা আমার!
শ্রীনন্দ-নন্দন বলি, আনন্দেতে বাহু তুলি,
ভাগবতে দ্বৈপায়ন যাঁর নাম গান,
বৃন্দাবন-চন্দ্র যিনি, শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য তিনি,
নবদ্বীপে অবতীর্ণ জগতের প্রাণ।
বিশেষ বিশেষ ভাবে, প্রকাশিত তিনি ভবে,
তিন ভাবে তিন নাম দিতে পরিত্রাণ,—
কাহারো না হন বাম, ধরেছেন তিন নাম—
ব্রহ্ম পরমাত্মা আর পূর্ণ ভগবান্।
চর্ম্ম-চক্ষে সূর্য্য দেবে, জ্যোতির্ম্ময় দেখে সবে,
জ্যোতিঃ ভিন্ন অন্য কিছু দেখিতে না পায়,
কিন্তু সেই জ্যোতিঃ মাঝে, চিন্ময় বিগ্রহ সাজে,
স্নিগ্ধ মূর্ত্তি, যাতে দগ্ধ জগত জুড়ায়!
জ্ঞান-চক্ষে সেই মত, দেখে শুষ্ক জ্ঞানী যত—
শুদ্ধ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম, কিছু নাই আর,
ভক্তি-পথে হয়ে অন্ধ, দেখে না সচ্চিদানন্দ
কৃষ্ণের উজ্জ্বল রস পূর্ণ অবতার!

কোটি কোটি ভূমণ্ডলে, সম ভাবে সর্ব্ব স্থলে,
ব্রহ্ম নামে মহাজ্যোতিঃ জানি মনোলোভা,
আদি অন্ত নাহি যার, সেই জ্যোতিঃ-পারাবার
চিদানন্দ গোবিন্দের শ্রীঅঙ্গের আভা!
সেই শ্রীগোবিন্দ আসি, প্রেমের পাথারে ভাসি
নবদ্বীপে অবতীর্ণ শ্রীশচী-নন্দন,
ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ অঙ্গে যাঁর, চরণ-কমলে তাঁর
কোটি নমস্কার করে সমস্ত ভুবন!
ধ্যান-মগ্ন নিরন্তর, ঊর্দ্ধরেতা দিগম্বর
প্রশান্ত বিমল-চিত্ত সন্ন্যাসী সকল,
তব অঙ্গ-জ্যোতিঃ দিয়া, ব্রহ্মধাম বিরচিয়া
সে ধামে নির্ব্বাণ-মুক্তি লভেন কেবল।
এক সূর্য্য বিমানেতে, কিন্তু কোটি স্ফটিকেতে,
কোটি সূর্য্য যেই রূপ প্রকাশিত হয়,
সে রূপ তোমার অঙ্গ কোটি জীবে করে রঙ্গ,
কিন্তু তুমি শ্রীগৌরাঙ্গ এক রসময়।
ভুবন-নিস্তার তরে, পতিতের ঘরে ঘরে
ভ্রমিলে রোদন করি পতিত-পাবন,
সকলি গলিল হরি, গলিল না অহঙ্কারী
পাষাণে গঠিত এই পাষণ্ডের মন!
তব রূপ তিন ভাবে প্রকাশিত আছে ভবে—
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান, তুমি বিশ্বময়,
ব্রহ্মাদি সকলি তাই, তোমাতে দেখিতে পাই,
ব্রহ্মাদির কেহ কিন্তু তোমা সম নয়।

সর্ব্ব অবতার ধাম— "অবতারী" তাঁর নাম,
তুমি সেই'অবতারী' সর্ব্ব-তত্ত্ব-সার,
যে তোমারে যাহা বলে, তাই সত্য সর্ব্ব কালে,
তব দেহে রয়েছেন সর্ব্ব অবতার!
ধরি যাঁর শ্রীচরণ, অজ্ঞানান্ধ মূর্খজন,
শাস্ত্র-সমুদ্রের তলে অবহেলে যায়,
সুসিদ্ধান্ত-রত্ন লাভে, চরিতার্থ হয় ভবে,
অমরা প্রণত সেই গৌরাঙ্গের পায়!
দাস্য সখ্য বাৎসল্যেতে, সর্ব্বোত্তম মধুরেতে—
চারি রসে ভক্ত যিনি, কৃষ্ণ তাঁর বশ,
প্রেমেতে পরমানন্দ, শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ
শিখাইলা ভবে এই চারি প্রেম রস।

দশম চন্দ্রিকা।—প্রেম তত্ত্ব।

শাস্ত্র-বিধি নানা মত করি আচরণ,
বিধি-ভক্তি বশে লোক করিছে ভজন,
ব্রজের নির্ম্মল ভাব—সুপবিত্র প্রেম,
যেমতি গলিত তপ্ত অবিমিশ্র হেম,
কি রূপে পাইবে তাহা মানব সকল,
সে ভাবে ভাবুক লোক নিতান্ত বিরল;
বিধি-ভক্তি বশে লোক ঈশ্বরকে মানে,
ব্রজের নির্ম্মল ভাব স্বপনে না জানে।

ঈশ্বর ঐশ্বর্য্যময়, করি দরশন,
ঝলসিত হইয়াছে মানব নয়ন,—
ধেয়ে যায় অনন্তের জ্যোতির্ম্ময় সাজে,
ঐশ্বর্য্যের পরিণাম বিহ্বলতা মাঝে।
বিশ্বরূপে অন্ধ হয়ে দেখিতে না পায়,
প্রেমামৃত-নদনদী শুকাইয়া যায়!
কণ্ঠের সে গদ্য-ভাষা রুদ্ধ হয়ে আসে,
পদ্যময় কাব্যরস থাকে না সে দেশে!
ঐশ্বর্য্য-প্রভাবে প্রেম শিথিলতা পায়,
কৃষ্ণপ্রীতি-সুধারস শুকাইয়া যায়!
বিধি-মার্গে নিত্য যারা করিছে ভজন,
মুক্তি লাভ করি যায় বৈকুণ্ঠ ভুবন।
চতুর্ব্বিধ মুক্তি সেই ঐশ্বর্য্যের ধাম,—
সাযুজ্য সামীপ্য সার্ষ্টি সালোক্য সে নাম।
"আমি ব্রহ্ম" জ্ঞান যার, 'সাযুজ্য' সে পায়,
'সাযুজ্য' নির্ব্বাণ-মুক্তি ভক্তে নাহি চায়।
হরিনাম সংকীর্ত্তন কলিধর্ম্ম সার,
দাস্য সখ্য সুমধুর প্রেমানন্দ আর,
আচণ্ডালে দান করি শুষ্ক ভূমণ্ডলে,
নাচাইতে বাহু তুলে পাষাণ্ড সকলে,
পাষণ্ড দলন ধ্বজা বিজয়-নিশান
উড়াইতে, জুড়াইতে পতিতের প্রাণ,
ন্যায়-দর্শনের ন্যায় শুষ্ক সাহারায়
সাজাইতে বৃন্দাবন প্রেম-যমুনায়,

বঙ্গভূমি 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' করি,
নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছ হরি!
ভক্ত-ভাব ধরি, নিজে করি আচরণ,
শিক্ষা দিলে জগতেরে ভক্তির সাধন;
তব অংশে যুগধর্ম্ম আসে বারংবার,
প্রেমের পূর্ণতা মাত্র পূর্ণতা তোমার!
বহু বিধ অবতার হয়েছে ধরায়,
তোমার মঙ্গল-রূপ সেই সমুদায়;
কিন্তু যদি না দেখিত নিখিল সংসার
একাধারে রাধাকৃষ্ণ প্রেমের জোয়ার,
নাচিত না তরু লতা অসার সংসারে
স্থির যৌবনের চির প্রফুল্লতা ভরে!
তাই তুমি লীলা তরে আপন ইচ্ছায়,
শুভ ক্ষণে কলিযুগ প্রথম সন্ধ্যায়,
অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছ আসি,
ধন্য করি বঙ্গদেশ!—ধন্য বঙ্গবাসী!
তপ্ত কাঞ্চনের কান্তি সুদীর্ঘ শরীর,
কণ্ঠে হরিনাম-ধ্বনি জলদ-গম্ভীর,
আজানু লম্বিত বাহু, কমল-লোচন,
শান্ত দান্ত একনিষ্ঠ কৃষ্ণ পরায়ণ,
নিষ্কলঙ্ক পূর্ণ শশী বদন মণ্ডল,
সর্ব্ব ভূতে সম জ্ঞান, ভকত-বৎসল,
চন্দন বলয় নানা অলঙ্কার ধারী,
নৃত্যপরায়ণ তুমি "নদিয়া-বিহারী!

কলিযুগে মহাযজ্ঞ 'নাম-সংকীর্ত্তন'
করেন সাধন যত সুপণ্ডিত গণ;
এ সৌভাগ্য তাঁহাদের তোমার কৃপায়,
সহজ সাধন হেন কি আছে ধরায়?
ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম—মহা তমোজাল,
যাঁর নামে দূরে যায় এ সব জঞ্জাল,
বাহু উত্তোলন নৃত্য প্রেম-দৃষ্টি যাঁর
প্রেমে পূর্ণ করে এই অসার সংসার,
উদাসী পরম হংস চতুর্থ আশ্রমে,
পরিপূর্ণ হন যাঁর অপার্থিব প্রেমে,
ক্রমে ক্রমে তাঁর নাম করি উচ্চারণ
মরুময় মন যেন হয় বৃন্দাবন!
সদানন্দ নিত্যানন্দ, মহিমা কি কব!
অদ্বিতীয় অদ্বৈত!—দুই অঙ্গ তব।
কত শত ভক্ত আছে উপাঙ্গ তোমার,
প্রেমে সিক্ত করে শুষ্ক অসার সংসার!
তুলেছে নিশান তারা—'পাষণ্ড দলন',
হেরি বিগলিত প্রেমে পাষণ্ডের মন!
নাম-যজ্ঞ সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করি,
পবিত্র করিলে ধরা শ্রীগৌরাঙ্গ-হরি,
কৃষ্ণনাম-মহাযজ্ঞ সর্ব্বযজ্ঞ-সার!
সেই যজ্ঞ, যজ্ঞেশ্বর, মহিমা তোমার!
নিরখি অপূর্ব্ব তব মহাভাব-রূপ,
সর্ব্ব জনে জানে রাধা কৃষ্ণের স্বরূপ।

শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ অদ্বৈত চাঁদ,
পাতিলে প্রেমের জাল—পাখী ধরা ফাঁদ!
পড়েছে পাষণ্ড-পাখী তোমাদের জালে,
কৃপা করি রাখ ধরি নিজ বক্ষঃস্থলে!
আচণ্ডালে বক্ষে ধরি দিলে আলিঙ্গন,
তাই কাঁদে পাপী তাপী পাষণ্ডের মন!
চিন্ময়ী প্রকৃতি তুমি—পুরুষ চিন্ময়!
তুমিই সচ্চিদানন্দ নিত্য রসময়!
অমূল্য পবিত্র প্রেম তুল্য নাই যার,
আস্বাদন করিবারে সার ভাগ তার,
বিতরিতে ভক্তি-ধন অনুরাগ-পথে,
কারে বলে 'ভালবাসা' শিখাতে জগতে,
দিতে নিত্য স্নিগ্ধ রস দগ্ধ জীব গণে
রসিক শেখর কৃষ্ণ ভাবিলেন মনে,—
ঈশ্বর ঐশ্বর্য্যময়—দেখিয়া দেখিয়া,
বিভুর প্রভুত্ব মাত্র জানিয়া জানিয়া,
ভয়ে ভয়ে ভক্ত গণ দূরে দূরে ধায়,
"একান্ত আপন" বলি জানিতে না পায়!
জগতের প্রাণ কৃষ্ণ—প্রেম-পারাবারে
প্রাণ ভরি ভালবাসা ঢালিতে না পারে!
ঈশ্বরে ঐশ্বর্য্য দেখি ভয়ে করে স্তব,
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানেতে মুগ্ধ সমস্ত মানব;
ঐশ্বর্য্য দেখিলে প্রেম শুকাইয়া যায়,
শুদ্ধ প্রেম বিনা কেহ আমায় না পায়।

প্রভু বলি মান্য করে যে জন আমারে,
আমা হ'তে আপনারে হীন বোধ করে,
দূরে থাকি স্তুতি করে শ্রদ্ধা-ভয় মনে,
তার প্রেমাধীন আমি হইব কেমনে?
যে ভাবে যে জন করে ভজন আমায়,
সেই ভাবে দেই আমি দরশন তায়।
পুত্র মিত্র সখা কিংবা বলি প্রাণ-পতি,
আমাতে মমতা স্নেহ কিংবা শুদ্ধা রতি
যে জন অর্পণ করে বড় ভাল বাসি,
আমায় যে ভাল বাসে নিজ স্বার্থ নাশি,
আমায় সর্ব্বদা জানে আপন সমান,
কিংবা করে আপনারে শ্রেষ্ঠ অভিমান,
তার বশীভূত আমি থাকি চির দিন,
হইয়া সর্ব্বতোভাবে তার প্রেমাধীন।
পুত্র পুত্র বলি করি স্নেহ-সম্বোধন,
জননী করেন মোরে লালন পালন,
সখা আসি চড়ে মোর স্কন্ধের উপরে
উভয়ে সমান জানি, সরল অন্তরে;
ভর্ৎসনা করেন প্রিয়া অভিমান ভরে,
বেদ স্তুতি ছাড়ি তাহা শুনি সমাদরে!
এ সব স্বজন মিলি এক সঙ্গে রব,
প্রেম দিতে অবনীতে অবতীর্ণ হব।
এ সকল সুরসের সার ভাগ নিয়া,
নিজে নিজে আস্বাদন করিয়া করিয়া,

দেখাইব ভক্ত গণে খুলি মন প্রাণ,
প্রাণ সম ভক্ত গণে দিব প্রেম দান !
ব্রজের নির্ম্মল রাগ করি দরশন,
উল্লাসে নাচিবে মম প্রিয়তম গণ !
ধর্ম্মাধর্ম্ম বেদ বিধি দূরে পরিহরি,
জুড়াইবে প্রাণ মোরে আলিঙ্গন করি !
প্রেম আস্বাদন তরে ভাবি মনে মনে,
অনুরাগা ভক্তি দিতে প্রিয়তম গণে,
নদিয়া উদয়-গিরি আরোহণ করি,
নীলাচলে অস্তমিত শ্রীগৌরাঙ্গ হরি !
ব্রাহ্মণ চণ্ডালে নিয়া প্রেমেতে তোমার,
নাম-সংকীর্ত্তনে দিলে সম অধিকার !
ন্যায় বেদ বেদান্তের অভিমান ভুলি,
ব্রাহ্মণ চণ্ডালে মিলি করে কোলাকুলি !
সে যে কি অপূর্ব্বভাব কহিতে না পারি,
মনে হ'লে দরদরে ঝরে নেত্র বারি !
আমাদের অভিমান দূর কর আসি,
সোণার গৌরাঙ্গ চাঁদ ডাকে বঙ্গবাসী !
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ পূর্ণানন্দ ধাম,
ভূতল শীতল কর দিয়া "কৃষ্ণ নাম"।
বঙ্গবাসিগণে আসি রাখ রাঙ্গা পায়,
জগতের প্রেম-গুরু, প্রণমি তোমায় !

একাদশ চন্দ্রিকা।—বৃন্দাবন তত্ত্ব।

শুষ্ক অবনীতে, যুগ-ধর্ম্ম দিতে, প্রেম-রসে সিক্ত করি,
ভবে অবিরাম, দিতে 'কৃষ্ণ নাম,' এসেছ গৌরাঙ্গ হরি!
কি বলিব আমি, সাক্ষাৎ যে তুমি, মধুরস মূর্ত্তিমান্!
তাই আস্বাদন, তাই প্রচারণ, করে তব মন প্রাণ!
আর যত রস, মধুরের বশ, আপনিই সঙ্গে যায়,
মধুরের মাঝে যথা কালে সাজে, দাস্য সখ্য সমুদায়!
দাস্য-সেবকতা, সখ্য-সুহৃদতা, পিতৃ মাতৃ স্নেহ আর
সকলি বিরাজে মধুরের মাঝে, সেই ত রসের সার!
সদা সাম্য ভাবে থাকিলে নীরবে পুরুষ প্রকৃতি দ্বয়,
তাই সাম্য রস,—সদা যার বশ, মুনি ঋষি সমুদয়!
সে সাম্যের বশ নহে ব্রজ-রস—অলস নহে সে ভবে,
ক্ষান্ত নাহি হয় বাড়ে ক্রমান্বয় "জয় রসময়!" রবে।
রাধা-কৃষ্ণ-ভাব, এমনি প্রভাব—উভয় ইন্দ্রিয় গণ,
যাচি যাচি ধরে, নাচি নাচি করে পরস্পরে আলিঙ্গন!
ইন্দ্রিয় সকল সম্ভোগে কেবল, হতেছে দুর্ব্বল যবে
ক্রমান্বয়ে ক্ষয়, বর্দ্ধিত না হয়, "কাম" নাম তার ভবে।
নহে সে 'স্বপথ' সে সব বিপথ, সংযত করিলে তায়,
নিত্য ভক্ত-সঙ্গে নিত্য রস-রঙ্গে ইন্দ্রিয়-তুরঙ্গ ধায়!
হয় না দুর্ব্বল, বর্দ্ধিত কেবল অনন্ত সে বল তার,
পদ তলে পড়ি যায় গড়াগড়ি মৃত্যুময় এ সংসার!
পরব্যোম-ভূমি মায়া অতিক্রমি রয়েছে প্রকৃতি-পারে,
বিভুর সমান অনন্ত মহান্ সর্ব্বব্যাপী বলে যারে;

তার উর্দ্ধভাগে সূক্ষ্ম তত্ত্বে জাগে "কৃষ্ণ-লোক" নামে ধাম ;
তথা শ্রীগোকুল, নাহি যার তুল, ব্রজপুর যার নাম !
সকল তত্ত্বের সর্ব্ব মহত্ত্বের বিশুদ্ধ সত্ত্বের পার
সেই ব্রজধাম, "বৃন্দাবন" নাম, সকল শোভার সার !
বৃন্দাবন স্থান অনন্ত মহান্, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্ব'পরে,
নিয়ম অধীন নহে কোন দিন, স্বাধীন স্বভাব ধরে !
এক মাত্র হয়, দুই কভু নয়, বৃন্দাবন অবিনাশী ;
কৃষ্ণের ইচ্ছায় প্রকাশিত হয় ব্রহ্মাণ্ড মাঝারে আসি।
জড় অতিক্রমি, চিন্তামণি-ভূমি,—চিন্ময় সে বৃন্দাবন,
কল্প-তরু তথা, কত কল্প-লতা কল্প-পুষ্প অগণন।
মায়ামোহ-ছায়া প্রাকৃতিক কায়া নিয়া সদা থাকে যারা,
চিদানন্দ-ধন "নিত্য বৃন্দাবন" দেখিতে না পায় তারা !—
চর্ম্ম চক্ষু দ্বারা খুঁজিতেছে যারা, যায় না প্রেমিক-কাছে,
দেখে তারা সবে মৃন্ময় ভবে ভূ-খণ্ড পড়িয়া আছে !
শ্রীবৃন্দাবনের নিগূঢ় তত্ত্বের অধিকারী ভক্ত গণ,
স্বরূপ জানিয়া প্রেম-নেত্র দিয়া করিছেন দরশন,—
অনন্ত যৌবন অম্লান বরণ চির সবুজের শোভা
নাচিছে, দুলিছে, অমিয় ঝরিছে, বৃন্দাবন মনোলোভা !
কোটি ব্রজাঙ্গনা অনন্ত যৌবনা শ্রীরাস-মণ্ডল মাঝে
ঘিরেছে মাধবে, জীবন-বল্লভে, নবীন রসিক রাজে !
নাহি অন্ত তার—অনন্ত বিহার, নিয়া নব রসময় ;
অমিয় দর্শন, নিতুই নূতন, পুরাতন নাহি হয় !
প্রেমে হ'য়ে মত্ত হেন গূঢ় তত্ত্ব প্রকাশিতে এ ধরায়,
রাধা-ভাব ধরি, তুমি গৌর-হরি, অবতীর্ণ নদিয়ায় !

জ্যোতির মণ্ডল রয়েছে কেবল বৈকুণ্ঠের চারি ধারে,
সেই মহা জ্যোতিঃ হরি-অঙ্গ-ভাতি, সিদ্ধ-লোক বলে তারে;
চিৎ-স্বরূপ হয়, শুদ্ধ জ্ঞানময়—সেথা এক সত্তা মাত্র,
শুধু চিৎ-সত্তা, নাহি কেহ কর্ত্তা, শ্রদ্ধা বা প্রেমের পাত্র।
চিৎ-বিশেষ ভাব সুন্দর স্বভাব চিৎ-বিলাস-রস নাই,
জ্যোতিঃ অভ্যন্তরে বৈকুণ্ঠ ভিতরে সে ভাব দেখিতে পাই!
বৈকুণ্ঠে কেবল "ঐশ্বর্য্য" সকল, হরির "প্রভুত্ব" শুধু,
তাহা হ'তে দূরে আছে ব্রজপুরে "কেবল প্রেমের মধু!"
রাধা-ভাব-খনি মাঝে প্রেমমণি!—সে প্রেম দু'হাত দিয়া
করিলা যে জন ভবে বিতরণ, সকলের দ্বারে গিয়া,
সে গৌরাঙ্গ নাম প্রাণের আরাম অমিয়-ভাণ্ডার হোক,
ঊর্দ্ধ বাহু করি বলি "গৌর-হরি!" নাচুক সকল লোক!
যে প্রেমের অর্থ, পূর্ণ পুরুষার্থ—স্বার্থের একান্ত নাশ,
সে প্রেমের ঘায় ছিন্ন হয়ে যায়, সংসার মায়ার পাশ!
ধর্ম্ম অর্থ কাম আর মোক্ষ ধাম—তুচ্ছ পুরুষার্থ হায়,
শেষ পুরুষার্থ 'প্রেমের মহত্ত্ব' প্রস্ফুটিত নদিয়ায়।

দ্বাদশ চন্দ্রিকা।—মহাভাব তত্ত্ব।

কথোপ কথন ছলে, রামানন্দে বলেছিলে
যে কথা নদিয়া চাঁদ যাই নাই ভুলে,—
সে শিক্ষা দুর্লভ অতি, কৃষ্ণদাস মহামতি,
যতনে রতন সম রেখেছেন তুলে!

তুমি জিজ্ঞাসিলে তাঁয়, কহ কহ রাম রায়,
কি সাধনে মানবের জুড়াইবে প্রাণ ?
রামানন্দ কহে বাণী— শুন শুন গুণ মণি,
(১) স্বধর্ম্ম পালনে জীব পাবে পরিত্রাণ।
তুমি ত কহিলে তবে— সে সকল সত্য ভবে,
কিন্তু গূঢ় তত্ত্ব আরো কহ রাম রায়,
কহি সে অমৃত কথা, আমার প্রাণের ব্যথা
জুড়াও, অধিক আর কি কব তোমায়!
শুনি রামানন্দ কন, শুন প্রভো নিবেদন
(২) হরিপদে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ করি,
লোকে যদি কর্ম্ম করে, তাতেই ত্রিতাপ হরে,
সবে শান্তি পায় সর্ব্ব দুঃখ পরিহরি!
তুমি তাহা সত্য মানি, কহিলে হে গুণমণি—
রামানন্দ, এ কথায় আনন্দ না হয়,
প্রাণে মোর বলে যাহা, তুমি অবগত তাহা,
কহ কিসে হবে জীব চিরানন্দময় ?
কৃতাঞ্জলি করি রায় উত্তর করিলা তায়—
(৩) ভক্তি আর জ্ঞান যোগে করিলে সাধন,
ভগবৎ-কৃপা হবে, সবে পরিত্রাণ পাবে,
মানবের মনোরথ হইবে পূরণ!
সে কথায় তব প্রাণে কভু না প্রবোধ মানে,
পুনঃ জিজ্ঞাসিলে তুমি হইয়া কাতর,—
সত্য কহ রাম রায়, মিনতি করি তোমায়,
আর যদি কথা থাকে ইহার উপর।

রামানন্দ কন তবে— শুধু ভক্তি যোগে ভবে
হরি-পাদ-পদ্ম লাভ হবে মানবের,
তুমি তা মানিয়া সত্য, জিজ্ঞাসিলে গূঢ় তত্ত্ব ;
রায় কন, দাস্য-প্রেম শ্রেষ্ঠ সকলের।
আনন্দে কহিলে তুমি— কৃতার্থ হইনু আমি,
তার পর আরো কিছু কহ কৃপা করি,
রায় কহে—অন্ধ আমি, বলি যা বলাও তুমি,
কৃপা কর দীন দাসে শ্রীগৌরাঙ্গ-হরি।
অন্তরে শ্রীভগবানে প্রভু বলি যারা মানে,
তাদের আনন্দ শান্তি সীমাবদ্ধ আছে ;
প্রাণাধিক কৃষ্ণ-ধনে সুহৃদ্ যাহারা জানে,
মোক্ষ-পদ অতি তুচ্ছ তাহাদের কাছে !
তুমি প্রভু প্রেমানন্দে কহিলে সে রামানন্দে—
জনম সার্থক আজ হইল আমার,
ধরিতেছি তব করে, বঞ্চিত না কর মোরে,
কহ সে অমিয়-তত্ত্ব, থাকে যদি আর।
রামানন্দ কন তবে— প্রাণকৃষ্ণে কান্ত-ভাবে
ভজনা করিলে জীব যে আনন্দ পায়,
সে কথা কি কব আমি ? সকলি তা জান তুমি !
প্রেমের চরম কথা কহিনু তোমায়।
ভাসিয়া নয়ন ধারে তুমি যে কহিলে তাঁরে,—
কহ রায় আরো উচ্চ তত্ত্ব আছে যত ;
যাহা কও সব সত্য, আরো কও রসতত্ত্ব—
আমায় কিনিয়ে লও জনমের মত !

কহিলেন রাম রায়— এবে আমি নিরুপায়,
কহিবারে না জুয়ায় হতবুদ্ধি যেন ;
সংসারে ইহার পরে, আরো যে জিজ্ঞাসা করে,
আমি ত জানি না প্রভু আছে কেহ হেন।
তুমি জিজ্ঞাসিলে যাহা, তুমিই ত জান তাহা,
আমি ত জানি না—কহি তোমারি কৃপায় ;
কান্ত-ভাবে যে সাধন, তা হ'তে অমূল্য ধন,
রাধা-প্রেম—কান্ত-ভাব মলিন যথায় !
তখন কহিলে তাঁরে,— কৃতার্থ করিলে মোরে,
বরষিলে কর্ণে মোর অমৃতের ধারা,
রাধা-প্রেম-পারাবার গভীরতা কত তার,
কহ মোরে—হায় আমি জ্ঞান বুদ্ধি হারা !
কহিলেন রামানন্দ— কি কহিব গৌরচন্দ্র,
কহিবার আমার ত আর কিছু নাই,
রাধা প্রেম-পারাবার, কি সাধ্য তা বর্ণিবার ?
গাইয়া একটি গান তোমারে শুনাই।

গীত।

"পহিলহি রাগ নয়ন-ভঙ্গ ভেল,
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল ;
না সো রমণ, না হাম্ রমণী.
দুঁহু মনে মনোভব পেশল জানি !"
নয়নে নয়নে হ'ল প্রথম মিলন,
বাড়িতে লাগিল প্রেম অনন্ত যেমন,
সে নহে পুরুষ সখি আমি নারী নই,
মনে মনে শুদ্ধ প্রেম প্রবেশিল সই !

শুনি সে অপূর্ব্ব গান, বিচলিত তব প্রাণ,
অধীর হইয়া তুমি উঠিলে ত্বরায়
মুখে হাত দিয়া তাঁর নিষেধিলে বারংবার,
ক্ষান্ত হও ক্ষান্ত হও রামানন্দ রায়!
শুনিলে তোমার গান, আমার যে যায় প্রাণ!
জন সাধারণে উহা শুনায়ো না আর,
বসি মর্ম্মীজন-প্রান্তে কহিও বেদান্ত-অন্তে
কেমন সে "রাধাকৃষ্ণ-যুগল-বিহার"!

ত্রয়োদশ চন্দ্রিকা।—রসতত্ত্ব।

বিরহ-সুখ ও পরকীয়া রতি।

দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর যে রস,
ভক্ত গণ হন এই চারি রসে বশ;
প্রেমের আধার ভক্ত চারি রসে অনুরক্ত,
যে ভক্ত যে রসে চিত্ত করেন সরস,
সেই ভাব শ্রেষ্ঠ তাঁর, তাহে কৃষ্ণ বশ!
এই চারি রাগ-ভক্তি করিলে বিচার,
শ্রেষ্ঠই মধুর রস, তুল্য নাই যার;
বাৎসল্য বা দাস্য সখ্য, হয়েছে মধুরে ঐক্য;
মধুর রসেতে আছে সর্ব্ব রস সার,
যে রসেতে রসময় গৌরাঙ্গ আমার!
এই যে উল্লাস-ময়ী সুমধুরা রতি,
পাত্র ভেদে হয় ভিন্ন আস্বাদের গতি!

যে জন যে রূপ চায়, সে জন সে রূপ পায়,
বিশেষে মজিয়া যায় সুরসিক মতি!
মধুরের দুই ভাব—গোপনীয় অতি।
একটি স্বকীয়া রতি, অন্য পরকীয়া,
স্বকীয়া রতির গতি দেখ মন দিয়া,—
স্বীয় সুখ অভিলাষে, বাঁধা আছে স্বার্থ-পাশে,
হেন যে প্রেমের টান পরস্পরে নিয়া,
সে প্রেম স্বকীয় হয় 'বিনিময়' দিয়া!
পরকীয় প্রেমে বাড়ে রসের উল্লাস,
প্রাণেশে সর্ব্বস্ব দিব—এই অভিলাষ;
অবিরত দুঃখ পাই তাতে কিছু ক্ষোভ নাই,
নিজ সুখ নাহি চাই, এই মনে আশ—
প্রাণেশে করিব সুখী, স্বার্থ সুখ নাশ!
পতি-পত্নী প্রেম ক্রমে পুরাতন অতি,
পরস্পর স্বার্থে বাঁধা "সামঞ্জস্যা রতি"।
নিজ স্বার্থে বদ্ধ হ'লে "সাধারণী রতি" বলে,
নিঃস্বার্থে "সমর্থা রতি"—আত্ম সমর্পণ,
"সমর্থা" শ্রীমতী আর ললিতাদি গণ।
কৃষ্ণের মহিষীগণ "সামঞ্জস্যা" ধরে,
পতি-পত্নী ভাবে সদা বাঁধা পরস্পরে।
সন্তান সন্ততি অতি বিষম দাম্পত্য গ্রন্থি,
সে গ্রন্থিতে গিয়া পড়ে পতি-পত্নী-সুখ,
পরস্পরে ভোলে হেরি সন্তানের মুখ!
যে প্রেম সুলভ নয়, গোপনীয় অতি,

কদাচিৎ দৈব বশে পায় ভাগ্যবতী,
সেই গুপ্ত প্রেম-যাগ, তপ্ত "নব অনুরাগ"
নয়নে নয়নে খেলে বিদ্যুৎ যেমন,
সে নব-নবায়মান, নিতুই নূতন!
কি মহত্ত্ব, কি গুরুত্ব, কত শক্তি তার,
ধন-জন দেহ-প্রাণ জ্ঞান করে ছার!
সে প্রেম চাপিয়া রাখে, পাছে সংসারীরা দেখে,
তাই তার শক্তি বৃদ্ধি, বেগ বৃদ্ধি অতি,
অলক্ষ্যে যেমন গ্রহ নক্ষত্রের গতি!
এ দেহে না সহে তাহা নির্ব্বোধেরা মরে,
তাড়িতাগ্নি সম তাতে সর্ব্বনাশ করে!
সেই ঔপপত্য ভাব, নিন্দনীয় কু-স্বভাব,
এ দেহে জড়ীয় মনে বিন্দু ধরে যদি,
অগ্নি সম লগ্ন হয়, দগ্ধে নিরবধি!
কিন্তু সুনির্ম্মল কাচে সুরক্ষিত করি
অগ্নি যথা সুকৌশলে রাখে লোক ধরি,
সেরূপ চিন্ময় মনে পরকীয়া রতি সনে,
ঐশ্বরিক প্রেম-অগ্নি ধরে গোপীগণ,
তাদের চিন্ময় মন স্ফটিক যেমন!
অগ্নি বদ্ধ কাচ মধ্যে আজ্ঞাবহ অতি,
প্রেম বদ্ধ গোপীদেহে, চিন্ময় সে মতি।
ধরিয়া চিন্ময় দেহ প্রেমাগ্নিকে আজ্ঞাবহ
বৃন্দাবনে গোপীগণ করেছিল ক্রমে,
স্ত্রীপুরুষ-ভেদবুদ্ধি ছিল না সে প্রেমে!

সেই তত্ত্ব রাম রায় মুখে মোরা শুনি,
"না সো রমণ সখি না হাম্ রমণী !"
ললিতাদি রাধা সতী, তাঁদের "সমর্থা রতি,"
সমর্থা রতির অর্থ "প্রেম আজ্ঞাবহ,—
অক্লেশে সহিতে পারে ব্যথা দুর্ব্বিসহ !"
চিন্ময় মনেতে প্রেম, জড়-মনে কাম,
চিন্ময় চিত্তের কাম ধরে প্রেম নাম।
উভয়ে সাদৃশ্য আছে, বুঝাতে লোকের কাছে,
ভাগবত বলেছেন "ভাব পরকীয়া,"
জড়তার ভাণ করি চিন্ময়তা নিয়া !
গোপীর সে 'পরকীয়া' অব্যক্ত অব্যয়,
অজড় চিন্ময় দেহে চিদানন্দ ময় !
ভাগবতে ব্যাস-বাণী, মহাপ্রভু মুখে শুনি,—
নিত্য সিদ্ধ গোপী দেহ—"অম্লান যৌবন,"
চিন্ময়ে করিতে হয় সে ভাব গ্রহণ !
ঈশ্বর উদ্দেশে শুধু গোপী প্রেম হয়,
'পরকীয়া' নাম তাই দোষাবহ নয়।
বিন্দু দোষ নাহি কভু, বুঝালেন মহাপ্রভু,—
"পরব্যসনিনী নারী গৃহ কর্ম্মে মন,
তথনো আস্বাদে পর-সঙ্গ রসায়ন !"
যেমন ব্যভিচারিণী গৃহকর্ম্মে থাকে,
নব সঙ্গ সুখ কিন্তু সদা মনে রাখে,
ঈশ্বরে সে ভাব হ'লে 'পরকীয় প্রেম' বলে,
"অতএব কামে প্রেমে বহুত অন্তর,

কাম অন্ধতমঃ, প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর।”
পরকীয়া রতির সে বৃন্দাবনে স্থান,
গোপীভাবে মাত্র তাহা আছে বিদ্যমান্।
গোপীভাব শিরোমণি পরকীয় রস খনি
শ্রীরাধিকা—প্রেমময় জগতের প্রাণ,
পরা প্রকৃতিতে সেই দেবী অধিষ্ঠান!
যত ভাব উঠে মথি প্রেম-পারাবার,
প্রৌঢ় নিরমল প্রেম সর্ব্বোত্তম তার,
কৃষ্ণের মাধুর্য্য ধন করিবারে আস্বাদন,
প্রকৃষ্ট উপায় হেন আছে কিবা আর?
শ্রীরাধার প্রেমধন—মহিমা অপার!
তাই তুমি শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ আসি,
নিয়া নিরমল প্রৌঢ় প্রেম সুধা রাশি,
অবিরত ‘হরি হরি’ উচ্চারণ করি করি,
শ্রীরাধার ভাব ধরি নেত্র জলে ভাসি,
শিখালে প্রেমের অর্থ, স্বার্থ রাশি নাশি!
দেবের অভয়-দাতা, অখিল-তারণ,
উপনিষদের লক্ষ্য পূর্ণ সনাতন,
ভক্ত আর গোপিকার প্রেমের মাধুর্য্য-হার,
অসার সংসার সার, পরাৎপর ধন,
ত্রিলোক পূজিবে সেই গৌরাঙ্গ-চরণ?
ব্রজের মধুর রস আস্বাদন তরে,
স্বীয় রূপ আচ্ছাদন করিয়া অন্তরে,
গোপীর মাধুর্য্য ভাবে, প্রকাশিত যিনি ভবে,

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য সেই গৌরাঙ্গ সুন্দরে,
ত্রিলোক করিবে পূজা প্রেম ভক্তি ভরে!

চতুর্দ্দশ চন্দ্রিকা,—গোপীভাব, যুগল ভজন।

কৃষ্ণ প্রেম স্বরূপা শ্রী রাধা বিনোদিনী
শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি স্বরূপিণী,
আহ্লাদিনী শক্তি নাম, কেবল আনন্দ-ধাম,
নিত্য রসময় কৃষ্ণ চিত্ত-বিলাসিনী,
নিত্য নিরমল সত্য অমৃত রূপিণী!
প্রেমের যে সার ভাগ "ভাব" বলে তায়,
ভাবের চরমে "মহাভাব" বলা যায়,
মহাভাব স্বরূপিণী শ্রীরাধিকা বিনোদিনী
কৃষ্ণ-অঙ্গে, মৃগমদে সুগন্ধের প্রায়,
আস্বাদিতে লীলা-রস ভিন্ন ভিন্ন কায়।
সর্ব্বব্যাপী রাধা-প্রেম, বিভুর সমান,
ক্রমে বৃদ্ধি পায়, আর নাহি পায় স্থান,
সেই প্রেম পারাবার, আদি অন্ত নাহি তার,
ক্রমান্বয়ে বাড়িতেছে গগন সমান,
সে প্রেমের নাই শেষ মান পরিমাণ।
মাধব-মাধুর্য্য-বায়ু বহিলে প্রবল,
রাধা-প্রেম-সিন্ধু তাহে উথলে কেবল,

ক্রমাগত হিংসা বশে, বৃদ্ধি পায় অবশেষে

অনন্ত অমিয়-রসে ভাসায় সকল,

কেহ নাহি হারে, তুল্য উভয়ের বল !

ব্রজ-বনিতার প্রেম—মহাভাব নাম,

সে প্রেমের অর্থ নহে সংসারের কাম ;

কি পবিত্র সুনির্ম্মল, দেবারাধ্য মহা বল !—

কেবল নিঃস্বার্থ বল পূর্ণানন্দ-ধাম,

মোক্ষ-ফল বিনিন্দিত সুধা অবিরাম !

শরীরের সুখ 'কাম', 'প্রেম' চিদানন্দ,

গিল্টি আর খাঁটি সোণা, কি চিনিবে অন্ধ ?

লৌহ কাঞ্চনের মূল্য, অজ্ঞ জনে জানে তুল্য,

পূতি গন্ধে সদা যার নাসা-পথ বন্ধ,

পায় কি সে কোকনদ মৃগমদ গন্ধ ?

আপন ইন্দ্রিয়-সুখ ইচ্ছা হ'লে মনে,

সেই ইচ্ছা কাম নামে বিদিত ভুবনে ;

কেবল ঈশ্বর-প্রীতি বাঞ্ছা হ'লে নিতি নিতি,

তাকেই পবিত্র প্রেম বলে ভক্তগণে,

সে প্রেম পূর্ণতা প্রাপ্ত নিত্য বৃন্দাবনে !

বেদ-ধর্ম্ম লোক-ধর্ম্ম দেহ-ধর্ম্ম আর,

ধৈর্য্য লজ্জা কর্ম্মাকর্ম্ম সকল প্রকার,—

এ সব নিজের তরে কামেতে আবদ্ধ করে,

সে সকলে অবহেলে করি পরিহার,

যায় চলি, হৃদয়েতে প্রেমোদয় যার।

কুলাচার-পরিবার স্বজনের ভয়,

যাহার অন্তরে আর হয় না উদয়,
কেবল কৃষ্ণের সেবা কায় মনে করে যেবা,
সেই দেখে এই বিশ্ব কৃষ্ণ-প্রেমময়,
বৃন্দাবন-স্ফূর্ত্তি তার মুহুর্মুহুঃ হয়।
কাম-গন্ধ নাই ব্রজ—বনিতা-অন্তরে,
তাদের সকল কর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণের তরে;
নিজ সুখ দুঃখ নাই, কৃষ্ণ-সুখে সুখী তাই,
কৃষ্ণ-সুখ অন্বেষণ করে প্রেম ভরে,
দেহ মন প্রাণ সঁপি শ্রীকৃষ্ণের করে।
তবে কেন কৃষ্ণ প্রাণা ব্রজ-নারী গণ,
সাজায় আপন অঙ্গে বিবিধ ভূষণ?
বেণী বাঁধে চিকনিয়া, থরে থরে পুষ্প দিয়া,
বসনে সাজায় অঙ্গ, কজ্জলে নয়ন?
নিতি নিতি অঙ্গ মাজে কহ কি কারণ?
কৃষ্ণ-প্রাণা ব্রজগোপী কৃষ্ণ-বিলাসিনী
অন্তরঙ্গা-শক্তি, কৃষ্ণ আনন্দ-দায়িনী!
কৃষ্ণের প্রীতির তরে, নিত্য বেশ ভূষা করে,
কৃষ্ণ সেবা তরে মাত্র যত সীমন্তিনী
সাজায় আপন অঙ্গ দিবস যামিনী!
"এই দেহ করিয়াছি কৃষ্ণে সমর্পণ,
এ শরীর নহে মোর, শ্রীকৃষ্ণের ধন;
কৃষ্ণ বিলাসের দেহ, অযত্ন কি করে কেহ?
দর্শনে পর্শনে তুষ্ট শ্রীকৃষ্ণের মন"—
এই ভাবি অঙ্গ সজ্জা করে গোপী গণ।

"শ্রীকৃষ্ণের ভোগ্য এই শ্রীঅঙ্গ আমার"—
এই ভাবি নিজ দেহে যত্ন বাড়ে যার,
তারে হেরি দর দরে কৃষ্ণের নয়ন ঝরে,
উথলিয়া উঠে বিশ্ব প্রেম-পারাবার!—
বাড়িছে বিলাস-সিন্ধু ব্রজ-গোপিকার!
ব্রজ-বালা রূপ গুণ দরশন করি,
প্রীতি-পারাবার মাঝে মগ্ন হন হরি!
শ্রীকৃষ্ণ হ'লেন সুখী, গোপী গণ তাই দেখি,
ভাসে সুখ-সিন্ধু মাঝে নৃত্য করি করি—
অমৃতের সরে শত ফুল-কুলেশ্বরী!
ব্রজ-ভাবে যত হয় প্রেমের উদয়,
কৃষ্ণের মাধুর্য্য তাতে পরিপুষ্ট হয়,
পুষ্ট হয়ে সে মাধুরী, পুনঃ গোপী-প্রেম ধরি
নিজ বলে বৃদ্ধি তারে করে ক্রমান্বয়,
যত ক্ষণে সে প্রেমের পূর্ণতা না হয়!
গোপীদের সে প্রেমের নায়ক শ্রীহরি,
গোপীকুল-সর্ব্বোত্তমা রাধিকা সুন্দরী।
শ্রীরাধার ভাব নিয়া, নিজ রূপ আচ্ছাদিয়া,
দেখাতে প্রেমের লীলা অভিনয় করি,
অবনীতে অবতীর্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ-হরি!
জরা মৃত্যু পাপ তাপ দুঃখ রোগ শোক,
ভুলিয়া তোমার পূজা করুক ত্রিলোক!
তোমাধনে আলিঙ্গনে কি যে তৃপ্তি হয় মনে,
বুঝুক সকল লোক—ভূলোক দ্যুলোক,

পশুপক্ষী তরুলতা পরিতৃপ্ত হোক !!
"আমাদের ধর্ম্ম প্রেম তুল্য যার নাই
জগতে প্রেমের গুরু গৌরাঙ্গ-নিতাই !"
"বায়ু যৈছে সিন্ধুজলের হরে এক কণ,
কৃষ্ণপ্রেম-কণের তৈছে জীবের স্পর্শন !
কৃষ্ণপ্রেম-কণ স্পর্শে, পাপী তাপী নাচে হর্ষে ;
ক্ষণে ক্ষণে উঠে প্রেমের তরঙ্গ অনন্ত,
জীব ছার কাঁহা তার পাইবেক অন্ত !"
যদি প্রভু গৌরাঙ্গের উপদেশ ধর,
গোপী-দেহ ধরি তবে কৃষ্ণ সেবা কর।
জড়ীয় মনের গতি নহে পরকীয়া রতি,
জড়ীয় মনের কাম হ'লে বিস্মরণ,
কন্দর্পের দর্প চূর্ণ "রাস-রসায়ন !"
সেই কথা শুনা যায় 'বেদান্তের' কাছে,
অন্তরে আতিবাহিক সূক্ষ্ম দেহ আছে !
চিন্ময় সে বলে কেহ, কেহ বলে গোপী-দেহ,
সে দেহ ভাবনা করে যোগী ঋষি যত,
গৌরভক্ত-দেহ সেই স্ফটিকের মত !
নারী সম্ভাষণে প্রভুর বিষম বিরাগ,
"গোপী গোপী" জপি কিন্তু বাড়ে অনুরাগ !
বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস- গ্রন্থ পাঠে কি উল্লাস !
অপ্রাকৃত ভাবে উঠে রসের আনন্দ,
প্রাকৃতিক রস নয় "শ্রীগীত-গোবিন্দ !"
আদিরস-সত্ত্বগুণ, কৃষ্ণ-লীলা তাই,

কামবদ্ধ অজ্ঞানীর সে জ্ঞান ত নাই!
এ জগতে দুটি পতি— গৃহপতি, বিশ্বপতি
গুপ্ত বিশ্বপতিতেই রতি-মতি হ'লে
অন্তরে অন্তরে, তারে "পরকীয়া" বলে।
যান যবে মহাপ্রভু জগন্নাথ-কাছে,
চকা-বকা চোখ দেখি চিদানন্দে নাচে,
চিন্ময় শ্রীজগন্নাথে, দেখিলেন প্রভু রথে,
প্রাকৃতিক ভাব মধ্যে অপ্রাকৃত ভাব
চিন্ময় ঈশ্বর-প্রেমে হয় আবির্ভাব!
প্রেমে আগে "পূর্ব্বরাগ" তা'পরে "মিলন",
শেষে সে "বিরহ-মধু" রস-প্রস্রবণ!
"মধুর" রসের সার, বিরহই উৎস তার,
যতই বিরহ বাড়ে ততই সরস
ঔপপত্য ভাবে আসে 'পরকীয়া' রস!
"যেদিন হইতে গোরা ছাড়িল নদিয়া,
তদবধি আহার ছাড়িল বিষ্ণুপ্রিয়া!"
বলেছেন এই বার্ত্তা প্রেমদাস পদকর্ত্তা,
যেদিন হইতে গোরা গেলেন সন্ন্যাসে,
ডুবিলেন বিষ্ণুপ্রিয়া 'পরকীয়া'-রসে!
শ্রীরাধার ভাবে মগ্ন হন বিষ্ণুপ্রিয়া,
চিন্ময় সে নদিয়ায় শ্রীগৌরাঙ্গ নিয়া!
প্রেমে করে ভক্তগণ সে যুগল দরশন—
বাহিরে জড়ীয় রসে সংযম-সন্ন্যাস,
প্রভুর অন্তরে নিত্য যুগল-বিন্যাস!

দ্বিভাবে যুগল ভাব দেখে ভক্তগণ,—
নদিয়ায় বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ যেমন,
আর এক ভাব আছে, বিদিত ভক্তের কাছে,—
অপ্রাকৃত গৌরদেহ যুগল-আধার—
"অন্তরে শ্রীকৃষ্ণ, বাইরে ভাব শ্রীরাধার!"
জাগাতে "মধুর রস" বিরহই যন্ত্র,
জাগায় সে "পরকীয়া" বিচ্ছেদের মন্ত্র!
'পরকীয়া রতি' যাহা, বিচ্ছেদে প্রস্ফুট তাহা,
"পরকীয়া" আস্বাদন করা'তে প্রিয়ায়,
প্রভু মোর নীলাচলে, কৃষ্ণ মথুরায়!
আ'মরি নদিয়া বাসী ব্রজবাসী আর
ভুঞ্জে 'পরকীয়া' রস, সর্ব্বরস-সার!
বাহিরে বিরহ ক্লেশ, অন্তরে মিলন বেশ,
জ্ঞানী ভক্ত দেখেছেন অন্তরে সে রাস,
"পরব্যোম মধ্যে সব স্বরূপ প্রকাশ!"
তাই হাত দিলা প্রভু রামানন্দ-মুখে,—
ও কথা প্রকাশ নাহি ক'র বাহ্যলোকে।
ইন্দ্রিয়ের দাস যারা 'চিন্ময়' বুঝেনা তারা,
শুনিয়া জড়ীয় প্রেমে ডুবিবে কেবল,
অনলে পতঙ্গ-প্রায় মরিবে সকল!
বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ দোঁহার অন্তরে,
শ্রীরাধা-গোবিন্দ বসি নিত্য লীলা করে!
পরা প্রকৃতির সঙ্গে পরম পুরুষ রঙ্গে
করিছেন নিত্য লীলা!—এক লীলা সব,

ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে শুধু ভিন্ন ভিন্ন রব।
যোগীরা "সোঽহং" বলে, গোপীরা তথায়
"নিজ নিজ নাম সহ কৃষ্ণনাম গায়!"
আপনারা কৃষ্ণ সাজে, লীলা করে বন মাঝে,
ঘুমায় রাসের শেষে মুক্তি-পদবীতে,
পূর্ণব্রহ্ম বক্ষঃস্থলে প্রেম-সমাধিতে!
নিত্যসিদ্ধা গোপীগণ অনন্ত-যৌবনা,
কৃষ্ণধ্যানে কৃষ্ণজ্ঞানে অম্লান-বরণা!
তাই গোপীভাব স্মরি, গোপীভাব নিজে ধরি,
গোপী গোপী নাম জপি গৌর ভক্তগণ
কৃষ্ণপ্রেমে প্রাপ্ত হন "অনন্ত যৌবন"!
ভুলি নিজ নাম ধাম গোপী নাম লবে,
নির্ম্মল স্ফটিক স্বচ্ছ ব্রজবালা হবে,
"মঞ্জরী-নাম চিন্তা করি, কায় সাধিয়ে সে রূপ ধরি,
তবে যাব ব্রজপুরী কৃষ্ণ অনুরাগে,
লোচন বলে সেই তত্ত্বে রাগতত্ত্ব জাগে!"
রাধা চন্দ্রাবলী ধন্যা গোপালী পালিকা,
শৈব্যা পদ্মা অনুরাধা শ্যামলা তারকা,
সুচিত্রা চম্পকলতা ললিতা বিশাখা,
রঙ্গদেবী তুঙ্গবিদ্যা ভদ্রা ইন্দুলেখা,
সুদেবী—কৃষ্ণের যত পরমপ্রেষ্ঠা সখী;
শশীমুখী বাসন্তী লাসিকা—প্রাণসখী;
নিত্যসখী কস্তুরিকা শ্রীমণি মঞ্জরী;
সখী—কুসুমিকা বিন্ধ্যা ধনিষ্ঠা সুন্দরী;

প্রিয়সখী—কুরঙ্গাক্ষী সুমধ্যা কমলা,
মাধুরী মদনালসা বৃন্দা শশীকলা,
কামলতা মঞ্জুকেশী কন্দর্প-সুন্দরী
মালতী মাধবী সঙ্গে শ্রীরাসবিহারী,—
রাধাকৃষ্ণ-সখীবৃন্দ যে করে স্মরণ
সখী হয়ে পায় ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ চরণ।
গোপী-কৃষ্ণ এক আত্মা জানে গোপিকারা,
'সোহং' জ্ঞানেতে যেন গান করে তারা—
রাধা-কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-বৃন্দা, কৃষ্ণ-চন্দ্রাবলী,
শ্রীকৃষ্ণ-ললিতা-কৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ-গোপালী।
শ্রীকৃষ্ণ-বিশাখা-কৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ-কমলা,
শ্রীকৃষ্ণ-মঞ্জরী-কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-শশীকলা!
কৃষ্ণ নাম সহ গোপী গোপী-নাম গায়,
গলা ধরাধরি করি যায় যমুনায়।

পঞ্চদশ চন্দ্রিকা—রাগ অনুরাগ ও ব্রজের মান।

প্রেমের বিবিধ ভাব তারে বলে 'রাগ,'
শতভঙ্গী অনুসঙ্গী শত 'অনুরাগ'।
রাগতত্ত্বে ব্রজলীলায় যত রাগ আছে,
রাগ-মান শিখিবে সে গোপীগণ কাছে।
অরূপের রূপ কৃষ্ণ—ব্রহ্ম রূপবান্,
তাঁর রূপ গুণ শুনি ছুটে যায় প্রাণ,—

সেই রাগ "পূর্ব্বরাগ" সর্ব্বাগ্রে উদয়,
সর্ব্বান্তে "মঞ্জিষ্ঠা রাগ" রসশাস্ত্রে কয়।
রাগকে 'রঞ্জনা' বলে, মঞ্জিষ্ঠা রঞ্জন,
মঞ্জিষ্ঠার রক্তরাগ বস্ত্র-সুশোভন!
মঞ্জিষ্ঠা-রঞ্জিত বস্ত্রে মালিন্য না ধরে,
রাধার মঞ্জিষ্ঠা রাগ জন্মে প্রেম ভরে।
'সমর্থা রতির' গোপী অহর্নিশ জাগে,
রাধাসঙ্গে রস-রঙ্গে মঞ্জিষ্ঠার রাগে!
কৃষ্ণ দরশন পথে কণ্টক সকল,
মঞ্জিষ্ঠার রাগে করে কুসুম-কোমল!
সমর্থা-রতিতে নিত্য নব অনুরাগ,
ডগ-মগ রক্ত রাগে মঞ্জিষ্ঠার রাগ!

মৃত্যুময় দেশে "রাগ—মানের বিজ্ঞান,"
বুঝেনা সংসারী-কীট চিন্তায় অজ্ঞান!
নব যৌবনের সেই প্রস্ফুট সময়,
নব অনুরাগ যবে মানসে উদয়,
মরা-বাঁচা জ্ঞান নাই, থাকে নিরন্তর
তপ্ত প্রেমে মত্ত যেন অজর অমর,
এ সংসার সুধাময় চিরস্থির সত্য—
এই ভাব থাকে যবে মনো মাঝে নিত্য,
ধন-জন-মৃত্যু চিন্তা দাগ মাত্র নাই—
সে নর যৌবনে "মান" দেখিবারে পাই!

অজর অমর জ্ঞানে প্রেমেতে আবার
সে নব যৌবন মনে আসিবে যাহার,
কৃষ্ণ প্রেমে তার 'মান' কথায় কথায়,—
সে 'মান' সংসারী-কীট পাইবে কোথায় ?
ধূম দর্শনেই জানি অগ্নি ভিন্ন নয়,
"মান" দর্শনেই জানি প্রগাঢ় প্রণয় !
"মান" হ'লে কোপ ভাব দেখা যায় যাহা,
কোপের সদৃশ বটে, কোপ নহে তাহা।
মানেতে উগ্রতা মাখা মাধুর্য্যই, ফুটে,
উত্তপ্ত মধুর রস উছলিয়া উঠে !
ডুবিছে ব্রজের প্রেম তীব্রবেগ বশে,
ধরিয়া "কুটিলা গতি" অভিমান-রসে !
নাহি হয় পুরাতন গোপীপ্রেম-রস,
মান আসি করে তারে নবীন সরস !
মান আসি পূর্ণ করে প্রণয়ের ক্ষুধা,
মানই প্রেমের প্রাণ সঞ্জীবনী সুধা !
মানের কি পরিমাণ করিলে দর্শন,
প্রেমের কি পরিমাণ বুঝিবে তখন।
গোপিকার মান শুধু প্রেমের কৌশল,
বজ্রসার-সুকঠিন কুসুম-কোমল !
বিরহের যন্ত্র যথা প্রেম-সংবর্দ্ধক,
তেমতি মানের মন্ত্র রস-উদ্দীপক !
গোপিকা-মধুমক্ষিকা মান-চক্র করি,
আনে বিরহের মধু অল্প অল্প করি।

সাপ ধরি সাপুড়েরা　যেমন নাচায়,
প্রেম নিয়া গোপীগণ　সেরূপ খেলায়।
অবোধেরা সর্পক্রীড়া　দেখিবেক শুধু,
স্পর্শ না করিবে কভু　গোপীলীলা-মধু!
গোপীপ্রেম-সর্পক্রীড়া　দেখিতে দেখিতে
বহু দিনে কেহ কেহ　পারিবে ধরিতে!
তাই গোপী লীলামৃত　বলিতেও হয়,
মরা বাঁচে সর্পবিষে!—না বলিলে নয়।
কৃষ্ণপ্রেমা-ব্রহ্মজ্ঞান　অভিন্না দম্পতি
সুজনে মুকতি দেন,　দুর্জ্জনে দুর্ম্মতি!
ব্রজের সে মান-তত্ত্ব　কহিতে অশেষ,
"উজ্জ্বল নীলমণি" গ্রন্থ　বর্ণিলা বিশেষ।
অজর অমর ভাব　না হ'লে উদয়,
স্থির যৌবনের 'মান'　বুঝিবার নয়।
ভাগবত গ্রন্থ পার্শ্বে　উজ্জ্বল নীলমণি,
বসাইয়ে দেখ "মান"　অমৃতের খনি!
　পূর্ণব্রহ্ম স্বয়ং আসি　গোপী-কৃষ্ণ হন,
ভাগবতে জ্ঞানে প্রেমে　যুগল মিলন।
কপিলের ব্রহ্মশিক্ষা　জননীর প্রতি,
গোপীলীলা-সনে আছে　সামঞ্জস্য অতি!
যোগবাশিষ্ঠের পাঠে　মূর্খেরা নাস্তিক,
গোপী লীলা পড়ি মূর্খ　মরে বাস্তবিক!
বিশুদ্ধ চরিত্রে ভোগ　বাসনার ক্ষয়,
না হইলে, গোপীলীলা　বুঝিবার নয়।

সংযম নিয়ম আদি ব্রহ্মচর্য্য সনে,
ভক্তসঙ্গে বসি ভাগবত অধ্যয়নে
দক্ষ হ'লে শেষে-লক্ষ্য গোপীরস তত্ত্ব,
গৌর ভক্তগণ যা'তে অহর্নিশ মত্ত !
সাধারণে অবোধ্য সে 'উজ্জ্বল নীলমণি',
দু'এক প্রসঙ্গ তার কহিব বাখানি।
তিনরূপ 'মানিনী' সে প্রেমানন্দ ধাম,
'ধীরা' ও 'অধীরা' আর 'ধীরাধীরা' নাম !
নায়কে মধুর ব্যঙ্গ করে যে সে 'ধীরা',
নিঠুর কঠোর ব্যঙ্গ করেন 'অধীরা'।
কভু স্তুতি কভু নিন্দা 'ধীরা ধীরা' করে ;
তাই হেন ব্যঙ্গ কথা কহে কোপ ভরে,—
"যাও যাও হে প্রাণসখা, আর মন রাখা কাজ নাই,
তুমি যাওহে তোমার কাজে, আমরা মোদের কাজে যাই!"
'সারস্বত-অলঙ্কার' গ্রন্থে কি মাধুর্য্য !—
'মুগ্ধা' 'মধ্যা' 'প্রগল্ভার' মানের চাতুর্য্য !
কি কব অনন্ত-মুখী সে মান-তরঙ্গ,
যত গাঢ় কৃষ্ণপ্রেম তত বাড়ে রঙ্গ !
সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রেম, যাতে অন্তর গলায়,
রসশাস্ত্রে "স্নেহ-প্রেম" তাকে বলা যায়।
দ্বিবিধ সে "স্নেহ-প্রেম"—'ঘৃত' আর 'মধু',
ঘৃতে পুষ্টি, মধু মিষ্টি—পুষ্টি নহে শুধু।
"আমি তারই"—এই প্রেমে 'ঘৃত স্নেহ' কয়,
"সে আমরই"—বলিলেই 'মধুস্নেহ' হয় !

'আমি তার' বলিলে সে প্রাধান্য তাহার,
'সে আমার' কত মিষ্ট প্রাধান্য আমার!
'আমি তার' আমি গিয়ে হই তার বশ,
'সে আমার'—আমি আছি, টাট্‌কা মিষ্ট রস!
সার্থক শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে "আমি ও আমার,"
অনিত্য-অহং গিয়া নিত্য-অহঙ্কার!
জীবে জীবে কি সম্বন্ধ?—শুধু "মম মম",
"আমার কৃষ্ণের জীব, মম প্রাণ সম!"
গোপীদের মধুস্নেহ কৃষ্ণ-মনোলোভা,
শুধু ব্রহ্মজ্যোতিঃ সেই গোপী অঙ্গ-আভা!
'আমি তাঁর'—মহা মন্ত্র জপি রাত্রি দিন,
তাঁতেই কেহ বা হন ক্রমশঃ বিলীন!
'সে আমার' হইলেই 'আমির' পূর্ণতা,
যেন সে "সো'হং" ভাব "ত্রিলোকে মমতা"!
উজ্জ্বল নীলমণি-গ্রন্থে "বিস্রম্ভ" বর্ণন—
"প্রিয়তম সনে সব অভেদ মনন"!
বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী টীকাকার কন—
নিজ বেশ ভূষা বুদ্ধি দেহ প্রাণ মন
অভেদ ভাবিলে কৃষ্ণ—দেহ-মন সনে,
তাহাই "বিস্রম্ভ রস" রস শাস্ত্র ভণে।
বহু দিনে ক্রমে "মান" আধিক্যের বশে,
ক্ষয় পায়, লয় হয় সে বিস্রম্ভ-রসে!
থাকে শুধু 'শুভ্র প্রেম' অভেদ-বুদ্ধিতে,
ব্রহ্ম সমাধির ন্যায় প্রেম-সমাধিতে!

কে আছে প্রেমিক কোথা, বুঝিবে এ মর্ম্ম-কথা,
কোথা আছ প্রাণ সম গৌর ভক্তগণ?
তোমাদের কৃপা বিনা কে পায় প্রেমের কণা?
প্রেম-সিন্ধু হ'তে বিন্দু কর বরষণ।
"ভ্রান্তং যত্র মুনীশ্বরৈরপি পুরা যস্মিন্ ক্ষমা মণ্ডলে,
কস্যাপি প্রবিবেশ নৈব ধিষণা যদ্বেদ ন শুকঃ।
যন্ন কাপি কৃপাময়ে নচ নিজে প্যুদঘাটিতঃ শৌরিণা,
তস্মিনোজ্জ্বল ভক্তি-বর্ত্মনি সুখং খেলন্তি গৌর-প্রিয়াঃ।"
"যে পথে হলেন ভ্রান্ত মুনীশ্বর গণ,
পুরা কালে ধরাতলে অজ্ঞাত যে ধন,
শুক দেব যে বিষয়ে ছিলা জ্ঞান-হীন,
কৃষ্ণ যাহা দেন নাই ভক্তে এত দিন,
সে উজ্জ্বল মহা রসে হইয়া মগন,
করিতেছে সুখে ক্রীড়া গৌর-ভক্তগণ!"
জড়ে আকর্ষণ যথা, প্রেমের মিলন তথা,
আকর্ষণ এক ভাব—বর্দ্ধন না হয়,
প্রেমের মিলন প্রাণে ক্ষান্ত হ'তে নাহি জানে
অসীম চিন্ময় দেশে বাড়ে ক্রমান্বয়;
রসিক জনের কাছে সতত বিদিত আছে,—
প্রেমের দ্বিবিধ ভাব, উভয় সরস,
দেবতার সাধনীয়,— স্বকীয় ও পরকীয়,
দুই ভাবে ভক্তগণ পিয়ে সুধা-রস।
স্বকীয় যা স্বার্থপর, কান্ত-ভাব নিরন্তর,
শ্রীকান্তেরে কান্ত জানি অনন্ত বিহার!

পরকীয় প্রেম যাহা, স্বার্থ-গন্ধ শূন্য তাহা,
কৃষ্ণ-প্রীতি ভিন্ন তাহে কিছু নাহি আর।
যেন শুদ্ধ তপ্ত হেম, এই পরকীয় প্রেম
বুঝাইতে বৃন্দাবনে রাসের উদয়!—
শ্রীগৌরাঙ্গ নাম ধরি নবদ্বীপে অবতরি
প্রেম-যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিলে রসময়!
সে প্রেম কি পাব আমি? জান তুমি অন্তর্যামী,
বিষ খাই, সুধা-পানে দৃষ্টি শুধু শুধু!
যদি তব কৃপা হয়, বিশ্ব হয় সুধাময়,
পশু পক্ষী তরু লতা মধু মধু মধু!
তোমার চরিতামৃত ভক্ত গণে সুবিদিত,
আমি অন্ধ, গৌরচন্দ্র ভরসা কেবল!
গৃহ-অন্ধকূপে থাকি পাপ-পঙ্ক গায়ে মাখি,
তার্কিকের সঙ্গে করি ভেক-কোলাহল!
তোমার শ্রীমূর্ত্তি খানি হৃদয়-মন্দিরে আনি,
চিরানন্দময় হই—এই ভিক্ষা মোর;
প্রেম দাও প্রেমময়, যেন না করিতে হয়
শত-জন্ম-ব্যাপী আর তপস্যা কঠোর।

কৈবল্যং নরকায়তে, ত্রিদশপুরাকাশ পুষ্পায়তে,
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয় কালসর্পপটলী প্রোৎখাত দংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণ সুখায়তে বিধি মহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে,
যৎ কারুণ্য-কটাক্ষ-বৈভববতাং তং গৌরমেবস্তুমঃ॥
(প্রবোধানন্দ সরস্বতী)

"করুণা কটাক্ষে যাঁর, মুক্তিজ্ঞান হয় ছার,
আকাশ-কুসুম সম স্বর্গ!

যাঁর কৃপা হ'লে প্রাপ্ত, ভগ্নদন্ত সর্প মত
বশীভূত সে ইন্দ্রিয় বর্গ।
ইন্দ্রপদ তুচ্ছ যাতে, বিশ্বে সুধা ঝরে,
স্তব করি মোরা সেই গৌরাঙ্গ সুন্দরে !"

কপট চাতুরি চিতে জনমন ভুলাইতে
লইয়ে তোমার নাম খানি,
দাঁড়াইয়ে সত্য পথে অসত্য মিশাই তাতে,
পরিণামে কি হবে না জানি !
গৌরহরি কৃপাকরি রাখ নিজ পদে,
কামক্রোধ ছয়গুণে লয়ে ফিরে নানা স্থানে,
বিষয় ভুঞ্জায় নানা মতে !
হইয়া মায়ার দাস করি নানা অভিলাষ,
তোমার স্মরণ গেল দূরে,
অর্থলাভ এই আশে কপট বৈষ্ণব বেশে
ভ্রমিয়া বেড়াই ঘরে ঘরে !
অনেক দুঃখের পরে, লয়েছিলে ব্রজপুরে,
কৃপা-ডোর গলায় বাঁধিয়া,
দৈব মায়া বলে ধ'রে খসাইয়া সেই ডোরে
ভব কূপে দিলেক ডারিয়া !
পুনঃ যদি কৃপা করি, এ জনার কেশে ধরি
টানিয়া তুলহ ব্রজ ধামে,
তবে ত হইবে ভাল, নতুবা পরাণ গেল,
কহে দীন দাস নরোত্তমে।

উপসমাপ্তি।

জ্ঞানজ্যোতিঃ মণ্ডিত প্রেমযোগই শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্ম। এই জ্ঞান ও প্রেম শ্রীমদ্ভাগবতে প্রকাশিত হইয়াছে। চৈতন্য চরিতামৃতে জ্ঞানের সূক্ষ্ম তত্ত্ব সকল নিহিত আছে। তাহা শুষ্ক জ্ঞান নহে, ভক্তিতে পরিণত। গৌরধর্ম্ম ও জ্ঞানধর্ম্ম অনেক স্থানে এক ভাবে চলিয়াছে। চিন্ময় দেহ ভাবনা করা গৌরধর্ম্মেও যেমন, জ্ঞানযোগেও সেই রূপ। যেখানে কৃষ্ণপ্রেম প্রবাহিত, সেখানে জাতিভেদ নাই; যেখানে কৃষ্ণপ্রেম নাই, সেখানে জাতিভেদ কেন, সকল ভেদই আছে, ইহা গৌর ধর্ম্মের লক্ষণ। জ্ঞান-যোগিগণের মধ্যেও যেখানে আত্ম জ্ঞানের উদয় হইয়াছে, সেখানে জাতি ভেদ নাই। আত্মজ্ঞান না হইলে, সকল ভেদই আছে। অন্তর নির্ম্মল ও দ্বেষশূন্য হওয়াই উভয় ধর্ম্মের লক্ষ্য। গৌরধর্ম্ম তেজের ধর্ম্ম। জ্ঞানযোগীর ধর্ম্মও তেজের উপর প্রতিষ্ঠিত। অন্তরে মহা তেজস্বিতা না থাকিলে যোগধর্ম্ম, বা গৌরধর্ম্ম অনুসরণ করা যায় না।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের তেজঃ ব্রহ্মতেজের উপর স্থাপিত, ইহা ভাগবত পাঠে উপলব্ধি হইয়া থাকে। মহা প্রভুর "রাজ দর্শন ও স্ত্রী-দর্শন সমান" ইত্যাদি মহাবাক্য সেই ব্রহ্মতেজঃ প্রকাশ করিতেছে। "তৃণাদপি" শ্লোকও তেজের পরিচায়ক। অসাধারণ সহিষ্ণুতা ও ত্যাগ স্বীকারে ব্রহ্মতেজঃ প্রকাশ পায়। শক্তি ও তেজস্বিতা না থাকিলে 'অণু' হওয়া যায় না। রঘুনাথ দাস, নরোত্তম দাস, হরিদাস, স্বরূপ-দামোদর, রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণব মহাজনগণ অসাধারণ দীনতা অবলম্বন করিয়া

কেবল তাঁহাদের অন্তরস্থ ব্রহ্মতেজঃ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীভাগবতসন্দর্ভ ও আনন্দ-মীমাংসা প্রভৃতি মহাজ্ঞানপূর্ণ বৈষ্ণব দর্শনশাস্ত্র অতি কঠিন, বেদান্ত দর্শনের অনুরূপ। উহা সাধারণের দুর্ব্বোধ্য কিন্তু সেই বৈষ্ণব দার্শনিক তত্ত্ব ও "ভক্তি বিজ্ঞান" চিন্ময় রসতত্ত্বের ভিত্তিমূল। উহা না বুঝিলে ব্রজরস স্থায়ীভাব ধারণ করে না। ভাসা ভাসা বুঝা যায় মাত্র। মূল তত্ত্ব ধরিয়া নিবিষ্ট চিত্তে অভ্যাস ও সাধন না করিলে কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের অন্তরেই প্রবেশ লাভ করা যায় না। বস্তুতঃ সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মূলে একই বস্তু রহিয়াছেন। এবং সকল সম্প্রদায়ের মূলে নিগূঢ় তত্ত্ব আছে, মহা জ্ঞান আছে ও মহাজন গণ আছেন। তাই অনেকের অভিমত যে, সকল ধর্ম্মই সত্য। সকল ধর্ম্মের মধ্যে অন্তরঙ্গ গণ ঐ মহা সত্য অনুভব করেন, বহিরঙ্গগণ বাহ্য ভাব নিয়া থাকেন। সকল ধর্ম্মেরই মূলে যে একমুখী মহা সত্য আছে, তাহা অনুভব করা সকলের কর্ম্ম নহে।

সকল ধর্ম্মেই ইন্দ্রিয়ের সহিত যুদ্ধ হয়। বাহ্য স্বার্থের যুদ্ধেও যেমন তেজের আবশ্যক, অন্তরের পারমার্থিক যুদ্ধের জন্যও সেইরূপ মহাতেজের আবশ্যক। গোপী-ধর্ম্মেও কেবল তেজঃ ও যুদ্ধ। ঐ ধর্ম্মযুদ্ধ করা নির্ব্বোধ ভাল মানুষের কর্ম্ম নহে। সুচতুরা গোপীগণের ন্যায় আঁধার রাত্রিতে কৃষ্ণের বংশী-সঙ্কেত জানিয়া কণ্টক ভুজঙ্গের উপর দিয়া কিরূপে ছুটিতে হইবে, "সখীর গণ" না হইলে তাহা কেহ বুঝিতে পারে না। তেজস্বিতা, ত্যাগস্বীকার ও ইন্দ্রিয়যুদ্ধেই গোপী-ধর্ম্মের অমৃতপ্রবাহ প্রবাহিত। সংসার-স্বার্থের বিষয়ে 'ক্ষমা ও দীনতা' সেই গোপীধর্ম্মের তেজস্বিতার লক্ষণ। কত তেজঃ থাকিলে তবে সংসারে পশুসম অহংটাকে দীন হীন করিয়া রাখা যায় এবং "আমার কৃষ্ণের জীব" এই জানিয়া

সকলের চরণ তলে পতিত হওয়া যায়, তাহা সাধারণ লোকের বুঝিয়া উঠা কঠিন।

"ধর্ম্মের চিহ্ন ধরবে শুধু—ক্ষমা ও দীনতা, মধুরে মধু!"

শাস্ত্র-সমুদ্রের তলদেশে যে কত অমূল্য রত্ন আছে তাহা না জানিতে পারিয়া সফরীর ন্যায় উপরি ভাগে যাঁহারা উছলিয়া উঠেন, তাঁহারা পাশ্চাত্য বাতাসে পড়িয়া সর্ব্বত্রই 'পৌত্তলিকতা' দেখেন। পরাগ্-দৃষ্টি নিবন্ধনই, তাঁহাদের ঐ অদূর-দর্শিতা ঘটিয়া থাকে। প্রত্যগ্-দৃষ্টিতে গৌরধর্ম্ম ও গোপীধর্ম্ম কেবল চিন্ময় চৈতন্যধর্ম্ম। অধুনা গীতার যেরূপ প্রভাব দৃষ্ট হইতেছে, ইহার পরবর্ত্তী সময়ে চৈতন্য-চরিতামৃতের প্রভাবও ঐরূপ দৃষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই।

অনেকে মনে করেন যে, দেশের উন্নতি ও শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি করিতে গেলে গৌরধর্ম্ম বা গোপীধর্ম্ম রক্ষা হয় না। তাঁহারা "শুয়ে শুয়ে হরিনাম" করিতে অভিলাষী। "ব্রহ্মতেজের উপরই গৌরধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত" ইহা তাঁহারা ভুলিয়া গিয়া সর্ব্ব-কর্ম্ম-ত্যাগী সন্ন্যাসীর ন্যায় বসিয়া বসিয়া দিন কাটাইতে চান। মহাপ্রভু কিংবা তাহার ভক্ত ভিক্ষুক গণ বসিয়া বসিয়া অলসতার প্রশ্রয় দেন নাই।

শ্রীভগবান্ কি শ্রীবৃন্দাবনে, কি কুরুক্ষেত্রে, সর্ব্বত্রই বিশ্ব-প্রেমিক সুচতুর ও নির্লিপ্ত কর্ম্মশীল হইয়া জ্ঞান, প্রেম, ও কর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন। এক্ষণে অনেক গৌরভক্ত গীতার সমাদর করেন না, শুধু ভাগবতের দশম স্কন্ধটি নিয়াই থাকেন। উহা একাঙ্গ সাধন মাত্র। উহাতে অনেক দোষের সম্ভাবনা। মহাপ্রভু ও তদীয় ভক্তগণ, বেদান্ত ভাগবত ও গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রে মহাপণ্ডিত

ছিলেন। চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থ খানি ভাগবত ও গীতার উপরে প্রতিষ্ঠিত। জ্ঞানের আলোকে ভক্তিরাজ্য দেখিয়া নিয়া তৎপরে রামরায় কথিত "অবিমিশ্রা ভক্তি" লাভ করিতে পারা যায়। তখন জ্ঞান কি থাকে না? ঠিক থাকে। সোণাতে রসান দেওয়ার ন্যায় জ্ঞান দ্বারা ভক্তির উজ্জলতা আরও বৃদ্ধি পায়। রসানের ন্যায় জ্ঞানের নিজের পার্থক্য আর দেখা যায় না। ভাগবতের নয়টি স্কন্ধ দশম স্কন্ধকে, রসান দেওয়ার ন্যায়, অত্যুজ্জল করিয়াছে। নয়টি স্কন্ধ বাদ দিয়া দশম স্কন্ধটি পাঠ করিলে "নন্দের বেটার কুকাণ্ডই" দেখা গিয়া থাকে। জমিতে "প্রথম চাষ" না দিয়া সর্ব্বাগ্রে "তেস্‌রা চাষ" দিতে যাওয়া যেমন বাতুলতা মাত্র, প্রথম নয়টি স্কন্ধ বাদ দিয়া সর্ব্বাগ্রে দশম স্কন্ধের মর্ম্মগ্রহণ করিতে যাওয়াও সেইরূপ।

ব্রহ্মতেজের উপর না থাকিলে "শ্রীবৃন্দাবন" কোথায় থাকে? সেই ব্রহ্ম-তেজের উপর থাকিলে সকল দিকই রক্ষা হইয়া থাকে। শিল্প বাণিজ্যাদি দেশের উন্নতিরও বাধা হয় না। জনকাদির ন্যায় রাজা প্রতাপরুদ্র ও রামানন্দ রায় প্রভৃতি বৈষ্ণব মহাজনগণ এ বিষয়ের উজ্জ্বল উদাহরণ।

"ভেবনা যে জ্ঞান হীনা গোয়ালিনী গোপীগণ,
জেনে রেখ শুদ্ধ ব্রহ্ম-তেজের উপর বৃন্দাবন।"

যমুনা তটের গোয়ালিনীগণ ও গোদাবরী তটের রামানন্দ রায় গৃহ ধর্ম্মের বিন্দু-বিসর্গ পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়া কৃষ্ণপ্রেমের চূড়ান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। গীতা-জ্ঞান লাভের পরে গোপী ধর্ম্ম শিক্ষা করিলে ব্রজ-রসের অটলত্ব হইয়া থাকে। ভাগবতের উচ্চ জ্ঞানপূর্ণ বিষয় গুলি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল দশম স্কন্ধটি পাঠ করিয়া গোপী-

ধর্ম্মের অনুসরণ করিলে, ক্ষুরধারের উপর বিচরণের ন্যায় অবোধ-গণের পদে পদে বিপদ সম্ভাবনা।

ভাগবতের দিব্য জ্ঞান লাভ করিলে বুঝা যায় যে, যোগমায়ার পটের উপর শুদ্ধ চৈতন্য-ব্রহ্ম নিজ তেজঃ রূপ কিরণ বিস্তার করিয়া কৃষ্ণ-লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। যোগমায়ারূপ স্পন্দিত পটের উপর, সাধারণ 'বায়স্কোপের' ন্যায়, "চৈতন্যময় ও মনোময় বায়স্কোপ" লীলারূপে প্রকাশ পাইতেছে। সাধারণ বায়স্কোপের ছবিতে চৈতন্য ও মন নাই, কিন্তু ছবির অন্তরালে একটি মনুষ্যের চৈতন্য ও মন থাকাতে ক্রীড়া চলিয়া থাকে। মানব-ক্রীড়া ও গোপী-ক্রীড়ারূপ বায়স্কোপের অন্তরালে শ্রীভগবান্ স্বয়ং "মহা চৈতন্য ও মহা মন" রূপে ত আছেনই, পরন্তু ছবিতেও সেই 'চৈতন্য ও মন' ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় বর্ত্তমান। সেই কারণে মনুষ্য বা গোপীগণ ঐ ক্রীড়াসুখ অনুভব করিয়া অমৃতের ন্যায় সম্ভোগ করিতে সমর্থ হন; এবং ক্রমে ক্রমে চিদভিমুখী হইয়া অন্তরস্থ ভগবানকে অনুভব করেন। অবশেষে সেই "মহা চৈতন্য ও মহামনকে" জানিতে ও ধরিতে সক্ষম হইয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন। এই "মহালাভ ও লোভের" জন্য মানব-পুত্তলিকার ও গোপিকার বায়স্কোপ-ক্রীড়া স্বপ্নবৎ বৃথা হয় নাই। বস্তুতঃ পরিণাম-সত্য হইয়া চির মধুময় ও চির সার্থক হইয়া রহিয়াছে।

বায়স্কোপে একটি আশ্চর্য্য, অতি সুদীর্ঘ ফিতার গায়ে শত সহস্র ফটোছবি ধরিয়া রাখা হয়। সেই ফিতা ঘুরাইয়া ক্রমান্বয়ে ছবি গুলি দেখান হয়। সম্মুখস্থ নির্ম্মল শ্বেত পটের উপর সেই সব ছবির ছায়া পড়িয়া বড় বড় দেখায়, ও অঙ্গ-ভঙ্গী প্রদর্শন করে। মানব ও ব্রজ গোপীর মধ্যে বুদ্ধিই সেই সুদীর্ঘ ফিতা। শ্রীভগবান্

নিজ ছায়া-গঠিত অসংখ্য ভাবের ফটোছবি ঐ বুদ্ধির ফিতায় ধরিয়া রাখিয়াছেন। তিনি ঐ বুদ্ধির ফিতা পারদসদৃশ মস্তিষ্কের মধ্যে জড়াইয়া রাখেন, এবং ঐ বুদ্ধির ফিতা টানিয়া টানিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ক্রমান্বয়ে ছবি গুলির সম্পূর্ণ ভাব-ভঙ্গী দেখাইয়া থাকেন। স্বচ্ছ চৈতন্য-পটের উপর ঐ ছবি স্থূল দেখা যায়। 'মানবের মস্তিষ্কে একের পরে আর আসিয়া শত শত বুদ্ধির ছবি খেলিতেছে, মানুষ ভাবিতেছে—আমি একই ব্যক্তি, একই ভাবে কার্য্য করিতেছি। ঐরূপে সাধারণ বায়স্কোপেও শত শত ফটোছবি ক্রমে মিশিয়া যেন এক ব্যক্তিই অভিন্ন ভাবে সব করিতেছে, এইরূপ বোধ হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ ঐ বুদ্ধির ফিতাটি মস্তিষ্ক হইতে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া জীব-লীলা ও গোপী-লীলা করেন। গোপীদিগকে স্বতন্ত্র বোধ হয়, বস্তুতঃ ঐ গোপীলীলা ভগবানের ছায়া-ক্রীড়া মাত্র। গোপীলীলাটি যে 'বায়স্কোপ' তাহা ভাগবতে এইরূপে বর্ণিত আছে,—

"নিজ ছায়া হেরি, ছায়া ধরি ধরি, ছেলে খেলা যথা বালক বেলা,
শ্রীপতি তেমনি, ছায়া স্বরূপিণী, ব্রজবালা সনে করেন খেলা!"

এই ছায়া ক্রীড়ায়, সচেতন ছায়া গুলি আপন মূল স্থিত প্রাণ-স্বরূপকে জানিতে পারিয়া তাঁহাকে ধরিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে, ও "খুন কবুল হইয়া" প্রেমের টানে ও প্রাণের টানে ছুটিয়া গিয়া পড়ে! এই মধুময় রস-লীলাই গোপী-লীলা ও গৌর-লীলায় সুন্দররূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছে! অতএব এস ভাই, আমরা সেই "পরম লাভের লোভে" পড়িয়া সেই সচেতন ও সার্থক বায়স্কোপ-ক্রীড়া, উত্তমরূপে সম্পন্ন ও সম্ভোগ করি; তাহা হইলে সূর্য্যকিরণ-চুম্বিত প্রভাত-কমলের ন্যায় সেই প্রেম-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের আলিঙ্গনে আমরা চির স্বাস্থ্য ও চিন্ময় "স্থির যৌবন" লাভ করিতে

পারিব, সন্দেহ নাই। সেই চির সুন্দর "স্থির-যৌবন" লাভের লোভ কে সম্বরণ করিতে পারে?

চিরস্থির নেত্রে দেখ ভব সিন্ধু-পারে—
"স্থির-যৌবনেরে" আর "স্থির-যৌবনারে"!
স্থির যৌবন তেজে অাঁটা, রসের চোটে দাড়িম-ফাটা।
নিত্য সিদ্ধা গোপীগণ!—চিন্ময় শ্রীবৃন্দাবন!

অমৃতে ডুবিয়া থাকে এহেন প্রকার
"রাধাকৃষ্ণ-কলেবর" ব্রজ-গোপিকার।

গীত।

সাহানা—ঝাঁপতাল।

কূটস্থ চৈতন্য ব্রহ্ম তোমরা বল যাঁরে,
প্রাণনাথ বলি মোরা মন প্রাণ সঁপেছি তাঁরে।
তোমরা চাও জগতের নাশ,
আমরা চাই তার সুপ্রকাশ,
মরিতে হয় অভিলাষ, প্রাণনাথ যদি মারে।
"সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য, মামেকং শরণং ব্রজ,"
শুনিয়া এসেছি মোরা নিতে কৃষ্ণের পদরজঃ;
ত্রিবিধ দুঃখের মাঝে বসায়ে হৃদয় রাজে,
সাজায়ে নিকুঞ্জ সাজে, দাসী হ'য়ে সেবি তাঁরে!
মোদের, নাম কৃষ্ণদাস দাসী, নিত্য বৃন্দাবন বাসী,
কৃষ্ণনাম ভালবাসি, দিব এ নাম সন্ন্যাসীরে।

ললিত—আড়া।

তুমি যত ভালবাস, আমি কি তা পারিব ?
সংসারের সেবা করি অবসরে আসিব।
আসিয়াছ নিজ গুণে, ভালবাস সর্ব্বক্ষণে
আমি কিন্তু প'লে মনে তবে ভাল বাসিব।
এই ভাবে ভালবাস, এস যাও, যাও এস,
কথনো দু দণ্ড বোস, প্রাণ কথা কব,—
আবার যাইব ভুলে, তুমি কিন্তু তাই বোলে,
যেওনা যেন হে চলে, না দেখিলে মারা যাব।
সংসারের সেবা করি, আসিব যখন ফিরি,
তব চন্দ্রানন হেরি, প্রাণ জুড়াব,
অবসর মতে এসে ও চরণ পাশে বোসে
নয়নের জলে ভেসে মন প্রাণ ঢেলে দিব।

কই সে মাধব বিনোদ কালা ?
একবার—হেরে জুড়াই ত্রিতাপ জ্বালা।
আহা, না জানি ভকতি, না আছে শকতি,
আমি মন্দমতি ব্রজের বালা।
কুল মান গেছে, সে কালার পাছে,
কই কার কাছে প্রাণের জ্বালা,—
আমি প্রেমের প্রসূনে, শ্রদ্ধার চন্দনে
সাজায়ে এনেছি হৃদয় ডালা।

প্রাণ থাকিতে প্রিয় সখি, তারে মন্দ বোল' না।
আমার—কর্ম্মগুণে তার সনে দেখা, এ জীবনে হ'ল না!
দেহে থাকিতে জীবন, না যদি হয় দরশন,
কি কাজ এ দেহ মন, কেন প্রাণ গেল না?
জগৎ পূজিছে যাঁরে, আমি মন্দ বলি তাঁরে,
প্রাণেশ্বরে মন্দ' করে মন্দ মতি ললনা।
পালন কৌশল তাঁর, আমরা কি জানি তার?
মঙ্গল বিধান সার—এ নহে তাঁর ছলনা;
যার দয়াতে পেলাম আঁখি, আঁখি তাঁর দেখিল কি?
আঁখি মুদে ভাব সখি, ও আঁখি আর খুল না।
প্রেম সিন্ধু নাম জানি, সমাধি-অমৃত খনি,
প্রাণনাথ গুণমণি, হবেনা তাঁর তুলনা;
তাঁহারি এ দেহ মন, তিনিই সর্ব্বস্ব-ধন,
এ জীবন বিসর্জ্জন, তাঁর চরণে দেই চল না।

পিলু—পোস্ত।

কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ আমার প্রাণধন,
কোথা গিয়ে লুকালে নাথ হ'রে নিয়ে প্রাণ মন।
কৃষ্ণ বিনা এ সংসার, সবি দেখি অন্ধকার,
কে আমার, আমি কার; যেন নিশার স্বপন।
যে দিকে মেলি দু আঁখি, কৃষ্ণ-কর-লেখা দেখি,
ঊর্দ্ধ বাহু হয়ে ডাকি, দেহ নাথ দরশন।
দীন হীন কৃষ্ণদাস করে কৃষ্ণ তব আশ,—
নহে কর প্রাণনাশ, এই তার আকিঞ্চন।

বারোয়া—ঠুংরি।

যোগে আগে বাসনা বিজয়;
ভব বন্ধ নাশে শেষে রাসের উদয়!
শান্তভাবে যোগী ছিলাম, কোথা হতে কোথা এলাম,—
ক্রমে যে দেখালে ব্রজ মাধুর্য্য আমায়!
ভাগবতে ব্যাসবাণী, নব স্কন্ধে যোগ শুনি,
দশমে দেখিনু এসে লীলা মধুময়।
তরু লতা পশু পাখী, সকলি চিন্ময় দেখি,
এই বৃন্দাবন নাকি কৃষ্ণলীলাময়!
কিছু না হ'ল বিনাশ, সর্ব্বেন্দ্রিয় সুপ্রকাশ,
হৃদয়ে করেন বাস, কৃষ্ণ রসময়।

সখিরে, ভাব না জেনে প্রেম নদীতে ঝাঁপ দিওনা।
সে নদী অকূল পাথার, দিসনে সাঁতার,
সাঁতার দিলে প্রাণ বাঁচেনা।
নদীর তরঙ্গ ভারি, ডুবেছে গোকুলপুরী
মজেছে নর নারী গোপাঙ্গনা;—
পোরে স্বার্থ-বসন, কুলের ভূষণ, ছি ছি সখি জল ছুঁয়োনা।
অকৈতব কৃষ্ণ প্রেমা, জীবে তা সম্ভবে না,
নিষ্কামী নির্ব্বিকারী ব্রজাঙ্গনা—
সেই সখীর কর্ম্ম, পূর্ণ ধর্ম্ম, মর্ম্ম জেনে কর্ সাধনা।

দেখেছি তাঁরে, আমি দেখেছি তাঁরে,
সে যে কি মোহন রূপ বলিতে কে পারে?

নবীন মেঘের শোভা দেখেছি নয়নে,
শত কাদম্বিনী শোভা প্রাণনাথের চরণে!
চূড়াতে ময়ূর পাখা, পাখা কে তায় বলে?
পাখা নয় সে রাকাশশী—কোটী চন্দ্র ঝলমলে!
কে বলে রে, গুঞ্জামালা দোলে নাথের গলে,—
আমাদেরি মন প্রাণ গাঁথা তাঁর বক্ষঃস্থলে॥

শ্রীমৎরঘুনাথ দাস গোস্বামী কৃত

শ্রীরাধিকার বন্দনা।

চন্দ্রবদনী রাধা, মৃগ-নয়নী,
রূপে গুণে অনুপমা রমণী-মণি।
মধুরিম-হাসিনী কমল-বিকাসিনী
মতিম-হারিণী কম্বু-কণ্ঠিনী,
স্থির সৌদামিনী, গলিত কাঞ্চন জিনি
তনুরুচি-ধারিণী পিক-বচনী!
উজ্জ্বলম্বী বেণী বৈরূপর যেন ফণী
আভরণ বহুমণি গজ-গামিনী,
বীণা-পরিবাদিনী, চরণে নূপুর-ধ্বনি,
রাস-রসে পুলকিতা জগ মোহিনী!
সিংহ জিনি মাঝা ক্ষীণী তাহে মণি কিঙ্কিণী,
কাঁপি উছলি তনু পড়ে অবনী,
বৃষভানু-নন্দিনী জগজন-বন্দিনী
দীনদাস রঘুনাথ মনোহারিণী!

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-স্তোত্রম্ ।

কনকরুচিরগৌরঃ সর্ব্বচিত্তৈকচৌরঃ
প্রকৃতিমধুরদেহঃ পূর্ণলাবণ্যগেহঃ ।
কলিতললিতরূপঃ ক্ষুব্ধকন্দর্পভূপঃ
স্ফুরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রঃ ॥

বহুলচিকুরবন্ধঃ স্নিগ্ধমুগ্ধপ্রবন্ধঃ
প্রসরপুরপুরন্ধ্রী চিত্তসন্ধানমন্ত্রী ।
বিহিতবিবিধবেশঃ দ্যোতিতাশেষদেশঃ
স্ফুরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রঃ ॥

বিকসিতশতপত্র দ্যোতবিস্ফারনেত্রঃ
প্রিয়মৃদুলপবিত্রঃ স্নিগ্ধদৃক্প্রেমপাত্রঃ ।
অতিমধুরচরিত্রঃ প্রোল্লসচ্চারুগাত্রঃ
স্ফুরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রঃ ॥

মলয়জকরবীর শিচ্ছিলাসাতিধীরঃ
গিরিজবসনযুক্তঃ প্রান্তবস্ত্রানুরক্তঃ ।
রভসময়বিহারঃ পূর্ণলীলাবতারঃ
স্ফুরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রঃ ॥

সকলরসবিদগ্ধঃ সর্ব্বভাবপ্রশুদ্ধঃ
সকলসুখবিনোদঃ খ্যাতনিত্যপ্রমোদঃ ।
সকলসুখদনামা ধন্যতারুণ্যধামা
স্ফুরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রঃ ॥

অবিরতগলদশ্রুঃ প্রেমধারাসহস্র—
স্নপিতসকলদেশঃ খ্যাতনামোপদেশঃ ।

ভুবনবিদিত সর্ব্ব প্রাণিনিস্তারগর্ব্বঃ
স্ফুরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রঃ ॥
ঘনপুলককদম্বঃ স্থূলমুক্তাদৃশাম্ভঃ
অঘসমুদয়চোরঃ প্রেমহুঙ্কারঘোরঃ।
সদয়মধুরমূর্ত্তি বিশ্ববিখ্যাতকীর্ত্তিঃ
স্ফুরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রঃ ॥
অখিলভুবনভর্ত্তা দুর্গতিত্রাণকর্ত্তা
কলিকলুষনিহন্তা দীনদুঃখৈকশস্তা।
অনঘ মনুজপাতা কীর্ত্তনানন্দদাতা
স্ফুরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রঃ॥
সুরমুনিগণবন্ধুঃ প্রেমভক্ত্যৈকসিন্ধুঃ
কৃতহরিগুণনন্দঃ শ্রীলপাদারবিন্দঃ।
নটনমধুরমন্দঃ প্রেমগানপ্রনন্দঃ
স্ফুরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রঃ ॥
সকলনিগমসার প্রেমপূর্ণাবতারঃ
প্রচুরগুণগভীর শ্চিত্তসংযোগবীরঃ।
পতিতমনুজবন্ধুঃ পূর্ণকারুণ্যসিন্ধুঃ
স্ফুরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রঃ ॥
মধুরমণি মনোজ্ঞ স্তাণ্ডবাদ্যন্তবিজ্ঞ
স্তরণিমণিবিচিত্রঃ, প্রেমনিস্তারপাত্রঃ।
মহিমনি নিজনাম গ্রন্তসম্পূর্ণকামঃ
স্ফুরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রঃ ॥
শ্রীগৌরাঙ্গনটেন্দ্রস্য স্তুতিমেতামভীষ্টদাম্।
যঃ পঠেৎ পরমং প্রীতঃ, স প্রেমী সুখভাগ্ ভবেৎ ॥

(শ্রীল রঘুনন্দন বিরচিতং)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্তোত্রম্।

সচ্চিদানন্দ রূপায় বেধসামপি বেধসে
নমো নিত্যায় সত্যায় সদসদ্ব্যক্তি হেতবে।
এহি নাথ পদং দেহি হৃদি মে ত্বদগতাত্মনঃ
ত্বয়ি মে যুজ্যতামাত্মা পরাত্মন্ পরমাত্মনি।
ভো নন্দ-নন্দনানন্দ- দায়কানিন্দ্যচারিণাম্
পাহি মাং ত্রাহি গোবিন্দ কাহি মে গতিরন্যথা।
হা কৃষ্ণ কমলাকান্ত কেশি-কংস-নিসূদন
কিশোর কায় কালিন্দী- তটান্তকুঞ্জকেলিক।
মুকুন্দ মাধব শ্রীশ গোপিকানন্দবর্দ্ধক
গোবর্দ্ধনধর শৌরে মুরারে মধুসূদন।
হা কৃষ্ণ কৃষ্ণ কংসারে ঘোরে সংসার-দুর্গমে
রক্ষ মাং দুঃখদুর্দ্দৈব- কাতরং করুণানিধে।
নমঃ কৃষ্ণ-কেশবায় কিশোর-কুঞ্জচারিণে
নমঃ শান্তায় কান্তায় নমোঽনন্তায় বিষ্ণবে।
কদা বৃন্দাবনে বাসঃ কালিন্দী জলকেলয়ঃ
তমাল তল সংস্থানং কদা তন্মে ভবিষ্যতি।
যাতু বিত্তং যাতু কৃত্যং যাতি চেৎ যাতু জীবনং
অহো ভবতু মে সৈকা নিঃসঙ্গা কৃষ্ণসঙ্গতিঃ।

("মেহার মাহাত্ম্য।"প্রণেতৃ-শ্রীল সরোজনাথ বিরচিতম্)

কবিতা-কুঞ্জ।

চরণ-তুলসী দেবী।

চরণ-তুলসী দেবী পূজনীয়া মম,
যেথা থাক, জানি তুমি ব্রজগোপী সম।
জগতের সাধু সাধ্বী নিরখি তোমায়,
লভিয়া "চিন্ময় জ্ঞান" জানিয়া আত্মায়,
"জীবন্মুক্ত" হয়ে যেন ব্রজভাব ধরে,
বারেক যোগবাশিষ্ঠ পাঠ যেন করে।
"আগে হয় মুক্তি, তাহে সর্ব্ব বন্ধ নাশ,
তবে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস।"
কৃষ্ণের "চিন্ময় দেহ" রক্ত মাংস নয়,
কৃষ্ণলীলা-ভিত্তি সেই, ভাগবতে কয়।
জড়ে বা জড় জগতে রাসলীলা নয়,
একালে সেকালে লীলা ব্রহ্মাকাশে হয়!
বুঝিলে "চিন্ময় লীলা"—অমৃত কেবল,
ব্রহ্মাকাশে ফোটে "ব্রহ্ম—মূরতি যুগল!"
ব্রহ্মাকাশে পরব্যোমে গৌরাঙ্গ নিতাই
ব্রজপথে নাচি নাচি যান দুটী ভাই,—
পশ্চাতে ছুটিবে যবে রাস-রসে ভাসি,
সঙ্গে নিও "তমালেরে"—অনুগতা দাসী।
গোপীপদ-রজঃ দিও চিন্ময় অম্বরে,
রাজলক্ষ্মী দেবী আর দুর্ব্বল কুমারে!

ব্রহ্মচর্য্য বিলাস।

সংসারে চরম সুখ, ব্রহ্মচর্য্যে হয়,
ব্রহ্মচর্য্যে বল বীর্য্য, নৈলে সব ক্ষয়।
"সর্ব্বাগ্রেই কায়মনে ব্রহ্মচর্য্য ধর,
চরিত্র সংযম করি শক্তি রক্ষা কর।"—
মহাবাক্য, মহামন্ত্র, তুল্য নাই যার,
মহাবীর রামমূর্ত্তি বলিলেন সার!
হয় যদি ব্রহ্মচারী কে আঁটিবে তাকে?
অসাধ্য সাধিবে যদি ব্রহ্মচর্য্য থাকে!
ফল-আশা ছাড়ি ধরি ব্রহ্মচর্য্য ধন
অজেয় সে ইন্দ্রজিতে বধিল লক্ষ্মণ!
যুদ্ধে যেতে অন্তঃপুরে বিলম্ব হইল,
সুধন্বারে হংসধ্বজ তপ্ত তৈলে দিল!
মস্তিষ্কের সনে গাঁথা, শুক্র আর প্রাণ,
এক ক্ষয়ে আর ক্ষয়—সাধু সাবধান!
গৃহস্থের ব্রহ্মচর্য্যে ইন্দ্রিয় বিজয়,
মস্তিষ্ক-শুক্রের বৃদ্ধি সুবুদ্ধি উদয়!
নব আশা ভালবাসা ব্রহ্মচর্য্যে হয়,
অনন্ত বসন্ত-লীলা চিত্তে অভিনয়!
দেবত্ব ব্রহ্মত্ব পদ ব্রহ্মচর্য্যে মিলে,
শেষে কিন্তু 'হায় হায়' গোড়া ছেড়ে দিলে!
পাপী তাপী দীন দুঃখী কেন ম্লান মুখ?
রোগী ভোগী ব্রহ্মচর্য্যে পায় পূর্ণ সুখ!

বঙ্গবাসী বাল-বৃদ্ধ   যুবক-যুবতী,
ধাতু-দৌর্ব্বল্যের হাতে   চাও কি মুকতি ?
হীনবীর্য্য বঙ্গবাসী,   রোগে ভোগে হায়,
অকালে অবোধ সব   যমালয়ে যায় !
সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য   বীর্য্যবান্ করে,
অজর অমর করে   মৃতকল্প নরে।
ব্রহ্মচর্য্য ধর ভাই   ধরি দুটি হাত,
কাঙ্গাল সুহৃদ্‌বাক্যে   কর কর্ণপাত !
"গৃহস্থের ব্রহ্মচর্য্য"   শেখ অবিরত,
আমারে কিনিয়ে লও   জনমের মত !
"দীপ নির্ব্বাণ গন্ধঞ্চ   সুহৃদ্বাক্য মরুন্ধতিং।
ন জিঘ্রন্তি ন শৃন্বন্তি ন পশ্যন্তি গতায়ুষঃ॥"
মরিতে বসেছে যারা   দীপগন্ধ পায় না,
নাহি দেখে অরুন্ধতি   সুহৃদ্বাক্য চায় না !
আগে মোক্ষ উপলক্ষ্য,   আকাশ-দেহ কর লক্ষ্য॥
সেই দেহে হয় দরশন,   বৈকুণ্ঠাদি বৃন্দাবন॥
কৃষ্ণই কন্দর্প পুষ্পবাণ,   শুক্রধাতুই আসল প্রাণ॥
'রসো বৈ সঃ' রসই তিনি,   শুক্রধাতুই রসের খনি॥
শুক্র রক্ষাই সাক্ষাৎ মদন,   বিন্দু ক্ষয়ই মদন নিধন॥
অক্ষয় মদন বৃন্দাবনে,   ঊর্দ্ধরেতা সব সেখানে॥
শ্রীধরের সেই শ্রী যদি চাও   শ্রীনিবাসে ভজ মন,
কৃষ্ণ পূর্ণ ব্রহ্মচারী—   শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনিকেতন !
স্থির যৌবন, তেজে আঁটা,—রসের চোটে দাড়িম-ফাটা॥
নিত্য-সিদ্ধা গোপী গণ,—চিদাকাশে বৃন্দাবন॥

সুখ অন্বেষণ।

শ্রীগুরুনন্দন মুখোপাধ্যায় (জি, এন্, মুখার্জি) বিরচিত।

মিটিবে কি মন তোর সংসার-পিয়াস ;
সুখ অন্বেষণে সুধু হতেছ নিরাশ !
দ্বারে দ্বারে খুঁজিতেছ বিবিধ প্রকারে,
দুঃখের জীবনে সুখ শান্তি লভিবারে।
কে পেয়েছে শান্তি হয়ে মায়াতে মগন,
সংসারে সুখের আশা নিশার স্বপন !
হায়রে পাগল মন, বুঝিব বা কবে ?
সৃজন পালন যিনি করিছেন সবে,
যাঁর প্রেমানন্দ লভি সুখী সাধুগণ,
রে মুগ্ধ, কেননা কর তাঁর অন্বেষণ ?
আলেয়ার আলো হেরি নিশীথ-প্রান্তরে
ঘুরি ঘুরি পান্থ যথা লীলা সাঙ্গ করে,
তুমিও তেমতি মিথ্যা সুখের আশায়,
দেহান্ত স্বীকার করি ঘুরিছ হেথায় !
মরু মাঝে শুষ্কতরু, কেন কর আশা
মন-পাখী, তদুপরি বাঁধিবারে বাসা ?
অনিত্য বস্তুতে আস্থা করিছ স্থাপন,
মম মম বলি কেন মমতা মগন !
নিদারুণ মোহময়ী মায়াপুরী হেরি
ছুটিতেছ মৃত্যু মুখে, সহিছে না দেরি !
পুঁছিয়া মায়ার ছবি বিশ্বপট হ'তে,
দেখরে অবোধ মন অনিত্য জগতে
নিত্য সত্য বিভুপ্রেম অনন্ত অব্যয়,
সুখী হও লভি সেই "প্রেম বিশ্বময়"।

